আত্মকাহিনী

বা

স্বরচিত জীবন-কথা

শান্তিপুর সুতরাগড়-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মহাশয়ের জীবনী
প্রসঙ্গে উক্ত গ্রাম, রঙ্গপুর, মালদহ, বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন
রাজধানী গৌড়নগরের ও পাণ্ডুয়ার এবং আসাম
প্রদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সম্বলিত
ইতিহাস

শান্তিপুর সুতরাগড়-নিবাসী
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩৩৯

বিনামূল্যে বিতরিত।

উৎসর্গ

পিতৃদেব,

সাত বৎসর বয়সের সময়ে আপনাকে হারাইয়া আপনার ভালবাসা, স্নেহ, দয়া মমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আপনার শ্রীচরণ সেবা করিবার সুযোগ পাই নাই, কিন্তু আপনার নিষ্কলঙ্ক দেবোপম চরিত্র আমার হৃদয়ের উপরে চিরকালই কার্য্য করিয়া আসিতেছে। আজ কি দিয়া আপনার পূজা করিব? আপনার পবিত্র আত্মার উদ্দেশে এই "আত্মকাহিনী" রূপ ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আমাকে আজ ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছি।

আপনার দীনহীন পুত্র

শ্রীরামেশ্বর সেন।

ভূমিকা

এই আত্মকাহিনীর মধ্যে রঙ্গপুর, মালদহ, বাঙ্গালাদেশের পূর্ব্ব-রাজধানী গৌড় নগরের ও পাণ্ডুয়ার এবং আসাম-প্রদেশের অনেক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাগড় ও শান্তিপুরেরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমি একজন অতি সামান্য দরিদ্র ও নগণ্য লোক। এরূপ অবস্থায় আমার নিজ জীবনী লেখা নিতান্ত ধৃষ্টতার, বাচালতার ও উন্মত্ততার পরিচয় দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিজ জীবনী লেখার ইচ্ছা আমার মনে কখন উদয় হয় নাই। তবে আমার শ্রদ্ধাভাজন পরম সুহৃদ স্বর্গীয় পণ্ডিত বীরেশ্বর প্রামাণিকের পুত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ যোগানন্দ প্রামাণিক বার বার আমাকে অনুরোধ করায় ও নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করায় আমি অদ্য এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। সম্ভবতঃ আমাকে ইহার জন্য হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। হয়ত আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া কত লোকে কত কথা বলিবেন। এ সমস্ত আমাকে অবিচলিতচিত্তে ও অম্লান বদনে সহ্য করিতেই হইবে। আমার জীবনে এমন কোন বিচিত্র ঘটনা ঘটে নাই যাহা এই আত্মকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তবে অতি সামান্য লোকেও যদি অধ্যবসায়, প্রগাঢ় যত্ন, উদ্যম ও পুরুষকার সহকারে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহার কার্য্যে সে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করিতে পারে এইটীই দেখাইবার জন্য আমি এই হাস্যাস্পদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার এই সামান্য আত্মকাহিনী

পাঠ করিয়া যদি কোন দরিদ্র বালকের বা যুবার স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে উদ্যম, উৎসাহ ও যত্ন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে তাহা হইলে আমি আমাকে ধন্য জ্ঞান করিব ও যথেষ্ট পুরস্কৃত মনে করিব।

- ১৩২৬ সনের ১৭ই আশ্বিন বিজয়াদশমীর দিন আমি আত্মকাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি এবং চারি বা পাঁচ মাসের মধ্যেই লেখা সমাপ্ত হয়। ইহা মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। মুদ্রিত করিবার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা এখনকার লেখা নহে। সুতরাং ইহাতে যে সকল ব্যক্তির নাম লিখিত হইয়াছে, আক্ষেপের বিষয় তাঁহাদের অনেকেই আর এখন ইহলোকে বিদ্যমান্ নাই।

এখন আমার বয়স ৮২ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক সামর্থ্য নাই। এজন্য মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে অনেক ভ্রম প্রমাদ আমি ধরিতে পারি নাই। কাজেই অনেক বর্ণাশুদ্ধি ও অর্থাসঙ্গতি এই আত্মকাহিনীর মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

আমার পূজ্যপাদ পুরোহিত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের অনেক দোষ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমান্ যতিভূষণ দে ও শ্রীমান্ রাজেন্দ্রনাথ দাশ এই আত্মকাহিনীর মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ইহাঁদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সুতরাগড়
২৫শে ভাদ্র,
সন ১৩৩৯।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরীর বিবরণ বা দাস-জীবনের ইতিহাস

রঙ্গপুর

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

মালদহ

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

ধুব্‌ড়ী

বিষয় | পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

নওগাঁ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধুব্‌ড়ী

সপ্তম অধ্যায়

কোহিমা

অষ্টম অধ্যায়

নওগাঁ

নবম অধ্যায়

তেজপুর

বিষয়

দশম অধ্যায়

ধুব্‌ড়ী

শ্রীরামেশ্বর সেন।

জন্ম—শকাব্দা ১৭৭২ বঙ্গাব্দ ১২৫৭ ৭ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার

ইং ১৮৫০, ২২শে জুন।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থান ও কুল পরিচয়।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরা সুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

আমাদের আদি বাসস্থান বর্দ্ধমান্ জেলার কোন অজ্ঞাত পল্লি। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে উক্ত পল্লির নাম বটগ্রাম, উহা কাটোয়ার সন্নিহিত। কেহ কেহ বলেন বর্দ্ধমানের প্রাচীন নাম বটগ্রাম। বর্গীর হাঙ্গামে উক্ত পল্লি পরিত্যাগ করার পরে হুগলী জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গুপ্ত-পল্লি বা গুপ্তি-পাড়ার নিকটে শালকুঁড়ো নামক ক্ষুদ্র গ্রামে আমাদের নূতন বাসস্থান স্থাপিত হয়। ১২৩০ সালের ভীষণ বন্যাতে ঐ শালকুঁড়ো গ্রাম জলমগ্ন হওয়ায় এবং মাটীর দেওয়াল দেওয়া খড়ুয়া ঘরগুলি পড়িয়া যাওয়াতে তথা হইতে অন্যত্র আসিতে হয়। ঐ বন্যাতে গৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি ভাসিয়া যায়। সম্বলের মধ্যে কয়েক কাহন কড়ি মাত্র ছিল। ঐ সময়ে আমার

পিতৃদেব ও পিতৃব্যের বয়স নিতান্তই অল্প ছিল। ইতি পূর্ব্বেই আমার পিতামহের মৃত্যু হইয়াছিল। আমার পিতামহী অল্প বয়স্ক পুত্র দুইটীকে সঙ্গে করিয়া কলার ভেলায় করিয়া সাতগাছিয়া গ্রামে তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতার গৃহে প্রথমে আসিয়া উপস্থিত হন। আমার পিতামহী অতি স্বাধীন ভাবাপন্না তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। জামাতার গৃহে অতি অল্প দিনের জন্যও আশ্রয় গ্রহণ করা তিনি লজ্জা ও অপমানের বিষয় মনে করিয়া সূত্রাগড় গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় ঠিক কৃষ্ণকালী তলার অল্প উত্তর দিকে তাঁহার পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। আমার পিতামহীর পিতার নাম ছিল ভিখারী ইন্দ্র এবং ভ্রাতার নাম ছিল রামকমল ইন্দ্র। এ সময়ে তাঁহার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না। তাঁহার ভ্রাতার স্ত্রী তাঁহাকে এইরূপ বিপন্নাবস্থায় পতিতা দেখিয়াও তাঁহার ও তাঁহার শিশু পুত্র দুইটীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না বরং কার্য্যের দ্বারা কতকটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই অস্বাভাবিক ও অনুদার ব্যবহারে আমার পিতামহী নিতান্তই মর্ম্মাহতা হইলেন এবং শিশু পুত্র দুইটীকে অল্প কালের জন্য তাঁহাদের মাতুলালয়ে রাখিয়া তখনই একটী তৎকালের বাসোপযোগী গৃহ অন্বেষণার্থ বাহির হইলেন। শান্তিপুরস্থ বেজ পাড়ার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র কুঠরী ভাড়া করিয়া সেই দিনই তাঁহার শিশু পুত্র দুইটীকে সঙ্গে করিয়া বেজ পাড়ায় সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। এই মহদন্তঃকরণ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার দয়াবতী পত্নী আমার পিতামহী ও তাঁহার শিশু পুত্র দুইটীকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। আমার পিতামহী শিশু পুত্র দুইটীকে অবলম্বন করিয়া ও তাঁহাদের সাহায্যে একটী ক্ষুদ্র দোকান সেই ক্ষুদ্র ঘরেই খুলিলেন। তাহাতে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হইয়াও তাঁহাদের হস্তে কিছু কিছু পয়সা জমিতে লাগিল।

দুই তিন বৎসর পরে এখন যেখানে মতিগঞ্জ সেই স্থানে একখানি ইটের দেওয়াল দেওয়া চালা ঘর প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন। পরে স্বর্গীয় মতিবাবু অর্থাৎ জমীদার উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় যখন তাঁহার নিজ নামে গঞ্জ বসাইলেন সেই সময়ে তিনি আমার পিতামহীকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জমীদারির অন্তর্গত নূতন পাড়া নামক স্থানে (বর্ত্তমান নূতন হাটের উত্তর পশ্চিম অংশে) উঠিয়া আসিতে বাধ্য করেন। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে আমার পিতৃব্যের মৃত্যু হইয়াছিল। আমার পিতামহী অচিরেই নূতন পাড়ায় অপেক্ষাকৃত একটী ভাল বাড়ী প্রস্তুত করাইলেন। আমার পিতামহী দেবী অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না ও পরিশ্রমশীলা মহিলা ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অবস্থার ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। আমার পিতৃদেবকে সুবোধ, শান্ত, পরিশ্রমী, ধীরপ্রকৃতি ও ধর্ম্ম-ভীরু যুবা মনে করিয়া অযাচিত ভাবে আমার মাতামহ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত আমার পিতৃদেবের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন আমার মাতামহ নির্ধন লোক ছিলেন না বরং তৎকালে ধনী বলিয়াই খ্যাত ছিলেন। আমার মাতৃদেবী আমার মাতামহ ও মাতামহীর সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান সুতরাং পিতা মাতার ও ভ্রাতা ভগিনীদিগের বিশেষ আদরের পাত্রী ছিলেন। আমার মাতৃদেবীর যখন তিন মাস মাত্র বয়স তখন আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল ও মাতুলানী শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দর্শনে ৺পুরীধামে যাত্রা করায় আমার মাতামহীও জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা বধূ মরণ বাঁচনের দেশ ৺পুরীধামে যাইতেছেন দেখিয়া শিশু কন্যাটীর মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। আমার মাতৃদেবী আমার মধ্যমা মাতুলানীর স্তন্য-দুগ্ধ পান করিয়া জীবিতা ছিলেন। এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্বে আমার মধ্যমা মাতুলানীর একটী সন্তান হইয়া মারা পড়িয়াছিল। সুতরাং সর্ব্বজন পালক শ্রীশ্রী৺ভগবান্ আমার মাতৃদেবীর তৎকালের আহার এই

রূপেই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাগড়ের চড়কতলায় যে হাকিম বাড়ী বলিয়া একটী বাড়ী আছে এবং যে বাড়ীর ছেলে পিলেগণ আজ পর্য্যন্ত হাকিম বাড়ীর ছেলে পিলে বলিয়া সাধারণ লোকের নিকট পরিচিত, আমার মাতামহ স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র ইন্দ্র সেই বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। তৎকালে তাঁহার পারিবারিক ও বৈষয়িক অবস্থা বেশ ভালই ছিল। তাঁহার তখন চারিটী পুত্র, মাধবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র ও বৈকুণ্ঠনাথ ও চারিটী কন্যা বর্ত্তমান্। হাকিম বাড়ীর কর্ত্তা বলিলেই তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা সুচিত হইল। আমার মাতামহীও বিশ্বাস বাড়ীর কন্যা। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস। তখন আমার পিতৃদেবের অবস্থার বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছিল।

তখন আমাদের নূতন পাড়ার বাড়ীতে দুর্গোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ঐ বাড়ীর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কতকগুলি খেজুর গাছ ছিল। সে গুলির উপস্বত্ব আমার পিতামহী ও পিতা ভোগ করিতে পাইতেন না। মতিবাবুই তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। একবার দুর্গোৎসব উপলক্ষে টাপর বাঁধিবার সময় দুই একটী খেজুর গাছ কাটার প্রয়োজন হইয়াছিল। মতিবাবু কিছুতেই ঐ গাছগুলি কাটিতে দেন নাই। এই অসুবিধা দেখিয়া আমার পিতৃদেব তখন ঐ বাড়ী ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া আমাদের বর্ত্তমান বাড়ীটী নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাগড় গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করার প্রবৃত্তি তাঁহার স্বতঃই উপস্থিত হইবার কথা যে হেতু তাঁহার শ্বশুর মহাশয় ও শ্যাল-কেরা তখন বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ। যখন আমাদের বর্ত্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আসা হয় তখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যজ্ঞেশ্বর সেন মাতৃগর্ভে। বর্ত্তমান বাড়ীতেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তিনিই আমার পিতামাতার প্রথম সন্তান ছিলেন। যখন তিনি

ভূমিষ্ঠ হন তখন আমার মাতৃদেবীর বয়স অনুমান ১৫ বৎসর। আমার মাতৃদেবী সময়ে সময়ে বলিতেন যে তিনি গুজরি পঞ্চম (রৌপ্য পদালঙ্কার) পায়ে দিয়া ষষ্ঠী পূজা করিয়া আসিয়া ছিলেন। দিন দিন আমার পিতৃদেবের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি আমাদের বর্ত্তমান বাড়ীতেই একটী গুড়ের কারখানা খুলিয়াছিলেন। এই বাড়ীর দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে ২২টী কড়ির একটী পাকা গুদাম ঘর ও দক্ষিণ দিকে ইটের দেওয়াল দেওয়া আনুমানিক ৫০ হাত দীর্ঘ একটী দোচালা ঘর প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। সদর বাড়ীতে একখানি প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপও ছিল। দরজার দুই পার্শ্বে দলিজ ও সিঁড়িযুক্ত পাকা ঘর ছিল। সে সকল ঘর এক্ষণে আমাদের অবস্থা হীন হওয়ায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা নিজের আয়ে কোন ঘরই প্রস্তুত করিতে পারি নাই। বরং অনেকগুলি ঘর নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আমার পিতামাতার ক্রমে আটটী সন্তান হইয়াছিল। চারিটী পুত্র যজ্ঞেশ্বর, ভুবনেশ্বর, কেদারেশ্বর ও এই হতভাগ্য রামেশ্বর এবং চারিটী কন্যা। আমার পিতৃদেবের জীবদ্দশাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিবাহ হইয়াছিল। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীরও বিবাহ হইয়াছিল। তিনিও অল্প বয়সে সধবাবস্থায় মারা যান। আমার পিতৃদেব আমার মধ্যমা সহোদরার বিবাহ দিবার অল্প দিন পরেই মারা যান। আমি আমার পিতা মাতার ষষ্ঠ সন্তান ও কনিষ্ঠ পুত্র। আমার পিতৃদেব বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্, বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন, কার্য্যকুশল, সদনুষ্ঠানপ্রিয়, ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ও স্বধর্ম্ম নিরত ছিলেন। তিনি কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিতে জানিতেন না।

গুড়ের কারখানায় ব্যাপারীদের নিকট হইতে একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি করিয়া গুড় মাপিয়া লওয়া হইত। ঐ হাঁড়ির গলার অল্প

নিম্নে একটী চিহ্ন বা ক্ষরা কাটা থাকিত। হাঁড়ীর মাপ ৫২॥ সের ছিল। হাঁড়িটী একটু কাত করিয়া ধরিলেই ৫২॥ সেরের পরিবর্ত্তে ৫৫ সের গুড় লওয়া যাইত। এইরূপে প্রায় সকলেই ব্যাপারীদিগকে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন ও ঠকাইতেন। আমার পিতৃদেব এইরূপ ব্যবসায়ে অধর্ম্ম হইতেছে দেখিয়া কাঁটা পাল্লায় গুড় ওজন করিয়া লইবার রীতি প্রচলন করেন। তদবধি এই কাঁটাপাল্লা দিয়াই গুড় ওজন করিয়া লওয়া হইতেছে। আমার পিতার নাম ছিল রামধন সেন। আমার বয়স যখন ৭ বৎসর তখন আমার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। সুতরাং আমি আমার সাধু পিতার চরিত্রের অনুকরণ করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। আমার পিতা প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিতেন। কার্য্যবশে যদি কোন দিন বেলা অবসান প্রায় হইয়া যাইত তাহা হইলেও তিনি গঙ্গা স্নানে বিরত হইতেন না। ৪৫ বা ৪৬ বৎসর বয়সে আমার পিতা লোকান্তর গমন করেন। সজ্ঞানে গঙ্গা যাত্রা করিয়া ভাদ্র মাসে রাধাষ্টমী দিবসে গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করেন। আমার পিতামহী তখনও জীবিতা ছিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর ৭ বা ৮ বৎসর পরে ৯৫ বৎসর বয়সে আমার পিতামহী সজ্ঞানে গঙ্গা তীরে প্রাণত্যাগ করেন।

আমার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, প্রত্যহই অতি প্রত্যুষে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবা মাত্রই তিনি রামধন বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। ইনি বৃদ্ধ বয়সে গো-সেবায় রত ছিলেন। তাঁহার জীবিত কালে আমাদের বাড়ীতে ৩।৪টী দুগ্ধবতী গাভী ছিল। প্রত্যেকটাই এক একবারে /৪ /৫ করিয়া দুগ্ধ প্রদান করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় আমার পিতামহীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গাভীগুলিরও অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছিল এবং আমাদের বৈষয়িক অবস্থারও দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। আমার পিতামহীর মৃত্যুও আশ্চর্য্যজনক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার পিতামহী অতি

স্বাধীন ভাবাপন্না, তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। এরূপ তেজস্বিনী রমণীর মৃত্যুও যে বিচিত্র হইবে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমার পিতামহীর বর্ণ অতি উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থলে ভেলা দিয়া রাম নাম অঙ্কিত ছিল। পীতবর্ণ বক্ষঃস্থলের উপরে কৃষ্ণ বর্ণের রাম নাম লেখা বিলক্ষণ শোভা পাইত। যে বৎসর উড়িয়্যায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় সেই বৎসর, বোধ করি ইংরাজী ১৮৬৬ সালের বাঙ্গলা ১২৭৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমার দিবসে বেলা প্রায় অপরাহ্ণ ২টার সময়ে গঙ্গা তীরে সজ্ঞানে কথা কহিতে কহিতে তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে বেলা ২টার সময় হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন আমাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাও। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সামান্য পেটের পীড়া হইয়াছিল। নাড়ীজ্ঞ ব্যক্তিরা এমন কি বেজ পাড়ার সুযোগ্য চিকিৎসক শ্রীকান্ত রায় মহাশয়ও তাঁহার হাত দেখিয়া বলিলেন যে তীরস্থ করিবার মত তাঁহার কিছুই হয় নাই। আর একটী কথা এখানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। আমার পিতাকে যখন গঙ্গাতীরস্থ করা হইয়াছিল তখন আমার পিতামহী আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে রামধন তুইত চলিয়া যাইতেছিস্, আমাকে কে গঙ্গায় দিবে। বাবা সেই সময় বলিয়াছিলেন যে রমানাথ থাকিল, সেই তোমাকে গঙ্গায় দিবে। রমানাথ নাগ আমার মাতৃষ্বসা পুত্র ছিলেন এবং আমার পিতার গুড়ের কারখানায় প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রমানাথ আমার পিতার মৃত্যুর পরে কয়েক বৎসর আমাদের কারখানায় কার্য্য করিয়া ছিলেন এবং আমাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া ও তহবিল ভাঙ্গিয়া নিজে একটী অল্পায়তনের গুড়ের কারখানা খুলিয়া ছিলেন এবং আমাদের কার্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার সঙ্গে আমার মধ্যম সহোদর ভুবনেশ্বরের বিবাদ হইয়াছিল এতদূর বিবাদ হইয়াছিল যে পরস্পরের মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত ছিল না। আমার পিতামহী যখন গঙ্গাতীরস্থ হইতে চান তখন আমার মেজ

দাদাকে বলিলেন, ভুবন, তোর দাদা রমানাথের সঙ্গে আর বিবাদ রাখিস্ না।

এই বলিয়া রমানাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বুড়ী ডাকিতেছে শুনিয়া রমানাথ আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার বাড়ী ও আমাদের বাড়ীর মধ্যে একটী সদর রাস্তা মাত্র ব্যবধান। রমানাথ আসিবা মাত্র আমার পিতামহী বলিলেন "রমানাথ তোর মেসো মরণকালে কি বলিয়া গিয়াছিল। তুই আমাকে গঙ্গায় দিবি না?" রমানাথ বলিলেন "অবশ্যই দিব"। এখন তাঁহাকে তীরস্থ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। তখনই রামলাল সূত্রধর আসিয়া একখানি খাট তৈয়ার করিয়া দিল। সকল লোকেই বলিতে লাগিল বুড়ী পাগলী হইয়াছে। অনর্থক সকলকেই ভোগাইবে। আমাদের গ্রামের প্রধান প্রধান লোক যথা স্বর্গীয় বিষ্ণুচন্দ্র রায় মহাশয়, মহাদেব নন্দী, শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্র, আমার মেজ দাদার শ্বশুর গঙ্গাধর নন্দী ও আমার শ্বশুর দীননাথ ইন্দ্র মহাশয় প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে তীরস্থ করিতে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। সংকীর্ত্তনের দল ডাকিতে লোক পাঠান হইল। কিন্তু আমার পিতামহীর গঙ্গাতীরে যাইবার ইচ্ছা তখন এতই প্রবলা হইয়াছিল যে তিনি সংকীর্ত্তনের দলের জন্য অপেক্ষা করিতে দিলেন না। বলিলেন, তোমরা হরিনাম করিতে করিতে আমাকে লইয়া চল।

তাঁহার কথানুসারেই কার্য্য করা হইল। তখনই গঙ্গাতীরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। গঙ্গাতীরে অর্থাৎ আমাদের গড়ের ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। ঘাটে গিরিধর কুণ্ডুর সজ্ঞানীয় ঘর এবং মুদিখানার দোকান ছিল। খেওয়া ঘাটের একখানি ঘরও ছিল। এখন পন্তির বা পয়োস্তির ধারে যে একটী বড় অশ্বথ বৃক্ষ দৃষ্ট হয় তখন সেই স্থানেই গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়ার পরে তাঁহার

খাটখানি গঙ্গার ধারে নামান হইয়াছিল। তিনি খাটের উপরে উঠিয়া বসিয়া গঙ্গাদেবীকে করযোড়ে প্রণাম করিলেন। তৎপরে বলিলেন যে এখন আমাকে সজ্ঞানীয় ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া রাখ। তাহাই করা হইল। সে রাত্রিটা গেল, তাহার পর এক অহোরাত্রি গেল। তৃতীয় দিবসে বেলা অনুমান ২টার সময়ে বলিলেন যে আমাকে ঘরের বাহির করিয়া গঙ্গার কুলে লইয়া চল। ইতি পূর্ব্বেই আমার কনিষ্ঠা পিসীমা তাঁহাকে একটী পাকা আম খাওয়াছিলেন। ঘাটে তখন আমি ছিলাম, আমার ভগিনীপতি মথুরামোহন ইন্দ্র, আমার ছোট মামা বৈকুণ্ঠনাথ ইন্দ্র আমার তুই পিসীমা ও মাতাঠাকুরাণী ছিলেন। আমার মধ্যমাগ্রজ ভুবনেশ্বর সেন বাড়ী আসিয়া আহারাদি করিয়া নিদ্রা-সুখানুভব করিতে ছিলেন। আমার তৃতীয়াগ্রজ কেদারেশ্বর ধান কিনিতে বাদায় গিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি দেশে ছিলেন না। আমি বলিলাম এখন ঘরের বাহিরে ভয়ানক রৌদ্রের তাপ। এখন বাহির করার প্রয়োজন নাই।

তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে যেদিন আমাকে এখানে আনিয়া-ছিলে সেইদিন গঙ্গার ধারে একখানা নৌকায় গাবের রং দেওয়া হইতেছিল। যদি সে নৌকাখানি এখনও তথায় থাকে তবে তাহার পাশে ছায়া আছে। অথবা ঘরের পিছনে ছায়া আছে। আমাকে ঘরের মধ্যে রাখিও না। বাস্তবিক নৌকাখানি তখনও সেই স্থানেই ছিল। তাঁহাকে খাটে করিয়া ঘরের বাহির করিয়া নৌকা খানির পার্শ্বে লইয়া যাওয়া হইল। খাটের উপরে বসিয়া করযোড়ে তিনি ভক্তিভরে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া যেমন বালিশের উপরে মাথা রাখিতে গেলেন, অমনিই তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উল্টাইয়া গেল। খাটের উপর হইতে নামাইয়া তাঁহাকে অন্তর্জ্জলী করিয়া তুই চারিবার তাঁহার কাণের নিকট হরিনাম উচ্চাচরণ করিতে করিতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। এটা কি আশ্চর্য্য মৃত্যু নহে?

ব্যবসায়ের উল্লেখ করাতে স্পষ্টই প্রকাশ করা হইয়াছে যে আমি মোদক কুল সম্ভূত। তবে মধু মোদক, নাপিত মোদক, বা কুরী মোদক নহি। আমরা জাতিতে মোদক। এইজন্য আমরা জাতি মোদক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। ব্যবসায়ের জন্য মোদক নহি। শান্তিপুরের মিউনিসিপ্যাল স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর দাস তাঁহার "কার্ত্তিক চরিত" নামক পুস্তকে মোদক জাতিকে শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার ঐকমত্য হয় না। শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিয়াছেন।

"চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তার মব্যয়ম॥"

অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বণ্য সৃষ্টি করিয়াছি (সত্য কিন্তু) তাহার কর্ত্তা হইলেও বস্তুতঃ আমায় অব্যয় এবং (আসক্তি শূন্যতাবশতঃ) অকর্ত্তা জানিও॥ সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজঃ প্রধান ক্ষত্রিয়, রজস্তমঃ প্রধান বৈশ্য, তমঃ প্রধান শূদ্র। পুনরায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৪, শ্লোকে বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভারশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাভজম্॥
কৃষিগোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রাস্যাপি স্বভাবজম্॥

হে পরন্তপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারজাত গুণদ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত। শম, দম,

তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা; সরলতা জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা), দান ও ঈশ্বরভাব এইগুলি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষি গো পালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম শূদ্রদিগের স্বভাবজ।

মোদক জাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন করণ ও উহাদের চারি আশ্রমের কথা।

মোদকজাতি প্রধানতঃ যে ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহাকে ত পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। বরং তাঁহাদের ব্যবসায় বৈশ্যের ব্যবসায়। বর্দ্ধমান্, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার মোদকগণের প্রধান ব্যবসায় কৃষি ও বাণিজ্য। সুতরাং মোদকগণের ব্যবসায় দ্বারা সূচিত হইতেছে যে ইহাঁরা বৈশ্য। ইহাঁদের মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরণ ও উহা বিক্রয় করণ কার্য্য কিছুতেই পরিচর্য্যাত্মক কার্য্য নহে। যদি ইহাঁদের এই কার্য্যকে পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম বলা যায়, তাহা হইলে সকল ব্যবসায়ই পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মোদক জাতি শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর নহেন বরং ইহাঁদিগকে ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্গত করা যাইতে পারে। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বর্গীর হাঙ্গামে বর্দ্ধমান্ জেলা হইতে উঠিয়া আসিয়াই হুগলি জেলায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাগড়ের সমস্ত মোদকেরই আদি বাস বর্দ্ধমান্ বা হুগলি জেলায় ছিল। কেহ আমাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিয়া থাকি আমরা জাতি মোদক, রাঢ় আশ্রম, স্থান বর্দ্ধমান্, শিবদাসের সন্তান। জাতি মোদক চারি আশ্রম বা শাখায় বিভক্ত যথা—রাঢ়, মোঢ় বা ময়ূর, ধর্ম্মসুত ও অজা বা অজাউৎ। আমার বিশ্বাস রাঢ়

দেশে বাস করার জন্য এক শ্রেণীর নাম হইয়াছে রাঢ়, ময়ুরাক্ষি নদী প্রবাহিত স্থানে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম হইল মোঢ়, যাঁহারা প্রধানতঃ ধর্ম্মপূজা করিতেন তাঁহারাই হইলেন ধর্ম্মসৃত, আর যাঁহারা ধর্ম্মপূজায় পৌরোহিত্য ও শাস্ত্রালোচনা করিতেন তাঁহারাই হইলেন অজা। কেহ কেহ বলেন যে শব্দটী অজা নহে, ওঝা (পণ্ডিত) ওঝা শব্দের অর্থ পণ্ডিত যেমন কীর্ত্তিবাস ওঝা বা কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত (বাংলা ভাষায় রামায়ণ গ্রন্থ প্রণেতা) এই চারি শ্রেণীর বা আশ্রমের মোদকগণ এক মূল আদি পুরুষের সন্তান বলিয়া প্রতীতি হয়। বাসস্থান, বৃত্তি ও কার্য্য ভেদে ইহাঁদের ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম হইয়াছে। যেমন দেখিতে পাই স্থান বিশেষে বাস করার জন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণী হইয়াছে। রাঢ় অঞ্চলে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন রাঢ়ী ও বরেন্দ্রভূমে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন তাঁহারাই হইলেন বারেন্দ্র এইরূপ কায়স্থদিগের মধ্যে দেখিতে পাই উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ।

মানভূম্ ও সিংহভূম্ জেলার কোন কোন স্থানের মোদকগণের মধ্যে ধর্ম্মপূজার আধিক্য এখনও দেখা যায় এবং তাঁহারা নিজেই ঐ পূজায় পুরোহিতের কার্য্য করেন। আমার বিলক্ষণ মনে আছে যে আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালক সনাতন ইন্দ্রের যখন প্রথম বিবাহ সুখচর নিবাসী নন্দলাল নাগের কন্যার সহিত হইয়াছিল তখন সুখচরের কুটুম্বগণের সহিত ঘটনাক্রমে মানভূম্ জেলার দুই তিন জন কুটুম্ব আমার শ্বশুর দীননাথ ইন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের সঙ্গে শিলাময়ী ধর্ম্মঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন এবং তাঁহারা নিজেই ঐ ঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন। লাউসেনের রাজত্ব-কালে রাঢ়ে ধর্ম্মপূজার বিশেষ প্রাবল্য হইয়াছিল। বীরভূম হইতে আরম্ভ করিয়া কাঁথি পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থানেই ধর্ম্মপূজার প্রচলন হইয়াছিল। শূন্য পুরাণের এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ধর্ম্মঠাকুর রূপে পূজিত

হইয়াছিলেন। এই পূজায় যে কোন ব্যক্তি পুরোহিতের কার্য্য করিতে পারিতেন। এমন কি ডোমও পুরোহিতের কার্য্য করিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

অজাশ্রম বা অজাউৎ সম্বন্ধে আমার মনে আর একটী কথা উপস্থিত হয়। "অজ" শব্দের অর্থ যাঁহার জন্ম নাই সুতরাং অজ শব্দেও এক অনাদি অনন্ত ব্রহ্মকেই বুঝায়। আমার বিশ্বাস অজাউৎ ও ধর্ম্মসুত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক।

আত্মকাহিনী বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি তজ্জন্য উদার চিত্ত পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। মোদক নাম শুনিয়াই অনেকেই নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকেন এবং এই সদাচারী জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন। আমার নিজের জীবনের একটী ঘটনা হইতে স্থানান্তরে দেখাইব যে আমি কোন একস্থানে মোদক বলিয়া পরিচয় দিবামাত্রই কিরূপ ব্যবহার পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম।

জন্ম বিবরণ।

এক্ষণে আমার জন্মকাহিনী বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শকাব্দা ১৭৭২ বঙ্গাব্দ ১২৫৭ ৭ই আষাঢ় ইং ১৮৫০ ২২শে জুন তারিখে বৃহস্পতিবারে শুক্লা একদশী তিথিতে ও স্বাতী নক্ষত্রে আমাদের বর্ত্তমান সুতরাগড়স্থ বাটীতে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতার নাম রামধন সেন ও মাতার নাম বিধুমুখী দাসী। আমি আমার পিতামাতার যষ্ঠ সন্তান এবং কনিষ্ট পুত্র।

আমার কনিষ্ঠ পিতৃস্বসা স্বামী শম্ভু চন্দ্র নাগ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে দুইটী মাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল। উক্ত কন্যাদ্বয়ের পৌত্রেরা এখনও বর্ত্তমান। একটী কন্যার পৌত্র শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হাজারী লাল সেন ও অপরটীর পৌত্র সুতরাগড় নিবাসী

শ্রীযুক্ত তারাপদ ইন্দ্র। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগ হওয়ার পরে তিনি আমার কনিষ্ঠা পিসীমাতাকে বিবাহ করেন। আমার পিসীমা দুর্ভাগ্য-ক্রমে বন্ধ্যা ছিলেন। এজন্য তাঁহার সন্তান জন্মে নাই। আমার জন্মের পূর্ব্বেই তিনি আমার পিতাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে এবারে তোমার পুত্র হইলে সে পুত্রটীকে আমায় দিতে হইবে। আমার পিতাও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমার জন্মের পরেই আমার পিসে মহাশয় ও পিসী মাতাঠাকুরাণী আমাকে লইবেন বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমার পিসে মহাশয়ের পূর্ব্ব নিবাস বর্দ্ধমান্ জেলার অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রামে ছিল। পুরাতন সাতগাছিয়া গ্রাম এক্ষণে কালচক্রে গঙ্গার এই পারে অর্থাৎ আমাদের পারে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি সাতগাছিয়ার বাটী পরিত্যাগ করিয়া সুতরাগড় গ্রামে আসিয়া বাস করেন। আমাকে লইবার জন্যই তাঁহার এখানে উঠিয়া আসা। শ্রীমান্ কার্ত্তিক চন্দ্র দাসের বর্ত্তমান বসতি বাটীই তাঁহার বাটী ছিল। আমার পিসে মহাশয় ঐ বাড়ীটী এক গন্ধ বণিকের নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন। ঐ গন্ধ বণিকের নাম ছিল দাশরথী। লোকে উহাকে দেশোপেত্তা বলিত। কার্ত্তিক চন্দ্রের পিতা আমার পিসে মহাশয় বা আমার পিসীমার নির্ম্মিত পুরাতন ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, বর্ত্তমান অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্রমে যখন আমার বয়স তিন বা চারি বৎসর হইল তখন আমার পিসে মহাশয় আমাকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমাদের পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যে দেখিয়াছি যে আমাকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিবেন বলিয়া দলিল আদি লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার পিতা আমাকে গোত্রান্তর করিয়া পোষ্য পুত্ররূপে আমার পিসে মহাশয়কে দিতে পরে সম্মত হন নাই। সুতরাং আমাকে সেন উপাধি পরিত্যাগ করিয়া নাগ উপাধি গ্রহণ করিতে হয় নাই। আমাকে পোষ্য পুত্ররূপে না পাইলেও আমার পিসে মহাশয়ের আমার প্রতি স্নেহের লাঘব হয় নাই। তিনি যতদিন

জীবিত ছিলেন, ততদিনই আমাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন ও আমার সমস্ত ব্যয় তিনি যোগাইতেন। আমি তাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন করিতাম। আমার পিসে মহাশয়ের মৃত্যুর পরেও আমার পিসী মাতা-ঠাকুরাণী আমাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং তিনি আমার বস্ত্রাদির ও শিক্ষার ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। আমার বিবাহের ব্যয়ও তিনি যোগাইয়াছিলেন। আমার পিসীমাতাঠাকুরাণীর নাম ছিল ভগবতী দাসী। আমার পিসে মহাশয় ও পিসীমাতার জীবন হইতে আমি বাল্যকালে অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। ইহাঁরা দুই স্বামী স্ত্রী আদর্শ নরনারী ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এইস্থানে তাঁহাদের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা না করিলে আমার আত্মকাহিনীই বলা হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ে পাঠকবর্গের সানুগ্রহ সম্মতি ভিক্ষা করিতেছি। আমি এ বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমার ভিখারী। ইহাঁদের চরিত্রই আমার জীবনের উপর বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছিল এবং জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিল।

আমার পিসে মহাশয়ের সাতগাছিয়ার বাড়ীটী দ্বিতলগৃহ ছিল। বাড়ীর সম্মুখে ঠিক পূর্ব্বদিকে তাঁহার নিজ প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের মন্দির ছিল। এই বাড়ীটী তিনি তাঁহার গুরুবংশ সম্ভূত দামোদর গোস্বামী মহাশয়কে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় ঐ বাড়ীতে কিছুকাল বাস করার পরে আমার পিসে মহাশয়ের সুতরাগড়ের নূতন বাটীতে একদিন আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন "দাদা তোমার বাড়ী তুমি ফিরাইয়া লও। আমি তোমার ঐ বাড়ীতে বাস করিলে আমার পৈতৃক বাড়ীটি নষ্ট হইয়া যাইবে।" গোস্বামী মহাশয় আমার পিসে মহাশয়কে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। আমার পিসে মহাশয় তদুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন যে ভাই আমি বাড়ীটি তোমাকে দান করিয়াছি। দত্তবস্তু আবার কেমন করিয়া ফিরাইয়া লইব। পরে স্থির হইল যে কিছু মূল্য দিয়া ঐ বাড়ীটি তিনি কিনিয়া লইতে পারেন। তদনুসারেই কার্য্য

হইল। আমার জ্যেষ্ঠা পিসীমা সন্তান সন্ততি বিহীনা বিধবা ছিলেন। তাঁহাকে তখন ঐ বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিনি তথায় থাকিয়া শিবের সেবা করিতে লাগিলেন।

গুরুদেবের বাড়ীতে আমার পিসে মহাশয় একটী অষ্টকোণ অতি সুন্দর রাসমঞ্চ ও একটী দোলমঞ্চ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুরুদেবের বাড়ীতে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের জন্য একখানি অতি সুন্দর কাষ্ঠময় পাঁচচূড়ার রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বাল্যকালে আমি আমার পিসীমার সহিত তাঁহাদের সাতগাছিয়ার বাড়ীতে যাইয়া রথের সময়ে দশদিন অতি আনন্দে কাটাইয়া আসিতাম। তাঁহার ও আমাদের গুরুদেবের যুবা ও শিশু পুত্রকন্যাগণ রথের সময়ে কয়দিন বড়ই আমোদ আহ্লাদ করিতেন এবং প্রতিদিন বিশেষতঃ প্রথম রথের ও পুনর্যাত্রার দিন অতি সমারোহে নগর কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ৺মদন গোপালজীকে হাওদায় তুলিয়া নিজেরা স্কন্ধে করিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করিতেন। সাতগাছিয়ায় বাস করার কালে আমার পিসে মহাশয় প্রতি বৎসর দোল ও দুর্গোৎসব করিতেন। আমার পিসে মহাশয়ের মৃত্যুর পরেও আমার পিসী মাতাঠাকুরাণী আট দশ বৎসর রথের সময়ে সাত-গাছিয়ার বাড়ীতে যাইয়া রথের কয়দিন থাকিতেন ও রথের উৎসবে যাহা ব্যয় হইত তাহা সমস্তই গোস্বামী প্রভুদিগকে দিতেন। পরে ঐ রথখানি একবারে ভগ্ন হইয়া গেলে অর্থাৎ উহার জীর্ণ সংস্কার অসম্ভব হইয়া পড়িলে রথের উৎসবটি বন্ধ হইয়া যায়।

আমার পিসে মহাশয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে এখানে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। কোন এক বৎসর মাঘ মাসে (সন তারিখ স্মরণ হয় না) আমার পিসে মহাশয় জ্বরাক্রান্ত হন। জ্বরাক্রান্ত হওয়ার কয়েক দিন পরে তাঁহার গুড়ের কারখানার অভয়াচরণ দে নামক একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলেন যে তোমাদের দপ্তরটা লইয়া আইস। দপ্তরটা আনা হইলে তিনি খাতা পত্র দেখিয়া বলিলেন যে আমি যত

গুড় খরিদ করিয়াছি তাহার দলুয়া ও চিটা আদি প্রস্তুত হইলে, আর যদি তোমরা গুড় খরিদ না কর, তাহা হইলে তোমাদের ৫০০৲ টাকা লাভ হইবে। এখন আমার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমাকে গঙ্গা তীরস্থ কর। এই বলিয়া তাঁহাকে তীরস্থ করিবার আয়োজন করিতে বলিলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাতা কনিষ্ঠা কন্যা তখন বলিলেন আমি বাবা তোমাকে যাইতে দিব না। তাহাতে তিনি রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে বেটি তুই আমাকে চির কালই জ্বালাতন করিয়া আসিতেছিস্ এখন মৃত্যুর সময়েও জ্বালাতন করিতে লাগিলি। এই বলিয়া আমার পিসীমাকে ডাকিয়া বলিলেন তোমার মেয়েকে ৫০৲টী টাকা দিও।

অতঃপর তিনি হরিনামাবলি খানি স্কন্ধে দিয়া নিজে হাঁটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া খাটের উপর শুইলেন এবং স্ব-জাতি বেহারাদিগের স্কন্ধে উঠিয়া গঙ্গাতীরে যাত্রা করিলেন। গড়ের ঘাটে সজ্ঞানীর ঘরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে রাখা হইল। ও দিকে সাতগাছিয়া হইতে তাঁহার গুরুপুত্র, গঙ্গাধর গোস্বামী এবং পূর্ব্বোক্ত দামোদর গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামী প্রভুরা ও তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা এ পারে আসিয়া বলিলেন সে কি তুমি এ পারে মরিবা কেন ও পারে তোমার জন্মভূমি ও তোমার নিজের বাটী রহিয়াছে, তথায় চল। তথায় যাইয়া দেহ ত্যাগ করিবা। এই বলিয়া সকলে উদ্যোগ করিয়া নৌকা যোগে তাঁহাকে সাতগাছিয়ায় লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার সাতগাছিয়ার বাড়ীটি গঙ্গার ভাঙ্গনে, গঙ্গাতীরের খুব নিকটস্থিত হইয়াছে। সাতগাছিয়ার বাড়ীতে গিয়া তিনি এক বা দুই রাত্রি বাস করিয়াছিলেন। ভীষ্মাষ্টমীর দিবসে তিনি প্রাতঃকালে আমার পিসী মাতাকে বলিলেন আজ মদন গোপালজীর খিচুড়ী ভোগ দিবার আয়োজন কর। তদ্রূপ আয়োজন তখনই হইল। মদন গোপালজীর ভোগ হইয়া গেলে খিচুড়ী প্রসাদান্ন তাঁহার জন্য আনীত হইল। ঐ প্রসাদ ভোজন করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ

করিয়া চলিয়া গেলেন। সাতগাছিয়ায় তখন তাঁহার সহোদর ভ্রাতা রামধন নাগ ও তাঁহার চারি পুত্র বলাই, কানাই, রামলাল ও শ্যামলাল পৃথক্ বাড়ীতে বাস করিতে ছিলেন। সাতগাছিয়া হইতে পরে তাঁহারাও সুতরাগড়ে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। সাতগাছিয়ার বাড়ীতেই তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। শিবের মন্দিরটী কালচক্রের আবর্ত্তনে গঙ্গার গর্ত্তশায়ী হইয়া এখন বর্ত্তমান মেথিডাঙ্গার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট দুই একখানি ইষ্টক অনুসন্ধান করিলে এখনও মেথিডাঙ্গায় পাওয়া যাইতে পারে। মন্দিরটী গঙ্গার গর্ত্তে পতিত হইবার পূর্ব্বেই শিবলিঙ্গটীকে গোস্বামী প্রভুরা উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন। বার বৎসর পরে ঐ শিবলিঙ্গটী পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন। আমার পিসীমাই উহাঁর পুনঃ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ঐ শিবলিঙ্গটী অদ্যাপি তাঁহার পুরোহিত রামগোপাল হালদার মহাশয়ের বাটীতে একটী ক্ষুদ্র গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন।

হালদার মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য এখন ঐ বাড়ীর অধিকারী। প্রতি বৎসর আমি শিবচতুর্দ্দশীর দিনে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া ঐ শিবদর্শন করিয়া তাঁহার পূজার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিয়া থাকি। শিবের ক্ষুদ্র গৃহটী আমার পিসীমাই নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। আমার পিসীমা যদিও নিরক্ষরা ছিলেন তথাপি সাতকাণ্ড রামায়ণের ও অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের প্রধান প্রধান ঘটনা ও উপাখ্যানগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। আমি বাল্যকালে প্রতি রাত্রিতেই তাঁহার সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করিতাম এবং তাঁহার মুখে রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান গুলি শ্রবণ করিতাম।

বিদ্যারম্ভ।

৭ বৎসর বয়সের সময়ে সে কালের নিয়মানুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আমার হাতে খড়ি দেওয়া হয়। চড়কতলার আটচালা ঘরে তখন স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টের পাঠশালা বসিত। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্ট অতি অমায়িক সর্ব্বজন প্রিয় গুরুমহাশয় ছিলেন। তাঁহারই নিকটে আমার হাতে খড়ি দেওয়া হয়। হাতে খড়ি দিবার সময় গুরু-মহাশয়কে একটা সিধা ও নগদ চারি আনা হইতে একটাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা দিতে হইত। পরে তালপাতা হাতে দিতে হইত। তারপরে কলার পাতা হাতে দিতে হইত। পরে কাগজ হাতে দিতে হইত। হাতে খড়ি দিবার সময়ে গুরুমহাশয় রাম খড়ি দিয়া মাটীর উপরে কিছু ইন্দুরের গর্ত্তের মাটী ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপরে "সিদ্ধিরস্তু" অ, আ, ইত্যাদি অযুক্ত ও যুক্তাক্ষর লিখিয়া পড়ুয়া বা ছাত্রের হাতের মুষ্টির মধ্যে খড়িখানি গুঁজিয়া দিয়া নিজে তাহার হাত ধরিয়া ঐ মাটীর উপরে লিখিত অক্ষরগুলির উপর বুলাইয়া দিতেন। এইরূপে কয়েক দিন পড়ুয়া মাটীর উপরে দাগা বুলাইয়া অক্ষরগুলি চিনিত। পরে তালপাতার উপর ছুরির আগা দিয়া অ, আ, ক, খ ইত্যাদি অক্ষরগুলি লিখিয়া দিয়া তাহার উপরে কালী কলম দিয়া পড়ুয়াকে লিখিতে দিতেন।

ক্রমে ক্রমে পড়ুয়া নিজে নিজেই অক্ষরগুলি তালপাতায় লিখিত। এইরূপে অসংযুক্তাক্ষরগুলি পড়ুয়ার শিক্ষা হইলে ফলা বানান ইত্যাদি অর্থাৎ ক্ক, ক্ষ, ইত্যাদি যুক্তাক্ষরগুলি তালপাতার উপরে লিখিতে ও চিনিতে দেওয়া হইত। এইরূপে এক সঙ্গে বর্ণ ও অক্ষরগুলি লিখিতে ও চিনিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। শতকিয়া, কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পণ, চৌক, কাঠা, বিঘা ইত্যাদি তালপাতেই লিখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। পরে পড়ুয়ার হাত একটু বশ, এবং ঐ সমস্ত বিষয়ে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তাহার হাতে কলার পাতা দেওয়া হইত।

কলার পাতে পত্রাদি লিখন ও যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি অঙ্ক কষান হইত। পরে হাত একটু অধিকতর পক্ক বা বশ হইলে পড়ুয়ার হাতে কাগজ দেওয়া হইত। অর্থাৎ তখন সে কাগজে কালী কলম দিয়া লিখিতে আরম্ভ করিত। কলম অর্থে এখানে কঞ্চির, সরের বা খাগের কলম বুঝিতে হইবে। তখন কুইল পেন বা লোহার নিবের কলম ছিল না। পাঠশালায় আমাদের সময়ে শ্লেটের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের সময়ের পূর্ব্বে শ্লেটও ছিল না। তালপাতে বা কলার পাতেই অক্ষর পরিচয় ও লেখা হইত। কলার পাতেই অঙ্ক কষা হইত। পাঠশালায় শুভঙ্করী নিয়মে সমস্ত অঙ্কই শিক্ষা হইত। তেরিজ বা যোগ, জমা খরচ বা বিয়োগ, গুণ ও ভাগ বর্ত্তমান নিয়মে পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত গুণ অন্য প্রকারে শিক্ষা দেওয়া হইত। উহার নাম ছিল চালন, ভাগও অন্য প্রকারে শিক্ষা দেওয়া হইত, উহার নাম ছিল খাওয়ান। মণকষা, সেরকষা, মাস-মাহিনা, বৎসর-মাহিনা, কাঠাকালী, বিঘাকালী ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হইত। এ ছাড়া নানা প্রকারের উদ্ভট অঙ্ক এবং খড়ি অর্থাৎ সমীকরণ (Equation) এবং সমীকরণ অস্থিত পঞ্চম অর্থাৎ সমীকরণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন অর্থাৎ (Problem) পর্য্যন্ত তখনকার পাঠশালায় শিক্ষা হইত। এখানে বলা আবশ্যক যে আমি পাঠশালায় কৃষ্ণচন্দ্র ভট্ট (রায়) মহাশয়ের নিকট হাতে খড়ি দিয়াছিলাম এবং কয়েক মাস মাত্র লিখিয়াছিলাম। আমার পাঠশালায় ভর্ত্তি হওয়ার কয়েক মাস পরে বা এক বৎসরের মধ্যেই উক্ত গুরুমহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পূজ্যপাদ দীননাথ রায় ভট্ট মহাশয় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইতি পূর্ব্বে ইনি ইহাঁর খুল্লতাত গোপীনাথ ভাটের রামায়ণের দলে গান করিয়া বেড়াইতেন। ইনি যখন আমাদের গুরু-মহাশয় হইয়া পাঠশালায় আসিয়াছিলেন, তখন সমস্ত পড়ুয়া বা

ছাত্রগণ এবং তাহাদের অভিভাবকগণ মনে করিয়াছিলেন যে ইনি রামায়ণ গান করিয়া বেড়ান ইনি আবার পাঠশালায় কি শিক্ষা দিবেন। কিন্তু এটা সকলেরই বিষম ভ্রমের কথা। ইনি ইহাঁর পিতা অপেক্ষাও দক্ষতা সহকারে আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাঁর নিকট আমি চারি বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল শিক্ষা করিয়াছিলাম। ইহাঁর নিকট আমি নানা প্রকার অঙ্ক শিক্ষা করিয়াছিলাম এবং কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে শিখিয়াছিলাম। তখন পাঠশালায় শিশু বোধক নামক পুস্তক পড়ান হইত উহাতে দাতাকর্ণের ও শ্রীকৃষ্ণের গুরু-দক্ষিণার উপাখ্যান লিখিত ছিল। ঐ সকল পুস্তক সুর করিয়া পড়ান হইত। পাঠশালার অধিকাংশ ছাত্র অপেক্ষা আমি বয়সে ছোট হইলেও অচিরে সর্দ্দার পড়ুয়া বা প্রধান ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি বয়সে ছোট হওয়াতে অনেক ছাত্রকে শাসন করিতে পারিতাম না বটে তবে অনেককেই শিক্ষা দিতাম। ছাত্র শাসন করিবার ভার আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় রামদাস চট্টোপাধ্যায়ের উপরে ন্যস্ত ছিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় চারি বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল শিক্ষা করার সময়ে আমি আমার গুরু মহাশয়ের অঙ্ক বিদ্যায় অর্থাৎ শুভঙ্করী ও পাটিগণিতে এবং জমীদারী, মহাজনী কাগজে যাহা কিছু পুঁজি পাটা ছিল সবই আদায় করিয়া লইয়াছিলাম।

তৎপরে পাঠশালায় যাইয়া বেড়াইয়া আসা হইত মাত্র। আমার গুরু মহাশয় দীননাথ রায় মহাশয় আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং বাবা বলিয়া ডাকিতেন। আমি পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ী আসার পরেও তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তিন বৎসর হইল তাঁহার লোকান্তর হইয়াছে। আমি বিদেশে চাকরী করিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে যখন বিদায় লইয়া বাড়ী আসিতাম, তখনই তিনি আমার সংবাদ পাইলেই আমার বাড়ীতে আসিয়া দেখা করিতেন। আমার বাড়ীতে

বা রাস্তার মধ্যে আমি তাঁহার দর্শন পাইলেই ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদ ধূলি গ্রহণ করিতাম। আমি বাড়ী আসিলেই তিনি বলিতেন "বাবা আমার চর্ম্ম পাদুকা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এক যোড়া চর্ম্ম পাদুকা আমাকে কিনিয়া দিয়া যাইও।" আমিও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতাম। শেষ বয়সে তাঁহার পুত্র একটী মোটা বেতনে চাকরী করাতে তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হইয়াছিল। তথাপি তিনি গড়ে চড়কতলায় একটী পাঠশালা রাখিয়া শিক্ষা দান করিতেন। গড়ের অনেকেরই তিনি তিন পুরুষের গুরু মহাশয় ছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (ভাটের) পাঠশালা চড়কতলার আটচালায় বসিবার পূর্ব্বে ঐ আটচালায় একটী গভর্মেণ্টের বঙ্গবিদ্যালয় কিছু কালের জন্য ছিল। দুইখানি বৃহৎ আটচালা ছিল, একখানি সরকারী ও অপরখানি আমার মাতুল শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্র মহাশয়ের ছিল। দুইখানি আটচালা লাগালাগি ছিল। দুইখানির একটী মাত্র মটকা ছিল। আমি ঐ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে কিছু দিন পড়িয়াছিলাম। তথায় বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ পড়িয়াছিলাম। ঐ বিদ্যালয়ে একজন প্রধান পণ্ডিত ও দুই জন গুরু মহাশয় ছিলেন। ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক জন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। কিছু দিনের জন্য এক জন কলুর ব্রাহ্মণ নাম রাম কুশল শর্ম্মাও প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। কিছু দিন উভয়েই একত্রে কাজ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণনগর নিবাসী ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্কুল ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। কৃষ্ণনগরের এ. ভি. এচ্ স্কুল উক্ত ব্রজবাবুর প্রতিষ্ঠিত। এই নিমিত্ত ঐ স্কুলকে আজ পর্য্যন্ত ব্রজবাবুর স্কুল বলে। আমার বেশ মনে আছে একদিন ব্রজবাবু আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা তখন বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের য্, ন্, অ্, এর উচ্চারণ শিখিতেছিলাম। কৃষ্ণ, বিষ্ণু

ইত্যাদির প্রকৃত উচ্চারণ তিনি আমাদিগকে শিখাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি শান্তিপুর Higher Class English School এ প্রবেশ লাভ করি। তখন Entrance Examination এর পাঠ্য যে সকল বিদ্যালয়ে পঠিত হইত এবং যে সকল বিদ্যালয় হইতে University Entrance Examination অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ ছাত্র প্রেরিত হইত, সেই সকল বিদ্যালয়কে Higher Class English School বলা হইত আর Second grade College দিগকে High School বলা হইত যথা Midnapur High School, Chittagong High School, Rangpur High School ইত্যাদি। আমার ইংরাজী স্কুলে পড়িতে যাওয়ার সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা আছে। সামান্য লোকের কথাতেও অনেক কার্য্য হয় ইহাই ঐ ঘটনাতে প্রকাশ করিবে। আমি যখন ইংরাজী স্কুলে পড়িতে যাই তখন আমাদের দুইটী গুড়ের কারখানা ছিল। একটী আমাদের বর্ত্তমান নিজ বাড়ীতে ও অপরটী শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র দাসের বর্ত্তমান বসতি বাড়ীতে ছিল। শেষোক্ত কারখানাটী আমার নামে চলিত, উহা আমার পিসীমার মূল ধনে চলিত। ঐ কারখানায় আব্বাসি সেখ নামে একজন মুসলমান কাজ করিত। সে গুড় জাল দিত। তাহাকে আমি আব্বাসি দাদা বলিয়া ডাকিতাম। সে আমাকে বিলক্ষণ স্নেহ করিত। তখন আমাদের গ্রাম হইতে পূজ্যপাদ বিষ্ণুচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসন্ন রায়, বামাচরণ সরকার প্রভৃতি তিন চারিজন বালক শান্তিপুরে ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তাঁহারা ভাত খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পুস্তক হাতে করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন, আর আমি পাত্তারি বগলে করিয়া প্রাতে ও অপরাহ্ণে পাঠশালায় যাইতাম। তখনকার পাঠশালার বালকদিগের বসিবার জন্য Bench বা কাষ্টাসন ছিল না।

প্রত্যেক বালককেই পাঠশালায় বসিবার জন্য এক একটি ছোট মেলের পাটী লইয়া যাইতে হইত। যাহারা তালপাতায় লিখিত তাহাদের তালপাতাগুলি ঐ পাটীর মধ্যে থাকিত। এই নিমিত্ত বোধ হয় উহাকে পাত্তারি বলিত। আব্বাসি আমাকে প্রতিদিনই বলিত যে দেখ দেখি রায়েদের ছেলে কালী কেমন কাপড় চোপড় পড়িয়া ভাত খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে স্কুলে যায়। আর তুমি প্রত্যহ সকালে বিকালে পাত্তারি বগলে করিয়া পাঠশালায় যাও ও কালীঝুলি মাখিয়া আইস। উহাদের দেখিয়াও কি তোমার ঐ রূপে স্কুলে যাইতে ইচ্ছা হয় না। আব্বাসির এই কথাগুলি আমার মনে বড়ই লাগিত। আমি ইংরাজী স্কুলে যাইব বলিলে আমার গুরুমহাশয় বলিতেন এমন কাজও করিও না। স্কুলে গেলে তাঁতি-কুলও যাইবে বৈষ্ণব-কুলও যাইবে।

ব্যবসাদারের ছেলের ইংরাজী স্কুলে যাইয়া কি লাভ হইবে। অর্থাৎ ইংরাজী শিখিয়া চাকরীও করিতে পারিবে না ব্যবসা কার্য্যেও ব্যুৎপন্ন হইবে না। ইহারই অর্থ তাঁতি-কুল যাওয়া ও বৈষ্ণব-কুল যাওয়া। আব্বাসির বিদ্রূপাত্মক কথায় আমার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিত। অবশেষে আমি ইংরাজী স্কুলে যাইতে কৃত সঙ্কল্প হইলাম। আমার মাতৃস্বসা পুত্র হলধর বরা একদিন আমাকে ও আমাদের পাড়ার গন্ধবণিক বংশসম্ভূত বিহারীলাল দত্তকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিলেন। তখন ঐ স্কুল দত্ত পাড়ায় ছোট রায় মহাশয়ের বাটীতে বসিত। এখন যে বাড়ীতে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ গাঙ্গুলী মহাশয় বাস করিতেছেন। আমি স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার কিছু দিন পরে স্কুলটী ঐ বাড়ী হইতে উঠিয়া আসিয়া আমাদিকে ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ীতে আসিয়াছিল। পূজ্যপাদ মতিলাল মৈত্র মহাশয় তখন হেড্‌মাষ্টার, ব্রজলাল মৈত্র মহাশয় এসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার, দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য সেকেণ্ড মাষ্টার, নবীনচন্দ্র রায় থার্ড মাষ্টার, অটল বিহারী চট্টোপাধ্যায় ফোর্থ মাষ্টার, নীলরতন মুখোপাধ্যায়

ফিফ্‌থ্‌ মাষ্টার, ব্রজনাথ মুহুরি মহাশয় সিক্‌স্‌থ্‌ মাষ্টার, জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় হেড্‌ পণ্ডিত ছিলেন। কিছু দিন পরে ভুবনমোহন সান্ন্যাল মহাশয় সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমি ব্রজনাথ মুহুরি মহাশয়ের ক্লাশে গিয়া প্রথমে ভর্ত্তি হইলাম। তখন উহার নাম ছিল সপ্তম শ্রেণী তখন প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে একটী শ্রেণী ছিল তাহাকে বলিত preparatory class বা প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় বিভাগ। সুতরাং আমি সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেও প্রকৃত পক্ষে আমি অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। এই বিদ্যালয়ে ঘোড়ালে নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ কিছু দিন ষষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। জনসনের পকেট্‌ ডিকসনারী খানি ইহাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ বাগ্‌চিও কিছু দিন অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। আমি যে দিন ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হই সেই দিনই সপ্তম (প্রকৃত পক্ষে অষ্টম) শ্রেণীতে simple division বা সাধারণ ভাগহারের অঙ্ক কষান হইতেছিল। আমি অঙ্কটী পাইবা মাত্র উহা কষিয়া পরে ভাগফলকে ভাজক দিয়া গুণ করিয়া ঐ গুণ ফলে ভাগ শেষ যোগ দিয়া অঙ্কটী ঠিক কষা হইয়াছে কি না দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়কে দেখাইলাম। মাষ্টার মহাশয় আমার অঙ্ক কষা দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। অষ্টম শ্রেণীতে Societyর Spelling Book সমাপ্ত করার পরে আমরা Societyর Reader No 1 পড়িয়াছিলাম এবং মুখে মুখে Lenis Grammar বা লেনিকৃত ইংরাজী ব্যাকরণের অধিকাংশই শিক্ষা করিয়াছিলাম। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি প্রথম হই। আমাদের গ্রামের তারাপ্রসন্ন রায় দ্বিতীয় ও পুলিনবিহারী মঠ তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। আমরা তিন জনেই ডবল প্রমোশন পাই অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণী ডিঙ্গাইয়া ষষ্ট শ্রেণীতে উন্নীত হই। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে আমি ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হই। ডিসেম্বর

মাসে বার্ষিকী পরীক্ষা গৃহীত হয়। সুতরাং সে বৎসর আমাকে অষ্টম শ্রেণীতেই থাকিতে হইয়াছিল। কাজেই ১৮৬৩ সনে বাৎসরিক পরীক্ষার পরে অর্থাৎ ১৮৬৪ সনে জানুয়ারী মাসে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলাম।

আমরা যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে, ১৮৬৪ সালে অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১২৭১ সনে পড়ি, সেই সময়ে আশ্বিন মাসে বড় ঝড় হয় তখন আমার বয়স ১৪ বৎসর। পাঠ্য ছিল :—

P. C. Sircar's Fourth Book of Reading,
Society's Poetical Selections No I,
Marshman's History of Bengal,
Clift's Geography,
Lenis Grammar,
Barnard's Arithmetic,
নীতি বোধ,
লোহারাম শিরোরত্নেরবাঙ্গলা ব্যাকরণ।

এই সময়ে পঞ্চম শিক্ষক নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালে মৃত্যু হওয়ায় ব্রজনাথ মুহুরি মহাশয় তৎপদে নিযুক্ত হওয়ায় তিনিই আমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক হইলেন। নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী ছিল হরিপুর। তাঁহার হাঁপের পীড়া ছিল। তিনি হরিপুর হইতে প্রতিদিনই ঘোড়ায় চড়িয়া বিদ্যালয়ে আসিতেন। তিনি কুলীন ছিলেন এই নিমিত্ত তাঁহার তিনটী বিবাহ হয়। তিনটী স্ত্রীই বর্ত্তমান ছিলেন। আমাদের গ্রামের মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মাতঙ্গী দেবী তাঁহার প্রথমা স্ত্রী ছিলেন। তিনি বরাবরই পিত্রালয়ে বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে নীলরতন বাবু গড়ে থাকিতেন ও গড় হইতে বিদ্যালয়ে যাইতেন। আজ কাল মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী নৃসিংহ ও রামপদ মুখোপাধ্যায়দের হইয়াছে।

পুনরায় শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য, তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় ও চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুক্ত অটলবিহারী চট্টোপাধ্যায় শিক্ষা বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া রেলওয়ে চাকরী করিতে গেলেন সুতরাং শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মৈত্র

মহাশয় এখন হইলেন দ্বিতীয় শিক্ষক ও কাঁসারিপাড়ার মতিলাল মিত্র মহাশয় তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। দত্তপাড়ার মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় হইলেন চতুর্থ শিক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইলেন পঞ্চম শিক্ষক। সচরাচর ইহাঁকে সকলে মনু বাবু বলিত। ইহাঁর বাড়ীও শান্তিপুরে। ষষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিকী পরীক্ষায় আমি হইলাম প্রথম, পুলিন বিহারী মঠ হইলেন দ্বিতীয় ও তারাপ্রসন্ন রায় হইলেন তৃতীয়। এবারেও আমি আর পুলিন ডবল প্রমোশন পাইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে গেলাম। আমাদের শিক্ষক হইলেন মথুর বাবু। ইনি বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন ও ভাল শিক্ষক ছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য হইল :—

Goldsmith's Vicar of Wakefield,
Highly's Grammar,
Stewart's Geography,
Barnard's Arithmetic,
চারুপাঠ ২য় ভাগ,
Society's Poetical Selections No. III,
Keightley's History of England,
Wood's Algebra, Pott's Euclid,
সংস্কৃত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ,
লোহারাম শিরোরত্নের বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

চতুর্থ শ্রেণীতে যখন আমরা পড়ি তখন মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডিচরণ চট্টোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন, ইনি গৃহে পড়িয়া চতুর্থ শ্রেণীর উপযুক্ত ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া একেবারে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্ব নিবাস ছিল যশোহর জেলায় বলরামপুর নামে একটী পল্লী। এখন ইনি শান্তিপুরে পঞ্চরত্ন তলায় বাড়ী প্রস্তুত করিয়া এখানেই বাস করিতেছেন। ইহাঁকে আমরা ঝড়ু খুড়ো বলিয়া ডাকিতাম এখনও লোকে ইহাঁকে ঝড়ু চাটুর্জ্জে বলে। শ্রীযুক্ত মতিলাল মৈত্র প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার পরীক্ষার ফলে এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে এবারেও আমাকে ডবল প্রমোশন দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে লইতে

আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে তৃতীয় শ্রেণীতে দুইটী ভাল ছাত্র ছিলেন। একটীর নাম রামচরণ ইন্দ্র ও অপরটীর নাম শশিভূষণ দত্ত (যিনি এখন রায় শশিভূষণ দত্ত বাহাদুর নামে পরিচিত)। দুই জনেই আমার অপেক্ষা বয়সে তিন চারি বৎসরের বড়। আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে লওয়ার প্রস্তাব হওয়াতে, শশীবাবু আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়িতে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন তাহা হইলে ডবল প্রমোশন দিয়া আমাকেও প্রথম শ্রেণীতে লইতে হইবে। কিন্তু মতিলাল বাবু তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীতে লইতে সম্মত হইলেন না। আমিও বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে বার বার ডবল প্রমোশন লইলে ইংরাজী সাহিত্যে কাঁচা হইতে হইবে এজন্য আমিও এবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইতে ইচ্ছা করিলাম না।

চতুর্থ শ্রেণীর সংস্কৃত উপক্রমণিকার পরীক্ষক ছিলেন হরিপুর মডেল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত পূজনীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণের পরীক্ষক ছিলেন শান্তিপুর রত্ন ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত হরি মোহন প্রামানিক মহাশয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন শান্তিপুর ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ইনি বহুপূর্ব্বে কলিকাতা জেনারল এসেম্ব্লী ইনষ্টিটিউসনের স্কুল বিভাগের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। সংস্কৃত উপক্রমণিকা ব্যাকরণের ১০০ মধ্যে ৯৮ নম্বর পাইয়াছিলাম এবং ইংলণ্ডের ইতিহাসে ১০০ মধ্যে ৮০ নম্বর পাইয়াছিলাম। কৃষ্ণ কিশোর বাবু নর শব্দের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ শব্দের এবং মুনি শব্দের পরিবর্ত্তে হরি শব্দের কোন কোন বিভক্তির রূপ করিতে দিয়াছিলেন। ক্ষেত্র বাবু ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠা হইতেই প্রশ্ন দিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণের পরীক্ষক ছিলেন স্বয়ং প্রধান শিক্ষক মতিলাল মৈত্র মহাশয় এ বিষয়েও ১০০ মধ্যে ৮৩ নম্বর পাইয়াছিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্য ব্যাকরণে ৫০ মধ্যে পাইয়াছিলাম ৪৭ নম্বর।

১৮৬৫ সালে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৭২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার বিবাহ হয়! বিবাহ কালে আমার বয়স ছিল ১৪ বৎসর ১১ মাস আমার স্ত্রীর বয়স ছিল ৬ বৎসর ১১ মাস।

এবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া শিক্ষক পাইলাম মতিলাল মিত্র মহাশয়কে।. ইনিও ইংরাজী সাহিত্য বেশ ভালরূপে শিক্ষা দিতে পারিতেন। তবে ইনি কিছুদিন নীলকুঠীতে চাকরী করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক সময়ে অশ্লীল কথা বলিয়া ফেলিতেন।

তৃতীয় শ্রেণার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইল:—

Goldsmith's Citizen of the World,	Traveller,
Deserted Village,	Highly's Grammar,
Graham's Wordbook,	History of Greece,
Stewart's Geography,	Sanskrit Rijupat No I,
কৌমুদি ব্যাকরণ ২য় ও ৩য় ভাগ,	চারুপাট ৩য় ভাগ,

গণিত চতুর্থ শ্রেণীর ন্যায় সমস্তই।

তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিকী পরীক্ষাতেও আমি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্যই হইল ১৮৬৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার পাঠ্য পুস্তক। আমাদের শিক্ষক হইলেন পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মৈত্র মহাশয় ইনি ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং পাটীগণিতে দক্ষ ছিলেন। ইঁহার শিক্ষা প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল এবং ইনি অতি অমায়িক লোক ছিলেন।

আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখনও শান্তিপুর হইতে মহকুমা রাণাঘাটে উঠিয়া যায় নাই, রাণাঘাটে যাইবে বলিয়া সমস্ত ঠিক ঠাক হইয়াছিল। তখন শান্তিপুরের সব্‌ ডিভিসন্যাল অফিসার ছিলেন শ্রীযুক্ত মহিমা চরণ পাল, ছোট আদালতের জজ ছিলেন শ্রীযুক্ত দুর্গা প্রসাদ ঘোষ, মুন্সেফ ছিলেন শ্রীযুক্ত তারা বিলাস মিত্র, বি, এ, বি, এল।

উকিলের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ ঘোষ, বি, এ, বি, এল আরও অনেক ভাল ভাল সুশিক্ষিত ব্যক্তি শান্তিপুরে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতনামা একজন ছিলেন ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপর একজন ছিলেন নাজির গোবিন্দ চন্দ্র বসু। এই সময়ে পরম ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রায়ই তাঁহার শান্তিপুরের বাটীতে বাস করিতেন। বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একাধারে আমাদের উপদেষ্টা, সুহৃদ্, বন্ধু ও শিক্ষক ছিলেন।

খ্যাতনামা শিক্ষিত কার্য্যকুশল শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সব ডিভিসন্যাল অফিসারের পদে শ্রীযুক্ত মহিমা চরণ পাল মহাশয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উক্ত পদে সুযোগ্য ব্যক্তির আগমন হয় নাই বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল এবং তিনিও লোকের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা পান নাই।

এই সময়ে শান্তিপুর হইতে রঙ্গভূমি নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইত। এই রঙ্গভূমিতে ধারাবাহিক রূপে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার নাম ইডেনের মহিমা। এক অর্থে পবিত্র বাইবেলের Eden garden অর্থাৎ ইডেন উদ্যানের মহিমা, অন্য অর্থে ইডেন সাহেবের মহিমা চরণ পাল, এই ইডেন সাহেবই পরে বাঙ্গালা দেশের ছোট লাট সাহেব হইয়াছিলেন। যখন মহিম বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন তখন তিনি লাট সাহেবের চীফ সেক্রেটারি ছিলেন কিছু দিন পরে বর্ম্মায় চীফ্ কমিশনার হইয়া যান।

এই প্রবন্ধে নানারূপে মহিম বাবুকে বিদ্রূপ ও অপদস্থ করা হইয়াছিল। মহিম বাবুর প্রতি সাধারণের এতই অশ্রদ্ধা ছিল যে একজন গ্রাম্য কবি বা কবিওয়ালা তুলনা করিয়া একটা গান রচনা করিয়াছিল।

গানটীর একটী চরণ এই,

ঈশ্বর ঘোষাল আর মহিম পালে।
শ্বেত চামর ও ধেড়েড়—"লে।

কথাটা অশ্লীল বলিয়া উহ্য রাখিতে বাধ্য হইলাম।

এই সময়ে শান্তিপুর ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, মতি-গঞ্জে মতিবাবুর কুঠি বাড়ীতে তখন সমাজের অধিবেশন হইত।

এই খ্যাতনামা পুরুষ ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় বহুকাল শান্তিপুর মহকুমায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। ইহাঁরই আন্তরিক প্রগাঢ় যত্ন ও চেষ্টাতে শান্তিপুরে প্রথম গভর্মেণ্ট সাহায্য কৃত ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়।

ইনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর করদাতৃগণের নিকট হইতে স্কুলের জন্য মাসিক চাঁদা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

স্কুলের চাঁদা না দিলে কাহারও নিকট হইতে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স গ্রহণ করা হইত না। ট্যাক্স দারোগা এই চাঁদা ট্যাক্সের সহিত আদায় করিতেন। ইহাঁর বাড়ী কলিকাতার পটলডাঙ্গায়।

ইতিপূর্ব্বে বানকের কুঠিতে মিশনারী সাহেবদিগের ইংরাজী স্কুল, নর্ম্যাল স্কুল ও সংস্কৃত স্কুল ছিল। এখানে বিখ্যাত মিশনারী বম্‌ওয়েচ্ (Bomwetch) সাহেব ও ওয়েঙ্গার (Wenger) সাহেব ছিলেন এই মিশনারী ওয়েঙ্গার সাহেবের পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালঙ্কার, সুবিখ্যাত প্রকৃতিবাদ অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

শান্তিপুর সাহায্য কৃত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে প্রথমতঃ হাটখোলার গোস্বামী পাড়ার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ লাহিড়ী হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন কাটোয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্র কুমার রায়ও হেড্ মাষ্টার ছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মতিলাল মৈত্র মহাশয় হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন।

আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে কিছুদিনের জন্য

মতিলাল বাবু মুর্শিদাবাদ জেলার ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টারের পদে একটিং ভাবে নিযুক্ত হইয়া যান। তৎকালে প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার ছিলেন এচ্‌ উড্রো (H. Woodrow) সাহেব। ইনি বড় একগুঁয়ে লোক ছিলেন। যাহা ধরিতেন তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না।

মতিলাল বাবু উড্রো সাহেবের অতিশয় প্রিয়প্রাত্র ছিলেন। যখন ইনি মুর্শিদাবাদের একৃটিং ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার হইয়া যান তখন উড্রো সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে শান্তিপুর স্কুল হইতে তিনি তাঁহার বেতনের অর্দ্ধেক অংশ পাইবেন ও ডেপুটি ইনস্‌পেক্টারের বেতনের অর্দ্ধেক অংশ পাইবেন। দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রজলাল বাবু শান্তিপুর স্কুলের একৃটিং হেড্‌ মাষ্টার হইয়া তাঁহার নিজের বেতন ও হেড্‌ মাষ্টারী করার নিমিত্ত কিছু অতিরিক্ত বেতন পাইবেন। কিন্তু শান্তিপুর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঐরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া হরিনাভি স্কুলের তদানীন্তন হেড্‌ মাষ্টার শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকী নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মতিলাল বাবুর পদে পূর্ণ বেতনে একৃটীং নিযুক্ত করেন।

সুতরাং একৃটিং ডেপুটি ইনস্‌পেক্টারী করার কালে মতিলাল বাবুর আর্থিক ক্ষতি হয়।

এই লইয়া শান্তিপুরে বিলক্ষণ দলাদলির সৃষ্টি হয়। ইনস্‌পেক্টার উড্রো সাহেবও শান্তিপুর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হন।

আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিকী পরীক্ষা দিই তখন আমাদের ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষক হইয়াছিলেন মুন্সেফ্‌ তারাবিলাস বাবু, ইনি ইংরাজী সাহিত্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়াই সাহিত্য ও ব্যাকরণের এত অধিক প্রশ্ন দিয়াছিলেন যে প্রধান শিক্ষক মতিলাল বাবু বলেন যে একদিনে তোমরা ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণের প্রশ্নের উত্তর দিবার যথেষ্ট সময় পাইবে না। দুই দিনে

তোমাদের উক্ত পরীক্ষা দিতে হইবে, কার্য্যে তাহাই হইয়াছিল, এবারেও আমি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে তারা বিলাস বাবু কলিকাতায় কুকুরের কামড়ে মারা যান। ইঁহার নিজের পোষা কুকুরই ইঁহাকে কামড়াইয়াছিল। ইঁহার বাড়ী ছিল কলিকাতায় কম্বলে টোলায়। প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইবার চারি মাস পরেই শান্তিপুরের দলাদলির ফলে এবং উড্রো সাহেবের ইঙ্গিতে একটীর স্থলে ২টী স্কুল হইল, ও আমাদেরও কপাল ভাঙ্গিল।

আমাদেরও কপাল ভাঙ্গিল বলিবার উদ্দেশ্য এই যে দুইটী স্কুল হওয়ায় কোনটীতেই ভালরূপ অধ্যাপনা হয় নাই। বলা বাহুল্য যে নূতন স্কুলটী মতিলাল বাবুই স্থাপন করেন। সুতরাং তিনি উহার প্রধান শিক্ষক হন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজলাল বাবু দ্বিতীয় শিক্ষক হন। Old বা প্রাচীন স্কুলে প্রথমে হেড্ মাষ্টার হইয়া আসেন শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল সেন। ইনি বি, এ ফেল ছিলেন এবং বৈঁচি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। প্রাচীন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বৈঁচি মধ্য ইংরাজী স্কুল নহে। উচ্চ শ্রেণীর স্কুল অর্থাৎ Higher Class English School, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা তখনও উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে পরিণত হয় নাই। মাত্র ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে তিনি প্রধান শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন। তখন দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়াছিলেন পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয়। নূতন স্কুলের হেড্ মাষ্টার মতিলাল বাবু হওয়াতে এবং তাঁহার প্রতি ছাত্রবৃন্দের অধিকাংশেরই প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকায় প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্রই নূতন স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হইয়াছিল।

আমারও প্রথমে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় শিক্ষক দীনবাবু ও পণ্ডিত জয় গোপাল গোস্বামী মহাশয়, ডাক্তার অভয়াচরণ বাক্‌চি ও স্কুল কমিটীর মেম্বারগণ বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দীনদয়াল প্রামানিক মহাশয়

আমাকে যাইতে নিষেধ করায় আমি প্রথমে যাইতে পারি নাই। আমি এই কথা বলিয়াছিলাম যে যদি উপযুক্ত হেড্ মাষ্টার প্রাচীন স্কুলে আসেন তাহা হইলে আমি নূতন স্কুলে যাইব না। বনোয়ারী বাবু হেড্ মাষ্টার হইয়া আসায় আমাদের মনে তাঁহার প্রতি ভাল ধারণা জন্মে নাই। তখন গ্রীষ্মকাল, প্রাতঃকালে স্কুলের কার্য্য হইতেছিল, শান্তিপুরের হাটখোলা গোস্বামী পাড়ার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর লাহিড়ী মহাশয়, বনোয়ারী বাবুকে শান্তিপুরে আনেন এবং বনোয়ারী বাবু তাঁহারই বাটীতে উঠেন। লাহিড়ী মহাশয় প্রাতঃকালে বনোয়ারী বাবুকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে আসেন এবং তিনি যখন আমাদিগকে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতে আরম্ভ করিলেন তখন লাহিড়ী মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে বসিয়া তাঁহার পড়ান শুনিতে লাগিলেন এবং একখানি ছোট কাগজে কি লিখিয়া বনোয়ারী বাবুকে দিলেন।

বনোয়ারী বাবু ঐ কাগজখানি পাইয়া আমাদিগকে ইংরাজী কয়েকটী শব্দের Root বা ধাতু জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে দিন আমাদের Poetry বা পদ্যের পড়া ছিল। প্রবন্ধটী ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন (Tennyson) সাহেব প্রণীত লর্ড অব্ বর্লে (Lord of Burleigh). বনোয়ারী বাবু এইদিন মন্দ পড়াইলেন না। বিদ্যালয়ের ছুটি হইবামাত্র দ্বিতীয় শিক্ষক দীনবাবু ও পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে নূতন হেড্ মাষ্টার কিরূপভাবে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিলেন। আমি উত্তর করিলাম যে আজ যে ভাবে পড়াইলেন এরূপ-ভাবে বরাবর পড়াইতে পারিলে, মন্দ হইবে না ও আমি এ স্কুল ছাড়িয়া নূতন স্কুলে যাইব না। তবে আগামী কল্য গদ্য পড়া হইবে, আগামী কল্য এইভাবে পড়াইতে পারিলে চলিয়া যাইবে। তাহার পরদিন পড়া ছিল ইংরাজী গদ্য বিষয়টী Smile's Selfhelp বা স্মাইল সাহেব প্রণীত স্বাবলম্বন। বিষয়টী গবেষণা পূর্ণ ও দুরূহ। পরের

দিন বনোয়ারী বাবু পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আমিও উপর্য্যুপরি নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। এদিন আর তিনি ভাল করিয়া পড়াইতে পারিলেন না।

কতকগুলি প্রশ্নের তিনি নিতান্ত অসঙ্গত উত্তর দিয়া ফেলিলেন। এদিন দ্বিতীয় শিক্ষক ও পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে ইহাঁকে দিয়া চলিবে না। আমি নূতন স্কুলে যাইব। বলা বাহুল্য যে মতিলাল বাবুর প্রতি আমাদের সকলেরই এমন একটা টান ছিল যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নূতন বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য আমরা অনেকেই ব্যগ্র হইয়াছিলাম। তখন নিয়ম ছিল যে এক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী হইতে অন্য বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে যাইতে হইলে বিভাগীয় ইনস্পেক্টার মহোদয়ের অনুমতি লইয়া না গেলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাল হইয়া উত্তীর্ণ এবং বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্য হইলেও বৃত্তি পাওয়া যাইত না। আমার বৃত্তি পাইবার যথেষ্ট আশা ও সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং আমি ইতিপূর্ব্বেই বিভাগীয় ইনস্পেক্টার মহাশয়ের অনুমতি পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। তখন বিভাগীয় ইনস্পেক্টার ছিলেন উড্রো সাহেব। ইনি হেড্ মাষ্টার মতিলাল বাবুর হিতৈষী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। উড্রো সাহেব আমার আবেদনের উত্তরে জানাইলেন যে যে ছাত্র তাহাদের শিক্ষক মতিলাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত নূতন বিদ্যালয়ে যাইতে ইচ্ছা করে তাহারা যাইতে পারে। এই অনুমতি পত্র পাইয়া আমি ও আমার কয়েকটী সহাধ্যায়ী তৎপর দিবসেই নূতন স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হইলাম।

এইখানে বলা আবশ্যক যে ইংরাজী ১৮৬২ সাল হইতে শান্তিপুরের ইংরাজী স্কুল হইতে প্রথম Entrance বা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ ছাত্র প্রেরিত হয়। প্রথম বারের ছাত্রের মধ্যে কাশ্যপপাড়ার শ্রীযুক্ত রামযাদু ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৪৲ টাকা বৃত্তি পান। এই বৎসরে বোধ হয় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও

উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাগলপুরের তেজ নারায়ণ কলেজের Principal বা অধ্যক্ষ হইয়া বিলক্ষণ যোগ্যতা সহকারে কার্য্য করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ১৮৬৩।৬৪।৬৫ সালেও শান্তিপুর স্কুল হইতে অনেকগুলি সুযোগ্য ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৪৲ ও ১০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীযুক্ত উমাচরণ শীল (ইনি নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান ও জাতিতে সুবর্ণ বণিক ছিলেন, আক্ষেপের বিষয় পরে ইনি উন্মত্ত পাগল হইয়া পড়িয়াছিলেন) রামদুর্লভ খাঁ, বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, নন্দলাল ভটাচার্য্য। পূর্ণ বাবু ও নন্দবাবু প্রথম বারের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছিলেন। নন্দবাবু গণিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় সঙ্কলিত গণিত বিজ্ঞানের মধ্যে ইহাঁর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত একশত জটিল প্রশ্ন সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

কিছুদিনের জন্য ইনি পূর্ণিয়া জেলা স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হইয়াছিলেন। পরে ইনি রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একাউণ্ট্যাণ্ট হইয়াছিলেন। আর একটী যোগ্য ছাত্র ছিলেন পূর্ণচন্দ্র ভটাচার্য্য। ইনি অর্থাভাবে পাঠ্য পুস্তক কিনিতে পারিতেন না। পরের পুস্তক দেখিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন তথাপি ১০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি আমাদের গ্রামের ৺মহাদেব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভাগিনেয় ছিলেন। বৃত্তি না পাইলেও নিম্নলিখিত তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। দুই ভ্রাতা ভোলানাথ ও ভগবান্ মুখোপাধ্যায় এবং যশোদানন্দন প্রামাণিক। ১৮৬৬ সালে যতগুলি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, সবগুলিই বিফল হইয়া আসেন। ১৮৬৭ সালে ৮ জন ছাত্র প্রেরিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে একজন ছাত্র মাত্র—গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক (পুলো) অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এইখানে বলিয়া রাখি, আমাদের ভক্তিভাজন পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়

নূতন প্রথমশ্রেণী গঠিত হইবামাত্র বলিতেন যে আমি স্কুলের কোন স্থানে লিখিয়া রাখিলাম যে কোন্ কোন্ ছাত্র আগামী বর্ষে ১৪৲ টাকার বৃত্তি পাইবে। শুনিয়াছি তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে আমিও ১৪৲ টাকার একটা বৃত্তি পাইব, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না, যেহেতু দুইটী স্কুল হওয়ায় কোনটীতেই ভাল করিয়া সে বৎসর পড়াশুনা হয় নাই। সুতরাং সে বৎসরের ফল অত্যন্ত অসন্তোষজনক হইয়াছিল। ১৮৬৮ সালে ইংরাজী সাহিত্য ও গণিতের প্রশ্ন অত্যরূপ ও দুরূহ হইয়াছিল। ১৮৬৭ সালে কেহই বৃত্তি পান নাই। সে বৎসরের সমস্ত ছাত্রই তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সে বৎসর উত্তীর্ণ হন—নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দগোপাল সান্যাল, শশিভূষণ দত্ত (এখন যিনি রায় বাহাদুর), রামচরণ ইন্দ্র, রামকৃষ্ণ দাস, বিপিনবিহারী প্রামাণিক (পরে ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন) ও বেণীমাধব তরফ্দার।

আমরা যে দিন নূতন স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হইলাম, তার পর দিনই গুজব উঠিল যে মতিলাল বাবু স্থায়ী ভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং নূতন স্কুলটী আর স্থায়ী হইতেছে না।

কথাটা শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। গুজবটা সত্য বলিয়া তত বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। চলিত কথায় আছে, যাহা রটে তাহা বটে, গুজবটা সত্যে পরিণত হইল। পরদিন স্কুলে যথা সময়ে যাওয়ার পরে—তখন নূতন স্কুল হইতেছে মতিগঞ্জে মতি বাবুর গুড়ে বাটীতে। মতিলাল বাবু ধুতি চাদর ও কামিজ পরিয়া হাতে একটী ব্যাগ লইয়া প্রাতঃকালে স্কুলে আসিলেন। অন্যান্য দিন তিনি প্যাণ্ট্‌লেন ও চাপকান পরিয়া আসিতেন। শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমাদিগের মধ্যে কয়েক জনকে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিলেন যে তোমরা যাহা শুনিয়াছ তাহা সত্য বটে। তবে যদি তোমরা নিষেধ

কর তাহা হইলে আমি ডেপুটি ইনস্পেক্টরী গ্রহণ করিব না। উড্রো সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত আজই দেখা করিতে যাইতেছি। তোমরা যদি সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে বিদায় দাও তাহা হইলে আমি তোমাদের মনোমত একজন হেড্‌মাষ্টার আনাইয়া দিব। তিনজন যোগ্য ব্যক্তির নামও করিলেন—বলাগড়ের কপালি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে এম্, এ, কালনার নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতে এম্, এ, এবং শ্রীরামপুর চাতরার ব্রজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের ইংরাজী বিভাগের ভূতপুর্ব্ব দ্বিতীয় শিক্ষক। তখন হুগলী নর্ম্মাল স্কুল হইতে ইংরাজীতে Teachership Examination বা শিক্ষক প্রস্তুতার্থে পরীক্ষা দেওয়ার রীতি ছিল। উক্ত পরীক্ষার্থিদিগকে ফার্ষ্ট আর্টস্ একজামিনেশন দিয়া শিক্ষা প্রণালীতে একটী পরীক্ষা দিতে হইত। কয়েক বৎসর এই পরীক্ষাটী গৃহীত হওয়ার পরে উহা উঠিয়া যায়। উহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবুরও চাকরী যায়। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। ইনি ছিলেন গণিতাধ্যাপক। ব্রজেন্দ্র বাবু ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। নর্ম্ম্যাল স্কুলের বাঙ্গালা বিভাগটী থাকিল। সুতরাং ব্রহ্মমোহন বাবুর কার্য্য থাকিল। ব্রজেন্দ্রবাবুকে পুরী জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদ দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তিনি বলিলেন আমি উড়িষ্যার দেশে যাইব না। তখন পুরীর রাস্তা বড়ই দুর্গম ছিল। পদব্রজে বা গোযানে যাইতে হইত সুতরাং ব্রজেন্দ্র বাবু এখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়াছিলেন। কপালি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সর্ত্তে আসিতে চাহিলেন সে সর্ত্তে তাঁহাকে আনিতে পারা গেল না।

নৃসিংহ বাবু আসিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং একদিন কলিকাতা হইতে কালনার বাড়ী যাইবার সময়ে আমাদের স্কুলের মধ্যে আসিয়াছিলেন। আমরা নৃসিংহ বাবুকে মনোনীত করিলাম না, ব্রজেন্দ্র বাবুকে চাহিলাম

এবং কিছুদিন পরে ব্রজেন্দ্র বাবুও আমাদের হেড্ মাষ্টার হইয়া আসিলেন। মতিলাল বাবু বলিয়াছিলেন যে তোমরা যদি আমাকে ছাড়িয়া না দাও তাহা হইলে আমি ডেপুটি ইনস্পেক্টারী গ্রহণ করিব না। এটা কেবল তাঁহার আমাদের মন বুঝিয়া লওয়া মাত্র, আন্তরিক কথা নহে। আমরা কি তখন তাঁহাকে তখনকার দিনের এত বড় একটা পদ ছাড়িয়া দিতে বলিতে পারি? ব্রজেন্দ্র বাবু অতি সুযোগ্য হেড্মাষ্টার ছিলেন, ইংরাজী সাহিত্যে ও গণিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি ইংরাজীতে অনর্গল দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া বক্তৃতা করিতে পারিতেন। শান্তিপুরে আসিয়াই তিনি দুই তিন দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শিক্ষিত লোক মাত্রেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলী বলিয়া তিনি একটী বক্তৃতা করেন পরে উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়া তৎকালীন লেফ্টন্যান্ট গভর্ণর সার তমাস্ গ্রে মহোদয়ের নামে উৎসর্গ করেন। গ্রে সাহেব বাহাদুর উহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্রজেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া পাঠান।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। সাক্ষাৎ করিলে, নিশ্চয়ই তিনি একটী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পাইতে পারিতেন।

এখানে বলিয়া রাখি মতিলাল মৈত্র মহাশয় ৫।৭ দিনের ও বেশী-কাল নূতন স্কুলের হেড্ মাষ্টারী করেন নাই।

পুরাতন স্কুলের হেড্মাষ্টার বনোয়ারী বাবু, ব্রজেন্দ্র বাবুর এইরূপ বাগ্মীতা শ্রবণ করিয়া গ্রীষ্মাবকাশের বন্ধের সময় যে বাড়ী চলিয়া গেলেন আর ফিরিয়া আসিলেন না।

তাঁহার পরে ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভাদুড়ী সিনিয়র স্কলার মহাশয় পুরাতন স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদে অভিষিক্ত

হইয়াছিলেন। ইহাঁরই পুত্র কৃষ্ণনগরের খ্যাত নামা উকীল রায় ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী বাহাদুর ইহাঁর কার্য্যকালে শান্তিপুরে ভূমিষ্ঠ হন। শশীবাবু কয়েক মাস মাত্র শান্তিপুরের পুরাতন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউসন নামক কলেজে ইংরাজী সাহিত্যাধ্যাপক হইয়া যান। পরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত পাইন বি, এ, পুরাতন স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়া আসেন। এই সময়ে চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন।

পরে ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং এক্ষণে পেন্‌সন্ লইয়া কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে বাস করিতেছেন।

চন্দ্রকান্ত পাইন মহাশয় পরে বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুকাল দার্জ্জিলিং এ ওকালতী করিয়াছিলেন।

আমাদের নূতন হেড্ মাষ্টার ব্রজেন্দ্রবাবু অতি সুযোগ্য শিক্ষক হইলেও তাঁহার একটা বিশেষ দোষ এই ছিল যে তিনি সোমবারে আসিব বলিয়া শনিবারে বাড়ী গেলে তার পরবর্ত্তী সোমবারে ত আসিতেন না হয়ত দুই তিনটা সোমবার চলিয়া যাইত।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উপেন তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল এবং আমাদের সহাধ্যায়ী ছিল। উপেন বলিত যে কাকার তিনটি বিবাহ, তিনটী স্ত্রীই বাড়ীতে বর্ত্তমান। কাকা বাড়ী গেলে ভাগে পড়েন, সুতরাং সোমবারে কিছুতেই আসিতে পারেন না। তাঁহার আর একটা দোষ ছিল, তিনি দিনের বেলায় আমাদিগকে ইংরাজী পড়াইতেন না, দিনের বেলায় আমাদিগকে গণিত শিক্ষা দিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ে লিখিত প্রশ্ন দিয়া নিম্ন শ্রেণীতে যাইয়া ইংরাজী পড়াইতেন। রাত্রিতে আমাদিগকে তাঁহার বাসায় লইয়া গিয়া ইংরাজী পড়াইতেন। তখন মতিগঞ্জের কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে স্কুল ও তাঁহার বাসা।

রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার বাসায় থাকিয়া আমাদিগকে ইংরাজী পড়িতে হইত এবং তারপরে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইত। সুতরাং আমরা বাড়ীতে অন্যান্য বিষয়ের পাঠাভ্যাস করিতে প্রায়ই অবসর পাইতাম না। ব্রজেন্দ্রবাবুর ইংরাজী উচ্চারণ ঠিক সাহেবদের মতন ছিল। এই সময়ে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বেল্ (Belle) সাহেব পরে ইনি হাই কোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতেন। বেল্ সাহেব স্কুল দেখিতে আসিতেছেন সঙ্গে আছেন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান আনন্দময় মৈত্র মহাশয়। তাঁহারা স্কুল বাড়ীর নিকেটে আসিয়াছেন এদিকে ব্রজেন্দ্রবাবু তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী পড়াইতেছেন। বেল্ সাহেব বাহির হইতে তাঁহার ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ শুনিয়া আনন্দময় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহাশয় কি সাহেব ?

ব্রজেন্দ্রবাবু যে সময়ে হেড্ মাষ্টার সেই সময়ে স্কুল ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেব শান্তিপুরের বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিবার জন্য শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

যেদিন নূতন স্কুল দেখিতে আসেন তাহার পূর্ব্ব দিনে পুরাতন স্কুলটী পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক জমিদার বংশীয় তেজস্বী পুরুষ ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল, তার ফলে পুরাতন স্কুলের গভর্মেণ্ট সাহায্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বন্ধ হয়, এবং ঐ সাহায্য নূতন স্কুলে প্রদত্ত হয়। উড্রো সাহেব অতিশয় স্থূলকায় ছিলেন, সাধারণ চেয়ারে তাঁহার বসিবার স্থান সঙ্কুলন হইত না। পুরাতন স্কুলের একখানি চেয়ার তাঁহার শরীরের ভারে মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

নূতন স্কুলে আসিয়া তিনি আর চেয়ারে উপবেশন করিলেন না একখানি নূতন বেঞ্চের উপর বসিলেন। Schoolএর Time tableএ অর্থাৎ যাহাতে কোন্ শ্রেণীতে কোন্ দিন কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং কোন্ শিক্ষক শিক্ষা দিবেন লেখা ছিল, তাহাতে ব্রজেন্দ্রবাবুর স্বাক্ষর

দেখিয়া উড্রো সাহেব দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রজলাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইনি কোন ব্রজেন্দ্র? ব্রজলাল বাবু তাঁহার পরিচয় দেওয়াতে সাহেব বাহাদুর বলিলেন, যে তোমরা ভাগ্যক্রমে বিশেষ উপযুক্ত হেড্ মাষ্টার পাইয়াছ। এদিন ব্রজেন্দ্রবাবু স্কুলে উপস্থিত ছিলেন না।

রীতিমত শিক্ষা না পাওয়ায় এমন কি আমাদের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পুস্তক গুলির সমস্ত পাঠ্য বিষয় সমাপ্ত না হওয়ায় এবং দুইটী স্কুল হওয়ায় হৈ চৈ করিয়া বেড়াইয়া বেড়ানতে আমরা কোন মতেই প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী হইতে পারি নাই।

১৮৬৮ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার ধরণও অন্যরূপ হইয়াছিল, ইংরাজী সাহিত্যের ও গণিতের পরীক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, আর এক কথা পরীক্ষার কয়েক দিবস আমার এরূপ পেটের পীড়া হইয়াছিল যে আমি তিনটার পরেই, কোন দিনই, পরীক্ষা গৃহে থাকিয়া সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারি নাই। তিনটার পরেই মলত্যাগ করিবার জন্য আমাকে পরীক্ষা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইত আর উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইতাম না।

আমার পরীক্ষার ফলও তদনুরূপই হইল। কোথায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৪৲ টাকা বৃত্তি পাইব—না তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম।

শান্তিপুরের পুরাতন স্কুল হইতে ৮ জন এবং নূতন স্কুল হইতে ৯ জন মোট ১৭ জন ছাত্র সেবার পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল, এই ১৭ জনের মধ্যে মোটে ৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। নূতন স্কুল হইতে ৩ জন—বিপিন বিহারি মৈত্র ২য় বিভাগে এবং আমি ও গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক (পুলো) তৃতীয় বিভাগে। পুরাতন স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ২ জন—কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুইজনই দ্বিতীয় বিভাগে।

বিপিন বিহারী মৈত্র, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক দুই বৎসর কাল প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন আমি ও রাজেন্দ্র কেবল এক বৎসরের ছাত্র।

আমার চির সহাধ্যায়ী পুলিন বিহারী মঠ এবারে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া আসিলেন এবং এই সময় হইতে আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। আমাদের মধ্যে একজন বেশ ভাল ছাত্র ছিলেন নাম—চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়—আমরা ইহাঁকে ঝড়ু খুড়া বলিয়া ডাকিতাম।

ইনি এখনও জীবিত আছেন, বাড়ী করিয়াছেন পঞ্চরত্ন তলায়, ইনি গণিতে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া আসিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এক বাঙ্গালা ব্যতীত আর তিন বিষয়ে অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্য, গণিত আর ইতিহাসে ইনি ফেল্ বা অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহাঁকে কি আমাদের কপালভাঙ্গা বলে না? সে বৎসর আমরা যে ৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম তাঁহার মধ্যে আমরা ২ জন ছাত্র জীবিত আছি, আমি ও রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা দুই জনেই শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করিয়া পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছি। রাজেন্দ্র প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে ছিলেন, সুতরাং ইনি বেশী টাকা পেন্‌সন্ পাইতেছেন। আমাদের আর একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন—পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ইহাঁকেও লোকে চণ্ডী বলিয়া ডাকিত। ইনিও ১৮৬৮ সালে পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আসেন।

সঙ্গীত বিদ্যায় ইনি বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নিজে নিজে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীতও রচনা করিয়াছিলেন ও বেশ তান, লয়, মান সহকারে ও সুললিত স্বরে গান করিতে পারিতেন।

চতুর্থশ্রেণী হইতে ইনি আমার সহাধ্যায়ী, ইহাঁর সহিত আমার

প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, স্কুলের ছুটীর পরে প্রায় প্রত্যহই ইনি আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে আসিয়া জল খাইয়া একত্রে পড়িতেন।

১৮৬৮ সালে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৯ সালে প্রথমে কলিকাতার ডফ কলেজ বা ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসনে ও পরে কিছু দিন কৃষ্ণনগর কলেজে প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। পরে শান্তিপুরের মধুসূদন ভক্ত ও হাতীশালার চন্দ্রকান্ত বসু সমভিব্যাহারে রুড়কি যাই তথাকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িবার জন্য।

আমাকে ও মধুসূদন ভক্তকে ভর্ত্তি করিবেন বলিয়া উক্ত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্ কর্ণেল মেড্লি কট্ (Principal Colonel Meddliecot) আমাদিগকে পূর্ব্বে চিঠি লিখিয়া ছিলেন, অবশ্যই আমাদের আবেদনের প্রত্যুত্তরে। অনেকগুলি বাঙ্গালী যুবক সে বারে সেখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তথায় যাইয়া উপস্থিত হন। অনেকগুলি বাঙ্গালী যুবক উপস্থিত হওয়ায় প্রিন্সিপ্যাল্ সাহেব তাঁহাদিগকে ভর্ত্তি করিতে চান না। আমার ও মধুসূদন ভক্তের চিঠি দুইখানি কলেজের হেড্ মাষ্টার কি (Key) সাহেব, আমাদের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আর আমাদিগকে প্রত্যর্পন করেন নাই।

পরে বাঙ্গালী যুবকেরা তথাকার এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শানুসারে পঞ্জাবের ছোট লাট মহোদয়ের নিকট তাঁহাদের অবস্থা জানাইয়া একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। লাট সাহেব বাহাদুর বাঙ্গালী যুবকদিগকে ভর্ত্তি করিয়া লইবার জন্য প্রিন্সিপ্যাল্ সাহেবকে আদেশ দেন।

তদনুসারে অধিকাংশ বাঙ্গালী যুবকই ঐ কলেজে প্রবেশ করেন। আমার পীড়া হওয়াতে ও অর্থের অনটন বশতঃ মাসখানিক তথায় থাকিয়া কলেজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি। তথা হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে আমি দেশে আমার পিসীমাকে এই বলিয়া চিঠি লিখি যে

আমার রুড়কি থাকা ঘটিল না। আমি কাশী যাইয়া তথাকার কলেজে ভর্ত্তি হইবার ইচ্ছা করিয়াছি।

এই চিঠি পাইয়া আমার পিসীমা স্নেহের বশে ৺কাশীধাম যাইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত সাতগাছিয়া নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।

এই সময় রুড়কিতে শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষ নামে একটী ভদ্র লোক একাউণ্ট্যাণ্টের কার্য্য করিতেন। ইনি অতিশয় বদান্য ও মুক্তহস্ত পুরুস ছিলেন। যে সমস্ত বাঙ্গালী ঐ সময়ে রুড়কি হইয়া হরিদ্বারে যাইতেন তাঁহারা প্রায়ই উমাচরণ বাবুর বাসায় অতিথি হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। সকলকেই তিনি আশ্রয় ও অকাতরে অন্ন দান করিতেন। সে বৎসর যে সমস্ত বাঙ্গালী যুবক রুড়কি কলেজে ভর্ত্তি হইতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উহাঁর বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরাও কয়েক দিন উহাঁর বাসায় থাকিয়া উহাঁর অন্ন ধ্বংস করিয়াছিলাম। বর্দ্ধমান্ জেলার একটী যুবক উহাঁর বাসাতে কয়েক দিন ছিলেন। রুড়কি কলেজে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি উমাচরণ বাবুর নিকট একটী মনিব্যাগ রাখিয়াছিলেন, দেশে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি ঐ ব্যাগটী চাহিলেন, উমাচরণ বাবু তৎক্ষণাৎ উহা আনিয়া দিলেন। যুবকটী ব্যাগটী খুলিয়াই বলিলেন মহাশয় ইহার মধ্যে আমার একখানি ২০ টাকার নোট ছিল, উহা এখন মনিব্যাগের মধ্যে দেখিতেছি না। উমাচরণ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন সে কি হে, তুমি মনিব্যাগটী আমার হাতে দিবা মাত্রই আমি উহা বাড়ীর মধ্যে যাইয়াই লোহার সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলাম। লোহার সিন্দুকের চাবি সর্ব্বদাই আমার ক্যাস বাক্সে থাকে। ক্যাস বাক্সের চাবি আমার নিকটে থাকে। লোহার সিন্দুকটী আমি ভিন্ন আর কেহই খোলে না এরূপ অবস্থায় তোমার নোটখানি কিরূপে অন্তর্হিত হইল। যুবকটী

বলিলেন, মহাশয় নিশ্চয়ই উহার মধ্যে আমার বিশ টাকার নোটখানি ছিল। উমাচরণ বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে দুইখানি দশ টাকার নোট আনিয়া দিলেন। যুবকটী উহা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিলেন। যুবকটী চলিয়া গেলে উমাচরণ বাবু বলিলেন সম্ভবতঃ উহাঁর বাড়ী যাইবার খরচের টাকার অভাব হইয়াছে; আমার নিকট উহা প্রকাশ করিলেই আমি উহাঁকে সাহায্য করিতাম। আমাকে বিশ্বাস-ঘাতক, চোর বানাইয়া গেলেন। শুনিয়াছি উমাচরণ বাবু প্রায়ই বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন।

আমি রুড়কি হইতে বাহির হইয়া প্রথমতঃ লক্ষ্ণৌ যাই তৎকালে তথায় আমাদের শান্তিপুরের স্বনাম ধন্য রাম গোপাল বিদ্যান্ত মহাশয় আউদ্ ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন। তখন তিনি ছুটি লইয়া কিছু দিনের জন্য দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় আমার সহাধ্যায়ী গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক (পুলো) তাঁহার শ্যালক হরিবিলাস খাঁ ও কাশ্যপ পাড়ার লোহারাম ভাদুড়ী ছিলেন। গোবিন্দ ও লোহারাম তখন সেখানে চাকরী করিতেছিলেন। তথায় ১৫।১৬ দিন থাকিয়া ক্যানিং কলেজে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তখন ক্যানিং কলেজে রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ইতিহাস ও সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। বাসার সুবিধা করিতে না পারায় তথা হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হই।

লক্ষ্ণৌ থাকা কালে বর্দ্ধমান্ জেলার রায়না নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের সহিত একদিন চিফ্ কমিশনারের আফিস দর্শন করিতে যাই। লক্ষ্মীবাবু ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি চাকরীর চেষ্টায় লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলেন এবং রাম গোপাল বিদ্যান্ত মহাশয়ের বাসাতেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক বিদ্যান্ত মহাশয়ের বাসার দ্বার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য সর্ব্বদাই উদ্ঘাটিত থাকিত। অনেকেই তথায় চাকরীর চেষ্টায় গিয়া ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত কাটাইতেন।

তিনি মুক্ত হস্তে সকলকেই অন্ন দান করিতেন। আমি তাঁহাকে জানাইলে অনায়াসেই সেই দুই বর্ষকাল তাঁহার বাসায় থাকিয়া ক্যানিং কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি লজ্জা বশতঃ এবং পর-ভাগ্যোপজীবী হইতে অনিচ্ছুক থাকায় তাঁহাকে আমার বিষয় জানাইতে পারি নাই বা জানাই নাই।

চিফ্ কমিশনারের আফিসে গিয়া কোন এক বিভাগের হেড্ এসিষ্ট্যাণ্ট গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি লক্ষ্মী বাবুকে বলিলেন আমার এই অঙ্কগুলি কষিয়া দাও না। লক্ষ্মী বাবু বলিলেন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন এই যুবকটীকে অঙ্কগুলি দেন। অঙ্কগুলি আর কিছুই নহে, কতকগুলি সংখ্যার গড় বাহির করা, কতকগুলির শত করা হার বাহির করা এবং দুই চারিটী (Logerithim) লগারিথ্মের অঙ্ক। আমি সব অঙ্কগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে কষিয়া দিলাম।

গিরিশ বাবু আমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, চাকরী করিবা আমার অধীনে একটী ৩০৲ টাকা বেতনের চাকরী খালি আছে। আমি বলিলাম না মহাশয়, আমার বি, এ পর্য্যন্ত পড়িবার ইচ্ছা আছে, এখন চাকরী করিব না। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন চাকরী করিলে ভাল করিতে তবে আমি তোমার অধ্যয়নের ইচ্ছায় বাধা দিতে চাহি না। যদি আমি তখন চিফ্ কমিশনারের আফিসে চাকরী গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমি পরে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার অদৃষ্ট আমাকে তাহা করিতে দিল না। আমি লক্ষ্ণৌ হইতে বাহির হইয়া কাশীধামে আসিয়া আমার পিসীমার বাসার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা বাহির করিতে পারি নাই, পরন্তু গুণ্ডার হাতে পড়িয়াছিলাম। তখন আমার বয়স ১৯ বৎসর মাত্র। ইতি পূর্ব্বে কখনও এত দূর দেশে যাই নাই। আমি ভয় পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। আমার পিসীমা কাশীধামে বাস করিতে

করিতে কালক্রমে কাশীপ্রাপ্তা হইলেন। মৃত্যুর সময়েও তিনি বারবার আমার নাম করিয়াছিলেন। আমি হতভাগ্য তাঁহার সেবা শুশ্রুষা করিতে বা কোন উপকারে আসিতে পারি নাই। কিন্তু আমি তাঁহার নিকট হইতে যে দয়া, স্নেহ, মমতা ও উপকার পাইয়াছি তাহার জন্য তাঁহার আত্মার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও তাঁহার গুণের কথা প্রানান্ত পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিব না।

তাঁহার সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সংবাদ কাশী হইতে পাইয়া তাঁহার সেবা শুশ্রুষার জন্য আমার বড় পিসীমাকে হরিপুরের নদের চাঁদ বাগ্‌দিকে সঙ্গে দিয়া কাশীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কয়েক দিন পরে তিনি সজ্ঞানে কাশীপ্রাপ্তা হন।

লক্ষ্মৌ যাইবার সময়ে কাণপুর দেখিয়া গিয়াছিলাম।

কাশী হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময়ে আমি পাটনা ও বাঁকি-পুর হইয়া আসিয়াছিলাম। রেলে আসিবার সময়ে ভুলক্রমে পাটনা ষ্টেশন ছাড়াইয়া তার পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামি। তখন রাত্রি হইয়াছে, যে ষ্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছিলাম সে একটি ছোট ষ্টেশন এক ব্যক্তিই ষ্টেশন মাষ্টারের ও টেলিগ্রাফ সিগনালারের কার্য্য করিতেন। এই ব্যক্তি একজন বাঙ্গালী বাবু। তাঁহাকে আমার ভুলের কথা বলায় তিনি বলিলেন যে আপনি এখন এখানে থাকুন, পুনরায় যখন এদিক্ হইতে পাটনার দিকে গাড়ী যাইবে সেই সময়ে আপনাকে পাটনায় পাঠাইয়া দিব। কিন্তু তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইবে। আপনি আমার এই বিছানায় এখন শুইয়া থাকুন। আমি গাড়ী আসিলে আপনাকে জাগাইয়া পাটনায় পাঠাইয়া দিব। ইনি কার্য্যেও তাহাই করিয়াছিলেন। অতি প্রত্যুষে আমি পাটনা ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। পাটনা ও বাঁকিপুর যে পরস্পর হইতে অনেক দূর এবং বাঁকিপুর যে হেড্ কোয়াটার ষ্টেশন উহা আমার জানা ছিল না। বাঁকিপূরে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং পাটনা হইতে একখানি এক্কা গাড়ীতে উঠিয়া বাঁকিপুরে পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়ের বাসায় গিয়া উঠিলাম। শশীবাবু তখন পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। শশীবাবু বাল্যকালে শান্তিপুরে ছিলেন। ইহাঁর পিতা শান্তিপুরের আদালতের নাজির ছিলেন। নাজির মহাশয়ের নাম বোধ হয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিল। এই সময়ে শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ প্রামাণিক মহাশয় বাঁকিপুরের কালেক্টারের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। শশীবাবুর বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল এই যে ইনি আমাদের গ্রামের ও পাড়ার শ্রীযুক্ত রাম গোপাল মুন্সী মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ছিলেন। মুন্সী মহাশয়ের পরিচয় দিলেই উহাঁর বাসায় নিশ্চয়ই স্থান পাইব, ফলে তাঁহার বাসায় সহজেই স্থান পাইলাম। ভদ্রলোকের বাসায় আগন্তুকের যেরূপ যত্ন হওয়া উচিত আমারও সেইরূপ যত্ন হইল। এই সময়ে শশীবাবুর সহোদর বিধু বাবুও তাঁহার বাসায় ছিলেন। বিধু বাবু ভালরূপ লেখা-পড়া শেখেন নাই। গান বাজনা ও আমোদ প্রমোদ করিয়াই সময় কাটাইতেন।

একদিন স্নান করিবার সময় বিধু বাবু আমার জাতি ও বাসস্থানের কথা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জাতিতে ময়রা শুনিয়া বিধু বাবু আমাকে প্রশ্ন করিলেন তুমি গড়ের শ্রীরাম ইন্দ্রকে চেন, আমি বলিলাম চিনি, পরে প্রশ্ন করিলেন, তোমার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে? আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলাম। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি বাধ্য হইয়া বলিলাম যে শ্রীরাম ইন্দ্র মহাশয় আমার আপন মাতুল। এখানে বলা আবশ্যক যে যৎকালে বিধু বাবুর পিতা উমেশ বাবু শান্তিপুরে নাজিরী করিতেন তৎকালে আমার মাতুল শ্রীরাম ইন্দ্র উহাঁর জামিন ছিলেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার যথেষ্ট সখ্য ভাব ছিল। বিধু বাবু বাড়ীর মধ্যে যাইয়া তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর নিকট বলিয়াছিলেন যে যুবকটী আমাদের বাসায় আসিয়া

অতিথি হইয়াছে, ওটি গড়ের শ্রীরাম ইন্দ্রের ভাগিনেয়। আমাকে বৈঠকখানার পার্শ্বে যে ঘরটীতে খাইতে দেওয়া হইত, বাড়ীর ভিতর হইতে উহার মধ্যে আসিবার একটী দুয়ার ছিল, খাইতে বসিয়াছি এমন সময়ে শশীবাবুর মাতাঠাকুরাণী ঐ দুয়ারটী খুলিয়া ঐ ছোট ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন "ওরে গুয়োটা, তোর বাড়ী রাম গোপাল মুন্সীর বাড়ীর নিকট এই তোর পরিচয়। তোর মামার নাম করিস্ নি কেন? বাড়ী গিয়া মা ও মামীদের কাছে গল্প করতিস্ আর তাঁরা আমাদের নিন্দা করিতেন। এই দিন হইতে তাঁহাদের বাসায় আমার যথেষ্ট আদর ও যত্ন হইতে লাগিল। একদিন শশীবাবু আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া পাটনা কলেজে গিয়াছিলেন, সে দিন পাটনা কলেজে ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণ হইতেছিল।

রুড়কি ও কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি পুনরায় কলিকাতার ডফ্ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম এবং তথায় ১৮৭০ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু এফ্ এ পরীক্ষা দিই নাই—অস্বচ্ছলতা বশতঃ ও পরীক্ষার ফি যোগাড় করিতে না পারায়।

পরীক্ষার্থে ভালরূপ প্রস্তুত হইতে না পারায় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলাম এবং অল্পদিনের মধ্যেই শান্তিপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ভগবান্ চন্দ্র রায় মহাশয় প্রতিষ্ঠিত তাঁহার বাটীস্থ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। উক্ত পদের বেতন ছিল ২৫৲ টাকা, কিন্তু আমাকে ১৫৲ টাকার অধিক দিতেন না। তখন উক্ত স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত মথুরা মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পরে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দুর্গাদাস বাবু পরে ওকালতী পরীক্ষা দিয়া কুষ্টিয়া মহকুমায় ওকালতী করিতেন।

ভগবান্ বাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমার নাম

ভুলিয়া গিয়া প্রায়ই আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিতেন। এই সময়ে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হরিদাস বাবু ও ভ্রাতুষ্পুত্র যোগিন বাবু ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। হরিদাস বাবুকে ও ২।৪ দিনের জন্য পড়াইয়াছি। হরিদাস বাবু পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইয়াছিলেন।

যোগিন বাবুকে অনেক দিন পড়াইয়া ছিলাম। যোগিন বাবুর একটা ভয়ানক কু অভ্যাস ছিল ঘুঁটের ছাই ও তেঁতুল খাওয়া। তাঁহার জামার পকেট খুজিলেই প্রায়ই ঐ দুইটী কদর্য্য জিনিষ পাওয়া যাইত। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দাসীর দ্বারা আমাকে প্রায়ই বলিয়া পাঠাইতেন যে তাঁহার জামার পকেট হইতে ঐ দুইটী জিনিষ বাহির হইলে তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার দিবা। সুতরাং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রহার দিতে হইত।

যে সময়ে দুর্গাদাস বাবু হেড্ মাষ্টার, সেই সময়ে আমি ঐ স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ১৫৲ বেতনে শান্তিপুর নূতন স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। এই ত আমার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড়।

এখন আমার চাকরীর কথা বা দাস জীবনের কথা সবিস্তারে বলিতে ইচ্ছা করি; এবং যথা স্থানে বলিব।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমি নানা কারণে উপযুক্তরূপে লেখাপড়া শিখিতে পারি নাই। এফ্.এ ক্লাসের দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য অতি অল্প বেতনে প্রথমে শ্রীযুক্ত ভগবান্ বাবুর স্কুলে, পরে শান্তিপুরের নূতন ইংরাজী স্কুলে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। এই সময়ে এই স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত কালী মোহন ঘোষাল, দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মৈত্র, তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস, চতুর্থ শিক্ষক আমি, হেড্ পণ্ডিত ব্রহ্মশাসন নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও অন্যান্য শিক্ষকের নাম এখানে বলিবার আবশ্যক নাই। যেহেতু যথা সময়ে বেতন না পাওয়ায় প্রায়ই শিক্ষকদিগের মধ্যে ঘন ঘন পরিবর্ত্তন ঘটিত। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষাল মহাশয় একজন অতি বিচক্ষণ,

সুদক্ষ ও সুযোগ্য হেড্ মাষ্টার ছিলেন। পূর্ব্বে ইনি বালেশ্বর জিলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। কি জন্য চাকরী যায় জানি না। শুনিয়াছি পরে ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া কিছু পেন্‌সন্ পাইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী সাহিত্য ও গণিতে সুনিপুণ ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে পড়াইতে ইংরাজী, ব্যাকরণ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল আদির পুস্তক ইহাঁকে খুলিতে হইত না। ব্রজলাল বাবুও ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহাঁর মত বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে তৎকালে শান্তিপুরে অল্প লোকেই পারিত।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ কর নামে একজন বি, এ কিছুদিনের জন্য এই স্কুলে হেড্ মাষ্টার ছিলেন। পরে ইনি মুন্সেফ্ হইয়াছিলেন। পরে যখন পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করেন তখন সব্ জজ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ বাবু এখনও জীবিত আছেন। ইনি পরে আসাম প্রদেশে যাইয়া প্রথমতঃ তেজপুর জিলা স্কুলের থার্ড মাষ্টার হন। পরে সব্ইনস্‌পেক্টারী করিতে করিতে পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ কালে ইহার বেতন ৭৫২ টাকা ছিল।

এ সময়ে সুতরাগড় গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কয়েকটী পাঠশালা থাকা ভিন্ন আর কোন উপযুক্ত বিদ্যালয় ছিল না। প্রথম বয়স হইতেই এই অভাবটী সর্ব্বদাই আমার মনকে কষ্ট দিত। যখন আমরা স্কুলে অধ্যয়ন করি তখন রঘুনাথপুর নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ নামে এক ব্যক্তির একটি পাঠশালা এখানে ছিল। পাঠশালাটীর কার্য্য বর্ত্তমান কালের সারদা, বরদা বিশ্বাস দিগের পূজার দালানে সম্পাদিত হইত। তখন এ বাড়ীটী ছিল তাম্বূলী বংশীয় অঘোর নাথ আসের বাড়ী। এই পাঠশালাটীতে গভর্মেণ্টের সাহায্য ছিল। তখন খ্যাতনামা স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রেসিডেন্সী ও মুর্শিদাবাদ বিভাগের অতিরিক্ত স্কুল ইনস্‌পেক্টার ছিলেন। ইহাঁর অধীনে তখন কেবল পাঠশালাই ছিল, অন্য স্কুল ছিল না।

ইঁহার অধীনে তখন নদীয়া জেলায় ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার ছিলেন কৃষ্ণ নগরের চৌধুরী পাড়া নিবাসী হরি তারণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ভূদেব বাবু হরি তারণ বাবুকে সঙ্গে লইয়া এই পাঠশালাটী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাজবাড়ীর রোয়াকে বসিয়া সদালাপ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ভূদেব বাবু হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। ইনি হুগলি নর্ম্মাল স্কুলটীকে প্রথম স্থাপন করেন।

উক্ত নর্ম্মাল স্কুলটী স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে শান্তিপুরের বানকের কুঠিতে মিশনারি সাহেব দিগের একটী নর্ম্মাল স্কুল, একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল।

উক্ত মিশনারি সাহেবদিগের মধ্যে মহাত্মা বম্‌ওয়েচ ও ওয়েঞ্জার সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ভূদেব বাবু হুগলি নর্ম্মাল স্কুলটী প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে শান্তিপুরে মিশনারি সাহেবদিগের দ্বারা পরিচালিত নর্ম্মাল স্কুলে কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত জানিবার জন্য শান্তিপুরে আসিয়া দত্ত পাড়ায় তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাটীতে আসিয়া কয়েক দিন ছিলেন। যে বাড়ীতে ভূতপূর্ব্ব একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণ এখন বাস করিতেছেন এটী সেই বাড়ী। ভূদেব বাবু শান্তিপুর হইতে কয়েকটী বুদ্ধিমান্ ছাত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া প্রথমে হুগলি গভমের্ণ্ট নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করেন। এই কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ছিলেন নিত্যানন্দ গোস্বামী, যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও রাম গোপাল বিদ্যান্ত। কথা প্রসঙ্গে ভূদেব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখন রাম গোপাল বিদ্যান্ত কোথায় ও কি করিতেছেন, উত্তরে আমরা বলিলাম, তিনি এখন লক্ষ্ণৌতে আছেন ও আউদ্ ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার। ভূদেব বাবু শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে তাঁহার উপযুক্ত পদই রাম গোপাল পাইয়াছেন। এটী

ত বিদ্যান্ত নহে বিদ্যারত্ন, সামান্য স্কুল পণ্ডিতী ইঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, ছাত্রেরা নর্ম্মাল স্কুল হইতে তখন উত্তীর্ণ হইলেই গভর্ণমেণ্ট বা গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইতেন। রামগোপাল বাবুও তাহাই পাইয়াছিলেন। রাইপুর স্থপুল স্কুলের ইনি প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই সময়েই গড়ের ঐ পাঠশালাটীর জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা আমাদের মনে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। এই নিমিত্ত আমরা চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তদানীন্তন শান্তিপুরের স্মল্‌কজ্‌ কোর্টের জজ টাওয়ার সাহেব মহোদয়ের নিকট যাই। তখন টাওয়ার সাহেব তিনটি মহকুমায় অর্থাৎ চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও শান্তিপুরে পর্য্যায়ক্রমে কাছারি করিতেন।

আমাদিগের মধ্যে কালীপ্রসন্ন রায় ও কুঞ্জ সাহাও (পরে ডাক্তার) ছিলেন। কুঞ্জ বাবু আমাপেক্ষা বয়সে নয় মাসের ছোট, কালীপ্রসন্ন রায় বয়সে ২।৩ বৎসরের বড়। আমি তখন অল্প অল্প ইংরাজী বলিতে শিখিয়াছি। জজ সাহেব বাহাদুর আমাদিগকে বালক দেখিয়া বলিলেন যে তোমরা এইজন্য কয়েকটী বালক আসিয়াছ কেন? তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠেরা আসেন নাই কেন, আমরা উত্তর করিলাম যে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদিগের মধ্যে কেহই বিদ্যোৎসাহী নহেন এবং কেহই শিক্ষিত নন। অবশ্য শ্রীযুক্ত রাম গোপাল মুন্সী প্রভৃতি কয়েকজন সুশিক্ষিত লোক তখন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তখন বিদ্যাভ্যাস জন্য বা নিজ নিজ কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে থাকিতেন। টাওয়ার সাহেব আমাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, যে ভাল পুনরায় যখন আমি শান্তিপুরে কাছারি করিতে আসিব; সেই সময়ে তোমাদিগকে কিছু দিয়া যাইব। ফলতঃ তাহার কিছু দিন পরে যখন তিনি পুনরায় শান্তিপুর আসিয়াছিলেন, তখন আমরা তাঁহার নিকট যাওয়ায় ১০৲টা টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। কিছু টাকা সংগৃহীত হইলে তদ্দারা আমরা কতকগুলি

বাঁশ কিনিয়া বাকারি করিয়া জলে পচাইতে দিয়াছিলাম এবং পরে জল হইতে উঠাইয়া আনিয়া মুন্সীদের বাড়ীর সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছিলাম। তখন ভগবান্ চন্দ্র মুন্সী মহাশয় জীবিত ছিলেন। আর টাকা সংগ্রহ করিতে না পারায় পাঠশালার গৃহ প্রস্তুত হইয়া উঠিল না। বাঁশ বাকারি গুলি নষ্ট হইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে শান্তিপুরের নূতন ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

তখন শান্তিপুরের দুইটী উচ্চশ্রেণীর Higher Class English School থাকায় কোনটীই সুচারুরূপে চলিতেছিল না। অল্প বেতন-ভোগী শিক্ষকেরা কোন স্কুলটিতেই যথা সময়ে বেতন পাইতেন না। ছাত্রদিগকেও শাসন করিবার ক্ষমতা ছিল না। ছাত্রবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে দুইটী স্কুলই অনেক ছাত্রের নিকট হইতেই, অর্দ্ধেক বা তন্ন্যূন হারে বেতন লইতেন। দুইটী স্কুলেই অবৈতনিক ছাত্রসংখ্যা অনেক ছিল। নূতন স্কুলে এই সময়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমি যখন চতুর্থ শিক্ষক তখন ব্যোমকেশ তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকেও পড়াইয়াছি। অন্যান্য ছাত্রদিগের মধ্যে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত মৈত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁরা উভয়েই এখন ধনে ও মানে শান্তিপুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

ইহাঁরা উভয়েই আমার ছাত্র, এবং আমাকে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মথুরানাথ মৈত্র, রাসবিহারী মৈত্র ও রমাপ্রসাদ মৈত্রের নামও উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্র লাহিড়ী মুনসেফ্ হইয়াছিলেন, আক্ষেপের বিষয় তরুণ বয়সে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। মথুর মৈত্র এখন ফরিদপুরের একজন খ্যাতনামা উকিল, রাসবিহারী মৈত্র এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছিলেন, ইনিও অল্প বয়সে মারা

গিয়াছেন। রমাপ্রসাদ মৈত্র সব্‌ জজ হইয়াছিলেন, ইনিও অল্পদিন হইল মারা গিয়াছেন। অপরাপর ছাত্রের মধ্যে বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্যের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিহারী ও নৃত্যগোপাল পরে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের শিক্ষক হইয়াছিলেন, শেষোক্ত তিনটী ছাত্রই এখন দুর্ভাগ্যক্রমে কালকবলে পতিত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আমাদের বাসগ্রাম সুতরাগড়ে উপযুক্ত রূপ বিদ্যালয়ের অভাব। আমি পঠদ্দশা হইতেই বিশেষভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। শান্তিপুরের নূতন ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া যখন আমি কার্য্য করিতেছিলাম, সেই সময়ে সুতরাগড় গ্রামে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করার ইচ্ছা আমার মনে অত্যন্ত বলবতী হয় এবং ঐ সময়ই উহার উপযোগী সময় বলিয়া আমার মনে ধারণা হয়। তখন গড় হইতে অনেকগুলি ছাত্র নূতন ইংরাজী স্কুলে পড়িতে যাইত। শান্তিপুরের দুইটী ইংরাজী স্কুলের অবস্থাই তখন অতি শোচনীয়। উভয় বিদ্যালয়েই তখন নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ছিল। জমীদার শ্রীযুক্ত ভগবান্ চন্দ্র রায় মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টীও তখন উঠিয়া গিয়াছিল। এই সুযোগে গড়ে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার সাহায্যে ইংরাজী ১৮৭২ সালে ১৩ই নভেম্বর তারিখে সুতরাগড় গ্রামে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করি। এই বন্দোবস্তে স্কুলটী স্থাপিত হয়—বিশ্বাস মহাশয় বলেন যে মাসে মাসে যে কোন উপায়ে তিনি আমাকে ৮৲টী করিয়া টাকা দিবেন এবং কয়েকখানি বেঞ্চ, চেয়ার, টুল ও একটী আলমারি প্রস্তুত করিয়া দিবেন। বেঞ্চ, আলমারি প্রস্তুত করিবার জন্য আমকাঠের একটী

গুঁড়ি কেনা হয় তাহাতেই তাহারই তক্তার দ্বারা বেঞ্চগুলি প্রস্তুত হয় ও একটী আলমারি ও একটী টেবিলও তৈয়ারী করা হয়। সেই আলমারিটী অদ্যাপি সুতরাগড় M. N. H. E. School এ অর্থাৎ সুতরাগড বর্ত্তমান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আর কিছুই দিবেন না। আমি শ্রীযুক্ত মহাদেব নন্দী মহাশয়কে স্কুলের সম্পাদক করিবার জন্য প্রস্তাব করি, বিশ্বাস মহাশয় অতি সুচতুর ও বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন "না হে তাহা করিলে সুবিধা হইবে না, নন্দী মহাশয় বৃদ্ধ ও সেকেলে লোক। উনি টাকা পয়সা খরচ করিতে পারিবেন না উহাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত গোপীচরণ নন্দীকে স্কুলের সম্পাদক করা হউক," প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই হইল নিম্নলিখিত কয়েক ব্যক্তি শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন—

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন হেড্ মাষ্টার	মাসিক	বেতন	১৫৲ টাকা
শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র ইন্দ্র সেকেণ্ড মাষ্টার	"	"	৬৲ "
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় হেড্ পণ্ডিত (ব্রহ্মশাসন নিবাসী)		"	৭৲ "
শ্রীযুক্ত হরিচরণ দে সেকেণ্ড পণ্ডিত		"	৬৲ "

শিক্ষকদিগের বেতন হইল মোটে ৩৪৲ স্কুলের বাড়ী ভাড়া ২৲ বাজে খরচ ৷৷৹ ও জল দিবার এবং ঘর পরিষ্কার রাখার জন্য একটী স্ত্রীলোককে দিতে হইত মাসিক ১৷৷৹, মোটে স্কুলের ব্যয় ৩৮৲ টাকা মাত্র।

কিন্তু বিশ্বাস মহাশয় মাসে ৮৲ টাকার বেশী কিছুতেই দিবেন না বলিলেন। আমি উহাতে সম্মত হইয়া শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর দত্ত মহাশয়ের ষড়ভুজের বাজারস্থিত গৃহটী ২৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ঐ গৃহে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার বিশ্বাস অচিরেই ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট হইবে এবং ছাত্র দত্ত বেতন ও প্রতিশ্রুত মাসিক ৮৲ টাকা সাহায্যে বিদ্যালয়টীর কার্য্য কোনপ্রকারে চলিয়া যাইবে। না চলে আমি ১৫৲ টাকার কম বেতন লইয়া কার্য্য

করিব। মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺ভগবানের কৃপায় অচিরেই ছাত্রসংখ্যা সত্তর পঁচাত্তর জন হইল এবং ছাত্র দত্ত বেতন ও ৮৲ টাকা সাহায্যে বিদ্যালয়টীর কার্য্য কোন গতিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে গোপীবাবু মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকারে অর্থ সাহায্য করিতেন। আমি এই বিদ্যালয়ে ৪ ৫ মাস কালের অধিক কার্য্য করিতে পারি নাই। আমি যৎকালে এই বিদ্যালয়ে হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করি তৎকালে হরিপুর নিবাসী শ্রীমান্ ভুবনেশ্বর প্রামাণিক হরিপুর আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় হইতে মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি না পাওয়াতে এই বিদ্যালয়ে আসিয়া প্রবিষ্ট হন। আমি উহাঁকে ইংরাজী না পড়িয়া মেডিক্যাল স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হইতে পরামর্শ দিই। ভুবনেশ্বর আমার পরামর্শে কলিকাতায় যাইয়া মেডিক্যাল স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং যথাকালে তথা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে হস্‌পিট্যাল এসিষ্ট্যাণ্টের পদে নিযুক্ত হন। আজ কাল ঐ পদের নাম হইয়াছে সব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন। ভুবনেশ্বর বিলক্ষণ সুখ্যাতি ও দক্ষতাসহ স্বীয় পদের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া রায় সাহেব উপাধি লাভ করিয়া এখন পেন্‌স্‌ন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি চক্ষুরোগের একজন পারদর্শী চিকিৎসক। ভুবনেশ্বর অদ্যাপি আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন এবং নিজ নিবাস হরিপুর গ্রামে আসিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ব নিবাস হিজুলী নামে একটী পল্লী গ্রামে।

৪।৫ মাসের অধিক আমি এই বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতে পারি নাই। তাহার কারণ এই যে শান্তিপুর নূতন ইংরাজী বিদ্যালয়ে আমার শ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন শিক্ষকদ্বয় শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মৈত্র ও মতিলাল মৈত্র মহাশয় উহাঁদের মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত হরলাল মৈত্র মহাশয় এবং তৎকালের স্কুল ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় বার বার অনুরোধ করিয়া আমাকে পুনরায় নূতন ইংরাজী স্কুলে যাইতে

বাধ্য করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে আমি পুনরায় তাঁহাদের স্কুলে গিয়া চাকরী করিলে গড়ের স্কুলটী উঠিয়া যাইবে। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে স্পষ্টই বলি যে আমি পুনরায় তাঁহাদের স্কুলে গিয়া কার্য্য করিলেও গড়ের স্কুলটী উঠিয়া যাইবে না এবং যে সমস্ত ছাত্র আমার সহিত তাঁহাদের স্কুল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহারাও পুনরায় তাঁহাদের স্কুলে ফিরিয়া যাইবে না ফলতঃ তাহাই হইল। আমি পুনরায় তাঁহাদের স্কুলে যাইবার সময়ে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভবানী ও দত্ত পাড়া নিবাসী আমার জনৈক সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্যকে আমার কার্য্য করিবার জন্য গড়ের স্কুলে নিযুক্ত করিয়া যাই। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে জমিদার ভগবান্ চন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছিল। ঐ স্কুলের কতকগুলি মানচিত্র ও ব্ল্যাকবোর্ড ছিল। অল্প মূল্যে আমি ঐগুলি গড়ের স্কুলের জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বিহারী বাবু বহুকাল এই বিদ্যালয়ে সেকেণ্ড ও হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করেন। পরে বিদ্যালয়টী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলে পরিণত হইলেও উহার চতুর্থ শিক্ষকের কার্য্য বহুকাল করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। এখন তাঁহারই সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভবানী বি, এ এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার।

যে সকল ছাত্র আমার সহিত শান্তিপুর নূতন ইংরাজী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিশেশ্বর দাস (বি, এ)। যিনি এখন শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাবান্ হেড্ মাষ্টার। আমি পুনরায় শান্তিপুর নূতন ইংরাজী স্কুলে গিয়া কার্য্য করিলেও আমার মনটা গড়ের স্কুলেই পড়িয়াছিল। সুতরাং আমি দোটানায় পড়িয়া অশান্তি ভোগ করিতেছিলাম। এই নিমিত্ত শান্তিপুর হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র চাকরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। চাকরী অন্য বিভাগে নয় শিক্ষা বিভাগে, কেননা তখন আমার ইচ্ছা ছিল যে শিক্ষকতা করিতে করিতে এফ্, এ ও বি, এ পরীক্ষা দিব অথবা

গভর্ণমেণ্ট স্কুলে চাকরী হইলে তৎকালীন লাট সাহেব সার জর্জ ক্যাম্বেল (Sir George Campbell) বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত সব্ ডেপুটীসিপ্ পরীক্ষা দিব। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমি গভর্মেণ্ট স্কুলে চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং এই উদ্দেশ্যেই চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখিবার জন্য এডুকেশন গেজেট নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা লইতাম, ফলে আমি রংপুর গভর্ণমেণ্ট উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শিক্ষকের পদে মাসিক ২৫৲ বেতনে ১৮৭৩ সালের ২০শে জুন তারিখে নিযুক্ত হইলাম। এবং ঐ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে ঐ পদে যাইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। নিয়োগ পত্রখানি এইরূপ—

MEMO NO. 18.

Rangpur,

Dated the 20th June, 1873.

Babu Rameswar Sen is informed that he has been appointed Fifth Master of the Rangpur Government School on a salary of Rs. 25 per mensem.

2. The Babu is requested to join his appointment without delay.

(Sd.) E. G. GLAZIER,

Vice President.

বলা বাহুল্য যে তখন শ্রীযুক্ত ই, জি, গ্লেজিয়ার (E. G. Glazier) সাহেব বাহাদুর রংপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সুতরাং ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট।

এই সময়ে শান্তিপুরের লক্ষ্মীতলা পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বিদ্যালয়ের সুযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ হেড্ মাষ্টার ছিলেন। শান্তিপুর নূতন ইংরাজী বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইবার সময় উহার সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট খানি দিয়াছিলেন।

It is hereby certified that Babu Rameswar Sen served in our school in the capacity of Fourth Master for about two years. I feel great pleasure in testifying to the zeal and interest with which he always discharged his duties. Without enlarging much on his merits, it would suffice to say that during his incumbency he had the rare fortune to win the golden opinion of all the parties concerned. I regreat much to have to part with him, though I must say that it will always afford me great delight to see my teachers promoted to the government service.

SANTIPUR (Sd.) UMOR NATH MOOKERJI,
Higher Class New School. *Secretary to the School.*
1st July, 1873.

বলা আবশ্যক যে সার্টিফিকেট খানির রচনা ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মৈত্র মহাশয়ের এবং তাঁহারই হস্ত লিখিত।

গড়ের স্কুল হইতেও আমি একখানি নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট পাইয়াছিলাম

I have the pleasure to certify Babu Rameswar Sen, who served as HeadMaster of our M. E. School, at Sutragarh far upwards of six months. He is a very intelligent painstaking young gentleman possessing a respectable knowledge in English Literature and Mathematics and is of good moral conduct. His method of training the boys and evident progress found in them, during so short a time of service gained him the good opinion of those concerned in the school. In short he is all adept in the art of teaching.

SUTRAGARH (Sd.) GOPICHARAN NANDY,
10th Septemker 1874 *Secretary to the School.*

এই সার্টিফিকেটখানি গোপীবাবুর কথামত তৎকালীন হেড্ মাষ্টার

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রচিত ও লিখিত। এই সার্টিফিকেট খানির ভাষা নির্দ্দোষ নহে।

শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, তাঁহার সঙ্কলিত "কার্ত্তিক চরিতের" যোড়শ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে "পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এই গ্রামে (সুতরাগড় গ্রামে) শিক্ষার অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। বিভিন্ন বিভিন্ন পাড়ায় কয়েকটী পাঠশালা মাত্র দেখা যাইত। তৎপরে ইংরাজী ১৮৭০ সালে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার অব্যবহিত পরেই ৺বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর দালানে একটী বাঙ্গালা স্কুলের সূচনা হয়। শান্তিপুর নিবাসী ৺ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য্য এই বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক মাস পরেই এই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ হয়। যাহা হউক ইহাকেই সুতরাগড়ের প্রথম বিদ্যালয় বলিতে হইবে।"

বিশ্বেশ্বর বাবুর এই উক্তিটী এককালে অভ্রান্ত নহে। ইতিপূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি যে আমার শৈশবকালে কৃষ্ণচন্দ্র রায় (ভট্ট) মহাশয়ের পাঠশালা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে চড়কতলায় কয়েক বৎসরকাল ব্যাপিয়া একটী গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ বিদ্যালয় ছিল। ঐ বিদ্যালয়টীকেও গড়ের প্রথম বিদ্যালয় বলা উচিত কিনা ইহাও বিবেচ্য।

রামচরণ মাষ্টারের সর্ব্বপ্রথম স্কুল।

এই গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেও আর একটী বিদ্যালয় এখানে কিছুকালের জন্য ছিল। শান্তিপুর নিবাসী তন্তুবায় জাতীয় শ্রীযুক্ত রামচরণ মাষ্টার মহাশয় উহার শিক্ষক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাই শিক্ষা দিতেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বিশ্বাস, দ্বারকানাথ বিশ্বাস, রাম গোপাল মুন্সী, বামাচরণ প্রামাণিক ও শ্রীনাথ সেন মহাশয়গণ এই বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত হন। রামচরণ মাষ্টারের বৃদ্ধাবস্থায় বামাচরণ বাবু তাঁহাকে একটী চাকরী দিয়া কিছু দিন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি এককালে কার্য্য

করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও বামাচরণ বাবু তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে কয়েকটী টাকা মাসহারা দিয়া তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বাসের বাড়ীর স্কুল

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর পূজার দালানে যে বঙ্গ-বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছিল এবং যাহার অস্তিত্ব দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক মাসের মধ্যেই লুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস আক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও লোপের কারণ ও ইতিহাস এইস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

হরিপুর আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়

এই কাহিনীর এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে হরিপুর গ্রামে একটী গভর্ণমেণ্ট মডেল্ স্কুল ছিল। ঐ বিদ্যালয়টী হরিপুরে আসিবার পূর্ব্বে ফুলে-বেলগড়িয়ায় ছিল। উহাতে তিন জন পণ্ডিত ছিলেন। কাল্না নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার বেতন ছিল ৫০৲, দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন রসিক চূড়ামনি ও উপস্থিত বক্তা কৃষ্ণনগরের নেদের পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ হালদার, তাঁহার বেতন ছিল ২৫৲, তৃতীয় পণ্ডিত ছিলেন প্রধান পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, উঁহার বেতন ছিল ১০৲। এই বিদ্যালয়টীর কার্য্য হরিপুর নিবাসী তৎকালের সম্ভ্রান্ত পুরুষ শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পূজার দালানে বহুকাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

বহুকাল পরে উহার জন্য স্বতন্ত্র স্কুল গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের বিধবা বিবাহ কার্য্যেও ইনি একজন তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন। কৃষ্ণ কিশোর বাবু একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত নীতিপুষ্পাঞ্জলি ও একখানি ক্ষুদ্রাকারের বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ছিল। আমি যখন শান্তিপুরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম, তখন ইনি আমাদের সংস্কৃত উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পরীক্ষক হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি উক্ত বিষয়ের পূর্ণ সংখ্যা ১০০ মধ্যে ৯৮ নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাঁহার নিকটে নম্বর জানিবার জন্য আমি হরিপুর মডেল্ স্কুলে শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। তুমি ৯৮ নম্বর পাইয়াছ বলায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে মহাশয়, আমি ২ নম্বর কম পাইলাম কেন? তদুত্তরে তিনি হাঁসিয়া বলিয়াছিলেন "বাপু হে, কোন পরীক্ষকই কখনও পুরো নম্বর দেন না।"

কালে দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমাচরণ হালদার মহাশয় শান্তিপুরের মুন্সেফ্ আদালতে নাজিরী পদে নিযুক্ত হইয়া চলিয়া গেলে বেলগড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎপদে নিযুক্ত হন। এবং তৃতীয় পণ্ডিত রাধা কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিলে, তৎপদে সুতরাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর রায় মহাশয় নিযুক্ত হন। ভুবনেশ্বর রায় মহাশয় আমাপেক্ষা বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও আমার একজন পরম বন্ধু ও হিতৈষী ছিলেন। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর রায় ও হরিচরণ দের সহিত আমি দিনের মধ্যে অনেক সময়েই থাকিতাম। দুইজন সর্ব্বদা একত্র থাকিলে লোকে তাহাদিগকে মাণিকযোড় বলে, আমরা তিনজনে একত্রে থাকিতাম বলিয়া আমাদিগকে লোকে মাণিক থি বলিত।

প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে বদলি হইয়া যাওয়াতে তাঁহার পদে দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উন্নীত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বেতন ২৫৲ টাকাই রহিল। ভুবনেশ্বর রায় ১০৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক হইলেন এবং তৎপদে ৫৲ টাকা বেতনে রঘুনাথপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামলাল ঘোষ নিযুক্ত হইলেন। এখনকার হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামা চরণ বাবু ছাত্রদিগকে বড়ই শাসন করিতেন এবং কঠিন দণ্ড দিতেন। সকলেই জানেন যে গড়ের জগদ্ধাত্রী পূজা পূর্ব্বে বড়ই ধুমধামে সম্পন্ন হইত, এবং একদিন অতিরিক্ত কালের জন্য প্রতিমাগুলিকে রক্ষা করা হইত এবং এখনও রাখা হয়। দশমীর দিনে বিসর্জন না হইয়া একাদশীর দিনে হইত এবং দুইদিন কাল যাত্রা, পাঁচালী ও কবি গান হইত। হরিপুর স্কুল জগদ্ধাত্রী পূজোপলক্ষে দুই দিন মাত্র বন্ধ থাকিত, কিন্তু গড়ের ছাত্রদিগের এই উপলক্ষে তিন দিন ছুটি পাইলে ভাল হইত। ১৮৭০ সালে জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জ্জন দিনে গড়ের কোন ছাত্রই হরিপুর বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় নাই। এই অপরাধে শ্যামাচরণ বাবু তাহাদিগের প্রত্যেকেরই অর্থদণ্ড ও শারীরিক দণ্ড বিধান করেন। বালকেরা এই কথা বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগের অভিভাবকদিগকে বলায় সকলেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তখন গড় হইতে বহু ছাত্র হরিপুর মডেল্ স্কুলে পাঠ করিতে যাইত। শ্যামাচরণ বাবুকে একটু শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা বিদ্যালয়টী খোলা হয়। ইহার মূলেও আমি ছিলাম। আমি তখন শ্রীযুক্ত ভগবান্ বাবুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম এবং শ্রীযুক্ত ষষ্ঠী-চরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহার হেড্ পণ্ডিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে আমাদের ঐ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন ইল্‌ছোবা মণ্ডলাই উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলের হেড্ পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। আমাদের মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে যদি আমাদের স্কুলটী স্থায়ী হয় তাহা হইলে ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গড়ের স্কুলে কার্য্য

করিবেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবীবাবু ভগবান্ বাবুর স্কুলে কার্য্য করিবেন। তখন হরিপুর মডেল্ স্কুলের ছাত্র সংখ্যার মধ্যে গড়ের ছাত্র শতকরা প্রায় ৭৫ জন ছিল। গড় হইতে হরিপুরের স্কুল ঘর অনেক দূরে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে গড়ের ছাত্র হরিপুরে না গেলে উহার ছাত্র-সংখ্যা নিতান্তই কমিয়া যাইবে সুতরাং হেড্ পণ্ডিত শ্যামাচরণ বাবু একটু জব্দ হইবেন এবং আমরা হরিপুরের নীলকুঠির পূর্ব্বধারে সেগুনতলায় উহার বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়া স্কুলটীকে অপেক্ষাকৃত নিকটে আনিব। এই সময় হরিপুর স্কুল ঘরটী ভগ্ন-প্রায় হইয়াছিল। এই প্রস্তাব করিয়া আমরা প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার উড্রো সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন করি। এদিকে হেড্ পণ্ডিত শ্যামাচরণ বাবু তাঁহার নিকট লেখেন যে ছাত্রদিগকে অনুপস্থিতির জন্য শাসন করায় গড়ের লোকে একটী স্কুল খুলিয়াছে। এবং এইরূপে হরিপুর মডেল্ স্কুলের ক্ষতি ও হানি করিতেছে, উড্রো সাহেব বড়ই একগুঁয়ে লোক ছিলেন, তিনি আমাদের আবেদন পাইয়া তাহার উত্তরে আমাদিগকে লেখেন যে হরিপুর মডেল্ স্কুলটি যে স্থানে আছে সেই স্থানেই থাকিবে, এক পাও সরাইয়া লওয়া হইবে না, ইহাতে যদি ছাত্রসংখ্যার হ্রাস হয় এই মডেল্ স্কুলটিকে অন্য জেলায় দেওয়া হইবে। তখন আমাদের জ্ঞান হইল যে আমরা কি ভয়ানক অনিষ্ট করিতে বসিয়াছি, একটি উৎকৃষ্ট মডেল্ স্কুলকে অন্য জেলায় স্থানান্তরিত করাইতেছি এবং তৎবিনিময়ে একটি সামান্য বাঙ্গালা স্কুল খুলিতেছি। উহারও স্থায়ীত্বের সম্ভাবনা খুবই অল্প। আমাদের তখন এই জ্ঞান হওয়ায় আমরা বিশ্বাস মহাশয়ের বাটিতে নূতন স্থাপিত বিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় গড়ের ছাত্রদিগকে হরিপুর মডেল্ স্কুলে পাঠাইয়া দিলাম। এই সম্বন্ধে উড্রো সাহেব মহোদয়কে যত চিঠি পত্র লেখা হইয়াছিল সবই আমার ভাষায় ও আমার হাতের লেখায়। তখন আমার ইংরাজীতে চিঠি পত্রাদি লেখা তত অভ্যাস ছিল না এবং ভালরূপে পারিতাম না। আমার মনে হয় যে খামের উপরে আমি লিখিয়াছিলাম—

Mr. H. Woodrow Esq. যাহা লেখা যাইতেই পারে না। এই এই বিদ্যালয়ের উৎপত্তির ও বিলুপ্তির কারণ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ইহার কিছুকাল পরে হরিপুর মডেল্ স্কুলের ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটী সভা আহূত হয়। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আমিও একখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছিলাম। সভাস্থলে হেড্ পণ্ডিত শ্যামাচরণ বাবু গড়ের লোকে যে হরিপুর মডেল্ স্কুলের অনিষ্ট ও ক্ষতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল ইহাই সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য একটী বক্তৃতা করেন। ভুবনেশ্বর রায় দ্বিতীয় পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ তিনি স্বয়ং করিতে পারেন না। তিনি বার বার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে আমি কোন সভা সমিতেতে কখনও কিছু বলি নাই। বলিবার শক্তিও আমার তাদৃশী ছিল না।

আমার জীবনে প্রথম বক্তৃতা।

আমি কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া নাতিদীর্ঘ একটী বক্তৃতা করিলাম। এই প্রতিবাদে বেশ স্পষ্টই বুঝাইয়া দিলাম যে গড়ের লোকে হরিপুর মডেল্ স্কুলের অনিষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছা করিলে আজ আর এই পারিতোষিক বিতরণ জন্য সভা আহ্বান করা ঘটিত না। স্কুলটী এতদিন উঠিয়া যাইত। আমার প্রতিবাদে শ্যামাচরণ বাবু নীরব হইলেন এবং ভুবনেশ্বর রায় মহাশয় আমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। এই আমার সভাস্থলে প্রথম বক্তৃতা করা। এই সভায় আমি বলিয়াছিলাম যে ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যদি কোন ছাত্র তখনই একটী বক্তৃতা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তখনই তাঁহাকে একখানি পুস্তক পুরস্কার দিব। আমার এই কথায় গড়নিবাসী কুঞ্জবিহারী নাগ নামক একটী ছাত্র তখনই সরল ভাষায় একটী বক্তৃতা দেন। এই কুঞ্জবিহারী হরিপুর মডেল্ স্কুল হইতে

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪৲ টাকার একটী বৃত্তি পাইয়া শান্তিপুর নূতন ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছিলেন। আমিও ঐ সময়ে ঐ ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলাম। আমি কুঞ্জবিহারীকে তখনই সেই সভা মধ্যে Society's Reader No. 4 নামে একখানি পুস্তক পুরস্কার দিয়াছিলাম।

হরিপুর আদর্শ বিদ্যালয়টী হরিণাকুণ্ড গ্রামে স্থানান্তরিত

হেড্ পণ্ডিত শ্যামাচরণ বাবুর মৃত্যুর পরে চাকদহ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত হইয়া আসেন। ইঁহারই কার্য্যকালে মডেল্ স্কুলটী হরিণাকুণ্ড নামক একটী গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এই প্যারী বাবু তৎকালের প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত গ্যারেট্ সাহেব বাহাদুরের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। গ্যারেট্ সাহেবের অনুগ্রহে চাকদহ মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামদয়াল ঘোষও স্কুল সব্ ইনস্পেক্টারের পদ লাভ করেন। শ্রীযুক্ত গ্যারেট্ সাহেব মফঃস্বল পরিভ্রমণ করিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে চাকদহ স্কুলগৃহে অবস্থান করিতেন। মডেল্ স্কুলের পরিবর্ত্তে হরিপুর গ্রামে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট-সাহায্যপ্রাপ্ত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টী বিদ্যমান্ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরীর বিবরণ বা দাস জীবনের ইতিহাস।

রঙ্গপুর

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ১৮৭৩ সনের ২০শে জুন তারিখে আমি রঙ্গপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুল বা জিলা স্কুলের পঞ্চম শিক্ষকের পদে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই ও উহার চারি পাঁচ দিন পরে নিয়োগ-পত্র পাই। নিয়োগ-পত্র-দাতা রঙ্গপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত ই, জি, গ্লেজিয়ার সাহেব বাহাদুর। তাঁহার স্বাক্ষরের নিম্নে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট্ না লিখিয়া ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট লিখিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। তখন প্রত্যেক জেলার শিক্ষার ভার জেলাব ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বিভাগীয় কমিশনারদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

শিক্ষা বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটী করিয়া কমিটি ছিল ঐ কমিটির নাম ছিল ডিষ্ট্রিক্ট কমিটি অফ্ পাবলিক্ ইনষ্ট্রকসন্। ঐ কমিটির অধিকাংশ মেম্বার হইতেন সরকারী কর্ম্মচারী যথা—ম্যাজিষ্ট্রেট্, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্, এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, সিভিল্ সার্জ্জন্, কদাচিৎ দুই একজন মুন্সেফ্, জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার, ডিষ্ট্রিক্ট ডেপুটী ইনস্পেক্টার অফ্ স্কুল আর ২।৪ জন হুজুরের যো হুকুম সরকারী কর্ম্মচারী বা বাহিরের লোক। নিয়মানুসারে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটই হইতেন ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট। একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ তদভাবে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সিভিল্ সার্জ্জন্ বা জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইতেন কমিটীর সেক্রেটারী বা সম্পাদক। আর বিভাগীয় কমিশনার হইতেন প্রেসিডেণ্ট। বলা বাহুল্য যে এই সময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার

গদিতে বিরাজ করিতেছিলেন সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেব বাহাদুর। তাঁহার রাজত্বকালে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সমস্ত বিভাগেই তিনি স্বয়ং, তাঁহার বিভাগীয় কমিশনারগণ ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্গণ সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

সিভিল্ সার্জ্জন্ ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ

এই সময়ে রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ই, জি, গ্লেজিয়ার সাহেব বাহাদুর, আর সিভিল্ সার্জ্জন্ ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ঘোষ, বা K. D. Ghosh, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পিতা এবং ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জামাতা। ডাঃ ঘোষ, অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী, সর্ব্বজন-প্রিয় এবং পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। সাহেব মহলে এবং জমিদারগণের মধ্যে তাঁহার বড়ই প্রভাব ও খাতির ছিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্গণ তাঁহার পরামর্শ না লইয়া জেলার কোন জনহিতকর কার্য্যই করিতেন না। ডাক্তার ঘোষ একশত টাকার ন্যূন বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের চিকিৎসা করিয়া কি লইতেন না। অথচ তাঁহাকে ডাকিবা মাত্রই তিনি ঐ সমস্ত কর্ম্মচারী-দিগের ও তাঁহাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের চিকিৎসার্থ তাঁহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় ও ধাত্রী-বিদ্যায় অর্থাৎ প্রসব কার্য্যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। শিক্ষা ও পূর্ত্তকার্য্য-বিভাগে তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইত না।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ ই, জি, গ্লেজিয়ার

ম্যাজিষ্ট্রেট্ গ্লেজিয়ার সাহেব বড়ই কড়া ও এক গুঁয়ে হাকিম ছিলেন, তিনি বেশী কথা কহিতেন না। ইঙ্গিতেই সমস্ত কার্য্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার একটী প্রধান গুণ ছিল এই যে কোন ব্যক্তি যে কোন

অপরাধ বা ত্রুটির কার্য্য করিয়া উহা স্বীকার করিলে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি তখনই তাঁহাকে প্রসন্নচিত্তে মার্জ্জনা করিতেন।

মুন্‌সেফ্ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু

এই সময়ে রঙ্গপুরে আর একটী সর্ব্বজন-প্রিয়, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন একজন মুন্‌সেফ, উহাঁর নাম ছিল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু। ইনি প্রত্যহই প্রাতঃকালে বাঙ্গালী মহলে আসিয়া প্রায়ই প্রত্যেকেরই বাটী যাইতেন এবং তাঁহারা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিতেন। ইনিও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর মেম্বর ছিলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর মেম্বারগণের নাম ও পরিচয়

এই সময়ে এই জেলার স্কুল-ডেপুটী ইনস্‌পেক্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত হরিহর দাস, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক জে এন্ দাসগুপ্তের পিতা। ইনিও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর মেম্বার ছিলেন।

আর একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রায়। ইনিও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর মেম্বার ছিলেন। ইনি বড়ই আত্মাভিমানী ও অহঙ্কারী ছিলেন। যাঁহারা একশত টাকার কম বেতন পাইতেন তাঁহাদের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না।

এক্‌সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও কম অহঙ্কারী ছিলেন না। ইনিও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর মেম্বার ছিলেন। পরে ইনি রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ মুন্সী আবুল হায়াৎও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর মেম্বার ছিলেন। ইনি আবগারী সেরেস্তাদার ছিলেন। লোকটী নিতান্ত নিরীহ ও পরোপকারী ছিলেন। তবে হুজুরের যো-হুকুম-দরের লোক ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বনিবাস ছিল বর্দ্ধমান্ জেলার অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে। ইনি রঙ্গপুরে বিবাহ করিয়া এইস্থানেরই চিরবাসী হইয়াছিলেন। ইহাঁর এখানে অল্প পরিমাণে জমীদারীও ছিল।

হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার ছিলেন। ইহাঁর দোষ ও গুণের কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

আমার রঙ্গপুর যাত্রা ও রাস্তার বিবরণ

নিয়োগপত্র পাওয়ার ৪।৫ দিন পরে আমি রঙ্গপুর যাত্রা করিয়াছিলাম। তখন রঙ্গপুর যাতায়াতের রাস্তা অতি দুর্গম ও অসুবিধাজনক ছিল। শান্তিপুর হইতে রঙ্গপুর পৌছিতে ৭।৮ দিন সময় লাগিত। দুই দিক্ দিয়া যাওয়া যাইত। একটী পথ রেলপথে গোয়ালন্দ যাইয়া তথা হইতে নৌকাযোগে হুড়ো সাগর, যমুনা, বাঙ্গালী ও ঘাঘট নদী বাহিয়া ১২।১৩ দিনে রঙ্গপুর জেলার মাহিগঞ্জ নামক স্থানে অবতরণ করিতে হইত। সকল সময়ে রঙ্গপুর মাহিগঞ্জ যাবার জন্য গোয়ালন্দে নৌকা পাওয়া যাইত না; এবং ঘাঘট নদীতে স্থানে স্থানে জল যথেষ্ট থাকিত না। মাহিগঞ্জ হইতে গো-যানে রঙ্গপুর সহরে যাইতে হইত। অপর পথটী রেলপথে রাজমহল পর্য্যন্ত যাইতে হইত; তথা হইতে হাঁটিয়া গিয়া রাজমহলের নিম্নস্থ গঙ্গানদী খেওয়ার নৌকায় পার হইয়া উহার অপর পার্শ্বস্থ কালিয়াচক নামক স্থানে অবতরণ করিতে হইত। তথা হইতে গো-যানে মালদহ ও দিনাজপুর জেলা হইয়া রঙ্গপুরে যাইতে হইত। এই পথে গেলে ৭।৮ দিনে রঙ্গপুরে পৌছান যাইত। আমি শেষোক্ত পথ দিয়া রঙ্গপুর গিয়াছিলাম। যাইবার সময়ে, আমার সঙ্গে, আমাদের গ্রামের পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয় বর্দ্ধমান্ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তখন ইনি বাঁকুড়া বা বর্দ্ধমান্ জেলার অন্তর্গত টানাদিঘী নামক গ্রামের মধ্য বঙ্গ-বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছিলেন।

টানাদিঘী যাইবেন বলিয়াই আমার সহিত বর্দ্ধমান্ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। আমরা বাড়ী হইতে, গো-যানে উঠিয়া পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। পাণ্ডুয়া ষ্টেশন হইতে আমি রাজমহলের টিকিট কিনিয়া-

ছিলাম ও রায় মহাশয় বর্দ্ধমানের টিকিট কিনিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কখনও রাজমহলে যাই নাই, রাজমহলে যাইয়া কাহার বাসায় উঠিব এবং তথা হইতে কোন্ স্থান দিয়া এবং কিরূপে রঙ্গপুরে পৌঁছিব এই চিন্তাতেই আমি অস্থির হইয়াছিলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে রেল-গাড়ীতে কথায় কথায় একটী ভদ্র লোকের সহিত পরিচয় হইল। তিনি বলিলেন যে রাজমহলে শান্তিপুরের কাশ্যপ-পাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তি একসাইজ্ সবইন্‌স্‌পেক্টার বা আবগারী দারোগা আছেন। তাঁহার বাসায় গেলেই তিনি রঙ্গপুর যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

ঐ ভদ্র লোকটী পেনসিল্ দিয়া এক টুকরা কাগজে, আমার সম্বন্ধে গোবিন্দ বাবুকে একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন। অযাচিতভাবে এই চিঠিখানি পাওয়াতে, আমার মনের অবসাদ কতক পরিমাণে অন্তর্হিত হইল, এবং হৃদয়ে সাহস ও শক্তির সঞ্চার হইল। পরদিন অতি প্রত্যুষে রাজমহলে আমাদের রেলগাড়ী পৌঁছিল। ষ্টেশন হইতে একটী পাহাড়ীয়া কুলিকে সঙ্গে করিয়া আমার একমাত্র বিছানার গাঁট্‌রিটী তাহার মাথায় দিয়া অনুসন্ধান করিয়া গোবিন্দ বাবুর বাসায় পৌঁছিলাম। গোবিন্দবাবু তখনও শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠেন নাই, আমার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া তিনি পড়িয়া বলিলেন, যে আপনি যদি অদ্যই মালদহ যাইতে চান তবে আর বিলম্ব করিবেন না, এখনই রওনা হন, অধিক বেলা হইলে আর গঙ্গাপার হইবার জন্য খেওয়ার নৌকা পাইবেন না।

রাজমহলের নীচের গঙ্গা অতি প্রশস্তা, ছোটখাট একটী সমুদ্র বলিলেই হয়। দিনের মধ্যে একখানি খেওয়া রাজমহল হইতে কালিয়া-চক যাইত, আর একখানি খেওয়া তথা হইতে রাজমহলে আসিত। গোবিন্দ বাবু কালিয়াচক পুলিশ আউট্‌পোষ্টের হেড্ কনষ্টেবলের নামে একখানি চিঠি লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। তাঁহার এইরূপ

কার্য্য দেখিয়া তখন আমি মনে মনে করিলাম যে লোকে শান্তিপুরের লৌকিকতার কথা বলে এটী তাহারই প্রমাণ স্থল। গোবিন্দ বাবু আমাকে এক বেলার জন্যও বাসস্থান ও ভাত দিলেন না। কিন্তু আমার তৎকালের এই ধারণাটী নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। গোবিন্দ বাবু আমারই ইষ্টসাধন, সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজমহল হইতে তখন গঙ্গাদেবী অনেক দূরে অবস্থিতা ছিলেন। অনেকটা পথ খড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার প্রশস্ততা ও ঢেউ দেখিয়া আমার মনে বড়ই ভীতির সঞ্চার হইল। মনে করিলাম আর রঙ্গপুরে যাইব না, বাড়ী ফিরিয়া যাই; কিন্তু গঙ্গাতীরে পারার্থ উপস্থিত কয়েকটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা পলু অর্থাৎ রেশমের পোকা লইয়া মালদহে যাইতেছিল। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া জানিলাম তাহারা আমাদিগের এই দিকের লোক। তাহারাই আমাকে উৎসাহ দিয়া খেওয়ার নৌকায় উঠাইল। ৪।৫ ঘণ্টা কাল পরে খেওয়ার নৌকাখানি কালিয়াচকের তীরে গিয়া লাগিল। ঐ সময়ে তথাকার পুলিশ আউট্ পোষ্টের হেড্ কনষ্টেবল গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। তিনি স্নান করিয়া উঠিলে তাঁহার হস্তে গোবিন্দ বাবুর লিখিত সেই পত্রখানি দিলাম। তিনি পত্রখানি পড়িয়া সাদরে আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। বাসায় লইয়া গিয়াই আমাকে বলিলেন—আপনি স্নান করিয়া আসুন। বেলা অনেক হইয়াছে, খাদ্যাদিও প্রস্তুত হইয়াছে। আমি তখনই স্নান করিয়া আসিলাম। স্নান করিয়া আসিবামাত্রই তিনি এক গ্লাস চিনির সরবৎ আমাকে দিলেন। এবং পরক্ষণেই একসঙ্গে ভোজন করিতে বসিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বলিলেন যে আজই অপরাহ্নে এখান হইতে সরকারী টাকা ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া একখানি গরুর গাড়ী মালদহে যাইবে। ঐ সঙ্গে তিনজন কনষ্টেবল যাইবে। আপনিও ঐ গাড়ীতে যাইতে পারিবেন।

মালদহের পুলিশ হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল লাহিড়ী

আপনি মালদহে পৌছিয়া পুলিশের হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় গিয়া উঠিবেন। এই নৃত্যগোপাল বাবু শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত আনন্দময় মৈত্র মহাশয়ের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি শান্তিপুর স্কুলে কিছুকাল পড়িয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার সহিত বিশেষভাবে আলাপ পরিচয় ছিলনা। তিনিও আমাকে চিনিতেন আমিও তাঁহাকে চিনিতাম মাত্র।

মালদহ পুলিশের হেড্ কনষ্টেবল শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল সান্ন্যাল।

এই সময়ে শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল সান্যাল মালদহের সদর থানায় হেড্ কনষ্টেবল ছিলেন। আনন্দ বাবুর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ট আলাপ ছিল। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে মালদহে নৃত্যগোপাল বাবুর বাসায় গিয়া উঠিলাম। তখনও নৃত্যগোপাল বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া বাসায় আসেন নাই। কালিয়াচক হইতে গরুর গাড়ীতে মালদহ যাইবার রাস্তায় বাঘের শব্দ শুনিয়াছিলাম। কনষ্টেবলেরা হল্লা করিয়া রাস্তা দিয়া গিয়াছিল। সুতরাং আমাদের গরুর গাড়ীর নিকটে বাঘ আসে নাই। নৃত্যগোপাল বাবুর বাড়ীতে পৌছিবামাত্রই তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ভৃত্যকে বলিলেন যে বাড়ীর দরজা বন্দ করিয়া দে। আজকাল বড়ই বাঘের উপদ্রব হইয়াছে। পরে নৃত্যগোপাল বাবু বাসায় আসিলে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় হইল। তিন চারি দিন তাঁহার বাসায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তিনি ও তাঁহার মাতা আমাকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। আনন্দ বাবুর সহিত দেখা হওয়াতে তাঁহাতে একটী পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু পাইয়া মনে স্ফুর্ত্তি জন্মিল। নৃত্যগোপাল বাবুর বাসায় আহার করিয়া রাত্রিতে আনন্দ বাবুর বাসায়

যাইয়া শয়ন করিতাম। দুই জনে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিতাম। এ সময়টা মহরমের সময় ছিল।

এই নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়া পুলিশের সাহায্যেও দিনাজপুর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য গো-গাড়ী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। প্রতিদিনই পুলিশ ষ্টেশনে যাইয়া দারোগা বাবুর সহিত গল্প করিতাম। দারোগা বাবুর নাম ছিল শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তেওয়ারি। ইনিও বড়ই সদালাপী, মিষ্টভাষী ভদ্র লোক ছিলেন।

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন রাজধানী পাণ্ডুয়ার জঙ্গল

পরে অনেক চেষ্টায় ১০৲ টাকা ভাড়ায় দিনাজপুর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য একখানি গরুর গাড়ী পাওয়া গিয়াছিল। মালদহ হইতে গোযান যোগে রওনা হইয়া বিখ্যাত পাণ্ডুয়ার জঙ্গল দিয়া গাজল নামে একটী স্থানে পৌছি। এই পাণ্ডুয়াই এক সময়ে মুসলমান রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল। মুসলমান রাজাদিগের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও এখানে দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানটীর অধিকাংশই এখন বেড় বাঁশের জঙ্গলে আবৃত। গাজল থানার দারোগার নামে শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বাবু একখানি চিঠি দিয়াছিলেন।

দারোগার বাসায় চিড়া, দৈ ও গুড়ের ফলার আমার ভাগ্যে ঐ দিন মধ্যাহ্নে ঘটিয়াছিল। পরে লাউতাড়া ও বিরলের মধ্য দিয়া আমি দিনাজপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রন্ধন-কার্য্যে তখন আমি বড়ই অপটু ছিলাম। লাউতাড়ায় গাড়োয়ান আমাকে রান্ধিয়া খাইতে বারবার অনুরোধ করায় আমি একজন মুদির নিকট হইতে কিছু চা'ল, ভাঙ্গা কলায়ের ডা'ল, আলু, লবণ, হলুদের গুঁড়া ও লঙ্কা কিনিয়া লইয়া তাহারই দোকানের পীড়ায় খিচড়ী চাপাইয়া দিলাম। উহাতে এত অধিক জল দিয়াছিলাম যে খিচড়ীর মাড় গালিতে হইয়াছিল। ঐস্থানে একটী হাট বস্তিত এবং একটী জমিদারের কাছারি বাড়ী ছিল। আমি

স্বহস্ত প্রস্তুত অতি উপাদেয় খিচড়ী ভোগ খাইয়া গাড়ীতে শুইয়া আছি এমন সময়ে ঐ কাছারি হইতে জমিদারের জনৈক কর্ম্মচারী আমার গাড়ীর নিকট আসিয়া গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে গাড়ীখানি কোথায় যাইবে এবং গাড়ীতে কে আছে। গাড়োয়ান উত্তর দিল গাড়ীতে একটী বাবু আছেন—দিনাজপুর যাইবেন।

দিনাজপুর যাইব শুনিয়া কর্ম্মচারী মহাশয় গাড়োয়ানকে বলিলেন যে সে ঐ গাড়ীতে তাঁহাকে দিনাজপুরে লইয়া যাইতে পারে কিনা। গাড়োয়ান বলিল, যে বাবু গাড়ী ভাড়া করিয়াছেন তিনি না বলিলে সে তাহাঁকে লইয়া যাইতে পারে না। আমি শুইয়াছিলাম মাত্র নিদ্রা যাই নাই। নিদ্রিত হইয়াছি ভাণ করিতেছিলাম মাত্র। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল যে কর্ম্মচারিটী জাতিতে ব্রাহ্মণ, দিনাজপুরের আদালতে জমিদারের একটী মোকর্দ্দমা ছিল ঐ নিমিত্ত তাঁহাকে যে কোন প্রকারে জমিদারের দিনাজপুরস্থ সদর কাছারিতে তৎপরদিন উপস্থিত হইতেই হইবে। কর্ম্মচারীটী জাতিতে ব্রাহ্মণ, দিনাজপুরের জমিদারের কাছারিতে যাইবেন এই কথাটী আমার কর্ণগোচর হওয়ায়, আমি রাঁধাভাত ও দিনাজপুরে আশ্রয় পাইবার আশায় বলিলাম—মহাশয়, আপনি স্বচ্ছন্দে আমার গাড়ীতে উঠিয়া দিনাজপুর পর্য্যন্ত যাইতে পারেন। আপনার গাড়ীর ভাড়া দিতে হইবে না। কর্ম্মচারিটী আমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তাঁহাদের কাছারিতে লইয়া গেলেন। তথায় কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পরে আমরা উভয়ে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম; এবং দিনাজপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যথাকালে দিনাজপুরে জমিদারের কাছারিতে উপস্থিত হইলাম। কাছারিতে উপস্থিত হইয়া দেখি—জমিদারের সদর নায়েববাবুটীর পেটযোড়া প্লীহা, সমস্ত শরীরে কাঁচা শির বাহির হইয়াছে। হাত দুইটী সরু হইয়া গিয়াছে। দিনাজপুর ও রঙ্গপুরে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বর হয় ও সকল লোকের পেটে বড় বড় প্লীহা

আছে বরাবর এই ধারণাটী আমার ছিল। এখন ম্যালেরিয়া রোগের এই জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে বড়ই ভয় ও আশঙ্কা হইল। সুতরাং আমি আর ঐ কাছারিতে ক্ষণমাত্র কালও না থাকিয়া অন্যত্র গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। পূর্ব্বেই আমার জানা ছিল যে আমাদের পূজ্যপাদ শিক্ষক মতিলাল মৈত্র মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত সান্যাল দিনাজপুরের আদালতে কার্য্য করেন। তাঁহার পিতাও ইতিপূর্ব্বে ঐ স্থানে জজের সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার সেখানে নিজের বাসাবাড়ী আছে। তথায় আশ্রয় পাইবার আশায় আমি গাড়োয়ানকে গাড়ী জুড়িতে বলিলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া বেলা নয়টার সময় তাঁহার বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহার বাসার লাগালাগি বাসায় কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় বাস করিতেছিলেন।

ইনি তখন এখানকার পোষ্টাফিসের সব্ ইনস্পেক্টার ছিলেন। ইনি আমাদের গ্রামের শ্রীযুক্ত দীননাথ ভাদুড়ীর জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন। কিছুদূরে অপর একটী বাসায় সাতগাছিয়া-নিবাসী পূর্ত্তবিভাগের সুপারভাইজার শ্রীযুক্ত ভগবতী চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় থাকিতেন। তাঁহার বাসায় আমাদের গুরুবংশীয় দামোদর গোস্বামী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র গৌরমোহন গোস্বামী ওরফে মুখাজ্জি মহাশয় ছিলেন। সাতগাছিয়ার সহিত আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার যেন ধড়ে প্রাণ আসিল। শ্রীমন্ত বাবুর বাসায় দুইদিন কাটাইলাম। রাজেন্দ্র বাবুর বাসায় ভাল ভাল আমসহকারে জলযোগ চলিত। ভগবতী বাবু আমাকে রঙ্গপুরে যাইতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে দিনাজপুর হইতে বহরমপুরে বদলী হইবার আদেশ পাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে বিনাব্যয়ে তিনি আমাকে বহরমপুর পর্য্যন্ত লইয়া

আসিবেন; কিন্তু আমি তাঁহার কথা না শুনিয়া দিনাজপুর হইতে গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া রঙ্গপুর যাত্রা করিলাম। আমি রন্ধন কার্য্যে অপটু বলিয়া দিনাজপুর হইতে একহাঁড়ি কচুরি, নিম্‌কি, মিঠাই ও কিছু চিড়া কিনিয়া লইলাম। দিনাজপুর হইতে রঙ্গপুর পৌছিতে অন্ততঃ দুই দিন কাল লাগিবে। এইজন্য দুই দিনের উপযুক্ত চিড়া মিষ্টান্ন ও নিম্‌কি কিনিয়া লইলাম। দিনাজপুর হইতে বাহির হইয়া তৃতীয় দিবস প্রাতঃ-কালে রঙ্গপুর পৌছিলাম। রাস্তায় বিলক্ষণ বাঘ ও ভালুকের ভয় ছিল এবং চিনির বন্দর নামক স্থানে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি পাইয়াছিলাম। একজন রাজবংশীয় ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী রাখিয়াছিলাম। উহার মধ্যে বসিয়াই বিলক্ষণ ভিজিয়া গিয়াছিলাম। তথাপি উহাঁর বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় লইতে সাহস করিতে পারি নাই।

এই সময়ে রঙ্গপুরের কট্‌কীপাড়ায় শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাসায় আমার সহাধ্যায়ী শান্তিপুরের বেজপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেছিলেন। আমরা ইহাঁকে ভূষণ বলিয়া ডাকিতাম। ভূষণ, ঘোষাল মহাশয়ের ভাগিনেয়। ঘোষাল মহাশয় উক্ত কট্‌কীপাড়ার কোন বাতুল জমিদারের জমিদারীর ম্যানেজার ও তাঁহার একসিকিউটর ছিলেন। রঙ্গপুর জেলায় ঘোষাল মহাশয়ের নিজেরও কিছু জমাজমি ছিল। ঘোষাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষালও শান্তিপুর স্কুলে পড়ার সময়ে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনিও বেজপাড়ায় ভূষণদের বাড়ীতে থাকিয়া শান্তিপুরের স্কুলে পড়িতেন।

ইহাঁদের বাড়ী হাওড়া জেলার অন্তর্গত মণ্ডলঘাটের নিকটে মুগ্‌কালিয়ান গ্রামে। রাজকুমার কালে বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকিল হইয়াছিলেন এবং হাওড়ায় কিছুকাল ওকালতি করিয়াছিলেন। এখন জীবিত আছেন কি না জানি না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ভূষণ তাঁহার মাতুল মহাশয়ের রঙ্গপুরের বাসায় বেকার অবস্থায় বসিয়াছিলেন।

ময়রা বলিয়া পরিচয় দিয়া যে ব্যবহার পাইয়াছিলাম তাহারই কথা।

রঙ্গপুর সহরে উপস্থিত হইয়াই সর্ব্বপ্রথমেই ভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই আমার মনে উদিত হইতে পারে—ঐ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ঘোষাল মহাশয়ের বাসার অনুসন্ধান করিয়া প্রথমে তথায় গিয়া উঠিলাম। তখন ভূষণ বাসায় ছিলেন না। ঘোষাল মহাশয় তাঁহার কাছারি ঘরে ফরাসের উপরে তখন বসিয়াছিলেন।

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভূষণ বাসায় আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে ভূষণ বেড়াইতে গিয়াছে। ঘোষাল মহাশয় আমার নাম, ধাম ও জাতি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সবই বলিলাম। জাতিতে মোদক এই কথা শুনিয়াই তিনি গৃহস্থিত একটা ছেঁড়া সপ (পাটী) দেখাইয়া দিয়া বলিলেন ঐটা লইয়া বস। মোদকদিগকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতীয় মহাপুরুষেরা দেখেন ইহা কি তাহার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল নহে? আমি তাঁহার এই ব্যবহারে মর্ম্মে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলাম। আমি আর তাঁহার বাসায় বসিলাম না। তখনই রাস্তার উপরে আমার গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম এমন সময়ে ভূষণ তথায় আসিয়া উপস্থিত।

ভূষণ আমাকে দেখিবামাত্র আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "ওরে তুই কখন আস্‌লি, বাড়ী হইতে তুই অনেকদিন হইল বাহির হইয়াছিস, এ সংবাদ হেড্ মাষ্টার চন্দ্রনাথবাবুর নিকটে তুই যে চিঠি লিখেছিলি তা থেকে জেনেছি, তোর রাস্তায় এত বিলম্ব হইবার কারণ কি" তদুত্তরে আমি বলিলাম "সে সব কথা পরে বলিব, এখন হেড্ মাষ্টারের বাসা কোথায় বলিয়া দে, আমি এখনই সেখানে যাব। শুনিলাম হেড্ মাষ্টারের বাসা সাতগাড়া কেরানিপাড়ায়, কৈলাসরঞ্জন

স্কুলের নিকট। তাঁহার বাসার উদ্দেশে গাড়ী চালাইতে বলিলাম। ভূষণ অনেকদূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। আমার প্রতি ভূষণের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহার মাতুল মহাশয় স্বচক্ষেই দেখিলেন।

বোধ করি দেখিয়া একটু মনে মনে লজ্জিতও হইলেন। এই ঘটনার পরে ঘোষাল মহাশয় আমার প্রতি বরাবর যে স্নেহ ও ভালবাসা দেখাইয়াছেন তাহাই উহার প্রমাণ। ভূষণ কিছুদিন পরে বিশ টাকা বেতনে রঙ্গপুর স্কুলের সপ্তম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তথাকার মুনসেফ্ আদালতে চাকরী পান। অবসর গ্রহণ কালে তিনি মুনসেফের সেরেস্তাদার ছিলেন। এখন মাসিক ত্রিশ টাকা হারে পেনসন্ পাইতেছেন এবং বেজপাড়ার বাড়ীতে বাস করিতেছেন। ভূষণের বয়স আমার বয়স অপেক্ষা দুই তিন বৎসর বেশী। ঘোষাল মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ রাসবিহারী ঘোষাল আমার রঙ্গপুর স্কুলের একজন ছাত্র ইনি আলিপুরের কালেক্‌টরিতে চাকরী করিতেন।

আলিপুরের কালেক্‌টরিতে কোন কার্য্য উপলক্ষে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার কোন আত্মীয় গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে আমার নাম শুনিয়া রাসবিহারী তাঁহার যথেষ্ট খাতির করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যটী অতি সত্বরেই করাইয়া দিয়াছিলেন।

রঙ্গপুর জেলা স্কুলে কার্য্যভার গ্রহণ

ভূষণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি হেড্ মাষ্টার চন্দ্রনাথ বাবুর বাসায় আসিলাম। সেইদিনই তাঁহার বাসায় আহার করিয়া তাঁহার সহিত স্কুলে যাইয়া স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। সেই দিন রাত্রিতেও তাঁহার বাসায় থাইতে পাইয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া তাঁহার বাসার অদূরে শ্রীযুক্ত

ভগবতীচরণ দেব নামক জজের নাজির মহাশয়ের বাসায় লইয়া গিয়া বলিলেন যে আমি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি—তুমি এই বাসায় থাকিয়া খাইবা ও ইহাঁর দুইটী পুত্রকে পড়াইবা। আমি তখন কিছু বলিলাম না। তাঁহার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলাম মহাশয়, পেট ভাতায় আমি প্রাইভেট্ টিউসনি বা বাড়ীতে ছেলে পড়ানর কার্য্য করিতে পারিব না। সেই দিন প্রাতঃকালে থার্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বাকৃচি মহাশয়ের বাসায় তাঁহার সহিত খাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। গিরিশ বাবু ও আমি একত্র খাইতাম। আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। মাসিক খোরাকি খরচ ও পাচক ব্রাহ্মণের বেতনে আমাদের প্রত্যেকের মাসিক ১০।১২৲ টাকা করিয়া লাগিত। হেড্ মাষ্টার চন্দ্র বাবু প্রথম প্রথম আমার প্রতি অতি সদয় সদ্‌ব্যবহার করিতেন। এই সময়ে রঙ্গপুর স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদ উঠাইয়া দিয়া সেই বেতনে একটী মৌলভির পদের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বলাগড় নিবাসী বৈদ্যবংশীয় শ্রীযুত প্যারীমোহন সেন। আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি বিশ টাকা বেতনে অস্থায়ী ভাবে সপ্তম শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন। আমি যাওয়াতে তাঁহার এই কাজটীও গেল। তিনি কলিকাতার স্কুল-বুক-সোসাইটির রঙ্গপুর জেলা স্কুলস্থ এজেণ্ট ছিলেন অর্থাৎ বিনা মূল্যে সোসাইটি তাঁহার নিকট পুস্তক পাঠাইতেন। তিনি পুস্তক সকল বিক্রয় করিয়া সোসাইটির নিকট মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইতেন; অবশ্য তাঁহার প্রাপ্য কমিসন বাদ দিয়া। তখন ডাকঘরের মনিঅর্ডারের সৃষ্টি হয় নাই। কালেক্টরিতে মনি-অর্ডার হইত। কোন কোন পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ কোন কোন পুস্তকের মূল্যের উপর ৬।০ কমিসন পাওয়া যাইত; কোন কোন পুস্তকে কমিসন পাওয়া যাইত না। হেড্ মাষ্টার চন্দ্র বাবুর সুপারিসে প্যারী বাবুর স্থলে আমি সোসাইটির এজেণ্ট হইলাম।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির এজেন্টের ভার গ্রহণ

এই পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায়ে আমি গড়ে মাসিক ১৫।১৬৲ টাকা করিয়া পাইতে লাগিলাম। চন্দ্রনাথ বাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রঙ্গপুরস্থ গভর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার মুন্সি জেলাল-উদ্দিনের পুত্র আবদুল রহমানের, জোনাবালি নাজিরের ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দর রহিমের ও ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার হরিহর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ দাশের প্রাইভেট্ টিউটর অর্থাৎ ঘরুয়া মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কার্য্যেও আমি মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া পাইতাম। তিনটী ছাত্রই এক স্থানে বসিয়া পড়িত এই যোগেন্দ্রনাথ দাশই বিলাতে যাইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অক্সোনিয়ান এবং ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক জে, এন্ দাশগুপ্ত

ইনি পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সুপ্রসিদ্ধ ও স্বনামধন্য জে, এন্, দাশগুপ্ত নামে ভারতবর্ষে ও বিলাতে পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর অতীত হইল ইনি বিলাতে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আব্দার রহিমও বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে মুনসেফ্ হইয়াছিলেন পরে কি হইয়াছিলেন জানি না।

রঙ্গপুর জেলা স্কুলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আমি যে সময়ে রঙ্গপুর স্কুলের পঞ্চম শিক্ষক হই সেই সময়ের উক্ত স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদিগের নাম ও বেতন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাম	পদ	বেতন
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	হেড্ মাষ্টার	১৫০৲
„ অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় (বি, এ ফেল্)	সেকেণ্ড মাষ্টার	৬০৲

নাম	পদ	বেতন
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র বাক্‌চি (এফ, এ ফেল্)	থার্ড মাষ্টার	৪০৲
" নন্দলাল গুপ্ত (এফ, এ ফেল্)	ফোর্থ মাষ্টার	৩০৲
" রামেশ্বর সেন (সেকেণ্ড ইয়ার ষ্টুডেণ্ট)	ফিফ্থ মাষ্টার	২৫৲
" নবকুমার দাস (এণ্ট্রান্স পাশ)	সিকস্থ মাষ্টার	২০৲
" গোপালচন্দ্র তালুকদার (এণ্ট্রান্স পাশ)	সেভেন্থ মাষ্টার	২০৲
" বঙ্গচন্দ্র চন্দ (ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ)	হেড্ পণ্ডিত	২৫৲
মৌলভি মতি উল্লা (অতি বৃদ্ধ)	মৌলভি	২০৲

এই সকল শিক্ষকদিগের মধ্যে ফোর্থ মাষ্টার নন্দবাবু ও সিকস্থ্ মাষ্টার নবকুমার বাবু বড়ই ভাল মানুষ ও আমার বিশেষ সুহৃদ্ ও বন্ধু ছিলেন। ইহাঁরা উভয়ে পেনসন্ পাইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও জীবিত আছেন কিনা জানি না।

হেড্ মাষ্টার চন্দ্রনাথ বাবুর দয়া

হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুর দয়া ও অনুগ্রহে আমার বাজে আয় (বুক এজেন্সি ও প্রাইভেট টুইসনে) প্রায় ৩০৲ টাকা হইল। বেতন ও বাজে আয়ে আমার প্রায় ৫৫৲ টাকা আয় হইয়াছিল। এই বাজে আয়টা না হইলে আমি কিছুতেই রঙ্গপুরে থাকিতে পারিতাম না।

শ্রীযুক্ত প্যাটেন সাহেবকে বাঙ্গালা ভাষা পড়ান

পরে আমি রঙ্গপুরের এসিস্ট্যাণ্ট পুলিস সুপারিন্টেন্ডেণ্ট জি, এ, প্যাটেন (Mr. G. A. Patten) সাহেবকে বাঙ্গালা পড়াইয়া মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া পাইতাম। এই সাহেবটীকে

বাঙ্গালা পড়ান বড়ই কঠিন ও কৌতুকাবহ কার্য্য ছিল। কিছুতেই আমি সাহেবের মুখ দিয়া ক, খ, গ, ঘ, ি, ী, ণ, ন, শ, ষ ও স এর উচ্চারণ বাহির করিতে পারি নাই। সুতরাং নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ক, খ, গ, ঘ এর নাম দিয়াছিলাম, ফাষ্ট্ কে, সেকেণ্ড কে, থার্ড কে, ফোর্থ কে, ি ও ী কারের নাম করিয়াছিলাম ই অন্ দি রাইট সাইড্, এবং ই অন্ দি লেফ্‌ট্ সাইড্, ণ ও ন এর নাম করিয়াছিলাম ফাষ্ট এন্ এবং সেকেণ্ড এন্, শ, ষ ও স এর নাম যথাক্রমে হইয়াছিল রাউণ্ড এস্, মিডল্ এস্, এবং পুলিস এস্। পুলিস এস্ নাম শুনিয়া সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন উহার নাম পুলিস এস্ দিলে কেন? তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে 'স' টী পুলিসের একচেটিয়া 'স' যেহেতু পুলিসের বাঙ্গালা রিপোর্ট মাত্রেই ঐ 'স' টীর বাহুল্য ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

পাড়ার লোকের পরিচয়

আমি রঙ্গপুরের যে পাড়ায় ছিলাম সে পাড়ার নাম ছিল কেরাণী পাড়া; অথচ আমার সময়ে কেরাণীর সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। পাড়ার বাসাগুলি সব লাগালাগি ছিল ও এক বাসা হইতে অন্য বাসায় স্ত্রীলোক-দিগের যাতায়াত করিবার জন্য বাসাগুলির মধ্য দিয়া দুয়ার ছিল। বলা বাহুল্য সে বাসাগুলির ঘর সমস্ত খড়ুয়া ও ঘরের দেওয়ালগুলি দর্ম্মা-নির্ম্মিত। কোন কোন ঘরের কাঠের দুয়ার ছিল কাহারও বা ঝাঁপের দুয়ার ছিল। পাড়ায় বাসার সংখ্যা খুবই কম ছিল। বাসাগুলির চারিদিকে বাঁশের বেড়া ছিল। ঐ স্থানের ভাষায় উহাকে চকওয়ার বলিত। একধার হইতে আরম্ভ করিয়া অপরধার পর্য্যন্ত বাসার বাবুদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। কৃষ্ণকান্ত দাস—পুলিস সব্ ইনস্‌পেক্টর
২। তারিণীচরণ নন্দী—মুনসেফ্ আদালতের মোহরার

৩। ভগবতীচরণ দেব,—জজের নাজির

৪। হীরালাল মিত্র—জজ কোর্টের উকীল ও তাঁহার ভ্রাতা হরলাল মিত্র—মুনসেফ্ আদালতের পেসকার

৫। পূর্ণচন্দ্র মিত্র—মুনসেফ্ কোর্টের উকীল

৬। রামচন্দ্র মিত্র— „ আদালতের মোহরার

৭। রামগোপাল তলাপাত্র—ম্যাজিষ্ট্রেটের ফৌজদারি বিভাগের হেড্ ক্লার্ক ও তাঁহার ভ্রাতা—রামযাদব তলাপাত্র বি, এল্, উকিল

৮। অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,—সিভিল কোর্ট আমীন

৯। হরচন্দ্র বড়াল—কলেক্টারির একাউণ্ট্যাণ্ট্

১০। চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—হেড্ মাষ্টার

১১। নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়—মুনসেফের পেশকার

১২। বেনীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়—কন্ট্রাক্টর

এই বাসায় একটী ক্ষুদ্রাকারের ইষ্টক-নির্ম্মিত কোটা ঘর ছিল।

১৩। গিরিশ চন্দ্র বাক্‌চি—থার্ড মাষ্টার

রাস্তার অপর পার্শ্বে অন্য বাসা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন দাস, ভূতপূর্ব্ব জজকোর্টের নাজিরের বাসা ছিল। ইহার নিবাস রঙ্গপুর জেলার মফঃস্বলে কোন পল্লীগ্রামে। ইনি পেন্‌সন্ পাইতেন। দুইটী পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ সহরের উপরে বাস করিতেন। ইনি জাতিতে কুরী ছিলেন। খুব বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। লোকটী বড়ই ভাল মানুষ ছিলেন। উকিল হীরালাল বাবুর বাসার বাহিরের ঘরে কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভ্রাতা উকীল মহিমচন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার ভ্রাতা জানকী নাথ মজুমদার (পরে ইনি রঙ্গপুর স্কুলের কেরাণি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন), ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার আফিসের একাউণ্ট্যাণ্ট্ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও এডুকেসন ক্লার্ক কাশীচন্দ্র দত্ত থাকিতেন।

হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের বাহিরের ঘরে সেকেণ্ড মাষ্টার অক্ষয়বাবু ও

আবগারীর কেরাণী প্রসন্নচন্দ্র রায় থাকিতেন। এবং সময়ে সময়ে আমিও থাকিতাম। হরচন্দ্র বড়াল মহাশয় পেনসন্ লইয়া চলিয়া গেলে তাঁহার বাসাটী সেকেণ্ড মাষ্টার অক্ষয়বাবু কিনিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু বদলী হইয়া গেলে আমি ঐ বাসাটী ৬০৲ টাকায় কিনিয়াছিলাম। ঐ সময়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী মহাশয়ের পিতৃস্বসা-পুত্র কলেক্টর সাহেবের অফিসের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বিভাগের একাউণ্ট্যাণ্ট্ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে ঐ বাসায় একত্রে থাকিতেন। আমি বদলী হওয়ায় আমার বাসাটী তিনি কিনিয়া লইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্ত দাস, তারিণী চরণ নন্দী, ভগবতী চরণ দেব ও কাশীচন্দ্র দত্ত ব্যতীত আর প্রায় সকলেই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

বিখ্যাত জামগাঁয়ের নন্দীবংশীয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী বি, এল্ মহাশয় রঙ্গপুরের অন্যতম মুনসেফের কার্য্যে বদলী হইয়া আসায় আমাদের এই পাড়াতেই শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দেব নাজীরের বাসার বাহিরের ঘরে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমরা পরম সুখে সকলে একত্রে বাস করিতেছিলাম। দুঃখের বিষয় বৃদ্ধ বয়সে উক্ত নাজির মহাশয় সরকারী তহবিল তছরুফপাত করায় দণ্ডিত হওয়ায় কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আমি রঙ্গপুরে থাকিতে থাকিতেই তিনি কারামুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা পরস্পরে খুব সদ্ভাবে থাকিয়া পরম সুখে বাস করিতেছিলাম।

রঙ্গপুরে ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হওয়া

আক্ষেপের বিষয় আমি ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া বিলক্ষণ ভুগিয়াছিলাম। যখন চন্দ্রবাবুর বাহিরের ঘরে থাকিতাম এবং সেকেণ্ড মাষ্টার অক্ষয়বাবু ও আবগারীর কেরাণী প্রসন্নবাবুর সহিত এক মেসে থাকিতাম তখন হেড্ মাষ্টার বাবুর বাসার বাহিরে

তাঁহারই জমিতে একখানি চালা ঘর তুলিয়াছিলাম। জ্বর আসিলে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া উহাঁর বাসার ভিতরের ইন্দারা হইতে পানার্থ জল আনিবার জন্য চাকর পাঠাইলে উহাঁর শাশুড়ী ঠাকুরাণী বিষম বিরক্ত হইয়া বলিতেন যে, তোমাদের জন্য জল তুলিয়া রাখিয়াছি নাকি ? যখন ইচ্ছা তখনই জল লইতে আইস কেন ? বাহিরে সাধারণের ব্যবহারার্থ একটী ইন্দারা ছিল বটে কিন্তু তথায় সকল বাসার চাকরেরা জল তুলিত ও তাহার নিকটে স্নান করিত ও কাপড় কাচিত। উহাতে জল দূষিত হইত বলিয়া উহা পান করিতে প্রবৃত্তি হইত না। এই জন্যই বাড়ীর মধ্যে ইন্দারা হইতে জল আনিতে চাকর পাঠাইতাম। চন্দ্রবাবু বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত লোক ছিলেন। কেহ তাঁহার বাড়ীর মধ্যে গেলে ভালবাসিতেন না।

জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় কোচবিহারের রাজা ও জমিদারদিগের দান।

রঙ্গপুর জিলা স্কুলটী গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক্ (Lord Willam Bentick) বাহাদুরের সময়ে এবং কোচবিহারের রাজা নরেন্দ্রনাথ ভূপের কোচবিহারে রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোচবিহারের রাজাই ঐ স্কুলের জন্য একটী ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে লেখা ছিল "যাবৎ স্কুল তাবৎ দান"। রঙ্গপুরের জমিদারবর্গ এবং কোচবিহারের রাজা ইহার প্রতিষ্ঠাকালে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

আমি যখন এই বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া যাই তখনও স্কুলের তহবিলে জমিদারদিগের প্রদত্ত টাকার মধ্যে ২১০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ মজুত ছিল। উহার স্থদ পাওয়া যাইত মাত্র। কোম্পানীর কাগজ গভর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত ছিল। এই গৃহটী ভগ্নপ্রায় হওয়াতে এবং পূর্ত্তবিভাগের কর্ত্তারা উহার জীর্ণ সংস্কার করিতে গেলে বহু

সহস্র টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন প্রকাশ করায় এবং যদি ভবিষ্যতে স্কুলটা উঠিয়া যায় তাহা হইলে দানের সর্ত্তানুসারে অট্টালিকাটী কোচবিহারের রাজারই হইবে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া দরমার বেড়া দিয়া একখানি প্রকাণ্ড চালা ঘর ঐ অট্টালিকার পশ্চাৎ ভাগে প্রস্তুত করিয়া তথায় বিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করা হয়। এদিকে ঐ অট্টালিকার সর্ব্বনিম্ন গৃহগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিস স্থপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্ প্রভৃতি সাহেব বাহাদুরদিগের ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হইল।

ইনস্‌পেক্টর্ প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জেলাস্কুল পরিদর্শন।

আমি যখন এই বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া যাই তখন এই চালাঘরেই উহার কার্য্য চলিতেছিল। উহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের খুঁটা ছিল। এই সময়ে রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইনস্‌পেক্টর ছিলেন—সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার দ্বিতীয়বার স্কুল-পরিদর্শন কালে যখন ঐ চালাঘর খানি অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং যখন স্কুলের কার্য্য কয়েক মাস ব্যাপিয়া নর্ম্মাল স্কুল গৃহে, কৈলাস-রঞ্জন স্কুল গৃহে, ও উকীল হীরালাল বাবুর বৈঠকখানা ঘরে প্রাতঃকালে হইতেছিল, তখন তিনি পরিত্যক্ত কোচবিহার অট্টালিকাটীর তৎ-কালের অবস্থা দেখিয়া হেড্‌মাষ্টার চন্দ্রনাথ বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ গৃহে স্কুলের কার্য্য না করিয়া পরস্পর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহার কার্য্য করিতেছেন কেন? হেড্‌মাষ্টার বাবু তদুত্তরে বলেন যে অট্টালিকাটীর অবস্থা অতি শোচনীয় ও বিপদজনক, হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ছাত্র ও শিক্ষকদিগের প্রাণ বিনাশের কারণ হইতে পারে। ভূদেব বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে মহাশয় আপনি কি বাঙ্গালীদিগের জীবনাপেক্ষা সাহেবদিগের ঘোড়ার জীবন কম

মূল্যবান্ মনে করেন? আপনি ঐ অট্টালিকাটী পরিষ্কার করাইয়া ও উহার সামান্যরূপ জীর্ণ সংস্কার করাইয়া আপাততঃ কিছুদিনের জন্য ঐ স্থানেই বিদ্যালয়ের কার্য্য করিবেন। তাঁহার উপদেশানুসারে কয়েক মাসের জন্য ঐ অট্টালিকায় পুনরায় বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়াছিল।

এইস্থলে ভূদেব বাবুর সর্ব্বপ্রথমে রঙ্গপুরের শুভাগমনকালে একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঐ সময়ে রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরের হেড্ কোয়াটার বা প্রধান অফিস ছিল বহরমপুরে। ভূদেব বাবু তাঁহার নিজের ভাউলেতে (এক প্রকার বাসোপযোগী নৌকা) উঠিয়া গঙ্গা ও পদ্মা নদীর বক্ষঃস্থল দিয়া পরে ছোট ছোট নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রঙ্গপুর হইতে চার পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী মাহিগঞ্জ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। রাত্রিকালে তিনি পাল্কি আরোহণে রঙ্গপুর সহরে আসিতেছিলেন। ডেপুটি ইনস্পেক্টর হরিহর বাবুকে তিনি ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন যে অমুকদিন রাত্রিতে আমি রঙ্গপুরে পৌছিব। হরিহর বাবু এই সংবাদ পাইয়া দিনাজপুরের জমিদার রায় সাহেবের রঙ্গপুরস্থ কুঠিতে তাঁহার অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার রাত্রির আহারের জন্য লুচি, তরকারি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্নের জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু বেহারাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে রঙ্গপুরের ডেপুটি ইনস্পেক্টর হরিহর বাবুর বাসায় তাহারা পালকী লইয়া যাইবে কিন্তু বেহারারা ধাপ নামক স্থানে আসিয়া (হরিহর বাবুর বাসা রঙ্গপুরে যে অংশে ছিল, তাহার নাম ধাপ) এইস্থানে একটী সামান্য গোছের বাজার প্রত্যহই বসিত। কোন এক ব্যক্তিকে হরিহর বাবুর বাসা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে উহা দেখাইয়া দিতে পারে নাই। বেহারারা ধাপ অনেক দূর পশ্চাতে ফেলিয়া রঙ্গপুর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী নেস্বট-গঞ্জ নামক একটী স্থানে আসিয়া তথাকার ঘাগট্ নদী পার হইবার জন্য নৌকা ডাকিতেছিল। তখন রাত্রি অনেকটা হইয়াছিল। ভূদেব বাবু

পাল্‌কি মধ্যে নিদ্রাসুখানুভব করিতেছিলেন। বেহারাদের ডাক্‌হাঁক্‌ শুনিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি বেহারাদিগকে বলিলেন তোরা গোলমাল করিতেছিস কেন? বেহারারা বলিল নদী পার হইতে হইবে। তিনি ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন যে মাহিগঞ্জ রঙ্গপুরের মধ্যে কোন স্থানে ত নদী নাই। খেওয়ার নৌকাওয়ালা তখন বলিল মহাশয়, আপনি ত রঙ্গপুর ছাড়িয়া প্রায় তিন চার মাইল দূরে আসিয়াছেন। তখন আবার পাল্কী রঙ্গপুরের দিকে ফিরিল। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি হরিহরবাবুর বাসায় পৌছিলেন। হরিহরবাবু তাঁহাকে রায় সাহেবের কুঠিতে লইয়া গিয়া তুলিলেন। রায় সাহেবের কুঠিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমেই হরিহরবাবুকে বলিলেন—হরিহরবাবু I see you are very unpopular অর্থাৎ আপনি বড়ই সাধারণ লোকের অপ্রিয়—এখানে সাধারণের মধ্যে অজ্ঞাত বুঝিতে হইবে। হরিহরবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে আপনি আমাকে এরূপ বলিতেছেন কেন? আমি কিসে লোকের অপ্রিয় হইলাম। ভূদেববাবু বলিলেন—লোকে তোমায় চেনে না—তোমার বাসা কোথায় বলিয়া দিতে পারে না। হরিহরবাবু বলিলেন—আপনি কোন ছোটলোককে অর্থাৎ অশিক্ষিত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন। তাহাতে ভূদেববাবু রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—I see you are still more unpopular, দেখিতেছি তুমি বিলক্ষণ অধিকতরভাবে সাধারণের মধ্যে অপরিচিত ও অজ্ঞাত।

বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টরদিগের কর্ত্তব্য

ডেপুটি ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য হইতেছে অশিক্ষিত, সাধারণ লোকের সহিত মেশামিশি করিয়া তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা। ভূদেববাবুর এই কথাটী বাস্তবিকই সত্য। পরে খাদ্যাদি অদূরে

রহিয়াছে দেখিয়া—পা দিয়া সমস্তগুলি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সমস্তগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। খাদ্যদ্রব্যের কিছুই রহিল না।

তৎপরে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ন্যায় এই বলিয়া নাকে কাঁদিতে লাগিলেন—আমার নিতান্তই কপাল মন্দ, তাই পদ্মা পারে বৃদ্ধ বয়সে বদলী হইয়াছি। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা তাঁহার প্রাণসমা পতিপ্রিয়া পত্নীর বিয়োগ হইয়াছিল এবং তাঁহার অতি স্নেহের ও ভালবাসার একটী দৌহিত্রীরও মৃত্যু হইয়াছিল। এই দৌহিত্রটী তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ তারাপ্রসাদ বাবুর কন্যা ছিল।

তাঁহার তৎকালের এই ভাব দেখিয়া ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর হরিহরবাবু অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিন্তু সুচতুর সব ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন তখনই কাহারও ঘরে ছেলেদের খাইবার উপযুক্ত একটু দুগ্ধ আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন এবং অল্পক্ষণ পরে সেরখানিক দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া ও উহা গরম করিয়া একটী বাটীতে ঢালিয়া লইয়া আসিয়া ভূদেববাবুর মুখের নিকট ধরিলেন। ভূদেববাবু উহা পান করিয়া তখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং এইরূপে বামুনে রাগ পড়িয়া গেল। তখন বলিতে লাগিলেন—বাবা বিশ্বেশ্বর, তুমি প্রকৃতই আজ বাপের কর্য্যে করিলে। ভূদেববাবুর স্বর্গীয় পিতার নাম ছিল বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। পরে ভূদেববাবু এই বিশ্বেশ্বরবাবুকে ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিয়া হাওড়ায় বদলী করিয়া আনিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরবাবু অনেকদিন পরে নিজের দোষেই চাকরীটী হারাইয়াছিলেন।

জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুর একটী দোষ ছিল যে তিনি স্কুলের ঘড়ি দেখিয়া প্রায়ই স্কুলের কার্য্য আরম্ভ করিতেন না। তাঁহার নিজের

জেবঘড়ি (Watch) দেখিয়া স্কুলে যাইতেন এবং স্কুলের ঘড়িতে সময় যাহাই কেন হউক না স্কুলে যাইয়াই ১১টা বাজাইতে বলিতেন এবং স্কুলের ঘড়িতে ১১টা সময় করিয়া দিতেন। তিনি প্রায় অনেক শিক্ষকের পরে স্কুলে উপস্থিত হইতেন ; কেবল ফোর্থ্ মাষ্টার নন্দলালবাবু ও বৃদ্ধ মৌলভি বিলম্বে আসিতেন। যেহেতু ইঁহারা অপরের বাসায় থাকিতেন। আমাদের কচিৎ বিলম্ব হইত। ঘটনাক্রমে হেড্ মাষ্টার চন্দ্রনাথবাবু ও বৃদ্ধ মৌলভি একদিন সকলের আগেই স্কুলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হেড্মাষ্টারবাবু তাঁহার নিজের ঘড়ি দেখিয়া স্কুলের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া ভাইস্ প্রেসিডেন্ট্ অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট্ গ্লেজিয়ার সাহেব বাহাদুরের নিকট একখানি এই মর্ম্মে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে স্কুলের শিক্ষকেরা প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ১১টার সময়ে স্কুলে উপস্থিত হন না। তাঁহাদিগকে বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও কোন সুফল হইতেছে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গ্লেজিয়ার সাহেব বাহাদুর বড়ই কড়া হাকিম ছিলেন। তিনি এই রিপোর্ট পাইয়া কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই মৌলভি সাহেব ব্যতীত আর সমস্ত শিক্ষকেরই এক সপ্তাহের বেতন কাটিবার আদেশ দিয়াছিলেন। অবশ্যই হেড্মাষ্টারের রিপোর্টে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। আমরা স্কুলে গেলে স্কুলের একজন ভৃত্য আমাদিগকে ঐ আদেশ দেখাইয়া গেল।

আমরা কেহই কিছু বলিলাম না। এই ভৃত্যের নাম ছিল দ্বীপচাঁদ। এ জাতিতে মেথর—ইহার একটা হাত নুলো ছিল এবং এবং একটা পাও অবশ ছিল। মেথরের কাজ করিত এবং স্কুলের অনেক কাজই করিত। এ বড়ই কাজের লোক ছিল। খাজনা-খানা হইতে বিল ভাঙ্গাইয়া টাকা আনিত। ছাত্র বেতন জমা দিয়া আসিত। স্কুলের সমস্ত খাতা পত্র চিনিত এবং লায়ব্রারি হইতে যে কোন আল্মায়রার নাম বলিয়া দিয়া অমুক নম্বরের বইখানি লইয়া আইস বলিলেই, সে আনিতে পারিত। এই সময়ে স্কুলের

খড়ুয়া ঘর ছিল বলিয়া সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয় পুস্তক যথা Dictionary, অভিধান, গণিতের পুস্তকাদি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, পাঠ্য-পুস্তক, মানচিত্র ও Atlas ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত মূল্যবান্ পুস্তক পাব্লিক লায়ব্রারী (সাধারণ লায়ব্রারি) গৃহে উহার একটী পার্শ্বস্থ কুঠরিতে ও উহার হলেও রক্ষিত হইত। আমার হাতে লায়ব্রারির পুস্তক রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। স্কুলের খড়ুয়া ঘরখানি পুড়িয়া যাওয়াতে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে Webster, Worcester, Dictionary ও একখানি খুব বৃহৎ মূল্যবান্ Atlas পুড়িয়া গিয়াছিল। যে যে পুস্তক পুড়িয়া গিয়াছিল তাহার তালিকা করিবার সময়ে লায়ব্রারির সমস্ত পুস্তকগুলি ক্যাটালগের (পুস্তক-তালিকাবহী) সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইয়াছিল। যেগুলি পাওয়া যায় নাই সেগুলি পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। হারাইয়া গিয়া থাকিলেও পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। অতি উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত ও উত্তম মলাটে বান্ধা যাহার উপরে স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা ছিল এমন দুই খণ্ড ডিকুইন্সি (Dequiency) প্রণীত নবন্যাস এই সময়ে পাওয়া যায় নাই। উহা যে কেহ পড়িবার জন্য লইয়া গিয়াছেন, তাহারও নিদর্শন লায়ব্রারির নোটবুকে বা পুস্তক ধার দেওয়ার খাতায় পাওয়া যায় নাই। হেড্মাষ্টার মহাশয়কে উহা বলায় তিনি বলিলেন পুড়িয়া গিয়াছে লিখিয়া রাখ। আমি বলিলাম মহাশয় ঐ দুইখানি পুস্তক কিছুতেই পোড়া যাইতে পারে না। উহা পাব্লিক লায়ব্রারিতে কাঁচের দ্বারবিশিষ্ট আলমায়রায় ছিল। কখনও স্কুলের চালা ঘরে উহা আনা হয় নাই। ঐ দুইখানি পুস্তক কিরূপে পুড়িয়া গিয়া থাকিবে। হেড্মাষ্টার মহাশয় বলিলেন তবে কি তুমি নিজেই পুস্তক দুইখানি দিবে। কাজেই পোড়া গিয়াছে লেখা হইল। কিন্তু দিন পনের পরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুর ঐ দুইখানি পুস্তক ফেরত পাঠাইয়া দিয়া উহার পরবর্ত্তী আর দুইখানি পুস্তক চাহিয়া একখানি রোকা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন।

তখন আমি হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নিকট যাইয়া পুস্তক দুইখানি দেখাইয়া বলি যে মহাশয় দেখুন এই দুইখানিই সেই পুস্তক। আপনি কমিটির মিটিং এর সময়ে পুস্তক দুইখানি সাহেব বাহাদুরকে দিয়া থাকিবেন। পাব্‌লিক লায়ব্রারি হলে মিটিং হইত এবং হেড্‌ মাষ্টার মহাশয় প্রায়ই মিটিং এর দিন আমার নিকট হইতে লায়ব্রারির চাবি চাহিয়া লইয়া যাইতেন বা ঐ হল হইতে চাহিয়া পাঠাইতেন।

আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের ঐ অসঙ্গত কঠিন শাস্তি বিষয়ে কোন কথাই না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বাহিরের লোকে—হাকিম, উকীল, মোক্তার, আমলা, প্রভৃতি এক বাক্যেই হেড্‌ মাষ্টার মহাশয়ের এই অন্যায় রিপোর্টের বিষয়ে ও তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। এদিকে থার্ড মাষ্টার গিরিশ বাবুর বাসায় ঐ দিন রাত্রিতেই এক মন্ত্রণা সভা বসিয়া গেল। আমি তখন ঐ স্থানের নূতন লোক ও নূতন শিক্ষক। মন্ত্রণা সভায় স্থির হইল যে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব বাহাদুরের নিকটে প্রকৃত ঘটনা লিখিয়া একখানি আবেদন পত্র পাঠাইয়া জরিমানা মাপ করিবার জন্য লেখা হউক এবং হেড্‌ মাষ্টার মহাশয় যে প্রতিদিনই বিলম্বে স্কুলে উপস্থিত হইয়া—অন্যান্য শিক্ষকের উপস্থিতির অনেক পরে নিজের ঘড়ি দেখিয়া স্কুলের কার্য্য আরম্ভ করেন একথাও উহাতে লেখা হউক। আমি বলিলাম যে এই প্রার্থনা পত্রে হেড্‌ মাষ্টারের বিরুদ্ধে আপাততঃ কোন কথাই লেখা উচিত নহে। কেবল জরিমানা মাপের জন্য লেখা হউক এবং উহাতে লেখা হউক যে আমরা প্রায়ই কখনই বিলম্বে স্কুলে উপস্থিত হই না। আমার কথা কেহই শুনিলেন না। সুতরাং হেড্‌ মাষ্টার মহাশয়ের দোষের কথা উহাতে লিখিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব বাহাদুর আমাদের প্রার্থনা পত্র পাইয়া উহাতে লিখিলেন যে Fines might have been remitted but for improper reference to Head Master. Henceforth, the Collectorate time would be the School time.

ইহার মর্ম্ম এই যে হেড্ মাষ্টারের সম্বন্ধে অন্যায় উল্লেখ না থাকিলে জরিমানা মাপ হইতে পারিত। এখন হইতে কালেক্‌টরির সময় অর্থাৎ কালেক্‌টরির ঘড়ি বাজিলে স্কুল বসিবে, ভাঙ্গিবে ও উহার কার্য্য হইবে।

হেড্ মাষ্টার চন্দ্রনাথ বাবু এখন যেখানে যান সেই স্থানেই মুখ পান না। পরে বাধ্য হইয়া আমাদের মত না লইয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট লেখেন যে শিক্ষকেরা যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহারা আক্ষেপ ও অনুতাপ করিতেছেন। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের জরিমানা মাপ করিলে ভাল হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে গ্লেজিয়ার সাহেব বাহাদুরের এই একটা বিশেষ গুণ ছিল যে অপরাধ করিয়া ক্ষমা চাহিলে তিনি প্রসন্নচিত্তে অপরাধীকে ক্ষমা করিতেন। তিনি ভাবিলেন যে শিক্ষকেরা বাস্তবিকই এখন অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতেছেন; কাজেই তিনি আমাদের সকলের জরিমানা মাপ করিলেন। চন্দ্রবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের এই আদেশ আমাদিগকে দেখাইলেন। কিন্তু আমরা উহা দেখিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিলাম না। হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুর সহিত তাঁহার সহকারী শিক্ষকদিগের মনোমালিন্যের এই সূত্রপাত হইল।

চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত অন্যান্য শিক্ষকদিগের মনোমালিন্য

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আর একটা ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে ঐ মনোমালিন্যের বৃদ্ধি হয়। তৃতীয় শিক্ষক গিরিশ বাবুর একদিন স্কুলের সময়ে শৌচে যাইবার প্রয়োজন হয়। তাড়াতাড়ি তিনি পায়খানার দিকে যান এবং স্কুলের পানিওয়ালা বা জলদিবার চাকরকে তিনি এক লোটা জল দিতে বলেন। এই চাকরটা হিন্দুস্থানী ছিল। স্কুল হইতে বেতন পাইত, হেড্ মাষ্টারের বাসায় থাকিত এবং তাঁহার বাসার সমস্ত কার্য্য করিত। এই সময়ে হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের পরিবার রঙ্গপুরে ছিল না।

গিরিশ বাবু ও হেড্ মাষ্টার মহাশয় তখন এক মেসে ছিলেন অর্থাৎ হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় তখন গিরিশ বাবু খাইতেন এবং খোরাকি খরচ তুল্য অংশে দিতেন। এই চাকরটী হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের পেয়ারের চাকর বা প্রিয় ভৃত্য ছিল। সে থার্ড মাষ্টারকে জল দেয় নাই; একটী ছাত্র তাঁহাকে তখন জল দিয়াছিল। থার্ড মাষ্টার মহাশয় একটু বেশী রাগী ছিলেন। তিনি পায়খানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াই ঐ চাকরটীকে জুতা দিয়া প্রহার করেন। সে স্কুলের ছুটী হইলে থার্ড মাষ্টার মহাশয়ের নিজ বাসার সম্মুখে একখানি বাঁশ হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উহা দেখাইয়া নানাপ্রকার গালি গালাজ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে চায়।

এই সময়ে সেকেণ্ড মাষ্টার সহ আমি থার্ড মাষ্টারের বাসায় উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁহার বাসাতেই থাকিতাম। আমরা উহাকে বলি, "আয়না দেখি মার দেখি গিরিশ বাবুকে।" চাকরটা আমাদের ভাব দেখিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু হেড্ মাষ্টার মহাশয় চাকরটাকে কিছুই বলেন নাই। শিক্ষকবর্গই এই কারণেই হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের উপর বীতশ্রদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হন।

আমার প্রতি হেড্মাষ্টার চন্দ্রনাথ বাবুর দয়া ও স্নেহ।

আমার প্রতি হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের দয়া ও স্নেহ এ পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। ১৮৭৪ সালের বার্ষিকী পরীক্ষার ফলের উপরে যে মন্তব্য লিখিত হইয়াছিল উহা তাহাই প্রমাণ করিবে।

Extracts from a report made by the Head Master on the Annual Examination of the School held in December 1874.

Sixth class—There were twenty three on the Roll, many of them were absent. In Arithmetic, the pupils of this class did capitally well, doing credit to themselves

and to the Fifth Master Babu Rameswar Sen whom I have always seen throw his whole heart into his duties. Abdur Rahim and Jogendra Nath Das deserve special mention for their proficiency in Arithmetic.

Rangpur Sd. C. N. BHATTACHERJE,
6th January 1875. *Head Master.*

এই যোগেন্দ্র নাথ দাশই উত্তর কালের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক জে, এন্ দাশগুপ্ত।

১৮৭৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে আমি রঙ্গপুর স্কুলের কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হই। ঐ বৎসর পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া জ্বরাক্রান্ত হওয়ায় ছুটীর ঠিক পরেই স্কুলে স্বীয় কার্য্যে উপস্থিত হইতে পারি নাই। পূজার ছুটী ১২ই অক্টোবর আরম্ভ হইয়া ২৫শে নভেম্বর শেষ হইয়াছিল। আমি ২৫শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পীড়া নিবন্ধন বিদায়ে ছিলাম। সুতরাং ১২ই অক্টোবর হইতে ২৫শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক বেতন পাইয়াছিলাম। রঙ্গপুর স্কুলের কার্য্যকালে আমি দুইবার চতুর্থ শিক্ষকের পদে অস্থায়ী ও প্রতি-নিধিভাবে কার্য্য করিয়াছিলাম। একবার প্রায় সাড়ে তিন মাসকালের জন্য ও অন্য বারে কিঞ্চিদধিক দেড় মাসের জন্য। ঐ সময়ের জন্য মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে বেশী বেতন পাইয়াছিলাম।

পুরাতন কোচবিহার অট্টালিকায় কিছুকাল স্কুলের কার্য্য হওয়ার পরে সহরের পূর্ব্বধারে রেলিং সাহেবের কুঠিতে স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইল। এবং চিক্‌লির বিলের ধারে একখানি প্রকাণ্ড চালা ঘর উহার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইতে লাগিল। রেলিং সাহেবের কুঠিটা মাসিক ৫০৲ টাকা ভাড়ায় লওয়া হইয়াছিল। যে দিনে উক্ত কুঠীতে স্কুলের বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার প্রভৃতি লইয়া যাওয়া হয়, সে দিন পীড়া নিবন্ধন হেড্ মাষ্টার মহাশয় স্কুলে যান নাই। সেকেণ্ড মাষ্টার অক্ষয় বাবু ঐ কুঠিতে যাইয়া যে ঘরে যে শ্রেণী বসিবে তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

গুরুশিষ্য যুদ্ধ ও আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন

অক্ষয় বাবু নিজের দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য একটী অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর লইয়াছিলেন। পর দিবস হেড্ মাষ্টার মহাশয় উক্ত কুঠিতে যাইয়া যে ঘরটী দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য অক্ষয় বাবু লইয়াছিলেন, সেই ঘরটীতে প্রবেশ করিয়া অক্ষয় বাবুর সমক্ষেই উহার বেঞ্চআদি অন্য ঘরে লইবার জন্য এবং উহাতে প্রথম শ্রেণীর বেঞ্চআদি আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। এমন কি উহা নিজেই সরাইতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রবাবু স্থূল ও দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন। শরীরেও যথেষ্ট শক্তি ছিল। এই উপলক্ষে হেড্ মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়ের মধ্যে প্রথমে বাক্-যুদ্ধ হয়, পরে মুখামুখি ছেড়ে হাতাহাতির উপক্রম হয়। উভয়ে আস্তিন গুটাইয়া মারামারি করিবার জন্য প্রস্তুত হন। ইহাকে গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। এখানে বলা আবশ্যক যে অক্ষয় বাবু—চন্দ্র বাবুর ছাত্র ছিলেন। চন্দ্রবাবু পূর্ব্বে বলাগড় উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে হেড্ মাষ্টার ছিলেন। তিনি রঙ্গপুর বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার হইয়া এইস্থান হইতে কয়েকটী বাছা বাছা ভাল ভাল ছাত্র সঙ্গে লইয়া রঙ্গপুর যান। ছাত্র লইয়া যাইবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে রঙ্গপুর স্কুল হইতে ইতিপূর্ব্বে এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত একটী ছাত্রও উত্তীর্ণ হয় নাই। উহাদিগকে লইয়া গিয়া উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা। যদিও ইতিপূর্ব্বে এই স্কুলে জনৈক সাহেব এবং উত্তর কালের নামজাদা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কর হেড্ মাষ্টার ছিলেন। তিনি যে উদ্দেশে ছাত্র লইয়া গিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল।

রঙ্গপুর জেলাস্কুলের সর্ব্বপ্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

রঙ্গপুরের স্কুল হইতে প্রথম বারে যে কয়েকটী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে অক্ষয় বাবু একজন ছিলেন। উঁহার বাড়ী বলাগড়ে। প্রথম

বারে এই স্কুল হইতে বোধ হয় নিম্নলিখিত চারিটী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

১। অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় ৩। লাল সিংহ

২। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪। বরদাপ্রসন্ন লাহিড়ী

অক্ষয় ও দেবেন্দ্র বাবু বলাগড় হইতে গিয়াছিলেন। লাল সিংহ রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কুঠিয়াল ও জমিদার দয়াল সিংহ বাবুর পুত্র। ইনি পরে Sub-judge হইয়াছিলেন। বরদা বাবু রঙ্গপুর জেলায় নলডাঙ্গার জমিদার-বংশ-সম্ভূত ছিলেন। এই পরীক্ষার ফলে অতীব সন্তুষ্ট হওয়ায় রঙ্গপুরের জমিদারগণ হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুকে মূল্যবান একটী ওয়াচ্ ঘড়ি ও সোনার চেন দিয়াছিলেন।

এই হেড্ মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টারের বাক্-যুদ্ধের কাণ্ডে হেড্ মাষ্টার মহাশয়ই অধিকতর দোষী ছিলেন। সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় একবারে নির্দ্দোষ ছিলেন না। ব্যাপারটা অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীতে উঠিয়াছিল। ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। ইহার ফলে কয়েক মাস পরে অক্ষয় বাবুকে অপেক্ষাকৃত কম বেতনে—৫০্ টাকা বেতনে বদলী হইতে হইয়াছিল।

এই ব্যাপারে হেড্ মাষ্টার মহাশয় আমাকে তাঁহার অনুকূলে ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর গোচরে সাক্ষী দিতে বলেন। আমি বলি যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহাই বলিব। কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাক্ষী দিব না। ইহাতেই হেড্ মাষ্টার মহাশয় আমার প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হন এবং এখন হইতে আমার ক্ষতি করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এবং আমিও তাঁহার স্নেহ ও দয়া হইতে বঞ্চিত হই। এই সময়ে রঙ্গপুর জিলা স্কুলটীকে হাইস্কুলে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছিল। জমিদারদিগের অর্থ সাহায্যে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুর ইহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই

সময়ে চট্টগ্রাম জিলা স্কুলটীকেও পুনরায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতে থাকে। তখন বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন উড্রো সাহেব মহোদয়। ইনি চন্দ্রবাবুকে বিলক্ষণ ভালবাসিতেন ও কার্য্যকুশল বলিয়া জানিতেন। চন্দ্রবাবুর সহিত রঙ্গপুরের সহকারী শিক্ষকদিগের বনিবনাও হইতেছে না বলিয়া ইনি উড্রো মহোদয়কে জানান এবং অন্যত্র বদলি হইতে চান। উড্রো সাহেব মহোদয় চন্দ্রবাবুকে এই বলিয়া চিঠি লেখেন যে, রঙ্গপুর ও চট্টগ্রামে —উভয় স্থলেই জিলা স্কুল দুইটী অতি সত্বরেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইবে। রঙ্গপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের হেড্ মাষ্টার হইবার আপনার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। চট্টগ্রামে বদলী হইলেও তথায়ও ঐ সম্ভাবনা থাকিবে। অতএব চট্টগ্রামে বদলী হইবার ইচ্ছা করিলে আমাকে আমার এই পত্র প্রাপ্তির পরেই জানাইবেন। ঐ পত্র পাইয়াই চন্দ্রবাবু চট্টগ্রামে বদলী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া উড্রো সাহেব মহোদয়কে পত্র লিখিয়া উহা ডাকঘরে পাঠাইয়া দেন। এই দিন ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর মিটিং হইতেছিল। মিটিংএ ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ গ্লেজিয়ার সাহেবকে বলেন যে, আমরা আমাদের সুযোগ্য হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুকে হারাইতে বসিলাম। ইনি চট্টগ্রামে বদলি হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া উড্রো সাহেব মহোদয়কে অদ্যই চিঠি লিখিয়া ডাকঘরে উহা পাঠাইয়া দিয়াছেন। গ্লেজিয়ার সাহেব বলিলেন— কেন ইনি চট্টগ্রামে বদলী হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন? ডাক্তার সাহেব বলিলেন যে, দ্বিতীয় শিক্ষক প্রমুখ সকল শিক্ষকের সহিতই ইঁহার বনিবনাও হইতেছে না; এইজন্য বদলী হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুর চন্দ্রবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

I will make your hand strong. Bring back your letter to Mr. Woodrow from the Post Office. অর্থাৎ চন্দ্রবাবু, আমি

আপনাকে সমধিক শক্তিশালী করিব। ডাকঘর হইতে চিঠি ফিরাইয়া আনুন। চন্দ্রবাবু ডাকঘর হইতে তাঁহার চিঠি ফিরাইয়া আনিলেন। সেইদিনই বিভাগীয় ইনস্পেক্টর মহামতি ক্লার্ক (Clark) সাহেবকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ডিষ্ট্রীক্ট কমিটার ভাইস্ প্রেসিডেণ্টরূপে চিঠি লিখিলেন যে, অবিলম্বে দ্বিতীয় শিক্ষক অক্ষয়বাবুকে এমনকি অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনেও অন্যত্র বদলী করা আবশ্যক।

এই চিঠি পাইয়া ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও অক্ষয়বাবুকে ৫০৲ টাকা বেতনে বগুড়া জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে বদলী করিলেন। এবং তৎকালীন দিনাজপুর জেলা স্কুলের থার্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র করকে ৫০৲ টাকা বেতনে রঙ্গপুরের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে পাঠাইলেন। এইরূপে এখন হইতে রঙ্গপুরের সেকেণ্ড মাষ্টারের বেতন মাসিক ১০৲ টাকা হারে কমিয়া গেল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের চাকরী তখন ডিষ্ট্রিক্ট কমিটার হাতে ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট কমিটী ৫০৲ টাকা বেতন পর্য্যন্ত পদে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিতেন। নিযুক্ত করিয়া বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টরের উহাতে সম্মতি মাত্র লইতেন।

ক্লার্ক সাহেবের রঙ্গপুর আগমন ও তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়।

হেড্মাষ্টার মহাশয় মনে মনে আমার উপর চটিয়া রহিলেন। এবং সুযোগ পাইলেই যে আমার অনিষ্ট করিবেন বেশ বুঝিতে পারিলাম। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টর মহামতি দেবোপম সি, বি, ক্লার্ক (C. B. Clarke) সাহেব স্কুলসমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য রঙ্গপুরে আসেন। তাঁহার সহিত তাঁহার হেড্ ক্লার্ক নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছিলেন। অফিসের অনেক মূলতবী

কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। রঙ্গপুরে প্রায় এক সপ্তাহ কাল ছিলেন। ঐ সময়ে সাত দিনের জন্য কোন উৎসব উপলক্ষে স্কুল সকলের কার্য্য বন্ধ ছিল। আমাদিগেরও যথেষ্ট অবসর ছিল। আমাদের দ্বারায় অনেক কাজ করাইয়া লইতে লাগিলেন। এই সকল কাগজের মধ্যে চিঠি পত্র ডকেট্ করার কার্য্য ছিল। ডকেট্ করার অর্থ —কোন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করা। চিঠি ডকেট্ করার অর্থ— চিঠিতে যে যে বিষয়ের উল্লেখ আছে সেই সেই বিষয়ের অতি সংক্ষেপ বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন শীর্ষকে বিভক্ত একখানি ছাপার কাগজে লিখিয়া ঐ চিঠির উপরে লাগাইয়া রাখা। দ্বিতীয় শিক্ষক, তৃতীয় শিক্ষক ও আমাকে এই কার্য্য করিতে দিয়াছিলেন। থার্ড মাষ্টারের ডকেট্ নিতান্ত জঘন্য হইয়াছিল। সেকেণ্ড মাষ্টার কৃত ডকেট্ মন্দ হয় নাই, আমার ডকেট্ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। হেড্ ক্লার্ক মহাশয় এই কথা ইনস্পেক্টর সাহেবের কর্ণগোচর করেন। ফোর্থ মাষ্টার নন্দবাবু সব ইনস্পেক্টরের পদপ্রার্থী হইয়া একখানি আবেদন পত্র দেন। আমিও ঐ পদপ্রার্থী হইয়া একখানি দরখাস্ত লিখিয়া লইয়া আমার পকেটে রাখিয়া সাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। পকেট্ হইতে দরখাস্ত খানির খান অল্প বাহির হইয়াছিল; উহা দেখিয়া সাহেব বাহাদুর আমাকে বলিলেন—ওখানি কি? আমি বলিলাম ঐ খানি সবইনস্পেক্টরীর জন্য দরখাস্ত। সাহেব বলিলেন সবইনস্পেক্টরী ত এখন খালি নাই। তবে আমার সেকেণ্ড ক্লার্ক মানিকবাবু ছুটীতে আছেন; সম্ভবতঃ তিনি আরও ছয় মাসের ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিবেন। ঐ পদের বেতন ৫০৲ টাকা। তুমি পূর্ণ বেতনে ঐ পদে কার্য্য করিবার জন্য দার্জ্জিলিং যাইবে? তখন রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর ও কমিশনারের অফিস দার্জ্জিলিঙএ উঠিয়া গিয়াছে। আমি রঙ্গপুরে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলাম ও হেড্মাষ্টার মহাশয়ের দয়া, স্নেহ ও সহানুভূতি হারাইয়া আমি সোৎসাহে যাইতে চাহিলাম। তৎপরদিবসেই

সেকেণ্ড ক্লার্ক মাণিকবাবুর নিকট হইতে সাহেব বাহাদুর চিঠি পাইলেন যে, তিনি শীঘ্রই তাঁহার স্বীয় কার্য্যে উপস্থিত হইবেন। পরদিন সাহেব আমাকে বলিলেন যে মাণিকবাবু ত তাঁহার নিজ কার্য্যে উপস্থিত হইতেছেন। থার্ড ক্লার্কের পদ খালি আছে; কিন্তু উহার বেতন ৩০৲ টাকা মাত্র। এ পদে তোমাকে নিযুক্ত করিতে পারি। কিন্তু এত অল্প বেতনে দার্জ্জিলিঙএর ন্যায় মহার্ঘ স্থানে তোমার চলিবে না। আমিও এত অল্প বেতনে তোমাকে তথায় যাইতে পরামর্শ দিই না। ভবিষ্যতে আমার অফিসে সেকেণ্ড ক্লার্কের পদ খালি হইলে তোমাকে লইয়া যাইব। সাহেব বাহাদুর অক্ষয়বাবুর মুখে তাঁহার সহিত হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের বিবাদের কারণ শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া বলিয়াছিলেন বাবু, তোমার দোষ না থাকিলেও তোমার অনিষ্ট হইবে। তুমি Earthen Pipkin এবং হেড্ মাষ্টার Iron Pipkin এই বলিয়া লৌহময় ও মৃন্ময় পাত্রের গল্প বলিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন যে যদিও আমি দেখিতেছি এ বিষয়ে তোমার দোষ অল্প, তথাপি আমার নিকট এই বিষয়ের রিপোর্ট গেলে আমি তোমাকেই শাস্তি দিতে বাধ্য হইব।

হেড্ মাষ্টার মহাশয় কিন্তু আমার সম্বন্ধে সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, রামেশ্বর খুব ভাল একাউণ্ট্যাণ্ট অর্থাৎ সে হিসাব বোঝে। এখানে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে তাহাকে দার্জ্জিলিংএ লইলে তাহার পক্ষে ভাল হয়। বলা বাহুল্য যে এই ক্লার্ক সাহেবই চিরকুমার মহামতি দেবচরিত্র উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ্ সুপণ্ডিত ক্লার্ক সাহেব। যথা স্থানে ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করিব।

ইনস্‌পেক্টর ক্লার্ক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কিছু দিন পরে আমার ভয়ানক জ্বর হইতে লাগিল এবং বুকে একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। একদিন ষষ্ঠ শিক্ষক নবকুমার বাবুকে সঙ্গে লইয়া আমি ডাক্তার কে, ডি ঘোষের বাঙ্গালায় যাইয়া আমার রোগের

পরীক্ষার্থ তাঁহাকে অনুরোধ করি। নবকুমার বাবু কিছুকাল পূর্ব্বে ডাক্তার ঘোষের কেরাণির কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ডাক্তার ঘোষ অতি উদারচিত্ত, দরিদ্রবন্ধু ছিলেন। তিনি আমার রোগ পরীক্ষা করিয়া আমাকে বলিলেন বিদায় চান নাকি? আমি বলিলাম বিদায় পাইলে অবশ্যই লই। তিনি বলিলেন কয় মাসের বিদায়। আমি বলিলাম তিন মাসের বিদায় হইলেই হইবে। তিনি বলিলেন ছয় মাসের বিদায়ের জন্য সার্টিফিকেট্ দিই। আমি বলিলাম তিন মাস হইলেই হইবে। উহাতে তিনি বলিলেন তিন মাসে রোগ সারিবে না। অবশেষে তিনি চারি মাসের বিদায়ের জন্য সার্টিফিকেট্ দিলেন। কিন্তু আমি ছুটির সার্টিফিকেটের জন্য তাহার কাছে যাই নাই। রোগ পরীক্ষা করাইবার ও ঔষধের ব্যবস্থাপত্র আনিবার জন্য গিয়াছিলাম। অযাচিতভাবে সার্টিফিকেট্ পাইলাম। স্কুলে আসিয়া হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের হাতে সার্টিফিকেট্ খানি দিলাম। হেড্ মাষ্টার মহাশয় চটিয়া বলিলেন তুমি আমাকে না বলিয়া ডাক্তার ঘোষের নিকট সার্টিফিকেট্ আনিতে গিয়াছিলে। আমি বলিলাম মহাশয়, আমি সার্টিফিকেট্ আনিতে যাই নাই। রোগ পরীক্ষা করাইতে ও ঔষধের ব্যবস্থা পত্র আনিতে গিয়াছিলাম। হেড্ মাষ্টার মহাশয় আমার সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। বিদায়ের আবেদন পত্র সার্টিফিকেট্ সহ হেড্ মাষ্টারের হস্তে দিলাম। তিনি উহা ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গ্লেজিয়ার সাহেব বাহাদুর তখন মফঃস্বল পরিভ্রমণার্থ বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

জেলার কার্য্যের ভার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ কক্সহেড সাহেবের হাতে ছিল। ইনি আবার ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর সেক্রেটারীও ছিলেন। কক্সহেড সাহেব ডাক্তার ঘোষ যে কুঠিতে থাকিতেন সেই কুঠির অপর অংশে থাকিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ গ্লেজিয়ার সাহেব মফঃস্বলে থাকায় আমার

বিদায়ের আবেদন পত্র ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর শিক্ষাবিভাগের অফিসে কেরাণীর হাতে পড়িয়াছিল। হেড্ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সদরে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বিদায় মঞ্জুর হইবে না। এদিকে আমার বুকের বেদনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইল। এজন্য ডাক্তার ঘোষের নিকট আর একদিন গিয়াছিলাম। ডাক্তার ঘোষ আমাকে দেখিয়াই বলিলেন আপনি আজও বিদায় লইয়া বাড়ী যান নাই? আমি বলিলাম হেড্ মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সহরে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমার বিদায় মঞ্জুর হইবে না।

ইহাতে ডাক্তার সাহেব বলিলেন আপনি ঐ সার্টিফিকেট্ খানি দাখিল করিয়াছেনত? আপনি চলিয়া যান, আপনার কে কি করিতে পারে দেখিব। আমি বলিলাম আমার হাতে লায়ব্রারীর চার্জ্জ আছে। উহা কেহ বুঝিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত আমার যাইবার উপায় নাই। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন বটে, এখনই আপনার বিদায় মঞ্জুর করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া কল্মহেড সাহেবের নিকট গেলেন এবং তখনই আমার বিদায় মঞ্জুর করিয়া আনিলেন। ইহাতে হেড্ মাষ্টার মহাশয় আমার উপর আরও চটিলেন। এবং আমার অনুপস্থিতি কালে আমার স্থলে কার্য্য করিবার জন্য পূর্ণ বেতনে তাঁহার জনৈক ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র কাশীনাথ দামকে নিযুক্ত করিলেন। আমি বলিলাম মহাশয় রোগের চিকিৎসার জন্য বাড়ী যাইতেছি; কিছু আংশিক বেতন না পাইলে আমার কিরূপে চলিবে। এখানে বলা আবশ্যক যে ২০৲ টাকা বেতনে আমার কার্য্য করিবার জন্য উপযুক্ত লোক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও হেড্ মাষ্টার মহাশয় এইরূপ অন্যায় বন্দোবস্ত করিলেন। অনেক বলায় বলিলেন যে আচ্ছা, কাশীনাথের নামে পূর্ণ টাকার বিল হইবে। আমি উহা হইতে ৫৲ টাকা করিয়া কাশীনাথের নিকট হইতে লইয়া রাখিব। তুমি বিদায় অন্তে আসিলে ঐ ৫৲ টাকা মাসিক তোমাকে দিব। এই বন্দোবস্তে আমি ১৮৭৬

সনের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের আদেশমত লায়ব্রারীর চার্জ্জ সপ্তম শিক্ষক শশী বাবুকে বুঝাইয়া দিয়া ২৫শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া চারি মাসের বিদায়ে বাড়ী আসিলাম। শশীবাবুকে চার্জ্জ দিবার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি আমার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু। তাঁহাকে লায়ব্রারীর চার্জ্জ দিলে সমস্ত পুস্তকাদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না; এবং স্কুল বুক সোসাইটীর এজেণ্টের কার্য্যও তিনি করিতে পারিবেন।

রঙ্গপুর হইতে গো-যানে উঠিয়া ষ্টীমার ষ্টেশন কালীগঞ্জে গেলাম। সময় মত ষ্টীমার না পাওয়াতে একখানি মেড়ুয়াবাদীর নৌকা ভাড়া করিয়া কালীগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দে আসিলাম। গোয়ালন্দ হইতে রেলযোগে বাড়ী আসিলাম। এই সময়ে আমি হাইড্রোসিল্ অর্থাৎ জলদোষের পীড়ায় ভুগিতেছিলাম। ঐ পীড়ার জন্যই মাসে মাসে তিন চার বার করিয়া জ্বর হইত। ঐ রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য শান্তিপুরের ছমির ডাক্তারের দ্বারা Injection করাই। উক্ত রোগ এক প্রকার ভাল হইল। ভালরূপে সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই এবং চারিমাসের বিদায় কাল মধ্যেই হেড্ মাষ্টার চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট হইতে তাঁহার নামে ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব লিখিত একখানি চিঠির নকল পাইলাম। উহাতে ইনস্পেক্টর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে আমার সেকেণ্ড ক্লার্ক মাণিকবাবু পুনরায় ছয় মাসের ছুটিতে চলিয়া গেলেন। এখন বাৎসরিক রিটার্ণ ও রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার সময়। আপনার ফিফ্‌থ মাষ্টার রামেশ্বর বাবু উক্ত পদে ৫০ৎ টাকা বেতনে আসিতে চাহিয়াছিলেন। যদি তিনি অবিলম্বে আসিতে পারেন তবে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন। রামেশ্বর বাবু আসিতে না চাহিলে সিক্সথ্ মাষ্টার নবকুমার বাবুকে ঐ সর্ত্তে আসিতে চাহিলে পাঠাইয়া দিবেন। হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবু ঐ চিঠির নকল পাঠাইয়া দিয়া উহার উপরে আমার প্রতি আদেশ স্বরূপে লিখিয়াছিলেন যে তুমি ইহা পাইবা মাত্র দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবা।

যাত্রার পূর্ব্বে আমাকে টেলিগ্রাম করিয়া সংবাদ দিবা যে তুমি যাইতেছ এবং এখানকার কার্য্যের জন্য আর ছয় মাস কাল ছুটীর প্রার্থনা করিবা।

হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুর এই আদেশ পাইয়াই আমি দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলাম এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে তাঁহার নিকটে আর ছয় মাসের ছুটি প্রার্থনা করিয়া আবেদন পত্র পাঠাইলাম। দার্জ্জিলিং যাওয়ার রাস্তা তখন অতি দুর্গম ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে যোগে সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইতে হইত। তথা হইতে কারাগোলা ঘাটে ষ্টীমারে উঠিয়া গঙ্গা পার হইয়া সাধারণ গো-যানে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত যাইতে হইত। তথা হইতে Bird বা Carrying কোম্পানির গো-যানে উঠিয়া তেঁতুলিয়া, সিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া পাহাড়ে উঠিতে হইত। এবং করসিয়ংএর মধ্য দিয়া দার্জ্জিলিংএ পৌঁছিতে হইত। অথবা সিকরম্ নামক ঘোড়ার ডাক গাড়ী করিয়া ঐ রাস্তা দিয়াই দার্জ্জিলিং যাইতে হইত। সিকরম্ গাড়ীর ভাড়া পূর্ণিয়া হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত জন প্রতি ১৬৲ টাকা ছিল। পাহাড়ের তল পর্য্যন্ত যে গরুর গাড়ীগুলি যাইত তাহাদের কাঠের ছৈ ছিল। তথা হইতে যে গাড়ীগুলি যাইত তাহাদের ছৈ ছিল না। গাড়ীতে মাল ও আরোহী উভয়ই যাইত। চারি পাঁচখানি গাড়ী একত্রে যাইত। এবং চারি পাঁচখানি গাড়ীর জন্য গাড়োয়ান ব্যতীত একজন চড়নদার বা রক্ষক যাইত। পাহাড়ের উপরে উঠিবার সময়ে মালের বস্তার উপরে বসিয়া যাইতে হইত। এবং রৌদ্র ও বৃষ্টি ভোগ করিতে হইত। ঐ সকল মাল-গাড়ীর গাড়োয়ানেরা পাহাড়ীয়া জাতীয় লোক ছিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা কিছুই বুঝিতে পারা যাইত না। দিন রাত্রি গাড়ী চলিত। গরু ও গাড়োয়ান ভিন্ন ভিন্ন আড্ডায় বদলী হইত। কারাগোলা ঘাট হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত এই সমস্ত গাড়ীর ভাড়া ৮৲ টাকা করিয়া ছিল। পূর্ণিয়া পৌঁছিয়াই ক্যারিয়িং কোম্পানির অফিসে উপস্থিত হইলাম। তথায় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

আমি দার্জ্জিলিংএ স্কুল ইনস্‌পেক্টরের অফিসে সেকেণ্ড ক্লার্ক হইয়া যাইতেছি শুনিয়া মাষ্টার বাবুটি আমার যথেষ্ট খাতির করিলেন এবং বলিলেন—মহাশয় আমাদের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর মহাশয় একটি বিষয়ে আমার কৈফিয়ৎ তলব্ করিয়াছেন। আপনি যদি আমার ঐ কৈফিয়ৎটী লিখিয়া দিয়া যান, তাহা হইলে আমার যথেষ্ট উপকার হয়।

গাড়ী এখান হইতে অনেক রাত্রিতে ছাড়িবে। আপনি এখানে বিশ্রাম করিয়া ও রাত্রিতে আমাদের বাসায় আহার করিয়া গাড়ীতে উঠিতে পারিবেন। আমি আপনার সকল বিষয়ের সুবিধা করিয়া দিব। ভদ্রলোকটীর কৈফিয়ৎখানি লিখিয়া দিলাম। ভদ্রলোকটী যে বাসায় থাকিতেন সেই বাসায় ঐ দিন রাত্রিতে স্থানীয় কয়েকটি ভদ্রলোকের আহারের নিমন্ত্রণ ছিল; এবং তদনুরূপ আয়োজন হইয়াছিল। মাষ্টারবাবুটী আমাকে বলিলেন যে সন্ধ্যার পরেই আপনাকে খাওয়াইয়া দিয়া একটী নিভৃত কুঠরীতে আপনাকে শয়ন করাইয়া রাখিব। পরে গাড়ী ছাড়িবার সময়ে আপনাকে জাগাইয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিব। অন্যান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের সহিত একত্রে খাইতে হইলে আপনার বিশেষ অসুবিধা হইবে। যে হেতু এই নৈশ ভোজনে মদের স্রোত চলিবে এবং অনেক বাবুই মাতাল হইয়া উপদ্রব করিবেন। এদিন শনিবার ছিল। তদনুসারে সন্ধ্যার পরেই আহার করিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট ছোট কুঠরীতে গিয়া শয়ন করিলাম। রাত্রি ১০টার সময় নিমন্ত্রিত বাবুরা আসিয়া মদ্য পান করিয়া নেশায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। একটী নূতন ভদ্রলোক আসিয়াছেন শুনিয়া আমার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং বাসার অন্যান্য সমস্ত ঘরগুলি খুজিয়া আমাকে না পাইয়া পরে আমি যে ঘরে শুইয়াছিলাম সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া উহার দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, ওরে শালা এই ঘরে শুইয়া আছে। দুয়ার ভাঙ্গিয়া শালাকে বাহির করিয়া আনিয়া শালার মুখে মদ ঢালিয়া দিতে হইবে।

আমি ত ভয়েতে অস্থির। মাষ্টার বাবুটী মাতাল হন নাই। তিনি উহাদিগকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া এবং আমি চলিয়া গিয়াছি তথায় নাই—এই ধারণা তাহাদের মনে জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগকে তথা হইতে লইয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে মাষ্টার বাবুটী আমার সেই ঘরের দুয়ারে আসিয়া বলিলেন—মহাশয়, আপনি উঠুন। এই সুযোগে আপনাকে এখান হইতে পাঠাইতে হইবে, নচেৎ আপনার প্রতি অত্যাচার হইবে। আমি অবশ্যই নিদ্রা যাই নাই। তাঁহার কথা শুনিবামাত্র উঠিলাম এবং আমার ব্যাগ ও বিছানা লইয়া ক্যারিয়িং কোম্পানির গাড়িতে আসিয়া শুইলাম ভয়ে নিদ্রা হইল না। তৎপর দিবস বেলা ২টা, বা ৩টার সময়ে কৃষ্ণগঞ্জে পৌঁছিলাম। তথাকার বাজারে যাইয়া একজন হিন্দুস্থানী হালুইকারের দোকানে জলযোগ করিলাম এবং রাস্তায় যাইবার জন্য একটী হাড়ি লুচি, কচুরী, নিম্‌কি, ও গজা কিনিয়া লইলাম। পরে ক্যারিয়িং কোম্পানির তথাকার এজেণ্টের অফিসে আসিয়া বসিলাম। তথাকার এজেণ্ট বাবুটী একজন পশ্চিম বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক। নামটী বোধ করি গিরিশচন্দ্র বাক্‌চি। তিনি আমাকে নূতন লোক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কোথায় কি জন্য যাইবেন এবং আপনার আহার হইয়াছে কি না। আমি আমার পরিচয় দিলাম এবং বলিলাম যে বাজারে গিয়া জল খাইয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, মহাশয়, এরূপ করিয়া চলিলে বিদেশে যাওয়া চলে না। আপনি বড়ই নিরীহ লোক দেখিতেছি। বিদেশে যে কোন ভদ্রলোকের বাসায় উঠিয়া বলিবেন যে আমার খাওয়া হয় নাই। আমাকে খাইতে দেন। তদুত্তরে যদি কোন কঠিনপ্রাণ ভদ্রলোক বলেন আমাদের খাওয়া হইয়া গিয়াছে এখন অসময় এখন আমার বাসায় খাওয়ার বন্দোবস্ত হইতে পারে না, তাহা হইলে বলিবেন যে আপনি ভদ্রলোক আপনার ঘরে অবশ্যই চা'ল, ঘি ও আলু আছে। আমাকে ঐ সমস্ত দ্রব্য দিন

আমি পাক করিয়া খাইব। এরূপ করিয়া না খাইলে আপনি অনশনে মরিয়া যাইবেন। ভদ্রলোকটীর উপদেশ বেশ ভাল। শিলিগুড়ি পার হইয়া পাহাড়ে যাইয়া উঠিলাম। পাহাড়ে গাড়ীর উপরে যে কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহা আর কখনও ভুলিব না। ক্রমে ক্যাসিয়াং পৌছিলাম। এখানকার স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া সমস্ত কষ্ট দূর হইল। কত শত গোলাপ ফুল গাছে ফুটিয়া রহিয়াছে, আর অন্যান্য অনেক ফুলও ফুটিয়া রহিয়াছে, তবে স্বভাবজাত গোলাপ ফুলগুলি আকারে কিছু ছোট। উহার গন্ধও তত নাসিকা-সুখকর নহে। পাহাড়ীয়া স্ত্রীলোকেরা ফুলের অলঙ্কার পরিয়া তাহাদের স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া আছে। তাঁহাদের সরলতা ও পবিত্রতা দেখিলে বোধ হয় ইহারা দেবকন্যা। ধরাধামে বিহারার্থে আসিয়াছে। ক্যাসিয়াংএ পৌছিয়া রাত্রিতে শীতে যে কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহা বর্ণনাতীত। দিনের বেলায়ত পেটে ভাত জোটে নাই। রাত্রিতেও তদ্রূপ অবস্থা, কচুরি, নিমকি, ইত্যাদি চিবাইয়া চলিতেছে। এখানে Agentএর Officeএ যাইয়া রাত্রিকালের জন্য আশ্রয় লইলাম। চারিদিক খোলা একটী বারান্দায় বসিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিলাম। আমার যাহা কিছু শীত বস্ত্র ছিল সবই গায়ে জড়াইলাম। অধিক শীত বস্ত্রও আমার সঙ্গে ছিল না। তখন এপ্রিল মাস, এপ্রিল মাসে যে এত শীত পাইব মনেও করি নাই। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে এত শীত লাগিল যে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়া Agent বাবুকে ডাকিয়া জাগাইলাম এবং তাঁহার ঘরের মধ্যে একটু স্থান পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলাম। বাবুটী দয়াপরবশ হইয়া দুয়ার খুলিয়া আমাকে ঘরের মধ্যে লইলেন। ক্রমে দার্জ্জিলিং পৌছিলাম। স্থানটী আমার পক্ষে এককালীন নূতন ও অপরিজ্ঞাত। ঐ সময়ে শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করিতেন। তখন তিনি দার্জ্জিলিংএ থাকিতেন। অনুসন্ধান করিয়া একজন কুলির মাথায় আমার ব্যাগ ও

বিছানাটী চাপাইয়া দিয়া তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দার্জ্জিলিং এ বাসা দুষ্প্রাপ্য এবং ভাড়াও অনেক বেশী। ভোলানাথবাবুর বাসায় যাইয়া দেখিলাম একটী ক্ষুদ্র কুঠরীতে তাঁহারা তিন চারিজন শয়ন করেন। ঘরটী তক্তাপোষে জোড়া। ঘরের মেজের মাটী একটুও দেখা যাইতেছে না। তাঁহার বাসায় আমার বিছানা ও ব্যাগটী রাখিয়া মাত্র একখানি অতিরিক্ত ধুতি হাতে লইয়া স্কুল ইনস্‌পেক্টর সাহেবের অফিসের অনুসন্ধানে ছুটিলাম।

ভোলানাথবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম যে ইনস্‌পেক্টর সাহেবের অফিসের হেড্ ক্লার্ক দুর্গাদাসবাবুর বাসা অফিসে। অফিস বাড়ীর নাম রুকারী। উহা ছোটলাট সাহেবের বাড়ী শ্রবেরী হইতে অল্প দূরে। যখন ভোলানাথবাবুর বাসা হইতে বাহির হই, তখন রাত্রি হইয়াছে। পাহাড়ের রাস্তা স্থানে স্থানে উঁচু আবার স্থানে স্থানে নীচু। একবার অনেকদূর উচ্চে উঠিতে হয় আবার অনেক নীচে নামিতে হয়। পাহাড়ে রাস্তায় চলিতে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পেটেও ভাত নাই। অতি কষ্টে লাটসাহেব বাহাদুরের বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া দেখি একটী অল্প বয়স্ক নেপালী চাকর তথায় জলের কল হইতে জল লইতেছে; তাহাকে ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরের অফিসের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে পরিচিতভাবে বলিল, রঙ্গপুর হইতে বাবু আসিতেছেন। আমার সঙ্গে আসুন। এই চাকরটীর নাম গোপাল। এ ব্যক্তি ইনস্‌পেক্টর সাহেব ক্লার্ক মহোদয়ের সহিত রঙ্গপুরে আসিয়াছিল এবং ইহার সহিত আমার রঙ্গপুরে আলাপ হইয়াছিল। বাসায় আসিয়া হেড্ ক্লার্ক দুর্গাদাসবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পরে তিনি বলিলেন যে সাহেব সিকিম গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন রামেশ্বর অল্প বেতনে আসিতেছে, বাসা ভাড়া দিয়া এখানে থাকিতে পারিবে না। সে এখানে আসিয়া পৌছিলে তাহাকে তোমার বাসায় তোমার সঙ্গে স্থান দিবা।

আমি আফিসে আসিয়া আমার কার্যভার গ্রহণ করিয়া রীতিমত কার্য্য করিতে লাগিলাম। আফিস ঘরেই শয়ন করিতাম এবং হেড্ ক্লার্ক মহাশয়ের সহিত একত্রে এক বাসায় আহারাদি করিতাম। আফিসের স্থায়ী সেকেণ্ড ক্লার্ক মাণিকবাবু অতি অলস প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার উপর সর্ব্ব প্রকারের বিল পাস করার ভার ছিল। তিনি প্রায়ই বিলগুলি আসিলে হয় একস্থানে চাপা দিয়া রাখিতেন, নয় অগ্নিতে ফেলিয়া পোড়াইয়া ফেলিতেন। ক্বচিৎ দুই চারিখানি বিল পাস করিতেন। সুতরাং ছাত্রবৃত্তিধারী বালকদের বৃত্তির বিল, সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতনের বিল, স্কুল ডেপুটি ও সব্ ইনস্পেক্টর-দিগের Travelling allowance বিল, জেলা স্কুল সকলের বাজে খরচের বিল ইত্যাদি অনেক দিন হইতে পাস না হওয়াতে সকলেরই বিশেষ অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছিল। তখন রাজসাহী বিভাগে নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলা ছিল।

১। দার্জ্জিলিং
২। জলপাইগুড়ি
৩। দিনাজপুর
৪। রঙ্গপুর
৫। বগুড়া
৬। পাবনা
৭। রাজসাহী।

এখনও ঐ কয়েকটী জেলা লইয়া রাজসাহী বিভাগ গঠিত আছে। (এখন মালদহ জেলাও উক্ত বিভাগে আসিয়াছে) এই কয়েকটী জেলার বিল বহুকাল হইতে পাস না হওয়ায় সকলেরই বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল বিশেষতঃ ছাত্রবৃত্তিধারী বালকদিগের ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সমূহের দরিদ্র শিক্ষকদিগের। সাতটি জেলার বিল একখানি রেজেষ্টারির মধ্যে সন্নিবেশ করিতে হইত। সুতরাং এই সমস্ত বিল পাস করিতে অনেক সময় লাগিত। একই রেজেষ্টারির মধ্যে একই ক্লার্ক ঐ সমস্ত বিল সন্নিবেশ করিয়া পাস করিলে ৪।৫ চারি পাঁচ মাস কালের মধ্যেও ঐ বিল পাস করা সুকঠিন কার্য্য ছিল। আফিসে তিনটী মাত্র কেরানি,

হেড ক্লার্ক দুর্গাদাসবাবু তখনকার সেকেণ্ড ক্লার্ক, আমি এবং তৃতীয় ক্লার্ক বারাকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র হালদার। বিল সম্বন্ধে এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমি হেড্ ক্লার্ক দুর্গাদাসবাবুকে বলিলাম যে দেখুন আমি যদি একাকী বিল পাস করি, তাহা হইলে সমস্ত বিল পাস করিতে অনেক সময় লাগিবে এবং দরিদ্র বৃত্তিধারী ছাত্র ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের ভয়ানক কষ্ট ও অসুবিধা হইবে আসুন আমরা তিন জনেই বিল পাস করি। বিল পাস করা শেষ হইলে পরে আমরা তিন জনেই আফিসের অন্যান্য কার্য্য করিব। তদুত্তরে হেড্ ক্লার্ক বাবু বলিলেন যে একখানি রেজেষ্টারি লইয়া তিন জনে এক সময়ে কিরূপে বিলের কার্য্য করিব?

আমি বলিলাম যে যদি বিশেষ দোষের ও অনিয়মের কার্য্য না হয়, তাহা হইলে তিনখানি বিল রেজেষ্টারি বহি খুলিলে ক্ষতি কি হেড্ ক্লার্ক মহাশয় বলিলেন উহাতে ক্ষতি বা রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য কিছুই হইবে না বরং সুবিধাই হইবে। তুমি ভালই বলিয়াছ. আইস উহাই করা যাক্ তিনখানি রেজেষ্টারি খোলা হইল। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও বগুড়া জেলার জন্য একখানি, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের জন্য আর একখানি এবং রাজসাহী ও পাবনা জেলার জন্য তৃতীয় রেজেষ্টারিখানি খোলা হইল। সাতটী জেলার গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ডেপুটি সব্ ইনস্‌পেক্টর-দিগের নিকট একখানি সাধারণ চিঠি বা circular এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল যে, তাঁহাদের যত বিল পাস করিতে বাকী আছে সব বিলই যেন আবার নূতন করিয়া লিখিয়া পাঠান; এবং উহার উপরে ডুপ্লিকেট্ কপি বা পূর্ব্বপ্রদত্ত বিলের প্রতিলিপি বলিয়া লিখিয়া দেন। সপ্তাহের মধ্যেই সাতটী জেলা হইতেই বিল আসিয়া পৌছিল এবং আমরা তিনজনে তিন চারি সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বিলই পাস করিয়া ফেলিলাম। ইতিমধ্যে ইনস্‌পেক্টর মহোদয় শ্রীযুক্ত সি, বি, ক্লার্ক

সিকিম পরিভ্রমণ করিয়া দার্জ্জিলিংএ প্রত্যাগত হইলেন। উদ্ভিদ্ বিদ্যার উন্নতিকল্পে নানাবিধ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পুষ্পাদি সংগ্রহ করিবার জন্যই তিনি সিকিম পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সিকিমএর ভয়ানক তুষার পাতের সময়ে ঐ স্থানের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করায় তিনি অন্ধপ্রায় হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যে দিন অপরাহ্নে দার্জ্জিলিংএ প্রত্যাগত হইয়াছিলেন পর দিবসেই আমি স্নোয়িভিউ বা তুষার দর্শন নামক বাঙ্গলোতে প্রায় বেলা ১০ টার সময় সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। বাঙ্গলোয় উপস্থিত হইবামাত্রই তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা ভগিনী কুমারী ক্লার্ক মহোদয়া আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—ভ্রাতঃ একটী নূতন বাবু আসিয়াছেন। তখন উহারা ভোজন করিতেছিলেন। সাহেব মহোদয় এই কথা শুনিবা মাত্রই উঠিয়া আসিয়া ঘরের দুয়ার খুলিলেন এবং রামেশ্বর তোমাকে এখানে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম বলিয়া আমার করমর্দ্দন করিলেন। পরে আমার স্বাস্থ্য কেমন আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন যে দেখ পাহাড়ে প্রথম আসিলেই বড়ই পেটের পীড়া হয়। তোমার তলপেটটা সর্ব্বদা ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবা। এই কথা বলিয়া সেদিন বিদায় দিলেন, এবং যত বিল পাস করা হইয়াছে সমস্তই তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য তৎপর দিবসে বেলা ৯টার সময়ে তাঁহার বাঙ্গলোয় লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার ঐ উপদেশ অনুসারে তৎপর দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাশিকৃত বিল লইয়া তাঁহার বাঙ্গলোয় গেলাম। এত অধিক বিল দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্ত বিল কিরূপে পাস করিতে পারিলে। তিনখানি রেজেষ্টারি খুলিয়া তিনজনে বিল পাস করিয়াছি বলায়, এবং তিনখানি রেজেষ্টারি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন যে বড়ই ভাল কাজ করিয়াছ। দরিদ্র ছাত্র ও শিক্ষকেরা বড়ই কষ্ট পাইতেছিল উহাদের বিশেষ উপকার হইল। এই কথা বলিয়া বলিলেন যে বৃত্তিভোগী ছাত্রেরা ৩।৪।৫৲ টাকার বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া

তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া সহরের বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে আসে। তাহাদের বিল সকলের আগেই পাস করিবা। তৎপরে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বিল পাস করিবা। ইহারাও গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্য ও ছাত্রবেতনের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই স্থানীয় চাঁদা বলিয়া যে একটা হিসাব প্রদত্ত হইয়া থাকে ঐ সমস্ত চাঁদা প্রায়ই কখনই আদায় হয় না। ঐ চাঁদাটা হিসাবে দেখায় কেবল বিল পাস করিয়া লইবার জন্য। উহাদের অবস্থাও অতি শোচনীয়।

তারপর স্কুল সব্ ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের ভাতার বিল পাস করিবা এবং সকলের শেষে জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টারদিগের বাজে খরচের বিল পাস করিবা; যেহেতু ঐ সমস্ত হেড্ মাষ্টারেরা অপেক্ষাকৃত অনেক টাকা বেশী বেতন পান এবং তাঁহাদের বাজে খরচের বিলের টাকা যৎসামান্য। সাহেবের তুষার দর্শন নামক বাঙ্গলোটী অতি সুন্দর ছিল এবং উহা এরূপ অনাবৃত স্থানে অবস্থিত ছিল যে প্রাতঃকালে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সূর্য্যোদয়ের সময়ে উহার বারান্দা হইতে তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনশৃঙ্গের অপূর্ব্ব সুন্দর ও মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতাম।

ইনস্পেক্টর আফিসে মাসখানিক কার্য্য করার পরে একদিন রঙ্গপুর হইতে হঠাৎ একখানি এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম পাইলাম যে যদি তোমার স্থায়ী কার্য্য রঙ্গপুর জেলা স্কুলের পঞ্চম শিক্ষকতা রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে ২৩শে মের পূর্ব্বে রঙ্গপুর আসিয়া উপস্থিত হইবা। তোমার প্রার্থিত আর ছয় মাসের বিদায় মঞ্জুর হয় নাই। বোধ হয় ১৯শে মে এই টেলিগ্রামখানি পাইয়াছিলাম। আমার সহাধ্যায়ী ও রঙ্গপুর জেলা স্কুলের সপ্তম শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এই টেলিগ্রামখানি করিয়াছিলেন। হঠাৎ এই টেলিগ্রামখানি পাইয়া ইনস্পেক্টর ক্লার্ক মহোদয়কে জানাইলাম। তিনি বলিলেন যে তোমার বিদায় মঞ্জুর না হওয়াতে বড়ই দুঃখিত হইলাম। যদি তোমার স্থায়ী কার্য্যের মায়া

পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অস্থায়ী সেকেণ্ড ক্লার্কের কার্য্য লইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে এইখানে থাক। নচেৎ রঙ্গপুর চলিয়া যাও। আমি সম্প্রতি তিন মাসের ছুটি লইয়া কাশ্মীর ভ্রমণে যাইতেছি। এই তিন মাসের মধ্যে যদি স্থায়ী সেকেণ্ড ক্লার্ক মাণিকবাবু আসিয়া স্বীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তোমার কার্য্য যাইবে। আমি বিদায়ে না গেলে তোমার একটা উপায় করিতে পারিতাম। আমার অনুপস্থিতিকালে আমার স্থলাভিষিক্ত ইনস্‌পেক্টর তোমার সম্বন্ধে কি বিবেচনা করিবেন আমি বলিতে পারি না। আমি দেখিতেছি যে জেলা স্কুলের ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভোগী শিক্ষক-দিগের উপর আমার আর কোন হাত নাই। ইহাদের হর্ত্তা কর্ত্তা এখন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণ। এখন হইতে আর জেলা স্কুলের ঐ সকল শিক্ষককে অস্থায়ী কার্য্যে নিযুক্ত করিব না। সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সকলের উপর আমাদের যথেষ্ট হাত ও ক্ষমতা আছে। এখন হইতে অস্থায়ীভাবে আনিতে হইলে ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে আনাইব। এই বলিয়া দিনাজপুর জেলার অধীনস্থ রায়গঞ্জ নামক মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টারকে আমার পদে মনোনীত করিলেন। তখন গুজব ছিল যে ক্লার্ক সাহেব মহোদয়ের বিদায়কালে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য ইনস্‌পেক্টর বেলেট্ সাহেব আসিবেন। বেলেট্ সাহেব পশ্চিমবঙ্গ-নিবাসী লোকদিগের উপর অত্যন্ত চটা ছিলেন এই জন্য তাঁহার কার্য্যকালে অস্থায়ীভাবে সেকেণ্ড ক্লার্কের কার্য্য করিবার জন্য আমি রঙ্গপুর জেলা স্কুলের স্থায়ী কার্য্যের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দার্জ্জিলিংএর আফিসে থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি আফিস ছাড়িয়া আসার পরে জানিতে পারিলাম যে ক্লার্ক সাহেব মহোদয়ের অনুপস্থিতিকালে বেলেট্ সাহেব তাঁহার কার্য্যে না আসিয়া বিহার ডিভিসনের ইনস্‌পেক্টর ক্রফট্ সাহেব মহোদয় দুই বিভাগের (বিহার ও রাজসাহী) কার্য্য করিবার জন্য দার্জ্জিলিং আসিয়া অবস্থিতি

করিবেন। ক্রফট্ সাহেব অতি উদার ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আসিবেন জানিলে আমি কখনই দার্জ্জিলিংএর আফিস ত্যাগ করিয়া রঙ্গপুর স্কুলে ফিরিয়া আসিতাম না। বাঙ্গালা দেশে আমার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইবে না বলিয়াই বোধ হয় এই বিড়ম্বনা ঘটিল।

সর্ব্বপ্রথম অশ্বারোহণ।

এত অল্প সময়ের মধ্যে দার্জ্জিলিং হইতে রঙ্গপুরে কিরূপে ফিরিয়া আসিতে পারিব ক্লার্ক সাহেব মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে গরুর গাড়ীর রাস্তা দিয়া গেলে তুমি কখনই এত অল্প সময়ের মধ্যে রঙ্গপুরে পৌঁছিতে পারিবে না। দার্জ্জিলিং হইতে কার্সিয়াং পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীতে যাইয়া তথা হইতে সোজা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার রাস্তা দিয়া জলপাইগুড়ি গেলে এই অল্প সময়ের মধ্যে রঙ্গপুর পৌঁছিতে পারিবা। কার্সিয়াংএ ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। সুতরাং আমি তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ রাস্তা দিয়া আসিলাম। ইতি পূর্ব্বে আমি কখনও ঘোড়ায় চড়ি নাই। যাহা হউক কোনরূপে কষ্টে সৃষ্টে দ্বিতীয় দিবসে জলপাইগুড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম।

জলপাইগুড়ি আসিয়া তথাকার নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ সান্যালের বাসায় উঠিলাম। তাঁহার বাসা নর্ম্মাল স্কুলের প্রাঙ্গনেই ছিল। এই স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রামকুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। (উত্তরকালের কাশীধামের রামানন্দ স্বামী) বিখ্যাত লক্ষ্মীমণি চরিতের, লক্ষ্মীমণির স্বামী বিষ্ণুবাবুর সহিতও এই স্থানে আমার প্রথম পরিচয় হয়। বিষ্ণুবাবু তখন জলপাইগুড়ি নর্ম্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন।

রঙ্গপুর স্কুলের কার্য্যের জন্য আর ছয় মাস বিদায় না পাইবার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রঙ্গপুর স্কুলের হেড মাষ্টার চন্দ্রবাবুর

আদেশেই আমি দার্জ্জিলিংএর ইনস্‌পেক্টর সাহেবের আফিসে গিয়াছিলাম। এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে আর ছয় মাসের বিদায়ের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যে দিন আমার বিদায়ের দরখাস্তখানি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুরের নিকট পেস হয়, সে দিন রঙ্গপুর স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে স্কুলগৃহে সভা হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব। অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোকও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

হেড্‌মাষ্টার চন্দ্রবাবুর চতুরতা ও প্রকৃত কথা গোপন করা

ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর সম্পাদক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন রায় মহাশয়ও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমি কেন আর ছয় মাসের বিদায় প্রার্থনা করিয়াছি, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব জিজ্ঞাসা করায়, হেড মাষ্টার চন্দ্রনাথবাবু বলিলেন যে সে দার্জ্জিলিংএ স্কুল ইনস্‌পেক্টরের আফিসে অস্থায়ীভাবে চাকরী লইয়া গিয়াছে। তাঁহার আদেশানুসারে যে গিয়াছি একথা প্রকাশ করিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার পূর্ব্ববিদায়ের চারি মাস কাল অতীত হইয়া গিয়াছে কি না। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় বলিলেন যে হাঁ অতীত হইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট গ্লেজিয়ার সাহেব চটিয়া উঠিয়া বলিলেন যে তাঁহাকে আর বিদায় দেওয়া হইবে না। তাঁহার কার্য্য খালি হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক। বিজ্ঞাপন দিতে হইবে কেন, আমার কার্য্যে হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দাস কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহাকেই স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এবং আমার অনিষ্ট করিবার জন্যই হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের এই চতুর খেলা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখনও আমার চারিমাস বিদায়ের কাল অতীত হইয়া যায় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই আদেশ প্রচার হইবার পরেই সভা ভঙ্গ

হইল। সভাগৃহ হইতে হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবু ও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর সম্পাদক ব্রজমোহন রায় মহাশয় বাহির হইবামাত্রই আমার সহাধ্যায়ী সপ্তম শিক্ষক শশীবাবু বলিলেন যে সে কি মহাশয়? রামেশ্বরের বিদায়ের কাল ত এখনও অতীত হয় নাই। অতীত হইতে এখনও ৫।৬ দিন অবশিষ্ট আছে। হেড্ মাষ্টার উত্তর করিলেন এবং হাতে গণিয়া বলিলেন কেন জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ও এপ্রিল এইত চারি মাস হইল? শশীবাবু বলিলেন যে রামেশ্বরত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে বিদায়ে গিয়াছে সুতরাং ২৪শে মে পর্য্যন্ত তাহার ছুটি আছে। যে দিন আমার বিদায়ের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল, সে দিন বোধ হয় ১৮ই মে। সহৃদয় ব্রজমোহনবাবু এই ব্যাপার জানিয়া বিস্মিত হইলেন এবং হেড্ মাষ্টার মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—চন্দ্রবাবু আপনি এইরূপে একটা নিরীহ ভদ্রলোকের মাথা খাইলেন কেন?

চন্দ্রবাবু তখন ন্যাকা সাজিলেন এবং বলিলেন এখন আর কি করা যাইবে, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। ব্রজমোহনবাবু আমার উপর কৃপাপরবশ হইয়া শশীবাবুকে বলিলেন যে গ্রেজিয়ার সাহেব হাঁ করিলে তাঁহাকে না করাইবার বা না করিলে তাঁহাকে হাঁ করাইবার উপায় নাই, তবে আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব ২৪শে মের পূর্ব্বে রামেশ্বরের কাজ না যায়। এই বলিয়া ব্রজমোহনবাবু আমার বিদায়ের আবেদন পত্রখানি হাতে লইয়া বরাবর ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠীতে গেলেন, এবং ২৪শে মের মধ্যে আমি কার্য্যে উপস্থিত হইতে পারিলে আমার চাকরী যাইবে না এই আদেশ উহাতে করাইয়া লইলেন। আমিও ২৩শে মে অতি কষ্টে রঙ্গপুর আসিয়া পৌছিলাম এবং ২৪শে আমার কার্যাভার গ্রহণ করিলাম।

পুনরায় রঙ্গপুর জেলা স্কুলে কার্য্যভার গ্রহণ

কার্য্যভার গ্রহণ করার পরে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী মাসিক ৫৲ টাকা হারে আমার বিদায়কালের জন্য এলাউয়্যান্স বা মাসহারা চাহি-

লাম। হেড্ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন সে কি, কিসের টাকা, সব টাকাইত কাশীনাথ লইয়াছে। এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যে কাশীনাথকে তোমার স্থলে নিযুক্ত করিয়াছিলাম আমার এরূপ মনে হয় না। সুতরাং আমি আর ৫৲ টাকা হারে চারিমাসের বেতন বা মাসহারা পাইলাম না। বড়ই কষ্টে পড়িলাম। আমার অনুপস্থিতি কালে শশীবাবু আমার পরিবর্ত্তে স্কুল-বুক-সোসাইটীর এজেণ্টের কার্য্য চালাইয়াছিলেন। এই চারি মাসের কমিসন প্রায় ৫০৲ টাকা। তিনি না লইয়া আমাকে দিয়াছিলেন।

দার্জ্জিলিংএর শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার পরবর্ত্তীকালের একজন উৎকৃষ্ট চা-কর।

যখন দার্জ্জিলিং ছাড়িয়া আমি রঙ্গপুর রওনা হই, তখন আমার হাতে একটী টাকাও ছিল না। আফিসের থার্ড ক্লার্ক জগৎবাবু তাঁহার খুল্লতাত পুত্র শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার মহাশয়ের নিকট হইতে ৩০৲ ত্রিশটী টাকা ধার করিয়া আনিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। আমি ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য আমার আফিসের প্রাপ্য বেতন তাঁহাকে বরাত দিয়া আসিয়াছিলাম। মতিবাবু তখন দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। ইনি বারাকপুর-নিবাসী এবং দার্জ্জিলিং-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র হালদারের ভুটিয়ানীর গর্ভজাত পুত্র। পরে ইনি চাকরী ছাড়িয়া চা বাগানের ম্যানেজার হইয়াছিলেন এবং চা প্রস্তুত বিষয়ে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। পরে ইনি তেজপুর জেলার মনাই চা বাগিচার একজন স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন; এবং নওঁগা জেলায় নিজের একটী চা বাগিচা খুলিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র মনোরঞ্জন হালদারও একজন সুদক্ষ চা-কর। ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। চা বাগান করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া কলিকাতায় বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছিলেন জানি। এখন মতিবাবু জীবিত আছেন কি না জানি না।

রঙ্গপুর জেলা স্কুলটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পারণত হইবার তারিখ ও তদানুসঙ্গিক ঘটনাসমূহ।

আমি ১৮৭৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত রঙ্গপুর জেলা স্কুলের পঞ্চম শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলাম। ১৮৭৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে রঙ্গপুর জেলা স্কুলটী হাই স্কুল বা সেকেণ্ড গ্রেড কলেজে পরিণত হয়। ঐ তারিখ হইতে আমি সপ্তম শিক্ষক হইয়া ১১ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ঐ স্থানে কার্য্য করি। সপ্তম শিক্ষক হইবার কারণ, চন্দ্রবাবুই হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইলেন, এবং কলিকাতাস্থ হেয়ার স্কুলের সপ্তম শিক্ষক বরাহনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষাল ইংরাজী সাহিত্যে এম্, এ, মহাশয় তৃতীয় শিক্ষকের পদে ১২৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুরে আসিলেন। ইনি ইংরাজি সাহিত্যে, গণিতে, এবং আরবি ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। প্রথম বৎসরে দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে, ছাত্র না হওয়ায় কেহই প্রথম বৎসরে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন নাই। হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুর পূর্ব্ব বেতন ছিল ১৫০ টাকা এখন হইল ২০০ দুইশত টাকা। চন্দ্রবাবু পূর্ব্বে বলাগড় স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার মানসে, ইনি বলাগড় স্কুলে কার্য্য করিবার সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইনি বড়ই উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। বুড়া বয়সে সেকেণ্ড গ্রেড্ কলেজের হেড্ মাষ্টার হইয়া ইংরাজী সাহিত্যের অনেক টীকা টিপ্পনী সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। বুড়া বয়সে কণ্ঠস্থ হইবে না বলিয়া প্রকাশ্যে টীকা টিপ্পনী দেখিয়াই পড়াইতেন। ইনি একজন কৃতকর্ম্মা হেড্ মাষ্টার ছিলেন। ইঁহার সময়ে অনেক ছাত্র রঙ্গপুর জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিল।

যখন স্কুলটী সেকেণ্ড গ্রেড্ কলেজে পরিণত হয়, তখনও স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন সি, বি, ক্লার্ক মহোদয়। কলেজে পরিণত করার একটা সর্ত্ত ছিল, যে প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীতে অন্ততঃ ছয় জন ছাত্র হওয়া আবশ্যক। প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে ক্লার্ক সাহেব মহাশয় স্কুল পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, ছয় জন ছাত্রের স্থলে তিন জন ছাত্র এই স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। এই মন্তব্য পাঠে চন্দ্রবাবু ভীত হইয়া অন্যান্য স্থান হইতে ছাত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শান্তিপুর হইতে বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য বলাগড় হইতে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, দিনাজপুর জেলা স্কুল হইতে ঘনশ্যাম গিরি ও বগুড়া জেলা স্কুল হইতে একজন ছাত্র, এই ছয়জন ছাত্রকে হেড্ মাষ্টারবাবু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এদিকে আবার রঙ্গপুর স্কুলের পরীক্ষার ফল আশাতীত সন্তোষজনক হইয়াছিল। দশজন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। তখন রঙ্গপুরের ছাত্রদিগকে কৃষ্ণনগরে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইত। এই দশজন ছাত্রের মধ্যে রঙ্গপুর জেলার নলডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত নীলকমল লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র এবং স্বনামধন্য ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্গাপ্রসন্ন লাহিড়ীও একজন ছিলেন। ইঁহার সঙ্গে ইঁহার বৃদ্ধা পিতামহী দেবী কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। পিতামহী দেবী কৃষ্ণনগর হইতে ৺কাশীধামে যাইয়া অবস্থিতি করিবেন এই অভিপ্রায়ে প্রিয়তম পৌত্রের সহিত কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় দৈব বিড়ম্বনায় দুর্গাপ্রসন্ন কৃষ্ণনগরে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া আত্মীয়স্বজনদিগকে বিশেষতঃ বৃদ্ধা পিতামহী দেবীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ

অবশিষ্ট নয় জন ছাত্র সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনজন

প্রথম বিভাগে ও ছয় জন দ্বিতীয় বিভাগে। যে দিন পরীক্ষার ফল কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়া রঙ্গপুর পৌঁছিয়াছিল, সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠীতে একটী প্রকাণ্ড দরবার হইতেছিল। ন্যায়, ধর্ম্ম ও দয়ার মূর্ত্তিমতি দেবী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঐ দিবসে ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষেই ঐ দরবার।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার গ্রিয়ারসন্

দরবারস্থলেই জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গ্রিয়ারসন্ সাহেব, হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুর হাত হইতে গেজেটখানি লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে অতি আহ্লাদ সহকারে দেখাইলেন এবং তখনই ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট টেলিগ্রাম করিলেন যে নয় জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে সকলেই এই কলেজে পড়িবে। অতএব অবিলম্বে কলেজ খোলা হউক এবং জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুকে কলেজের হেড্ মাষ্টারের পদে ২০০৲ দুইশত টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হউক। এই গ্রিয়ারসন্ সাহেবই উত্তরকালের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ গ্রিয়ারসন্। ইনি রঙ্গপুরের অতি অশ্লীল "মদন কামের" গানের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে ঐ গানগুলি আমাকে দেখাইতেন। আমি অশ্লীল গানের অনুবাদ দেখিতে লজ্জা বোধ হয় বলিলেও উনি আমাকে ছাড়িতেন না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের হেড্ মাষ্টারের পদে কাহাকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য এই বিষয়ে ক্লার্ক সাহেবের অভিমত ও চন্দ্রবাবুর হেড্ মাষ্টার হওয়া।

রঙ্গপুর দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের হেড্ মাষ্টারের পদে কাহাকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য এই বিষয় লইয়া ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব মহোদয়

ডিরেক্টর সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া ঐ পদে হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত করিতে হইলে হয় পাবনা জেলা স্কুলের বর্ত্তমান হেড্ মাষ্টার ও ভূতপূর্ব্ব চট্টগ্রাম দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসুকে, নয় বগুড়া জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন মজুমদার, এম্. এ, কে নিযুক্ত করা উচিত। চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় পরে প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন ; কিন্তু প্রস্তাবিত কলেজটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে রঙ্গপুর জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে নিযুক্ত করা আবশ্যক। কাজেই চন্দ্রবাবু হেড্ মাষ্টার হইলেন। চন্দ্রবাবু সাহেব পটাইতেও বিলক্ষণ পটু ছিলেন।

পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের প্রথমে হেড্ পণ্ডিত হইলেন নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। নর্ম্ম্যাল স্কুলটী উঠাইয়া দিবার তখন কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এবং কিছুদিন পরে উঠিয়া গিয়াছিল। শ্যামাচরণ বাবু দুই ঘণ্টা কাল মাত্র কলেজে আসিয়া সংস্কৃত পড়াইয়া যাইতেন। তিনি পরে কলিকাতা নর্ম্ম্যাল স্কুলে বদলি হন। তাঁহার পদে হেড্ পণ্ডিত হইলেন শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন—বর্ত্তমানে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন। ইহাঁর নিয়োগ-সম্বন্ধে একটী রহস্য আছে। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গ্রিয়ারসন্ সাহেব যখন সংস্কৃতশিক্ষারম্ভ করেন তখন ইহাঁর সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন তর্করত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়। সাহেব বাহাদুর সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই হাজার টাকা পুরস্কার পান। ঐ পুরস্কার পাইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলেন যে পণ্ডিতজী আপনিও আমার নিকট হইতে কিছু পুরস্কার গ্রহণ করুন। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন যে আমি এখন কোন পুরস্কার

লইব না। পুরস্কার লইবার সময় উপস্থিত হইলে লইব। শ্যামাচরণ বাবু কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলে বদলী হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রিয়ারসন্ সাহেব বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে এখন আমার পুরস্কার লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার ভ্রাতা যাদবেশ্বরকে কলেজের হেড্ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। গ্রিয়ারসন্ সাহেবের চেষ্টায় ও অনুরোধে পণ্ডিতরত্ন যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ৫০৲ টাকা বেতনে হেড্ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মৌলভি আব্দুল মতিন্ কলিকাতা মাদ্রাসার উত্তীর্ণ জনৈক ছাত্র ৬০৲ টাকা বেতনে হেড্ মৌলভির পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ইনি ভালরূপ ইংরাজী না জানায় ছাত্রদিগের ইংরাজী হইতে পারসীতে বা উর্দ্দুতে অনুবাদ বা উর্দ্দু হইতে ইংরাজী অনুবাদ দেখিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি তখন মাসিক ৫০৲ টাকা হারে বেতন পাইতে থাকেন এবং ঐ অনুবাদ দেখার কার্য্য তৃতীয় শিক্ষক তারাপদবাবু করাতে তাঁহার বেতনের অবশিষ্ট ১০৲ টাকা তারাপদবাবুকে দেওয়া হইত। পরে তিনি উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া একটী স্থানীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ঐ পদের পূর্ণ বেতন ৬০৲ টাকা করিয়া পাইতে লাগিলেন। আমিই ইহাঁকে ইংরাজী শিক্ষা দিয়াছিলাম। লেথব্রিজের ইজি সিলেকসনস্ ও লেনিস্ গ্রামার পড়াইয়া ইহাঁকে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়াছিলাম। গ্রিয়ারসন্ সাহেবই পরীক্ষক ছিলেন।

রঙ্গপুরের জেলা ও সেসন্ জজ লেভিন্ সাহেবের কথা

রঙ্গপুরের কথা ভাল করিয়া বলিতে হইলে তথাকার কয়েকটী ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্ জজের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। আমি যখন প্রথমে রঙ্গপুর যাই তখন উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীযুক্ত লেভিন্ সাহেব বাহাদুর। ইনি প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্ জজ ছিলেন। অবশ্যই ইনি সিভিলিয়ান ছিলেন। কিন্তু ইনি কোন কার্য্যই করিতেন না। ইহাঁর

সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন ইহাঁর করনীয় সমস্ত কার্য্যই করিতেন। আদালতে বসিয়া সাক্ষীর জবানবন্দী লইতেন, জেরা কারতেন, উকীলদিগের বক্তৃতা শুনিতেন ও তাঁহাদিগকে আইনঘটিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। মোকর্দ্দমার রায়ও লিখিতেন, লেভিন্ সাহেব কেবল পুত্তলিকার ন্যায় চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিতেন। রায় দিবার দিন সেরেস্তাদার লিখিত রায় পড়িয়া বাদী ও প্রতিবাদী.ক ও তাহাদের উকীলদিগকে শুনাইয়া দিতেন। সুতরাং সেরেস্তাদার উমাচরণ বাবুর অর্থ উপার্জ্জনের পথ বিলক্ষণ পরিস্কৃত হইয়াছিল। তিনি পক্ষ ও প্রতিপক্ষদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎকোচ গ্রহণ করিতেন এবং সময়ে সময়ে উভয় পক্ষ হইতেও উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় আধা ডিগ্রি ও আধা ডিস্‌মিসের রায় দিতেন। খুনী মোকর্দ্দমায় আসামীর নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎকোচ পাইলে সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি দিতেন। তখন রঙ্গপুর জেলায় জুরির বিচার ছিল না। জুরির পরিবর্ত্তে দুইজন এসেসর জজ সাহেবের সহিত বসিতেন। কাজেই উকীলদিগের উপার্জ্জনের পথ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। বাদী ও প্রতিবাদীগণ তাহাদের উকীলদিগকে বলিত বা বলিয়া পাঠাইত যে সেরেস্তাদার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। ক্রমে উকীলদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া পড়িল। তখন ইহাঁরা সমবেত হইয়া এফিডেবিট করিয়া মহামান্য হাই কোর্টকে সমস্ত বিষয় জানাইতে বাধ্য হইলেন। হাই কোর্ট এই সমস্ত অবগত হইয়া খ্যাতনামা জজ জ্যাকসন্ সাহেব বাহাদুরকে সমস্ত তথ্যের অনুসন্ধান করিবার জন্য রঙ্গপুরে পাঠাইয়া দিলেন। জ্যাকসন্ সাহেব বাহাদুর রঙ্গপুরে আসিয়া সেরেস্তাদার উমাচরণবাবুকে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিলেন। উমাচরণবাবুকে বলিলেন তুমি এই সমস্ত অবৈধ কার্য্য করিলে কেন? উমাচরণবাবু বলিলেন, না করিলে চাকরী থাকে না, এই জন্য করিয়াছি, উমাচরণবাবু সস্‌পেণ্ড হইলেন; এবং দিনাজপুরের

সেরেস্তাদার তৎপদে আসিলেন। উমাচরণবাবুকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিয়া হাজতে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার একটা লোক দেখান বিচারও হইয়াছিল। বিচারক ছিলেন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ড্যামাণ্ট সাহেব। এই ড্যামাণ্ট সাহেবেই পরে নাগা পাহাড়ের ডেপুটি কমিসনার হইয়া কোহিমায় গিয়াছিলেন।

ড্যামাণ্ট সাহেবের নাগাদিগের গুলিতে মৃত্যু

ইহার কিছুকাল পরে নাগা বিদ্রোহের সময়ে পিফিগায় যাইয়া নাগাদিগের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন। বলা বাহুল্য যে উমাচরণবাবু মোকর্দ্দমায় অব্যাহতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু পদচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও যিনি যিনি তৎকালে জজের আদালতে বা আফিসে কার্য্য করিতেন সকলেই ডিস্‌মিস্ হইয়া চাকরী হারাইয়াছিলেন। উমাচরণবাবুর চাকরী যাওয়াতে তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই, যে হেতু তিনি লক্ষাধিক টাকার উপরও চাকরী করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। লেভিন্ সাহেবেরও একটা লোক দেখান বিচার হইয়াছিল। তিনজন খ্যাতনামা সিভিলিয়ান ইহাঁর বিচারক হইয়াছিলেন। ভাগলপুরের কমিসনার লাউইস সাহেব, রাজসাহীর কমিসনার মলোনী সাহেব এবং বর্দ্ধমানের জজ কিং সাহেব। ব্যারিষ্টার লিংহাম্ সাহেব গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে কাউন্‌সিল নিযুক্ত হইয়া লেভিন্ সাহেবের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চালাইয়াছিলেন এবং দিনাজপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ওয়ার্ড সাহেব লেভিন্ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সার্কিট হাউসে উহাদের বৈঠক হইয়াছিল; এবং প্রায় দুই পক্ষ কাল ধরিয়া এই মোকর্দ্দমা চলিয়াছিল। অনেক গণ্যমান্য লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সকল সাক্ষীর মধ্যে ডাক্তার দয়াল সিংহ্ ও কুঁড়ি গোপালপুরের জমিদার দক্ষিণামোহন রায় লেভিন্ সাহেব বাহাদুরের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করায়, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন এবং

তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে লেভিন্ সাহেবের কি হইবে? তিনি জজ আছেন কমিসনার হইবেন। ফলে তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাকে জজের পদ হইতে সরাইয়া গারো পাহাড়ে হাতী ধরিবার জন্য খেদা বিভাগের সুপারিণ্টেনডেণ্ট করিয়া পাঠান হইয়াছিল। যেহেতু তখনও তাঁহার পূর্ণ পেন্‌সন্ লাভের সময় হয় নাই। পরে কয়েক বৎসর হাতী ধরিয়া মোটা পূর্ণ পেন্‌সন্ লইয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

এটি রঙ্গপুরের একটী বিখ্যাত ঘটনা বলিয়া এবং তাঁহার পরবর্ত্তী দুইজন মহদন্তঃকরণ জজের নিকট রঙ্গপুর স্কুল ও তথাকার দরিদ্র ছাত্রগণ বিশেষরূপে ঋণী বলিয়াই এবং আমার সহিত তাঁহাদের কতকটা কার্য্যসম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকায় এই ঘটনাগুলির উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিলাম।

রঙ্গপুরের জজ শ্রীযুক্ত কেলি সাহেব

জজ লেভিন্ সাহেবের পরে ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট গ্র্যাণ্ট্ সাহেব বাহাদুরের পুত্র শ্রীযুক্ত গ্র্যাণ্ট্ সাহেব রঙ্গপুরের জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি কাহারও সহিত বড় মিশিতেন না। যে কয়েকমাস রঙ্গপুরে ছিলেন আমোদ প্রমোদ করিয়াই কাটাইয়া গিয়াছিলেন। ইহাঁর কার্য্যকালের পরে দরিদ্র বন্ধু পরদুঃখকাতর মহদন্তঃকরণ শ্রীযুক্ত সি, এ, কেলী, এম্, এ, আই, সি, এস্, মহোদয় উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রঙ্গপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে কিছুকালের জন্য প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্‌পেক্টর ছিলেন। ইনি রঙ্গপুরে আসিয়াই প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে সমস্ত দরিদ্র ভদ্র সন্তান স্কুলের বেতন দিতে এবং পাঠ্যপুস্তকাদি কিনিতে অসমর্থ, তিনি তাহাদিগকে ঐ সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করিবেন। এই শুভ সংবাদ পাইবামাত্র অনেক

দরিদ্র ছাত্র তাঁহার কুঠিতে গিয়া, তাহাদের অভাব জানাইতে লাগিল। জজ সাহেব বাহাদুরও উহাদের নিবেদন শুনিয়া প্রত্যেকের হস্তে হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের নামে এক একখানি সংক্ষিপ্ত লিপি এই মর্ম্মে দিতে লাগিলেন—যে ঐ ছাত্রটী তাঁহার সাহায্য পাইবার উপযুক্ত কি না। হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের মত জানিবামাত্র উহাঁর স্কুলের বেতনের টাকা হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। আর কেহ পুস্তকের মূল্য চাহিলে তাহার নিকট হইতে পুস্তকের ফর্দ্দ লইয়া তাহার ঐ সমস্ত পুস্তক আবশ্যক কিনা এবং ঐ সকল পুস্তকের মূল্য কত জানিবার জন্য আমার নিকট চিঠি লিখিয়া পাঠাইতেন। আমার উত্তর পাইবামাত্র তাঁহার জনৈক চাপরাসীর হস্ত দিয়া একখানি চিঠি সহ টাকা পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপে অনেক দরিদ্র সন্তান তাঁহার কৃপায় বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কোন ছাত্র প্রকৃত-পক্ষে বিশেষ দরিদ্র না হইলেও যদি কোনরূপে হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের সুপারিস সংগ্রহ করিতে পারিত, তাঁহার সাহায্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইত না। অনেক ছাত্র আবার অনাবশ্যক পুস্তকের ফর্দ্দ দিয়া তাঁহাকে ঠকাইয়া অতিরিক্ত টাকা লইবার চেষ্টা করিত। আমার মনে আছে শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক যুবক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোচবিহার কলেজে পড়িবেন বলিয়া জজ সাহেব বাহাদুরের নিকট পাঠ্য পুস্তকের মূল্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকের তালিকার মধ্যে ওয়েবষ্টারস্ লার্জ ডিক্সনারী এবং আরও বৃহৎ বৃহৎ ইংরাজী অভিধানের নামও স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জজ সাহেব তাঁহার পুস্তকের তালিকা পাইয়া আমাকে একখানি চিঠি লিখিয়া তাহার মধ্যে ঐ তালিকাখানি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এবং আমার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি ঐ বৃহৎ বৃহৎ অভিধানগুলির নাম কাটিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে চেম্বার্স ইটিমলজিক্যাল্ ডিক্সনারী লিখিয়া দিয়াছিলাম। এবং পুস্তক সকলের মূল্যও লিখিয়া দিয়াছিলাম। আমার চিঠিখানি

পাইবামাত্র সাহেব বাহাদুর তাঁহার জনৈক বেহারার হাতে দিয়া এক-খানি চিঠি ও তৎসহ ১০২ দশ টাকার তিনখানি নোট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি ঐ সমস্ত পুস্তকের মধ্যে একখানি ব্যতীত অপর সমস্তগুলি কলিকাতা হইতে আনাইয়া উক্ত শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে দিয়াছিলাম। একখানি পুস্তক তখন কলিকাতায় পাওয়া যায় নাই, ইহার মূল্য ছিল দেড় টাকা মাত্র। ঐ পুস্তকখানি পরে পাইবার আশায় ঐ দেড় টাকা আমার হস্তে অনেকদিন পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলাম। অবশেষে যখন জজ সাহেব বাহাদুর রঙ্গপুর হইতে ভাগলপুরে বদলী হন, সেই সময়ে একখানি চিঠি লিখিয়া ঐ দেড় টাকা তাঁহার নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সাহেব বাহাদুর ঐ দেড় টাকা গ্রহণ না করিয়া এই বলিয়া আমার নিকট চিঠি লিখিয়া পাঠান যে ঐ দেড় টাকা শিব-চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে দিবা। শিবচন্দ্রকে অনুসন্ধান করিয়া না পাইলে অন্য কোন দরিদ্র ছাত্রকে উহা দিবা। দুঃখের বিষয় শিবচন্দ্র কোচবিহার কলেজে প্রবিষ্ট না হইয়া দিনহাটা নামক একটী গ্রামের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টারের পদ গ্রহণ করিয়া চাকরী করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে ঐ দেড় টাকা অনর্থক না দিয়া অন্য একটী ছাত্রের পুস্তকের মূল্য বাবদে খরচ করিয়াছিলাম। এই শিবচন্দ্র পরে মুন্‌সেফ্ কোর্টের উকীল হইয়াছিলেন। দরিদ্র ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন ও পুস্তকের মূল্য বাবদে সময়ে সময়ে আমার হস্তে ৫০২ টাকা পর্য্যন্ত থাকিত। জজ সাহেব যখন রঙ্গপুর পরিত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে যান তখন ঐ বাবদে আমার হাতে প্রায় ত্রিশ টাকা ছিল। এই টাকা হইতে রজনীকান্ত সরকার নামক একটী প্রকৃত মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের পুস্তকের মূল্য বাবদে ১০২ টাকা দিবার কথা ছিল। হেড্ মাষ্টার মহাশয় আমাকে রজনীর পাঠ্য পুস্তকগুলি স্কুল-বুক-সোসাইটী হইতে আনিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। এই রজনীকান্ত বিশেষ পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী বুদ্ধিমান্ ও শিষ্টশান্ত ছাত্র ছিল। রজনী উপর্য্যুপরি তিন বৎসর

বার্ষিকী পরীক্ষায় তাহার শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ডবল্ প্রমোশন পাইয়াছিল অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণী হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে, তৃতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিল। হেড্ মাষ্টার মহাশয় উহার প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকগুলি আমাকে জজ সাহেবের তহবিল হইতে কিনিয়া দিতে বলায়, আমি পুস্তকগুলি তাহাকে ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছিলাম। ঠিক এই সময়ে জজ সাহেবের বদলীর হুকুম আসিল। জজ সাহেব বাহাদুর বদলীর হুকুম পাইয়া হেড্ মাষ্টার মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি এখন অন্যত্র যাইতেছেন যেখানে যাইতেছেন সেখানকার দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্য তাঁহাকে করিতে হইবে, সুতরাং রঙ্গপুরের দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্য তিনি আর করিতে পারিবেন না। তখন তাঁহার যে টাকা আমার হস্তে ছিল তাহা উহাদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিতে পারা যাইবে বলিয়া লিখিয়াছিলেন। আমাকে হেড্ মাষ্টার মহাশয় ঐ সংবাদ অবগত করায়, আমি বলিলাম তবে রজনীর পুস্তকের মূল্য বাবদে আমি জজ সাহেবের ঐ তহবিল হইতে ১০৲ দশটী টাকা লইতে পারি। হেড্ মাষ্টার মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন না, ঐ ১০৲ দশ টাকা ঐ তহবিল হইতে লইও না। অধর নামে একটী ছাত্র তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়িতেছিল তাহার স্কুলের বেতনের জন্য ঐ টাকা রাখিয়া দিতে বলিলেন। অধরের বেতন ঐ টাকা হইতে দিতে হইবে বলার মধ্যে বিশেষ একটী গূঢ় রহস্যও ছিল। অধর নিতান্ত দরিদ্র ছাত্র ছিল না। হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম যে ইতি পূর্ব্বেই আপনার কথামত রজনীকে পুস্তক দিয়াছি। হেড্ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন যে ঐ টাকা লইতে পারিবা না। রজনী এই কথা শুনিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া পুস্তকগুলি হাতে লইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল,—"মাষ্টার মহাশয় পুস্তকগুলিতে আমি আমার নাম লিখি নাই ও ময়লাও করি নাই, আপনি পুস্তকগুলি ফেরত লন" আমি রজনীর তখনকার অবস্থা দর্শনে

বলিলাম রজনী তুমি পুস্তকগুলি লইয়া গিয়া অধ্যবসায় সহকারে পড়িতে থাক, আমি স্কুল-বুক-সোসাইটীর পুস্তক বিক্রয় করিয়া প্রতি মাসে ১৫৲ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকি মনে করিব যে একমাসে ৫৲ টাকা পাইয়াছি, তোমার নিকট হইতে পুস্তক ফেরত লইব না। তবে যদি এই ১০৲ টাকা অন্য কোন স্থান হইতে আনাইয়া দিতে পারি তবেই লইব। এই বলিয়া রজনীকে প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার নিকট একখানি আবেদন পাঠাইতে উপদেশ দিলাম। আবেদন পত্র-খানি কিভাবে লিখিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলাম। এইরূপ আবেদন পত্র হেড্ মাষ্টার মহাশয়দিগের হাত দিয়া পাঠাইবার রীতি ছিল। হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুকে আবেদন পত্রখানি তাঁহার মন্তব্যসহ মহারাণীর নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন যে আমি উহা পাঠাইব না। হেড্ মাষ্টার মহাশয় পাঠাইয়া দিতে অসম্মত হওয়ায় আমরা তিনজন শিক্ষক,—আমি, ষষ্ঠ শিক্ষক নবকুমার বাবু ও সপ্তম শিক্ষক শশীবাবু একত্রে আমাদের নিজ নিজ মন্তব্য সহকারে উহা মহারাণীর সমীপে পাঠাইয়া দিলাম। মহারাণী মহোদয়া ঐ আবেদন পত্রখানি পাইবামাত্রই ১০৲ টাকার হাফ্ নোট রেজেষ্টারি করিয়া রজনীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাপ্তি স্বীকার করিলে অপরার্দ্ধ নোট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে রজনীর পুস্তকের মূল্য ১০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই রজনী সেই বৎসরেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছিল। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহারাণীর উলিপুরস্থ উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়াছিল। তথায় কয়েক বৎসর প্রতিপত্তি সহকারে চাকরী করার পরে রাজসাহী কলেজে একটী শিক্ষকতা পাইয়া, সেখান হইতে আইন পরীক্ষা দেয় এবং বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রঙ্গপুর জেলার "নেল্‌ফামারী" মহকুমায় ওকালতী আরম্ভ করে, এখনও বোধ হয় ঐ স্থানে ওকালতী করিতেছে।

রঙ্গপুরের জজ বিভারিজ্ সাহেব

মহোদয় কেলি সাহেবের পরে বিভারিজ্ সাহেব মহোদয় রঙ্গপুরের জজ হইয়া আসিয়াছিলেন। ইনিও একজন সদাশয় পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর সহধর্ম্মিনী বিবি বিভারিজ্ও ইহাঁর ন্যায় সদাশয়া ছিলেন। ইহাঁর কুমারীকালের নাম ছিল মিস্ একরইড্। ইনি কুমারীকালে মিস্ কার্পেন্টারের ন্যায় এ দেশের লোকের উপকার করিবার জন্য মিশনারী কার্য্যে আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা দুই স্ত্রী পুরুষে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বড় ভাল বাসিতেন। বাগানের লিচি পাকিলে ইহাঁরা ছেলেদের জন্য লিচি ও রসগোল্লা পাঠাইয়া দিতেন। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগকে তাঁহাদের সহিত "চা" পান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং সাহেবও বাঙ্গালীদিগের সহিত সমানভাবে ব্যবহার করিতেন। ইহাঁর কার্য্যকালেই সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ এসেসরের পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত কার্য্যের জন্য সাধারণ লোক নিযুক্ত হইত। ইহাঁর সময়ে একটী খুনি মোকর্দ্দমায় আমিও এসেসর নিযুক্ত হইয়া ইহাঁর এজলাসে বসিয়াছিলাম। ইনি পূর্ব্বে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। সুতরাং বরিশালের লোকের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা বলিতেন।

সুপ্রসিদ্ধা পণ্ডিতা রমা বাইএর সহিত কাছারের উকিল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসের বিবাহ সংঘটন।

মহারাষ্ট্রিনী বিদূষী ও বাগ্মিনী প্রসিদ্ধা রমা বাইএর সহিত কাছারের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস, বি, এল্ এর শুভবিবাহ ইহাঁদের যত্ন ও চেষ্টায় সংঘটিত হইয়াছিল। বিপিনবাবু ইতিপূর্ব্বে গৌহাটী নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। গৌহাটীতে অবস্থানকালে ইহাঁদের মনে প্রণয় বীজ উপ্ত হইয়াছিল। বিভারিজ্ সাহেব পরে হাইকোর্টের একজন মাননীয় জজ হইয়াছিলেন।

রঙ্গপুর জেলা স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। আব্দার রহিম্।

২। যোগেন্দ্রনাথ দাশ (পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, জে, এন্, দাশগুপ্ত)।

৩। জগদীশচন্দ্র সেন (বর্ত্তমানে একজন উচ্চশ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্)।

৪। কিশোরীমোহন চৌধুরী (রাজসাহীর উকীল বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য)।

৫। শশিলোচন মজুমদার, বি, এল্, (গাইবাঁধার উকীল)।

৬। রজনীকান্ত সরকার, বি, এল্, (নেল্‌ফামারির উকীল)।

ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদপ্রার্থী হইয়া আবেদন পত্র প্রেরণ।

রঙ্গপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে কার্য্য করিবার সময়ে আমি আসাম প্রদেশের ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদপ্রার্থী হইয়া আসাম প্রদেশের তদানীন্তন স্কুল ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত ডাক্তার সি, এ, মার্টিন মহোদয়ের নিকট একখানি আবেদন পত্র পাঠাই। হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুকে আমার আবেদন পত্রখানি তাঁহার মন্তব্য সহ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট সাহেব মহোদয়ের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করি। ভাইস্ প্রেসিডেণ্টএর অনুমতি ব্যতীত কোন স্থানে আবেদন পত্র পাঠান যাইত না। তৎকালে শ্রীযুক্ত লিভ্‌সে সাহেব বাহাদুর রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। চন্দ্রবাবু প্রথমতঃ আমার আবেদন পত্র পাঠাইতেই চান না। অনেক বলার পরে উহা ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুরের নিকট পাঠাইলেন কিন্তু

তাঁহার কোন মন্তব্য উহাতে লিপিবদ্ধ করিলেন না। আমি এডুকেশন ক্লার্ক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র দত্তকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যেন তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুরের অনুমতি যাহাতে পাই তাহার জন্য চেষ্টা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুরের হস্তে আমার আবেদন পত্রখানি উঠিলে, তিনি কাশীবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই মাষ্টারটী কেন রঙ্গপুর ছাড়িয়া সুদূর ডিব্রুগড়ে যাইতে চান। কাশীবাবু বলেন এখানে ইনি ২৫৲ টাকা বেতন পান, ডিব্রুগড়ের কাজটী পাইলে ৫০৲ টাকা করিয়া বেতন পাইবেন। এই কথা শুনিয়াই সাহেব বাহাদুর আমার আবেদন পত্রের উপরে লিখিলেন Permitted to apply. He is doing very good work here অর্থাৎ আবেদন করিতে দেওয়া গেল, এ ব্যক্তি এখানে খুব ভাল কার্য্য করিতেছে। ইহাতে হেড্‌মাষ্টার চন্দ্রবাবু আমার উপরে আরও অসন্তুষ্ট হইলেন। ডিব্রুগড়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদপ্রার্থী হইয়া আবেদন করার অল্প দিন পরেই আমি মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদপ্রার্থী হইয়া আরও একখানি আবেদনপত্র পাঠাইয়া দিলাম।

১৮৭৮ সনের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে আমি ডিব্রুগড়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। প্রথমতঃ ঐ পদটী দিনাজপুরের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সেনকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সুদূর ডিব্রুগড়ে গেলেন না। তৎপরে বিল্বগ্রামের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টারকে উহা দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও গেলেন না। তৎপরে আসাম প্রদেশের নওগাঁ জেলার তপোধর দত্তকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। ইনি এফ্, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছিলেন। ইনি ডিব্রুগড়ে যাইয়া কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু গণিতে তাঁহার ভাল জ্ঞান ছিল না; এজন্য প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে বড়ই অপদস্থ হইতেন। স্কুল ইনস্‌পেক্টর ডাক্তার মার্টিন্ মহোদয় যখন ডিব্রুগড় জেলা স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন প্রথম শ্রেণীর

ছাত্রেরা তাঁহাকে বীজগণিতের কয়েকটী অঙ্ক ও জ্যামিতির কয়েকটী অতিরিক্ত সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া দিতে অনুরোধ করে। সাহেব বাহাদুর বলেন "আমি কেন করিয়া দিব" তোমাদের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় ঐ সকল করিয়া তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। তদুত্তরে ছাত্রেরা বলে যে আপনি এমনই অযোগ্য শিক্ষক এখানে পাঠাইয়াছেন যে তিনি আমাদিগকে এ সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত তপোধর নিজের মান রক্ষার্থ চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন, তাঁহারা হয় বি, এ, না হয় বি, এ, ফেল্ ছিলেন।

১৮৭৪ সালের পূর্ব্বে আসাম প্রদেশ, বঙ্গদেশের একটী অঙ্গ ছিল। কিন্তু ঐ সনে উহা বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং এখন আর বঙ্গদেশের শিক্ষকদিগকে জোর করিয়া আসামে পাঠাইবার যো ছিল না। কাজেই আর কোন ভাল শিক্ষক ডিব্রুগড়ে যাইতেন না। এক সময়ে ডিব্রুগড়ের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বাকৃচি, বি, এ, বি, এল্ এই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিয়োগ

মালদহ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ডিব্রুগড়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ প্রার্থী হইবার অল্প দিন পরেই আমি মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদ প্রার্থী হইয়া একখানি আবেদন পত্র পাঠাইয়া ছিলাম। ঐ পদের বেতন ছিল ২৫৲ টাকা মাত্র। আমিও রঙ্গপুরে ২৫৲ টাকা বেতন পাইতাম। সুতরাং সহজেই ঐ পদে নিযুক্ত হইতে পারিলাম। তখন মালদহ জেলা ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত ছিল। এবং তখন ভাগলপুর বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

ডিব্রুগড়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের ও মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদের নিয়োগ পত্র এই পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে প্রদত্ত হইবে।

রঙ্গপুর হইতে পূজার বন্ধে বাড়ী আসিবার সময়ে তিনবার তিনপ্রকার বিপদে পড়া।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে রঙ্গপুর জেলা স্কুল—পরে হাই স্কুল—পূজার সময়ে দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ রহিত। পূজার সময়ে আমরা রঙ্গপুর-মাহিগঞ্জ হইতে নৌকা যোগে গোয়ালন্দে আসিতাম। গোয়ালন্দ হইতে রেলওয়ে যোগে রাণাঘাটে আসিতাম। তখন রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর ছোট রেলওয়ে ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের পোড়াদহ হইতে পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত শাখা খোলা হয় নাই। মাহিগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত জলপথে আসিবার সময়ে আমরা তিনবার তিনটী

বিপদে পড়িয়াছিলাম। একবার জলদস্যুর হস্তে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। আর একবার গোয়ালন্দের অপর পারের ভারেঙ্গা গ্রাম ছাড়িয়া গোয়ালন্দে আসিবার পথে "পদ্মানদীর" উপর প্রবল ঝড়ের কোপে পড়িয়াছিলাম। এবারে আমাদের নৌকাখানি ছাড়িয়া দিয়া ছান্দির নৌকা করিয়া পদ্মায় গাড়ি দিতে হইয়াছিল। এবার আরোহী সহ অনেক নৌকা পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। তৃতীয় বারে পদ্মার পাকে পড়িয়াছিলাম। মাঝিরা আমাদিগকে নিজ নিজ দেবতার নাম করিতে বলিয়া নৌকা হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজেদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া জোরে দাঁড় টানিতে বলায় তাহারা উহা করিয়াছিল, তাহাতে আমাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। তখন পাকটীও ক্ষীণ শক্তি হইয়া আসিতেছিল।

রঙ্গপুরে যাইবার রেলপথ উদ্‌ঘাটন

যেবারে মালদহ জেলা স্কুলে বদলী হই, সেইবার পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত রেললাইন প্রথমে খোলে। তখন কিছুদিনের জন্য পার্ব্বতীপুর হইতে মালঞ্চ নামক ষ্টেশন পর্য্যন্ত রেলগাড়ী আসিত, তথা হইতে ষ্টিমার যোগে "পদ্মা" পার হইয়া কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত আসিতে হইত। যে দিন প্রথম এই রেল লাইন খোলে সেদিন আমরা বিনা ভাড়ায় আসিতে পাইয়াছিলাম। তখনও আত্রেয়ী প্রভৃতি বহু নদীর উপরিস্থিত পুল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হয় নাই। ঐ সমস্ত নদী নৌকা যোগে পার হইতে হইয়াছিল। মালঞ্চ আসিয়া আমরা ষ্টিমার পাই নাই। সারাঘাট হইতে ষ্টিমার আসিবার কথা ছিল, আমরা ছান্দির নৌকা করিয়া পদ্মা পার হইয়া কুষ্টিয়ায় আসিয়াছিলাম। কুষ্টিয়া হইতে রেল যোগে রাণাঘাটে আসিয়াছিলাম। মালদহ জেলা স্কুলের কার্য্যে আমি দুর্গা-পূজার পরে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম। সুতরাং পূজার বন্ধের পরে

আমাকে রঙ্গপুর হাই স্কুলে যাইয়া নিজ কার্য্যে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। যে পথ দিয়া পূজার পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়াছিলাম সেই পথ দিয়াই আবার আমাদিগকে রঙ্গপুর ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

রঙ্গপুর হাই স্কুল হইতে অবসৃত হইবার তারিখ

১৮৭৭ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে আমি রঙ্গপুর হাই স্কুলের কার্য্য হইতে অবসর পাইয়াছিলাম। অবসর পাইবার সময়ে আমি হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবুকে আমার সার্ভিস্ বুকে মন্তব্যের বা চরিত্রের ঘরে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে "আমি লিখিতে পারি—Excellent for the present অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে খুবই ভাল। এই কথা লিখিলে বুঝাইতে পারিত পূর্ব্বে আমার চরিত্র ভাল ছিল না। এই কথা শুনিয়া আমি বলিয়াছিলাম ধন্যবাদ মহাশয়, আপনার কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই, কাজেই তিনি কিছু লেখেন নাই। হাই স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ ঘোষাল, এম্, এ মহাশয় পরে একখানি আমার নিকট মালদহে সার্টিফিকেট্ লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। উহা পরিশিষ্ট ভাগে প্রদত্ত হইবে।

পূর্ত্ত বিভাগের একাউণ্ট্যাণ্ট বা হিসাব রক্ষকের কার্য্যের জন্য পরীক্ষা দেওয়া।

রঙ্গপুর হাই স্কুলে কার্য্য করিবার সময়ে, আমি পি, ডবলিউ, ডি, অর্থাৎ পূর্ত্ত বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর একাউণ্ট্যাণ্ট বা হিসাব রক্ষকের পরীক্ষা দিয়াছিলাম। এই পরীক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ লিখিত প্রশ্নের দ্বারা গ্রহণ করিতেন। তখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অঙ্গীভূত ছিল এবং সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক টনি সাহেব মহোদয় তখন প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ ছিলেন। পাটীগণিত, মানসাঙ্ক, শ্রুতলিপি ও হস্তাক্ষরে পরীক্ষা গৃহীত হইত।

জেলার একৃজিকিউটিভ্ বা ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিকট লিখিত প্রশ্ন প্রেরিত হইত। শ্রুতলিপি মাত্র একৃজিকিউটিভ্ বা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কোন একখানি পুস্তক হইতে মনোনীত করিয়া লইতেন। তখন রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন রবিন্‌সন্ সাহেব। রঙ্গপুরে আমরা দুইজন পরীক্ষার্থী ছিলাম। আমি ও রঙ্গপুর হাই স্কুলের কেরাণী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মজুমদার—কলিকাতার ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহোদর ভ্রাতা। পরীক্ষায় পাটীগণিত ও মৌখিক অঙ্কের প্রশ্নগুলি বড়ই জটিল ছিল। একটী দশমিকের ভাগহার ছিল যাহার ভাগফলে ১৩টী অঙ্কের পরে পৌনঃপুনিক দশমিক অঙ্ক বাহির হইয়াছিল। মৌখিক অঙ্কের প্রশ্নগুলিও খুব কঠিন ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার রবিন্‌সন্ সাহেব নূতন লোক ছিলেন। তিনি আর কখনও এই পরীক্ষায় শ্রুতলিপির অংশ নির্ব্বাচন করেন নাই। তিনি এত অধিক লিখিতে দিয়াছিলেন যে ফুলস্ক্যাপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠা উহা লিখিতে নিঃশেষিত হইয়াছিল। বলিবার সময়েও তিনি স্থানে স্থানে ভুল করিয়াছিলেন। কাজেই স্থানে স্থানে আমাদের লেখাও কাটিতে হইয়াছিল। যেটুকু শ্রুতলিপি লেখা হইত সেইটুকু হইতে হস্তাক্ষরের পরীক্ষা হইত। আমি অন্যান্য বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়া মাত্র হস্তাক্ষরে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। জানকীবাবু একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে রবিন্‌সন্ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে বর্ম্মায় আমি ৮০৲ টাকা বেতনে একৃজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ারের আফিসে হিসাব রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাইতে ইচ্ছা করি কি না। তখন নিম্ন বর্ম্মা মাত্র ইংরাজ শাসনের অধীন ছিল। আমি যাইতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। গেলে ভালই হইত।

মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ

১৮৭৭ সনের ১২ই নভেম্বর তারিখে আমি মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করি। তখন ব্রহ্মশাসন নিবাসী শ্রীযুক্ত

শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় মালদহ জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হেড্ মাষ্টারী করেন নাই। ইনি পূর্ব্বে বালেশ্বর জেলার স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন। যখন লাট-সাহেব স্যার্ জর্জ্জ কাম্বেল মহোদয়ের সময়ে ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া উড়িয়া ও আসামীয়া ভাষা বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গ নহে, স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া বড়ই ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, তখন শিবদাস বাবু ও বালেশ্বর জেলা স্কুলের পণ্ডিত নবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য একযোগে সম্বাদ পত্রে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে উড়িয়া ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা নহে। উড়িয়া ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা নহে বলিয়া ধারাবাহিকরূপে সম্বাদ পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় শিবদাসবাবু লাট সাহেবের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি বালেশ্বর জেলা হইতে বাঁকুড়া জেলায় বদলী হন। বাঁকুড়ায় আসার পরে যখন ৫৲ টাকা বেতনে গ্রাম্য গুরুমহাশয়েরা লাট সাহেবের নব প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হইতে লাগিলেন, তখন আবার শিবদাস বাবু গ্রাম্য গুরুমহাশয়েরা তাঁহাদের ছাত্রদিগের নৈতিক চরিত্র গঠনে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট করেন। যৎকালে লাট সাহেব ক্যাম্বেল বাহাদুর বাঁকুড়া জেলা পরিদর্শনে যান, তখন তিনি শিবদাস বাবুকে তাঁহার নিকটে ডাকাইয়া আনিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, যে আমি যখন শিক্ষা সম্বন্ধে যে কার্য্য করিতে যাই—তখনই তুমি তাহার প্রতিবাদ ও তীব্র সমালোচনা করিয়া থাক। এজন্য তোমাকে অপেক্ষাকৃত ডেপুটি ইনস্পেক্টরের গুরুতর কার্য্যভার হইতে সরাইয়া লইয়া হেড্ মাষ্টারের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছি। ভবিষ্যতে আমার কার্য্যের সমালোচনা করিলে তোমাকে এককালেই পদচ্যুত করিব। ইহার কিছুদিন পরেই শিবদাস বাবু মালদহ জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পদ গেজেটেড্ পদ ছিল। হেড্ মাষ্টারের পদ তখন গেজেটেড্ পদ ছিল না। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন মালদহ জেলা

স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। তাঁহাকে বগুড়া জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টারের কার্য্যে বদলী করা হইল। বগুড়া জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার সিনিয়র স্কলার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত মৈত্র ছিলেন। উপর্য্যুপরি তিন চার বৎসরকাল ব্যাপিয়া মালদহ ও বগুড়া জেলা স্কুলের কোন ছাত্রই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। চন্দ্রকান্ত মৈত্র মহাশয়কে "পাবনা" জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদে বদলী করা হইল; এবং পাবনা জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন রায় মহাশয় দেশীয় সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইলেন।

শিবদাস বাবু এই প্রথম হেড্ মাষ্টার হইয়া মালদহ জেলা স্কুল হইতে বাছিয়া বাছিয়া তিনটী ছাত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন। আমি মালদহ যাইয়া ইংরাজ বাজারে তাঁহার বাসায় গিয়া উঠিলাম। তিনি তখন কালেক্টরির হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত এক বাসায় থাকিতেন।

আমি তাঁহার বাসায় উঠিবামাত্র তিনি পাটীগণিতের একটী ষ্টক্ বা কোম্পানী কাগজের জটিল অঙ্ক আমাকে কষিতে দিলেন। বলিলেন আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও এই অঙ্কটী করিতে পারি নাই। আমি অঙ্কটি কষিয়া দিলাম। ইহাতে তিনি আমার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন বেশ হইয়াছে, আমার সেকেণ্ড মাষ্টার, গোলোকবাবু পীড়ানিবন্ধন তিন মাসের বিদায়ে গেছেন। তুমি চতুর্থ শিক্ষক হইয়া আসিলেও এখন দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য তোমাকে করিতে হইবে; কিন্তু ঐ বাবতে তুমি অতিরিক্ত বেতন পাইবে না। আমি আহ্লাদ সহকারে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। এই সেকেণ্ড মাষ্টার গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ডিব্রুগড় স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন এবং কিছুকালের জন্য উপর আসামের একটিং ডেপুটি ইনস্পেক্টরও ছিলেন। ডেপুটি ইনস্পেক্টরের কার্য্য করার সময়ে ইনি "চা" বাগানের কোন মেমসাহেবকে ছাতা বন্ধ করিয়া সেলাম না করাতে সাহেবেরা ইঁহার

উপর চটিয়া যান। এবং একযোগে তখনকার আসাম, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুরের নিকট ইহাঁকে বদলী করিবার জন্য চিঠি লেখেন। ইহার ফলে গোলোকবাবু ৪০৲ টাকা বেতনে গৌহাটী জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদে অবনত হন। পরে ৫০৲ টাকা বেতনে মালদহ জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার হইয়া আসেন। উত্তরকালে ইনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলেন।

মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদপ্রার্থী হইয়া ফাষ্ট আর্টস্ পরীক্ষোত্তীর্ণ এক ব্যক্তি আবেদন করিয়াছিলেন, ইনি সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়ের সহোদর ভ্রাতা। হেড্ ক্লার্ক মহেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা এফ্ এ, পরীক্ষায় ফেল হইয়া এখন তাঁহার মালদহের বাসায় অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। ইনিও উক্ত পদপ্রার্থী ছিলেন। সেকেণ্ড মাষ্টারের সহিত হেড্ মাষ্টারের বড়ই ঝগড়া বিবাদ চলিতেছিল। এই জন্য হেড্ মাষ্টার মহাশয় ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর মিটিংএ বলেন যে একাকী সেকেণ্ড মাষ্টারই আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন আবার যদি তাঁহার ভ্রাতা চতুর্থ শিক্ষক হইয়া আসেন তাহা হইলে আমি আর এখানে তিষ্টিতে পারিব না। হেড্ মাষ্টার মহাশয় এই কথা বলায় সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়ের ভ্রাতা এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও উক্ত পদে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। মহেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা কখনও শিক্ষকতা করেন নাই; কাজেই তিনি উক্ত পদ পান নাই। হেড্ ক্লার্ক বাবু এই নিমিত্ত শিবদাস বাবুর উপর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমি প্রাতঃকালে তাঁহার বাসায় যাইয়া উঠি। আমি জাতিতে মোদক—হেড্ ক্লার্ক বাবু পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। আমি বাসায় উঠায় ইনি শিবদাস বাবুকে বলেন যে "আমি ময়রার সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করিব না।" এই কথা শুনিয়াই শিবদাস বাবু সেই দিন হইতে আর ঐ বাসায় ভোজন করেন নাই। তিনি আমাকে বলিয়া গেলেন যে তিনি অন্যত্র ভোজন করিবেন। আমাকে

ঐ বাসায় খাইতে বলিয়া গেলেন। শিবদাস বাবু, মুনসেফ্ শ্রীযুক্ত উমাচরণ দত্ত মহাশয়ের বাসায় যাইয়া সে বেলা ভোজন করিলেন এবং সেই দিনই বাজারের মধ্যে একটী দ্বিতল বাড়ী মাসিক ৭৲ টাকায় ভাড়া করিয়া সেই দিনই অপরাহ্নে আমাকে লইয়া সেই বাসায় গেলেন। রাত্রি কালে আমিও মুনসেফ্ বাবুর বাসায় ভোজন করিলাম। হেড্ ক্লার্ক মহেন্দ্রবাবু আমার সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিলেন না; তিনি আমার সহিত একস্থানে বসিয়া আহার করিলেন। আমার সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করিবেন না বলিয়াছিলেন একথা আমাকে কোনরূপে জানিতে দিলেন না। আমরা আমাদের নূতন বাসায় এক-জন পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া দিলাম ও আমরা পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলাম। যৎকালে আমি মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদ-প্রার্থী হই সেই সময়ে আমাদের গ্রামের পূজনীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ-সম শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয় আমার সম্বন্ধে শিবদাসবাবুকে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন—"এক রামেশ্বর সেন তোমাকে যে পরিমাণে জ্বালাতন করিয়াছেন অপর রামেশ্বর সেন তোমাকে সেই পরিমাণে সন্তোষ প্রদান করিবে" এই এক রামেশ্বর সেন ছিলেন বাঁকুড়া ট্রেনিং স্কুলের হেড্ মাষ্টার। অনেক দিন পরে ইনি বাঁকুড়ার ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। শিবদাসবাবু যখন বাঁকুড়ার ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন সেই সময়ে এই রামেশ্বর সেন স্মল-কজ কোর্টের হেড্ ক্লার্ক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া শিবদাস বাবুকে নানা প্রকারে জ্বালাতন করিয়াছিলেন; এমন কি যাহাতে ইনি পদচ্যুত হন এরূপ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এই উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন হাইকোর্টের তদানীন্তন নামজাদা উকীল শ্রীযুক্ত জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র।

শিবদাসবাবু প্রকৃতই শিবতুল্য উদার প্রকৃতি লোক ছিলেন। ইহাঁকে আপনি বলিলে ভাল বাসিতেন না, বলিতেন "আপনি বলিলে

সাত হাত তফাতে থাকিতে হয়, তুমি বলিলে নিকটে আসে আর তুই বলিলে কোলাকুলি ও গলাগলি হয়"। যে কয়েক মাস মালদহে ছিলাম, আমরা এক বাসাতেই ছিলাম। শিবদাসবাবু আমাকে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের মতন দেখিতেন এবং বিশেষ স্নেহ করিতেন ও ভাল বাসিতেন। এই সময়ে ইনি ১০০৲ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। দুইটী ভাই তারাদাস ও যুগদাসকে কলিকাতায় রাখিয়া কলেজে পড়াইতে হইত। তারাদাস মেডিক্যাল্ কলেজের পঞ্চম বার্ষিকী শ্রেণীতে ও যুগদাস General Assembly's Institutionএর দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়িত। দুই ভাইকে প্রতিমাসে ৪০৲ টাকা দিতে হইত। ব্রহ্মশাসনের বাড়ীতে ভগিনীর, স্ত্রীর ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের খরচের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে দিতে হইত। এই ৬৫৲ টাকা দিয়া বাকী ৩৫৲ টাকায় মালদহের বাসা খরচ ও অন্যান্য খরচ চালাইতে হইত। এবারে তারাদাস মেডিক্যাল্ কলেজের শেষ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়াতে শিবদাসবাবু আমাকে বলেন যে আর পারি না। তারাদাসের পড়া বন্ধ করিয়া দিই। যুগদাস তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী আছে, উহাকেই পড়ান যাক্। তাহাতে আমি বলি "না এ বৎসরটাও তারাদাসকে পড়াইতে হইবে। তারাদাস কোন্ পরীক্ষায় প্রথম চেষ্টাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে? প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় বারে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। মেডিক্যাল্ কলেজের তৃতীয় বার্ষিকী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে উহার তিন বৎসর লাগিয়াছে। আপনি কিরূপে আশা করিতে পারেন যে সে একবারের চেষ্টায় মেডিক্যাল্ কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে?" আমার পরামর্শানুসারেই কার্য্য হইল। তারাদাসকে আর এক বৎসর পড়াইতে হইল। পর বৎসরে তারাদাস এল্, এম্, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তারাদাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্দ্ধমানের মহারাজা কর্ত্তৃক ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাল্নায় ডাক্তারী করিয়াছিল।

যুগদাস বি, এল্, পাশ করিয়া মজঃফরপুরে ওকালতি করিত। কিছুদিনের জন্য Acting Munsifও হইয়াছিল। এই সময়ে শিবদাসবাবু মজঃফরপুর জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন এবং ২০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। শিবদাসবাবু আমার পরামর্শ লইয়া প্রায়ই কার্য্য করিতেন। শিবদাসবাবুদিগের বাড়ী হইতেই শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির প্রকাশ ও পূজার প্রচার হইয়াছিল। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রচূড় ন্যায়পঞ্চানন ও পদ্মলোচন সার্ব্বভৌম নদীয়া জেলার পণ্ডিতদিগের মধ্যে দুইটী উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

আমার মালদহের নিয়োগ পত্রে লেখা ছিল Subject to the confirmation of the Inspector of Schools, অর্থাৎ স্কুল ইনস্‌পেক্টরের সম্মতি প্রাপ্ত হইলে কার্য্যে পাকা ও স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবে। এফ্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেকেণ্ড মাষ্টারের ভ্রাতা ঐ পদ না পাওয়ায় ইনস্‌পেক্টর বাহাদুরের নিকট আপীল করিয়াছিলেন। এদিকে আমি আমার রঙ্গপুর হাই-স্কুলের স্থায়ীপদ পরিত্যাগ করিয়া মালদহে গিয়াছি। সুতরাং ঐ পদে পাকা হইতে না পারিলে আমারও চাকরী যায়। এই সময়ে বিহার বিভাগের স্কুল ইনস্‌পেক্টর ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ভূদেববাবু এই আপীল পাইয়া মালদহের ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে—সমস্ত আবেদন পত্রগুলিই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তাঁহার আদেশ অনুসারে আবেদন পত্রগুলি তাঁহার অফিসে প্রেরিত হইল। সেকেণ্ড মাষ্টারের ভ্রাতাকে যে কারণে ঐ পদ দেওয়া হয় নাই তাহাও লিখিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুরই লিখিলেন। ভূদেববাবু এই সমস্ত আবেদন পত্র দেখিয়া শুনিয়া নিম্নলিখিতভাবে ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর সম্পাদককে চিঠি লিখিলেন, উহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

No. $\frac{T}{290}$

From—The Inspector of schools, Bihar Circle.
To—The Secretary, to the D. C. P. I., Maldah.

CAMP ARRAH,
Dated the 8th December 1877.

Sirs,

In returning the applications submitted to you for the Fourth Mastership of the Maldah Zila School endorsed in your letter No. 236 of the 28th ultimo.

I have to remark * * * * * only one applicant had passed the First Arts Examination of the Calcutta University, and although the appointment was not given to him it has been given to apparently the best of the candidates who had failed to pass that Examination.

* * * * *

In conclusion I would remark that not seeing anything particulary objectionable to the appointment of Babu Rameswar Sen, I concur in the choice made of him by the Committee, as the 4th Master of Zila School of Maldah.

I have etc.,
(Sd.) BHUDEB MUKHERJEE,
Inspector of Schools, Bihar Circle.

No. .

Extracts furnished to Babu Rameswar Sen, 4th Master, Maldah Zila School, with reference to his application dated 24th February 1878.

MALDAH, (Sd.) S. B. BHATTACHARJEE,
Dated the 24th Feb. 1878. *Secretary, D.C.P.I., Maldah.*

উপরের চিঠিখানি সম্পূর্ণ চিঠি নহে। যে টুকু আমার সম্বন্ধে আবশ্যক সেইটুকুই পূর্ণ চিঠিটুকু হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। এই চিঠিতে আরও অনেক কথা লেখা ছিল তন্মধ্যে এইটী উল্লেখযোগ্য। ইনস্‌পেক্টর মহোদয় উহাতে লিখিয়াছিলেন যে কমিটী নিজে নিযুক্ত না করিয়া যদি তাঁহাকে এই পদে লোক নিযুক্ত করিবার ভার দিতেন, তাহা হইলে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ লোক এই পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতে পারিতেন ফলতঃ পরে তাহাই করিয়াছিলেন। আমি কয়েকদিন সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য করার পরে শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় নামক বি, এ, ফেল্ এক ব্যক্তি ২৫৲ টাকা বেতনে সেকেণ্ড মাষ্টারের অনুপস্থিতি কালে তৎপদে কার্য্য করিবার জন্য মালদহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিবাবু আসিয়াই আমাদের বাসায় ছিলেন। ইনি বড়ই ভদ্রলোক ছিলেন। ইনি স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাতজামাই ও চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায় মহাশয়ের জামাতা। মাধববাবু ভূদেববাবুর একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইহাঁকেই চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা ছিল; এবং আমি মালদহ ছাড়িয়া ডিব্রুগড় যাত্রা করিলে ইনিই আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ভূদেববাবু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয় লোককে চাকরী দিতে চাহিতেন না এবং নিয়ম বান্ধিয়াছিলেন যে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্গকে ১১৲ টাকা হইতে ১৯৲ টাকা বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। এফ্, এ পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে ২০৲ টাকা হইতে ২৯৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের চাকরী দিবেন। বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে ৩০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। তদূর্দ্ধ বেতনের পদে এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথচ অভিজ্ঞ, বহুদর্শী শিক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিবেন। কার্য্যেও ঐরূপ করিতেন। প্রায় পরিচিত ব্রাহ্মণ জাতীয় ব্যক্তি ভিন্ন অপরকে চাকরী দিতে চাহিতেন না।

সেকেণ্ড মাষ্টারের অনুপস্থিতি সময়ে আমি যে অল্পকালের জন্য তাঁহার কার্য্য করিয়াছিলাম, সেই সময়ে আমি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতাম এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতাম।

প্রথম শ্রেণীতে কিশোরী নামে একটী ছাত্র ছিল। তাহার ইংরাজী সাহিত্য ও গণিতে জ্ঞান দেখিয়া আমি শিবদাসবাবুকে বলিয়াছিলাম যে আপনি ইহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পাঠান নাই কেন? ইহাকে পাঠাইলে এ অন্ততঃ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারিত। তদুত্তরে শিবদাসবাবু বলিয়াছিলেন যে তিনটী ছাত্র পাঠাইয়াছি, ইহাদের মধ্যে ১৷৷০ দেড়টী পাস হইলেও আমি সুখী হইব। আমি ঐ তিনটী ছাত্রকে বাসায় আনিয়া তাহাদের পরীক্ষার প্রশ্নগুলি হাতে লইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—কোন্ প্রশ্নের তাহারা কি উত্তর দিয়াছে। তাহাদের উত্তর শুনিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে তিনটী ছাত্রই ভালরূপে উত্তীর্ণ হইবে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। তিনটীর মধ্যে দুইটী প্রথম বিভাগে ও অপরটী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ একটী ছাত্র গুণানুসারে প্রথম বিভাগের বিংশ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং শিবদাসবাবু একজন সুযোগ্য হেড্ মাষ্টার বলিয়া বিবেচিত হইলেন। বগুড়া স্কুল হইতে ছয়টী ও পাবনা স্কুল হইতে ১৪টী ছাত্র এইবারে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং উমেশবাবু ও চন্দ্রকান্তবাবুও যশোলাভ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইঁহারা উভয়ে অযোগ্য ও অকৃতকার্য্য শিক্ষক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।

মালদহ জেলা স্কুলে আমি ১৮৭৭ সালের ১২ই নভেম্বর হইতে ১৮৭৮ সনের ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলাম। আমি ঐ স্কুলে বদলি হইয়া যাইবার পূর্ব্বে ঐ স্কুলে ৫টী মাত্র মাষ্টার ও একজন পণ্ডিত ছিলেন। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় আর একটী শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং ২৫৲ টাকা

বেতনের একটী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ পদেই আমি নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

পূর্ব্বেকার চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস সেন বিশেষ উপযুক্ত না থাকায়, তাঁহাকে পঞ্চম শিক্ষকের পদে অবনত করিয়া, আমাকে চতুর্থ শিক্ষকের পদ দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত গণিত শিক্ষা দিবার জন্যই আমাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শিক্ষকদিগের বেতনও খুব অল্প ছিল। তদানীন্তন শিক্ষকদিগের নাম, পদ এবং কাহার কত টাকা বেতন ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

	নাম	পদ	বেতন
১।	শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা ফ্রি চর্চ্চ ইনস্‌টিটিউসনে বা ডফ্‌ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র)	হেড্‌মাষ্টার	১০০৲
২।	শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ঢাকা কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন)	সেকেণ্ড মাষ্টার	৫০৲
৩।	গিরিশচন্দ্র বক্‌সী (প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন)	থার্ড মাষ্টার	৩০৲
৪।	বিপ্রদাস সেন (প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন)। আমি চতুর্থ শিক্ষক হইয়া যাওয়ার পরে ইনি ফিফ্‌থ মাষ্টার হইয়াছিলেন।	ফোর্থ মাষ্টার	২৫৲
৫।	লক্ষ্মণচন্দ্র দাস (প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ; পরে সিক্‌স্‌থ্‌ মাষ্টার)	ফিফ্‌থ মাষ্টার	২০৲
৬	(পণ্ডিত মহাশয়ের নামটী মনে নাই)	পণ্ডিত.	২৫৲

স্কুলের শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহই গ্রাজুয়েট ছিলেন না। আমি ঐ স্কুলে নিযুক্ত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে ঐ স্থানে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরের

প্রকোপ হওয়ায় ছাত্রসংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছিল। একশত পঁচিশের অধিক ছাত্র ছিল না। ইহাদিগের মধ্যে ৭০।৭৫ জনের অধিক ছাত্র বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইত না। বিদ্যালয় গৃহটীও ক্ষুদ্রাকারের ছিল। এই সময়ে উহার আয়তন ও বৃদ্ধি হইতেছিল।

রঙ্গপুরে আমার আয় ৬০৲ টাকারও অধিক ছিল। বেতন ছিল ২৫৲ টাকা, বুক-এজেন্সিতে পাইতাম প্রায় ১৫৲ টাকা ও প্রাইভেট্ টুইসন্ বা গৃহ শিক্ষকের কার্য্য করিয়া পাইতাম ২০৲ টাকা। যখন পুলিশের এসিষ্ট্যাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেনডেণ্টকে পড়াইতাম তখন আমার আয় ছিল ৮০৲ টাকা। মালদহ যাইয়া মোটে ২৫৲টী টাকা বেতন পাইতে লাগিলাম। সুতরাং আমার বড়ই অর্থাভাব হইয়া পড়িল। মালদহে বা ইংরাজ-বাজারে কলুজাতীয় এক ঘর বড় জমিদার ছিলেন ও এখনও আছেন ইহাঁদের উপাধি চৌধুরী। এই বংশের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল পালচৌধুরী আমাকে তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। বেতনও মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। শিবদাসবাবু আমাকে বলেন যে ৩০৲ ত্রিশ টাকার কম বেতন দিলে তুমি ঐ গৃহ-শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিও না। আমিও তাঁহার কথামত ৩০৲ টাকা বেতনে ঐ কার্য্যটী গ্রহণ করিলাম না। ৩০৲ টাকার কম বেতনে ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় কৃষ্ণলালবাবু বলিয়াছিলেন যে স্কুলে ত মোটে ২৫৲ টাকা বেতন পান, আমাদের নিকট ৩০৲ টাকা চান কেন? উহাতে শিবদাসবাবু বলেন ২৫৲ টাকায় যে গভর্ণমেণ্টের চাকর। ঐ বেতনে ব্যক্তি বিশেষের চাকর হইয়া নিজের মূল্য কমাইয়া ফেলিবে কেন? সুতরাং কৃষ্ণলালবাবু নিরস্ত হইলেন। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ আমার বড়ই অসুবিধা ও কষ্ট হইতে লাগিল। মালদহের কাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিলাম।

পুনরায় অল্পদিনের জন্য গড়ের স্কুলে কার্য্য করা

এদিকে গড়ের মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের অবস্থা যোগ্য শিক্ষক অভাবে দিন দিন হীন হইতে লাগিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপীচরণ নন্দী মহাশয় আমাকে এ বিষয় অবগত করায় আমি পুনরায় গড়ের স্কুলে আসিতে প্রস্তুত হইলাম। তিন সপ্তাহের বিদায় লইয়া মালদহ হইতে বাড়ী আসিয়া গড়ের স্কুলের হেড্ মাষ্টারের কার্য্য আবার গ্রহণ করিলাম। এই সময়ে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দের গুড়ের কারখানা বাড়ীতে স্কুলের কার্য্য চলিতেছিল। এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নদীয়া জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ছিলেন। ইনি ঠিক এই সময়ে গড়ের স্কুল পরিদর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া গভর্ণমেণ্টের জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করায় ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধই ছিল না। সুতরাং তাঁহাদিগকে ততটা খাতির বা মান্য করিতাম না। এই অভ্যাসটা তখন পর্য্যন্ত আমার যায় নাই। কাজেই প্যারীবাবু আমার নিকট হইতে তাঁহার আশানুরূপ সম্মান বা তোষামোদ না পাইয়া মনে মনে আমার উপর একটু চটিয়াছিলেন। তিনি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট বলিয়া গিয়াছিলেন যে আপনারা হেড্ মাষ্টার পাইয়াছেন ভালই বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ইনি এখানে থাকিবেন না। আমিও ইহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে এইরূপে ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের মন যোগাইয়া গড়ের স্কুলে আমার আর কার্য্য করা পোষাইবে না। কাজেই মালদহে ফিরিয়া গেলাম। এই বিদায় কালের জন্য অমি মালদহের জেলা স্কুল হইতে অর্দ্ধেক বেতন পাইয়াছিলাম। ১৮৭৭ সনের ২৮শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৮ সনের ১৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আমি অর্দ্ধ বেতনে বিদায়ে ছিলাম।

ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিয়োগ

মালদহে ফিরিয়া যাইবার অল্প দিন পরেই আমি ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পত্র পাই। এই নিয়োগ-পত্রখানির তারিখ ৩১শে জানুয়ারী ১৮৭৮ সাল। নিয়োগ-পত্রখানি শিলং হইতে প্রথমে রঙ্গপুর গিয়াছিল তথা হইতে মালদহে যায়; সুতরাং ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ই, ১২ই এর পূর্ব্বে উহা মালদহে পৌছায় নাই। নিয়োগ-পত্রখানি দেখিয়াই শিবদাসবাবু আমাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন।

শিক্ষক, সব্ ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের গ্রেড্ নির্দ্দেশ হইবার প্রস্তাব।

এই সময়ে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষক এবং সব্ ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর-দিগের গ্রেড্ নির্দ্দিষ্ট হইবার প্রস্তাব চলিতেছিল। প্রথমতঃ সর্ব্ব নিম্ন গ্রেড্ ৩০৲ টাকা হইতে আরম্ভ হইবার কথা ছিল কিন্তু পরে স্থির হয় যে ৫০৲ টাকা হইতে গ্রেড্ আরম্ভ হইবে। শিবদাসবাবু আমাকে বলেন, যে বাঙ্গালা দেশে তোমার বেতন ৫০৲ টাকা হইতে অনেক দিন লাগিবে। ৫০৲ টাকা হইবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। তুমি ডিব্রুগড়ে ৫০৲ টাকা বেতনে গেলেই এখনই গ্রেড্ভুক্ত হইতে পারিবা।

১৮৭৪ সালে আসামপ্রদেশ বঙ্গপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উহার শিক্ষা-বিভাগও বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।

১৮৭৪ সনে যে আসাম-প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় বাঙ্গলা দেশের শিক্ষা-বিভাগ হইতে আসামের শিক্ষা-বিভাগও চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আসাম প্রদেশে গ্রেডের

সৃষ্টি হইবে কিনা ইহা আমরা উভয়েই জানিতাম না। সুতরাং গ্রেড-ভুক্ত হইবার লোভে আমি ডিব্রুগড়ের কার্য্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া আসাম বিভাগের স্কুল-ইনস্‌পেক্টর ডাক্তার মার্টিন্ মহোদয়কে পত্র লিখিলাম এবং মালদহ স্কুলের কার্য্যভার হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অবসৃত হইয়া ডিব্রুগড়ে যাইবার উদ্দেশ্যে বাড়ী আসিলাম।

মালদহ জেলা স্কুলের কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্তি

মালদহ জেলা স্কুলে অতি অল্পকালের জন্য কার্য্য করায় তথাকার ছাত্রদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ছাত্রেরই নাম মনে নাই। এই পর্য্যন্ত মনে আছে যে পঞ্চম শিক্ষক বিপ্রদাস বাবুর একটী পুত্র তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেছিল এবং এই ছেলেটী বেশ বুদ্ধিমান ছিল।

আর একটী অল্প বয়স্ক ছাত্রের নাম এখানে উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। এই বালকটী ছিল জাতিতে "ইহুদি" ইহার নাম ছিল ডেভিড্। ইহার বয়স তখন ৫ বৎসরেরও কম ছিল। ইহার পিতা মালদহের ইংরাজ-বাজারে ব্যবসায় করিতেন। ইহার শরীরে এত বল এবং মনে এত সাহস ছিল যে ১২।১৩ বৎসরের বালকদিগকে কাঁচপোকায় যে ভাবে তেলাপোকাকে ধরিয়া অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায় এও সেই ভাবে টানিয়া লইয়া যাইত। এ বড়ই দুরন্ত ছিল। ইহাকে মারিলে এ বলিত "মাষ্টার সাহেব হাম্‌কো মারনেসে হামারা কুছ্ নেহি হোগা। পাপ্পা হাম্‌কো পিটাইকে পিটাইকে হামারা হাড্ডি সব শকৎ কর দিয়া।"

মালদহে থাকা কালে তথাকার মুনসেফ্ শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত উমাচরণ দত্ত মহাশয়ের সহিত বিশেষ সদ্ভাব হইয়াছিল। ইনি আমাকে বিলক্ষণ স্নেহ ও দয়া করিতেন এবং ভাল বাসিতেন। জাতিতে ইনি সুবর্ণবণিক ছিলেন। আমি কোন কালেই জাতি-ভেদের পক্ষপাতী নহি।

দ্বারবঙ্গের তৎকালের মহারাজ কুমার রমেশ্বর সিংহের গভর্ণমেণ্টের অধীনে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ।

এই সময়ে "দ্বারবঙ্গের" (দারভাঙ্গা) বর্ত্তমান মহারাজা গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী লইয়া জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা গেজেটে তাঁহার এই পদে নিয়োগের আদেশ প্রকাশিত হইলে উমাচরণ বাবু গেজেটে তাঁহার নামের পার্শ্বে লাল পেন্সিল দিয়া একটী চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আমি তাঁহার বাসায় যাইবামাত্র আমাকে গেজেটের চিহ্ন করা ঐ স্থানটী দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে I have marked it for your name sake অর্থাৎ তোমার নাম ও এই নাম একই বলিয়া আমি উহা চিহ্নিত করিয়াছি। (এস্থলে বলা আবশ্যক যে মহারাজার নাম প্রকৃতপক্ষে রামেশ্বর সিংহ নহে, উহাঁর প্রকৃত নাম রমেশ্বর সিংহ এবং উহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বা লছমীশ্বর সিংহ তৎকালের মহারাজা। একথাটী মহারাজের নিজ মুখেই শুনিয়াছি।

এই সময়ে মালদহে আর একটী সদাশয় লোক ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কবি নবীনচন্দ্র সেন নহেন। ইনি বড়ই মিষ্টভাষী ও হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন। ইনিও আমাকে বড়ই অনুগ্রহ করিতেন।

প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরের ধ্বংশাবশেষ দর্শনে যাওয়া

মালদহ—অর্থাৎ ইংরাজ-বাজার হইতে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগর তিন ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত ছিল। উহার এত নিকটে থাকিয়া উহার ধ্বংশাবশেষ না দেখিয়া চলিয়া আসা বড়ই অন্যায় কার্য্য

হইবে মনে করিয়া উহা দর্শন করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। হাতী চড়িয়া না গেলে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার বিখ্যাত বিখ্যাত প্রাসাদ ও মস্‌জিদ্‌গুলির ধ্বংশাবশেষ দেখা অসম্ভব, এজন্য একটী হাতীর আবশ্যক হইল। চৌধুরী-জমিদারদিগের ২২।২৩টী হস্তী ছিল। উহার মধ্য হইতে একটী হাতী আনিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। জমিদার কৃষ্ণলালবাবুর নিকট চিঠি লিখিয়া একটী হাতী চাওয়া হইল। তিনি উত্তরে জানাইলেন যে ভাল ভাল শান্ত হাতীগুলি শিকারে চলিয়া গিয়াছে—কেবল একটী দুরন্ত দাঁতাল হাতী পিল্‌খানায় আছে। ঐটী দিতে পারি। দুষ্ট হইলেও একজন খুব ভাল শক্ত মাহুত দিব, সে উহাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে। গৌড়নগর দেখিবার জন্য তখন আমার ইচ্ছা এতই বলবতী হইয়াছিল যে ঐ দুষ্ট হাতী চড়িয়াই যাইতে সম্মত হইলাম। প্রাতঃকালে বেলা আন্দাজ ৮টার সময়ে মাহুত ঐ হাতী লইয়া আমাদের বাসার দুয়ারে আসিল। আমরা তিনজনে গৌড়-দর্শন নিমিত্ত উহার পৃষ্ঠে উঠিলাম। তিনজন অর্থাৎ আমি, একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক মতিবাবু ও এডুকেশন্ ক্লার্ক ত্রৈলোক্যবাবু। হাতী সহরের মধ্য দিয়া বেশ শান্তভাবেই চলিয়া গেল। সহরের বাহিরে গিয়া একটা বড় রাস্তার এক পার্শ্বে তাহার পশ্চাতের পা দুইখানি ও অপর পার্শ্বে সম্মুখের পা দুইখানি রাখিয়া হাতী গা ঝাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠ হইতে আমাদিগকে ফেলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। আমরা প্রাণের ভয়ে মাহুতকে বলিলাম যে "বাপু হে, আমাদের আর গৌড় দেখিতে যাইবার ইচ্ছা নাই তুমি আমাদিগকে উহার পিট হইতে নামাইয়া দিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা কর।" মাহুত বলিল "বাবু তা কি হতে পারে? আপনাদিগকে উহার পিঠে চড়াইয়া গৌড়ের জঙ্গল দেখাইয়া আনিতেই হইবে। খুব শক্ত মাহুত বলিয়াই ছোটবাবু আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণলালবাবু ছিলেন সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ডোমনবাবু মধ্যম ও পরেশবাবু ছিলেন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ।

প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র মাননীয় ডিউক্ অব্ এডিনবরার ভারতবর্ষে শুভাগমন। ব্যাঘ্র শিকারে মালদহের জমিদার ডোমনবাবু কর্ত্তৃক প্রাণরক্ষা।

ডোমনবাবু খুব ভাল শিকারী ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অব্ এডিনবরা যখন ভারত-দর্শনে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ডোমনবাবু বাঙ্গালা দেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শিকারী পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইনি যখন মালদহ ও দিনাজপুরের প্রাণনগরের জঙ্গলে বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন তখন চৌধুরীবাবুদিগের ভাল ভাল হাতীগুলি লইয়া গিয়াছিলেন; এবং ডোমনবাবুকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। একদিন শিকারের সময়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া লাফ দিয়া ডিউক্ মহোদয়ের হাতীর উপরে উঠিয়া বসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী সাহেবদিগকে বিপন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহারা সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে মাহুত চীৎকার করিতে লাগিল এবং তাহার সুমিষ্ট অশ্লীল ভাষায় সাহেবদিগকে গালি দিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল "শালারা তোরাও মরলি আমিও হাতীসহ মরলুম, শীঘ্র গুলি কর নহিলে কাহারও নিস্তার নাই।" কিন্তু সাহেবদের তখন কাহারও সংজ্ঞা ছিল না। ডোমনবাবু তখন তাঁহাদের পশ্চাতে আর একটা হাতীর উপরে ছিলেন। তিনি তখন বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহার সম্মুখে সাহেবদের কাহারও অনিষ্ট হইলে তাঁহার বিশেষ অখ্যাতি ও নিন্দা হইবে এবং যদি তিনি বাঘকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন ও সেই গুলি ফস্কাইয়া সাহেবদের কাহারও গায়ে লাগে তাহা হইলেও তাঁহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ভাগ্যে যাহা থাকে ঘটিবে বলিয়া তিনি বাঘকে

লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। তাঁহার অব্যর্থ সন্ধান। একই গুলিতে বাঘ আঁহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল; তখন ডিউক্ বাহাদুরের জ্ঞান হইল; এবং তাঁহাকে গুলি করিতে অবসর না দিয়া ডোমনবাবু গুলি করিয়া তাঁহার অবমাননা কেন করিলেন বলিয়া তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিলেন। পরে যখন বুঝিলেন যে ডোমনবাবু বাঘকে গুলি না করিলে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইত না, তখন ডোমনবাবুর সাহসের ও অব্যর্থ-সন্ধানের ভূয়ো ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন—এবং তাঁহাকে একখানি প্রশংসা পত্র দিয়া গেলেন। এই ঘটনার স্মৃতিরক্ষার জন্য জমিদার বাবুদের বাড়ীতে মহা ধুমধামে সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিলাম।

মাহুত কিছুতেই আমাদিগকে হাতী হইতে নামাইয়া দিল না। হাতীর মাথায় ডাঙ্গশ মারিয়াও কিছু করিতে পারিল না। শেষে তাহার মাথার উপরে "দা" দিয়া আঘাত করিতে লাগিল এবং তাহার মাথায় রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিল। আর ডোমনবাবুকে গালি পাড়িতে লাগিল। ডোমনবাবুর অপরাধ হাতীটা তাঁহার বড়ই আদরের শিকারী হাতী। হাতী অবশেষে শান্তমূর্ত্তি ধরিল এবং আমরাও গৌড়ের জঙ্গলে যাইয়া প্রবেশ করিলাম।

গৌড় নগরের ধ্বংশাবশেষ ও হস্তীপৃষ্ঠে থাকার সময়ে বিপদাশঙ্কা।

বারদুয়ারী ও প্রাকারবেষ্টিত প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ ও পিটুলি মস্‌জিদ্ প্রভৃতি কতকগুলি স্থান দর্শন করিলাম। হাতী দুষ্ট বলিয়া এবং সময়াভাব বলিয়া সোনা মস্‌জিদ্‌টী (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মস্‌জিদ্) দেখা ঘটিল না। মস্‌জিদ্‌গুলির গঠন দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইয়াছিল যে ঐগুলি আগে হিন্দুমন্দির ছিল। মুসলমান বাদশাহ ও নবাবেরা উহাদের অংশবিশেষ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বা দেওয়ালের গায়ে ছালটুভিত গাঁথিয়া দিয়া

এবং মাথার চূড়া ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্ত্তে গুম্বজ গাঁথিয়া ঐগুলিকে সহজেই মস্‌জিদে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে ছালটভিত খসিয়া পড়ায় বিলক্ষণ কারুকার্য্য সহকারে খোদিত বা নির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়াছিলাম। আমি কয়েকখানি পীত, লোহিত ও নীলবর্ণে রঞ্জিত ইট উঠাইয়া আনিয়াছিলাম। ইট-গুলি কত শত বৎসর পূর্ব্বে রঞ্জিত হইয়াছিল; কিন্তু ঐগুলির মলা মাটি ধুইয়া ফেলিবামাত্র, বোধ হইতে লাগিল যেন দুই তিন দিন পূর্ব্বে ঐগুলি রঞ্জিত হইয়াছে। আমরা যখন মালদহাভিমুখে ফিরিয়াছি এমন সময় একটা মহা হল্লা উঠিল। বাঘ বাহির হওয়ায় নিকটবর্ত্তী কতক-গুলি লোক চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের হাতীটা এই চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া এবং সম্ভবতঃ বাঘের গন্ধ পাইয়া উহার শুঁড়টি উর্দ্ধে উঠাইয়া একটা গভীর গর্ত্তের নিকট পিছন ফিরাইয়া গা ঝাড়া দিয়া আমাদিগকে তাহার পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেক লোক সেখানে জড় হইল। তাহারা বলিতে লাগিল বাবু তিনটা এবারে মরিল। মাহুত আমাদিগকে চার্য্যামা বা গদির দড়া খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিতে বলিল। আমাদের হাত বা করতল লাল হইয়া গেল। এবারেও মাহুত হাতীকে সজোরে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়া উহাকে শান্ত করিল। হাতী ইহার পরে আর পাগলামি ও দুষ্টামি করে নাই।

রামকেলি

গৌড়ের জঙ্গলের বাহিরেই রামকেলি বলিয়া একটী স্থান আছে। এই স্থানে মহাপ্রভুর অর্থাৎ নিত্যানন্দ ও চৈতন্য প্রভুর মূর্ত্তি একটী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা ঐ দেবমূর্ত্তি-দর্শনাভিলাষে হাতী হইতে নামিয়া মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া তথাকার সেবাইতদিগকে মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া দিতে বলায় উহারা বলিল এখন বার পড়িয়া

গিয়াছে, এখন আর দর্শন পাইবা না। আমি এই কথা শুনিয়া যেন রুষ্ট হইয়া বলিলাম, সে কি ? আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ নিতাই ও নিমাই এখানে আসিয়া দেবতা হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের দেশের লোক হইয়া তাঁহাদের মূর্ত্তির দর্শন পাইব না। এই ... শুনিয়া সেবাইত বৈষ্ণবেরা বলিল "আপনাদের বাড়ী কোথায় আমি বলিলাম শ্রীধাম নবদ্বীপ শান্তিপুরে।" তখন তাহারা মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া আমাদিগকে ঠাকুর দেখাইল। আমরা তাহাদিগকে কয়েকটা পয়সা দিলাম। লোকে বলে যখন চৈতন্য মহাপ্রভু গৌড় হইয়া কাশীধামে গিয়াছিলেন তখন এই স্থানে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন ইহাঁরা দুই ভাই নবাবের অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে ইহাঁরা রূপ ও সনাতন গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; এবং মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের পূর্ব্ব নাম ছিল দবিরখাস্ ও শাকর মল্লিক। এই ঘটনার স্মৃতি-রক্ষার্থই এই স্থানে ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর কোন একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে এখানে একটী মেলা হয় ইহার নাম রামকেলীর মেলা। অনেক নেড়ানেড়ি এই স্থানে তখন সমবেত হয়। শুনিতে পাই পাঁচসিকা দিলেই এইস্থানে তখন বৈষ্ণবী কিনিতে পাওয়া যায়।

মালদহ জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহাশয় আমার সার্ভিস্ বুকে তাঁহার মন্তব্যস্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে।

ডিব্রুগড় যাইবার পূর্ব্বে বাড়ী আসার পরে বিপদ।

১৮৭৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমি মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের কার্য্যভার হইতে অবসৃত হইয়া ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ডিব্রুগড় যাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে বাড়ী আসিলাম। রাত্রিকালে বাড়ী আসিয়া দেখি যে আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠা বালবিধবা

ভগিনীটী বিসূচিকা রোগে আক্রান্তা হইয়া উপরের ঘরে পড়িয়া আছে। তৎকালের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যে তাহার মৃত্যু নিকট। আমি ও আমার দাদা বাড়ী না থাকায় তাহার চিকিৎসার কোন ভাল ব্যবস্থা হয় নাই।" তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া নীচের ঘরে নামাইয়া আনিলাম। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত নামে আমাদের পাড়ায় একজন হাতুড়ে ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। তৎপর দিবসে আমি শান্তিপুরের তৎকালের প্রসিদ্ধ সুদক্ষ ও সুচিকিৎসক ডাক্তার যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এম্ বি মহাশয়কে তাহার চিকিৎসার জন্য লইয়া আসিলাম। যাদববাবু আসিয়াই তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন তাহার পেটে একটা ব্লিষ্টার দিতে হইবে। তখনই ব্লিষ্টার দেওয়া হইল; কিন্তু তাহার শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত না থাকায় ব্লিষ্টার দেওয়াতেও ভালরূপে ফোস্কা উঠিল না। যাদববাবু দেখিয়া বলিলেন যে তাহার বিসূচিকা (কলেরা) কি টাইফয়েড্ জ্বর হইয়াছে এখনও ভাল বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক তাঁহার সুচিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করিল। তাহার শুশ্রূষা করিবার জন্য আমার তৃতীয় সহোদরা সর্ব্বদাই তাহার নিকটে থাকিত।

তৃতীয় সহোদরার বিসূচিকা রোগে অকাল মৃত্যু ও তাহার শিশুসন্তানগণের তৎকালের অবস্থা।

সে ভাল হইয়া উঠার পরে আমার তৃতীয়া সহোদরা আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়া তাহার স্বামীর ঘরে গেল। এই সময়ে গড়ের মধ্যম শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্য ষড়ভূজের বাজারে বারওয়ারী ঘরের পশ্চাৎভাগে জগন্নাথ স্বর্ণকারের দুই তিনটী কুঠরীর মধ্যে হইতেছিল। এই সময়ে এই স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ইনি ইহার বহুপূর্ব্বে শান্তিপুর ইংরাজী স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন। সুতরাং এক সময়ে আমারও শিক্ষক ছিলেন।

আমি ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্কুলে গিয়াছিলাম। ইহাঁর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম এমন সময়ে আমার দ্বিতীয়া ভাগিনেয়ীটী স্কুলে যাইয়া আমাকে সংবাদ দিল যে তাহার মাতার (আমার তৃতীয়া সহোদরার) কয়েকবার দাস্ত ও বমি হইয়াছে। আমি সংবাদ পাইবামাত্রই উহাদের বাড়ী গেলাম। উহাঁদের বাড়ী স্কুল ঘরের অতি নিকটে দক্ষিণদিকে। স্কুল ঘর ও উহাঁদের বাড়ীর মধ্যে একটী সদর রাস্তা মাত্র ব্যবধান। উহাঁদের বাড়ী যাইয়া দেখিলাম যে সে ভিজা কাপড়ে ঘরের সম্মুখে রোয়াকের উপরে পড়িয়া আছে। দাস্ত ও বমি হওয়ার পরে সে শরিবৎ খাঁর (আজকাল যাকে নন্দী পুকুর বলে) পুকুরে যাইয়া বেশ করিয়া সকল গায়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে রোয়াকের উপরে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার স্বামী বা বাড়ীর অপর কেহ তাহাকে দেখেও নাই—যত্ন করাত দূরের কথা। আমি গিয়া দেখিলাম যে তাহার চক্ষুর পার্শ্বে ও হস্তপদের অঙ্গুলিতে রক্তের চিহ্নমাত্রও নাই। সর্ব্ব শরীর বিশেষতঃ চক্ষু দুইটীর চারি পার্শ্ব নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার নিকট কর্পূরাসব বা Spirit Camphor ছিল। আমি তখনই তাহাকে উহার কয়েক ফোটা খাওয়াইয়া দিয়া ডাক্তার যাদববাবুকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলাম। তখন বেলা প্রায় ১টা। যাদববাবু সংবাদ পাইবামাত্রই আসিলেন। আসিয়াই রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন রোগ অতি কঠিন হইয়াছে জীবনের আশা খুবই কম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নিকটে কোন ডাক্তারের ঔষধালয় আছে কিনা। যদি থাকে তবে তাহার সমস্ত কলেরা রোগের ঔষধ সহ তাহাকে ডাকিয়া আন। নিকটে হাতুড়ে ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ দত্তের ঔষধালয় ছিল, তিনিও তথায় তখন উপস্থিত ছিলেন। ঔষধ সহ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহার সেই বহুকালের আনীত ঔষধ হইতে কয়েকটী বাছিয়া লইয়া ডাক্তার যাদববাবু রোগিনীকে সেবন করাইলেন

এবং ঔষধের একখানি ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে অতি শীঘ্র লোক পাঠাইয়া দিয়া আমার ঔষধালয় হইতে ঔষধ আনাইয়া পাচ মিনিট অন্তর রোগিনীকে খাওয়াইতে থাক। সে কালে ডাক্তারেরা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া রোগী দেখিতে আসিতেন না। পাল্‌কীতে আসিতেন। সুতরাং ঔষধ আনিবার জন্য যে লোক গেল, সে হাঁটিয়াই গেল। ঔষধ আনার পরে আমি রোগিনীর নিকট বসিয়া থাকিয়া পাচ মিনিট অন্তর ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলাম। ঔষধে কোন ফলই হইল না। সে দিনটা গেল, রাত্রিটাও গেল, পর দিন বেলা বারটার পর হইতেই রোগিনীর যন্ত্রণা খুবই বাড়িল এবং ক্রমে ক্রমে রোগিনী অবসন্না হইয়া পড়িতে লাগিল। আমার মাতা ঠাকুরাণী রোগিনীর নিকট সকল সময়েই উপস্থিত ছিলেন। আমার দাদার স্ত্রী ও আমার স্ত্রীও রোগিনীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আমার তখন সন্তান হয় নাই। আমার বয়স তখন ২৮ বৎসর ও আমার স্ত্রীর বয়স বিশ বৎসর। সকলেরই ধারণা ছিল যে আমাদের সন্তানাদি হইবে না। আমার স্ত্রীকে দেখিয়া রোগিনী বলিল যে ছোট বৌ তুই আমার ছোট মেয়েটীকে নিবি। তখন আমার এই ভগিনীর দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা। বড় ছেলেটীর বয়স তখন ১১।১২ বৎসর, বড় মেয়েটীর বয়স তখন ১০ বৎসর। মেজ মেয়েটীর বয়স ৬।৭ বৎসর। ছোট ছেলেটির বয়স অনুমান তিন বৎসর। ও সকলের ছোট মেয়েটীর বয়স ১৩ মাস মাত্র। বড় মেয়েটীর ইহার পূর্ব্ব বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল। ছেলের কথা না বলিয়া মেয়ে লইবার কথা বলায় আমার মাতাঠাকুরাণী আমার স্ত্রীকে মেয়েটী লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমার স্ত্রী মেয়েটী লইতে সম্মত হইতে পারিল না। মেয়েটীর অবস্থাও তখন ভাল নহে। বেলা আন্দাজ চারিটার সময়ে রোগিনীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি রোগিনীর ভয়ানক যন্ত্রণা দেখিয়া এবং মৃত্যু নিকট

বুঝিয়া আমার ভগিনীপতিকে বলিলাম যে আর আমি থাকিয়া ঔষধ খাওয়াইতে পারিব না তোমরা এখন ঔষধ খাওয়াও।

আমি এই বলিয়া চলিয়া আসার পরে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমার ভগিনীর মৃত্যু হইল। আমার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় কালীপদ তার জন্ম হইতেই আমাদের বাটীতে থাকিত এবং আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিত। সে তাহার মৃত্যুর পরে সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া বসিয়া বলিতে লাগিলাম তুই কাঁদিস্ কেন। তোর মা ত মরেন নাই। আমার ভগিনীর মৃত্যুর পরে তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যাটীর তাহাদের বাড়ীতে অযত্ন হইতে লাগিল। আমার ভগিনীপতি বলিতে লাগিল যে উহাকে নেক্ড়া জড়াইয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া আসি। আমার মাতাঠাকুরাণী তাঁহার নিজের কন্যার শোকে এত অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে মৃতা ভগিনীর সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যার প্রতি তখন তাঁহার এককালীন মায়া মমতা হয় নাই। তিনি উহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিতে এককালেই অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম যে একটী অসহায় জীবকে রক্ষা করা পরম ধর্ম্ম। উহাকে আমাদের বাড়ীতে না লইয়া আসিলে অযত্নে এটী মরিয়া যাইবে। সুতরাং উহাকে ও আমার মৃতা ভগিনীর অন্যান্য পুত্রকন্যাগণকে আমাদের বাড়ী আনা হইল। এবং তাহাদের লালন পালনের ভার আমার বিধবা ভগিনীর উপরে দেওয়া হইল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে দিন আমার ভগিনী রোগাক্রান্তা হয়, তাহার পূর্ব্বদিনে সাংসারিক কোন বিষয় লইয়া তাহার স্বামীর সহিত বিবাদ হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু যে খুব নিকট তাহাও সে জানিতে পারিয়াছিল। যেদিন রোগাক্রান্তা হয় সেইদিন প্রাতে তাহাদের বাড়ীতে একজন প্রবীণা গোয়ালার মেয়ে তাহাদের গাই দুহিতে আসিয়াছিল। ইহাকে আমার ভগিনী দীদী বলিয়া

ডাকিত, ইহাকে সে রোগাক্রান্তা হইবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিল গোয়ালা দীদী তুমি আমার ছোট মেয়েটীকে লইবা। আমি ছেলে মেয়েগুলা লইয়া আর কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি না।" বলা বাহুল্য যে আমার ভগিনীপতি ও তাঁহার দাদা অতি কৃপণ স্বভাবের লোক ছিলেন। আমার ভগিনীর অনেকগুলি সন্তান হওয়ায়, তাহাদের লালন পালন করিতে কষ্ট বোধ করিতেন। অথচ সে সময়ে একটী লোকের গ্রাসাচ্ছাদনে মাসিক ৩৲ ৪৲ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। আমার বড় ভাগিনেয় কালীপদ ত আমার বাড়ীতেই থাকিত। তাহার খাওয়া পরা আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাইত। গোয়ালার মেয়েটী ঐ কথা শুনিয়া বলে "ষাট্ ও কথা কি বল্‌তে আছে তোমার মেয়েকে কোন্ দুঃখে বিলাইয়া দিবা।"

আমার ভাগিনেয় দুইটী ও ভাগিনেয়ী তিনটী আমাদের বাড়ীতে এখন হইতে রহিল। আমার ভগিনীপতি কেবল তাঁহার ছোট ছেলে ও ছোট মেয়েটীর জন্য দুইসের, আড়াইসের আন্দাজ দুধ, তাঁহার বাড়ী হইতে প্রতিদিন দিতেন। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি কাপড়ও দিতেন। এই ভাবে প্রায় দুই তিন বৎসর কাটিয়া যায়। পরে আমার ভগিনীপতি পুনরায় বিবাহ করাতে আমার মাতাঠাকুরাণী রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "যাহার ছেলে মেয়ে সে উহাদের বাড়ী লইয়া যাক্ আমি আর উহাদিগকে আমাদের বাড়ীতে রাখিতে পারিব না"।

এই সময় হইতে মাসিক ৭৲ টাকা হিসাবে আমার ভগিনীপতি তাঁহার ছেলেমেয়েদের জন্য খরচ দিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে আমাকে কিছু না জানাইয়াই আমার মাতাঠাকুরাণী মাসিক ৭৲ টাকা হিসাবে খরচ লইতে আরম্ভ করেন। এই সাত টাকাও ইনি একদিনে দিতেন না। দুই এক টাকা করিয়া তিন চারিবারে দিতেন। পাঁচটী ছেলে মেয়ের জন্য মাসিক সাত টাকা খরচ। এই ভাবে আমার ভাগিনেয়

ও ভাগিনেয়ীরা আমাদের বাড়ীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল ও বহুকাল আমাদের বাড়ীতে ছিল। ছোট ভাগিনেয়ীটী আমার বিধবা ভগিনীকে বরাবর তাহার মা বলিয়া জানিত। এবং এখনও তাহাকে মা বলিয়া ডাকে ও মায়ের ন্যায় দেখে। তাহার সাংসারিক অবস্থা ভগবৎ কৃপায় এখন ভালই বলা যায়। তাহার বয়স এখন ৪৫ বৎসর ভাগিনেয় দুইটীকে আমি লেখাপড়া শিখাইয়াছিলাম এবং কিছুদিনের জন্য তাহাদিগকে আমার নিকটে ধুব্ড়ী ও নওগাঁয় রাখিয়াছিলাম। তাহাদের চাকরীও আমি চেষ্টা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম। বড়টী এখন ডাকবিভাগে ৬০।৬৫৲ টাকা বেতনে চাকরী করে। মধ্যে একবার সে চাকরী ছাড়িয়া না দিলে এতদিনে তাহার বেতন ১০০৲ টাকা হইত এবং পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ী আসিতে পারিত। প্রবীণ বয়সে অর্থাৎ তাহার দৌহিত্র ও দৌহিত্রী হওয়ার পরে তাহাকে পুনরায় ডাক বিভাগে প্রবেশ করাইয়া দিই। এবং তেজপুরের মহানুভব সিভিল্ সার্জ্জন্ ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা সাহেবের অনুগ্রহে এত বয়সেও তাহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। ছোট ভাগিনেয়টী এখন বন-বিভাগে ফরেষ্টারের কার্য্য করে। এখন সে কাছার জেলায় আছে এবং বেশ দু দশ টাকা উপার্জ্জন করে ও সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। বড় ভাগিনেয়ীটী প্রায় দুই বৎসর হইল ৫২ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছে।

আত্মকাহিনী বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিলাম। যদি কেহ ইহা পাঠ করেন তবে এই দোষের জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

আমি মালদহের কার্য্য ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়া এইরূপ বিপদে পড়িলাম। আমার ভগিনীর মৃত্যু হওয়ায়, আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে আর সুদূর দূরদেশ ডিব্রুগড়ে যাইতে দিবেন না বলিতে লাগিলেন। এদিকে চাকরী না করিলেও আমাদের সংসার চলা ভার কাজেই অনেক প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইয়া ডিব্রুগড় যাইবার

জন্য তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইলাম। গড়ের স্কুলের হেড্ মাষ্টার দীনবন্ধু বাবুও আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার মাতাঠাকুরাণীকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন। আমি ডিব্রুগড়ে না গেলে পাছে আমি আবার গড়ের স্কুলের হেড্ মাষ্টার হই এবং তাহা হইলে তাঁহার চাকরী যায় এই ভয়টাও তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। আমি ডিব্রুগড়ে যাত্রা করিবার সময়ে তিনি অনেক করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে যদি আমি তাঁহাকে তথাকার গভর্ণমেণ্ট স্কুলে একটা চাকরী যোগাড় করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন। পরে আমি তাঁহাকে ডিব্রুগড় স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে ৩০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করাইয়াছিলাম এবং তিনিও আহ্লাদ সহকারে তথায় গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এই সমস্ত আকস্মিক বিপদবশতঃ আমাকে প্রায় তিন সপ্তাহকাল বাড়ী বসিয়া থাকিতে হয়। তিন সপ্তাহ পরে আমি ডিব্রুগড় যাত্রা করি। রাণাঘাট ষ্টেসন হইতে রেলগাড়ীতে গোয়ালন্দে যাই। গোয়লন্দ হইতে মাদ্রাজ নামক ষ্টিমারে উঠিয়া ১৯ দিনে ডিব্রুগড়ে পৌছিয়াছিলাম। ১৮৭৮ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে প্রাতঃকালে ডিব্রুগড়ে পৌছি। সেইদিন প্রাতে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। ডিব্রুগড়ে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই বাড়ী হইতে তথাকার হেড্ মাষ্টার মহাশয়কে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিব্রুগড় ষ্টিমার ঘাটের রিসিভিং ফ্ল্যাটের এজেণ্টের অধীনে কেরাণী ছিলেন। আমি ঘাটে পৌছিলে ডিব্রুগড় সহরে যাহাতে মোট মাটারিসহ আসিতে পারি তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘাটে পৌছিবামাত্র ফ্ল্যাটের সারং আমাকে অতি যত্নে গ্রহণ করিলেন। একটু পূর্ব্বে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল এবং তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। সারং একটী খালাসীকে

আমার সঙ্গে দিয়া আমাকে ডিব্রুগড়ে পাঠাইয়া দিলেন। তখন কেবল একখানি অতিরিক্ত ধূতি, পেণ্ট্‌লন, চোগা এবং চাপ্‌কান লইয়া ঐ খালাসীকে সঙ্গে করিয়া সহরে আসিলাম। সহরে আসিতে "ডিব্রু" নদী আবার নৌকাযোগে পার হইতে হইল। ষ্টিমারে ১৮ দিন থাকার সময়ে ষ্টিমারের চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত বেশ জানাশুনা হইয়াছিল। ডিব্রুগড়ের ঘাটে (ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে) পৌছানকালে ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল। চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাকে বলিলেন যে Babu I have been to Dibrugarh these twelve years. I have never seen the sun shine here অর্থাৎ বাবু এই বার বৎসর হইতে চলিল আমি ডিব্রুগড়ে আসিতেছি, আমি এই দীর্ঘকালের মধ্যে এখানে সূর্য্যালোক দেখি নাই। ষ্টিমারে সময় কাটানর জন্য নানা প্রকার পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা পড়িতাম। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনও ছিল। একদিন উহার মধ্যে Matrimonial Penal Code অর্থাৎ দাম্পত্য দণ্ডবিধি নামক প্রবন্ধটী পড়িতেছিলাম। উহা ইংরাজীতে লিখিত দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উহা পড়িতে লাগিলেন এবং কৌতুক করিয়া বলিলেন যে বাবু সত্য সত্যই কি এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে? হইয়া থাকিলে মন্দ হয় নাই।

ডিব্রুগড় সহরে আসিয়া যখন পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় ১২টা। সহরে জুতা পায়ে দিয়া চলিবার রাস্তা নাই। সমস্ত রাস্তার উপরে প্রায় এক হাঁটু জল। জুতা হাতে করিয়া খালি পায়ে হেড্‌ মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় আসিয়া পৌছিলাম। তখন হেড্‌ মাষ্টার মহাশয় স্কুলে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাসায় বিশ্বেশ্বর নামে একটী প্রবীন হিন্দুস্থানী চাকর ছিল। এ জাতিতে কাহু। এ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু আপনার অবশ্য খাওয়া হয় নাই; আমি বলিলাম—না। সে আমাকে কয়েক পয়সার তেলে ভাজা শুকনা নিম্‌কী ও গজা আনিয়া দিল। আমি পেটের জ্বালায় উহাই চর্ব্বন করিয়া স্কুলে গেলাম।

ঘাটের ধারের রাস্তায় তত জল বাধে নাই, ঐ রাস্তা দিয়া স্কুলে গেলাম। এটা এপ্রিল মাস। তথাপি বৃষ্টি হওয়ায় বেশ শীত অনুভূত হইতেছিল।

হেড্ মাষ্টার বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একখানি লাল রঙ্গের শাল গায়ে দিয়া পা তুলিয়া চেয়ারে বসিয়াছিলেন। ইহাঁর বাড়ী হুগলী জেলার সুপ্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া নামক গ্রামে। তখন তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত উমাকান্ত চাঙ্গকাকতি। ইহাঁর বাড়ী শিবসাগরে। ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছিলেন। ইনি জাতিতে গণক বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। চতুর্থ শিক্ষকের পদ শূন্য ছিল। ষষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন মহেশ্বর বড়ুৱা (যিনি অসমীয়া কাগজের সম্পাদক বলিয়া সম্প্রতি একটা মানহানির মকর্দ্দমায় দণ্ডিত হইয়াছেন)। মহেশ্বর বড়ুৱার বাড়ী ডিব্রুগড়ে। ইহাঁর পিতা মোহন বড়ুৱা সেকালের মুনসেফ্ ছিলেন। জাতিতে গণক বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বেশ ইংরাজী জানিতেন। পণ্ডিত ছিলেন বঙ্গ চন্দ্র সরস্বতী, নর্ম্যাল স্কুলের ত্রৈ বার্ষিকী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জাতিতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। তৃতীয় শিক্ষকের মস্তকে শিখা দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত মনে করিয়াছিলাম। আর পণ্ডিত বঙ্গবাবুকে অন্যতম শিক্ষক মনে করিয়াছিলাম। হেড্ মাষ্টারের পরনে পেণ্টুলন ও চাপ্কান আদি না দেখিয়া আমি হেড্ মাষ্টার খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। বঙ্গবাবুকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম হেড্ মাষ্টার কোথায়? তিনি দেখাইয়া দিলেন। ক্ষেত্রবাবু উঠিয়া আসিয়া আমাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমিই কি সেকেণ্ড মাষ্টার হইয়া আসিয়াছ। তোমার নাম কি রামেশ্বর বাবু? আমি বলিলাম হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন খাওয়া দাওয়া হইয়াছে? আমি বলিলাম না। তখন তিনি বলিলেন Man, then you are starving অর্থাৎ তুমি অনশনে তবে মরিতেছ। আমি বলিলাম তাঁহার বাসার

চাকর আমাকে কয়েকখানি নিম্‌কি গজা আনিয়া দিয়াছিল, তাহাই খাইয়া আসিয়াছি।

ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ।

তিনি তখন হাসিয়া বলিলেন What more you can expect then অর্থাৎ এতদপেক্ষা আর কি পাইবার আশা করিতে পার? সেই দিনই অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। ছুটীর পরে হেড্‌ মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাসায় আসিলাম। তাঁহার সঙ্গে তখন পরিবার ছিল না। ইনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। নিজহস্তে পাক করিয়া খাইতেন। সময়ে সময়ে জয়নগর মজিলপুরের একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার বাসায় থাকিতেন এবং তাঁহাকে পাক করিয়া খাওয়াইতেন। কিন্তু তিনি কোনরূপে বেতন লইতেন না। তিনি সময়ে সময়ে "চা" বাগানে বাঙ্গালী বাবুদের বাসায় যাইতেন এবং বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া আসিতেন। ইনি প্রতি বৎসরই ডিব্রুগড়ে দুর্গোৎসব করিতেন। নিজেই প্রতিমা গড়িতেন ও পূজার সমস্ত কার্য্য করিতেন। ইহাতেও কিছু উপার্জ্জন করিতেন। যে দিন আমি ডিব্রুগড়ে পৌঁছি, সে দিন বোধ হয় এই বুড়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাসায় ছিলেন না। হেড্‌ মাষ্টার মহাশয়ের রাত্রিতে পাক করিতে বিলম্ব হইতে পারে এজন্য বাঙ্গালা স্কুলের হেড্‌ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন "ব্রজ, আজ রাত্রিতে সেকেণ্ড মাষ্টারকে তুমি ভাত দিও"। ব্রজবাবুর বাড়ী আমাদের এই অঞ্চলেই বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত আকাইপুর গ্রামে। তখন বনগাঁ নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। ব্রজবাবু হেড্‌ মাষ্টার মহাশয়ের বাসার একটি ঘরে রান্ধিতেন এবং বৈঠকখানার একটী প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন। বাঙ্গালা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ রুদ্র। ইহাঁর বাড়ী কৃষ্ণনগরের নিকট দোগাছিয়া গ্রামে। ইনিও হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের বাসার গায়ে একটী ক্ষুদ্র বাসায় তখন স-পরিবারে বাস করিতেছিলেন। ট্রেনিং স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন, ইহাঁর বাড়ী বগুড়া জেলায়। ইনিও স-পরিবারে হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের বাসার নিকটে অপর একটী বাসায় থাকিতেন। ডিব্রুগড় স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী-নারায়ণ মিশ্র মহাশয়ও স-পরিবারে নিকটস্থ আর একটী বাসায় ছিলেন। ইনি তখন পুলিস অফিসের হেড্ ক্লার্ক। ইহাঁর বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলার কোন পল্লীগ্রামে। আমি আশাতীত ভাবে আমাদের দেশের লোকের মধ্যে যাইয়া পড়িলাম এবং পরম সুখে ডিব্রুগড়ে কাল কাটাইতে লাগিলাম। এ সময়ে বাঙ্গালী ও আসামীয়াদিগের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বিদ্বেষের ভাব ছিল না। আমরা যে পাড়ায় ছিলাম, সে পাড়াতে কয়েকজন আসামীয়া ভদ্রলোকের বাস ছিল। ইহাঁদের মধ্যে উমাকান্ত শর্ম্মা, মহীধর শর্ম্মা ও মহেশ্বর শর্ম্মা এবং জয় সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। উমাকান্ত শর্ম্মা ছিলেন উকীল। মহীধর শর্ম্মা ডেপুটি কমিসনারের অফিসের মহরের ও মহেশ্বর শর্ম্মা ছিলেন নাজির। জয় সিংহের চা বাগান ও নানা প্রকার ব্যবসায় ছিল। এক সময়ে ইহাঁর অবস্থা এত ভাল ছিল যে ইনি ষ্টিমার কিনিতে চাহিয়াছিলেন। আমি যে সময়ে ডিব্রুগড়ে যাই সে সময়ে ইহাঁর অবস্থা তত ভাল ছিল না। ইনি খাটি আসামীয়া ছিলেন না। ইহাঁর পিতা ছিলেন হিন্দুস্থানী ও মাতা আসামীয়া রমণী। রঙ্গপুরের ডাক্তার দয়াল সিংহ বাবুর ইনি আত্মীয় ছিলেন। দয়াল সিংহ বাবুর জন্ম স্থান ডিব্রুগড়ে। ইংরাজ, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী ও মারোয়াড়ী পিতার ঔরসে ও আসামী মাতার গর্ব্ভে জাত নরনারী তখন আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইত; এবং ইহাঁদের মধ্যে তখন অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তিও ছিলেন। এখন ইহাঁদের

বংশধরগণই খাঁটি আসামীয়া বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালী-দিগের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আজকালের অনেক আসামীয়া ভদ্রলোকের ও তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের জন্মবৃত্তান্ত আমি অবগত আছি। ডিব্রুগড়ের একজন বিশিষ্ট প্রাচীন ভদ্রলোককে আমি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে মহাশয়, আপনার নামের পশ্চাতে দত্ত উপাধি দেখিতেছি কিন্তু আসামে ত দত্ত উপাধি থাকবার কথা নয়। আপনি কোথা হইতে দত্ত উপাধি পাইলেন। তদুত্তরে তিনি স্পষ্টরূপেই বলিয়াছিলেন যে "আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ বাঙ্গালী, তাঁহার নাম ছিল মাণিক চন্দ্র দত্ত। বাবু যদি আমি বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি, তবে কি আহম্ বা মটক্ হইব। আসামের আদি বাসীত আহম্ ও মট্‌ক্ ভিন্ন অন্য জাতি ছিল না। এই বৃদ্ধ ভদ্র লোকটীর নাম ছিল শ্রীযুক্ত কেশবরাম দত্ত। পূর্ব্বে ইনি পুলিসের দারোগা ছিলেন। এ সময়ে ডিব্রুগড়ের সদর মৌজাদার ছিলেন। ইহাঁর পুত্রদিগের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টের অধীনে দায়ীত্বপূর্ণ ভাল ভাল পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ দত্ত কেহ বা বড়ুয়া উপাধি নামের পশ্চাতে লাগাইতেন। উপাধি বা পদবী লাগান সম্বন্ধে একটী হাস্যোদ্দীপক গল্প এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ডিব্রুগড়ের ডেপুটী কমিসনারের অফিসে শ্রীযুক্ত বংশীধর দত্ত নামে একজন উচ্চ পদস্থ কেরাণী ছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতা ছিলেন উপর আসামের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত রত্নধরবাবু। রত্নধরবাবু নামের পশ্চাতে লাগাইতেন বড়ুয়া। এই সময়ে লখীমপুর বা লক্ষ্মীপুর জেলার ডেপুটী কমিসনার ছিলেন কর্ণেল ক্লার্ক। জেলার নাম লখীমপুর বা লক্ষ্মীপুর, এবং উহার প্রধান সহরের নাম ডিব্রুগড়। কর্ণেল ক্লার্ক বড়ই কৌতুকপ্রিয় বা রগুড়ে লোক ছিলেন। একদিন ঘটনাক্রমে কার্য্য উপলক্ষে দুই ভ্রাতাই জ্যেষ্ঠ বংশীধরবাবু ও তাঁহার কনিষ্ঠ

রত্নধরবাবু সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত। সাহেব বংশীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বংশী তোমারা পুরা নাম কেয়া" বংশীবাবু বলিলেন বংশীধর দত্ত। পরে রত্নধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমারা পূরা নাম"? রত্নধরবাবু বলিতে বাধ্য হইলেন যে রত্নধর বড়ুৱা। যেহেতু তিনি যে সমস্ত কাগজ সাহেবের স্বাক্ষর করাইতে লইয়া গিয়াছিলেন সেই সকলে তাঁহার নাম লেখা ছিল রত্নধর বড়ুৱা। সাহেব তখন রত্নধরবাবুকে বলিলেন যে বংশী তোমারা কোন লাগদা হায়। রত্নধরবাবু বলিলেন যে বংশীবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তখন সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে বড়া মজা কা বাৎ, এক ভাই দত্ত দোসরা ভাই বড়ুৱা। এই দিন হইতে রত্নধরবাবু নাম লিখিতে লাগিলেন রত্নধর দত্ত বড়ুৱা।

এই সময়ে ডিব্রুগড়ে অনেকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। আমাদের পাড়ায় নিজ ঢাকা সহরবাসী শ্রীঅনন্তহরি বসাক, কৃষ্ণচন্দ্র বসাক ও কৃষ্ণহরি বসাক ছিলেন। ইহাঁদের বিলাতী মদের দোকান ছিল। যদিও এই জঘন্য ব্যবসায়ে ইহাঁরা নিযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু অনন্তহরি বসাক ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। দেখিতেও খুব সুশ্রী ছিলেন। ডিব্রুগড়ে বাঙ্গালী দিগের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন শ্রীযুক্ত কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁর বাড়ী ছিল ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সোদ্‌পুর গ্রামে। পূর্ব্বে ইহাঁর অবস্থা খুবই ভাল ছিল। ইহাঁর বাসা ছিল ক্যান্টনমেণ্টের সীমার মধ্যে। ইহাঁর একখানি ঔষধের ও নানাবিধ সাহেবদিগের ব্যবহার্য্য ও খাদ্যদ্রব্যের দোকান ছিল। ডিব্রুগড়ে চাকরী, ব্যবসায়ের বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যে কোন বাঙ্গালী গেলেই, কালীনাথবাবুর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন; এবং এমন কি এক বৎসর পর্য্যন্ত তথায় স্থান পাইতেন। তিনি এককালে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু উদার প্রকৃতি ও দাতা ছিলেন বলিয়া একটী পয়সাও রাখিতে

পারেন নাই। ডিব্রুগড় রেজিমেণ্টের সার্জ্জন ও সিভিল সার্জ্জন মহানুভব জন বেরি হোয়াইট্ (Jhon Berry White) সাহেব ইহাঁকে বড়ই ভাল বাসিতেন। এই হোয়াইট সাহেবের নামেই ডিব্রুগড়ের মেডিক্যাল্ স্কুল পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মেডিক্যাল্ স্কুলের নাম হইয়াছে জে, বেরি হোয়াইট্ মেডিক্যাল্ স্কুল (J. Berry White Medical School) হোয়াইট্ সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠাকল্পে চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন।

আমি যখন ডিব্রুগড়ে যাই তখন কালীনাথবাবুর অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া আসিতেছিল। অবস্থা হীন হইবারই কথা। একেত দাতা তাহার উপরে আবার ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার কর্ম্মচারীমাত্রেই বিলক্ষণ চুরি করিত। তাঁহার যে দরোয়ান ছিল সে এত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল যে কালীনাথবাবু তাহার নিকট হইতে একসময়ে ৭০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রত্যহ চা পান করিবার জন্য তাঁহার বাসায় আড়াই সের করিয়া চিনি লাগিত। ইহা হইতেই তাঁহার দৈনিক খরচের একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই সময়ে ডিব্রুগড়ের বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বাকৃচি বি, এল্, মহাশয়ের অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ ছিল। হরিশবাবু এক সময়ে ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন। শ্রীশ্রী৺ভগবান্ কখন কাহার কি অবস্থা ঘটাইয়া দেন, তাহা হরিশবাবুর জীবনী হইতে বোধগম্য হইতে পারে। শ্রীভগবানের নামই বা কেন করি। মানুষ আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। হরিশবাবু বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৭৫৲ টাকা বেতনে পূর্ব্ববঙ্গের কোন জেলার স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। তখন মহানুভব সি, বি, ক্লার্ক (C. B. Clarke) সাহেব ঢাকা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন। হরিশবাবু বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

ওকালতী করিবেন বলিয়া ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরী ছাড়িয়া দেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তখনকার দিনেও ইনি ওকালতী করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারেন নাই। পরে আবার চাকরীর জন্য ক্লার্ক সাহেব বাহাদুরকে ধরেন। তখন আসাম প্রদেশ বাঙ্গালার লাট সাহেবের অধীনে ছিল। সুতরাং বাঙ্গালা প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের অধীনে আসাম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগও ছিল। তখন (Atkinson) এটকিন্‌সন্ সাহেব বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। ক্লার্ক সাহেব পুনরায় হরিশবাবুকে চাকরী দিবার জন্য এটকিন্‌সন্ সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। এটকিন্‌সন্ সাহেব বলেন যে সে একবার চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাকে আর চাকরী দেওয়া যাইতে পারে না ; বিশেষতঃ সে বি, এল্। চাকরী পাইলেও আবার সুযোগ পাইলেই সে চাকরী ছাড়িয়া দিবে। এটকিন্‌সন্ সাহেব বি, এল দিগকে শিক্ষা বিভাগে প্রায়ই লইতেন না। ক্লার্ক সাহেব এটকিন্‌সন্ সাহেবকে বিশেষ করিয়া ধরায় এটকিন্‌সন্ সাহেব বলিলেন যে ৫০৲ টাকা বেতনে সে যদি ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে যাইতে চায়, তবে তাহাকে উহা দিতে পারি। এই তার শাস্তি মনে করিতে হইবে। হরিশবাবুর অবস্থা তখন এতই খারাপ হইয়াছিল যে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত ঐ পদ গ্রহণ করিয়া ডিব্রুগড়ে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অবস্থা তখন এতই হীন হইয়াছিল যে তাঁহার এমন একটীও সার্ট ছিল না যাহা গায়ে দিয়া তিনি স্কুলে যাইতে পারেন। ডিব্রুগড়ে গিয়াই কালীনাথ বাবুর বাসায় আশ্রয় লন। তখন ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন বালি-উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমার সময়েও এই ক্ষেত্রবাবুই হেড্ মাষ্টার ছিলেন। হরিশবাবু সেকেণ্ড মাষ্টার হওয়ার পরে ক্ষেত্রবাবু তিন মাসের বিদায় লইয়া বাড়ী আসেন। এ সময়ে কর্ণেল ক্লার্ক সাহেব ডেপুটী কমিশনার এবং কাজেই ডিষ্ট্রিক্ট

কমিটি অব্ পব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রক্‌সনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট বা জেলার বিদ্যালয় সমূহের হর্ত্তাকর্ত্তা। হেড্ মাষ্টার মহাশয়ই ঐ কমিটীর সেক্রেটারী বা সম্পাদক।

ক্ষেত্রবাবুর অনুপস্থিতি কালে হরিশবাবু হেড্ মাষ্টার হইলেন ও ডিষ্ট্রিক্ট্ কমিটীর সম্পাদকও হইলেন; সুতরাং সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একদিন করিয়া ডেপুটী কমিসনারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্লার্ক সাহেব শুনিলেন হরিশবাবু বি, এল্। তখন ডিব্রুগড়ে একটীও ইংরাজী জানা উকীল ছিল না। বাঙ্গালা জানা উকীল বা মোক্তার ছিল। উকীলকেও তখন সাহেবেরা মোক্তার বলিতেন। ক্লার্ক সাহেব হরিশবাবুকে বলিলেন যে তুমি এখানে ওকালতী কর। হরিশবাবু বলিলেন সাহেব, আমি আর ওকালতী করিব না। ওকালতী করিয়া আমার যথেষ্ট শাস্তি ও শিক্ষা হইয়াছে। ক্লার্ক্ সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি স্কুলে কত টাকা বেতন পাও। হরিশবাবু বলিলেন ৫০৲ টাকা। সাহেব এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে আমি মাসে মাসে তোমাকে ১০০৲ টাকা করিয়া যে কোন প্রকারে দেওয়াইব। ১০০৲ টাকা তোমার বাঁধা আয় থাকিবে, তা ছাড়া তুমি যাহা উপার্জ্জন করিতে পারিবা তাহাও তোমার থাকিবে। হরিশবাবু মাসে মাসে ১০০৲ টাকা নিশ্চয়ই পাইবেন শুনিয়া পুনরায় ওকালতী করিতে সম্মত হইলেন। কর্ণেল্ ক্লার্ক্ তখনই ১০টী চা বাগানের ম্যানেজার সাহেবদিগকে এই বলিয়া চিঠি লিখিলেন যে ইংরাজী জানা মোক্তার জেলায় তোমাদের না থাকাতে তোমাদের কাজকর্ম্মের বিশেষ অসুবিধা ও ক্ষতি হয়। একটী ইংরাজী জানা উকীল এখানে আসিয়া স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারী করিতেছেন, তাঁহাকে তোমরা প্রতি মাসে প্রত্যেকে ১০৲ টাকা করিয়া রিটেনার বা নির্দ্দিষ্ট বেতন দিলে তিনি তোমাদের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিয়া দিবেন। ম্যানেজার সাহেবরা আগ্রহ সহকারে এই প্রস্তাবে সম্মত

হইলেন। হরিশবাবুর বাঁধা মাসিক আয় ১০০৲ টাকা হইল। তিনি আবার ওকালতী করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। তিনি মরণকালে প্রায় তিন লক্ষ টাকা নগদ, চা-বাগান এবং ভূমি-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী-গর্ব্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিপিনবিহারী বাক্‌চি বি, এল্, পাস করিয়া ডিব্রুগড়ে ওকালতী করিতেছিলেন জানিতাম। তাঁহার একটী পুত্র মুনসেফ্ হইয়াছেন সংবাদপত্র পাঠে জানিয়াছি। তাঁহাদের নিজ গ্রামে তাঁহার নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার রক্ষিতা আসাম দেশীয়া হাড়িনীর গর্ব্ভজাত একটী পুত্র এখন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতেছেন ও তাঁহার একটী কন্যা বি, এ, পাস করিয়া বাঙ্গালা বা বিহার প্রদেশে শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেছেন। হরিশবাবুর কি আশ্চর্য্য ভাগ্য-পরিবর্ত্তন। ডিব্রুগড়ে হাড়ীজাতীয় লোকেরা কোন নীচ কর্ম্ম করে না। অধিকাংশ লোকেই স্বর্ণকারের কার্য্য করে, এজন্য উহাদিগকে সোনারী বলে। উক্ত জাতীয় আমার একটী ছাত্র, তাহার নামের পশ্চাতে গোল্ডস্মিথ্ শব্দ ব্যবহার করিত। তাহার নাম ছিল পূর্ণানন্দ। সে লিখিত পূর্ণানন্দ গোল্ডস্মিথ্।

হরিশবাবুর বাসা ছিল দীঘলী বাজারের দক্ষিণে। এই স্থানে অনেক সোনারীর বাস ছিল। ঐ পাড়ার একটু পূর্ব্বধারে একাউন্ট্যান্ট কৃষ্ণকুমার সেন ও স্কুল ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর জগচ্চন্দ্র সেনের ও আরও কয়েকটী বাঙ্গালীর বাসা ছিল। একৃষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত রাজমোহন দের বাসাও ঐ স্থানে ছিল। তিনি বদলী হইয়া যাওয়াতে হরিশবাবুই তাঁহার বাসাটী কিনিয়াছিলেন এবং সেই বাসায় বাস করিতেছিলেন। রাজমোহনবাবু জাতিতে ছিলেন সুবর্ণ বণিক। কৃষ্ণকুমারবাবু ও জগৎবাবু ছিলেন বৈদ্য। সকলেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। আমার ডিব্রুগড়ে যাওয়ার কিছুকাল পরে শ্রীরামপুর চাতরানিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুলিস ইনস্‌পেক্টর হইয়া ডিব্রুগড়ে গিয়াছিলেন;

এবং হরিশবাবুর বাসার এক অংশে বাস করিতেন। বেণীবাবু পেন্‌সন্ লইয়া আসিয়া বহুদিন শ্রীরামপুর চাতরার বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। আজ কয়েক মাস মাত্র হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পুলিস বিভাগে কার্য্য করিয়া পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন। পেন্‌সন্ লইবার সময়ে ইনি ডেপুটী স্থপারিণ্টেণ্ডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বেণীবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী পূর্ত্তবিভাগের সব্ ওভারসিয়ার ছিলেন। ইনিও পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ভোলানাথের পুত্রের সহিত আমাদের প্রতিবেশী ও পুরোহিত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। এবং ঈশ্বরবাবুর একটী পুত্রের সহিত উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছে। ডিব্রুগড়ে আমাদের পাড়ায় শ্রীযুক্ত জোনাথ্যান্ রায় নামে একজন দেশীয় খৃষ্টান ছিলেন। ইনি ডিব্রুগড়ের ডেপুটী কমিসনার অফিসে জুডিসিয়াল্ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। জোনাথ্যান্ বাবুর শ্যালীপতি ভাই ডেপুটী কমিসনারের অফিসে একাউণ্ট্যাণ্ট ছিলেন। ইহাঁর পরবর্ত্তী নাম হইয়াছিল জন্ ড্যানিয়েল হার্ভি। ইহাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল কৈলাসচন্দ্র নন্দী এবং ইহাঁর বাড়ী ছিল আগড়পাড়ায়, জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ইহাঁর স্ত্রীর নাম ছিল দীনময়ী, পুত্রের নাম এস্‌লী ইডেন্। এই পুত্রটী এখন মিলিটারী এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন। ইনি এখন এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান্ বলিয়া পরিচিত। জোনাথ্যান্ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল ন্যাথান্ বাবু। ইনি গৌহাটিতে কমিসনার অফিসে স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধীর নাম ছিল স্যামুএল লভ্‌ডে, কনিষ্ঠ সম্বন্ধীর নাম ছিল প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং পুত্রের নাম ছিল স্থবর্ণকুমার রায়। আমার ডিব্রুগড়ে যাওয়ার কিছুদিন পরে পূর্ত্ত-বিভাগের স্থপার্‌ভাইজার হইয়া আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত উমাকান্ত ঘোষ।

ইনি অতিশয় সদাশয় লোক ছিলেন। ইহাঁর এক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলেন। আর এক ভ্রাতা রাধাকান্ত ঘোষ রঙ্গপুরের জজ লেভিন্ সাহেবের সময়ে "ট্রান্‌স্লেটার" বা অনুবাদক ছিলেন। ইনি চাকরী ছাড়িয়া হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার হইয়াছিলেন। ইহাঁর সংগৃহীত অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পুস্তক আছে। ইহাঁদের বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে।

কিছুদিন পরে উলার (বীর নগরের) নিকটবর্ত্তী বাঘরাল গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী পূর্ত্তবিভাগের সব্ ওভারসিয়ার্ হইয়া ডিব্রুগড়ে আসিয়াছিলেন। ইনি পেন্‌সন্ লইয়া এখন কৃষ্ণনগর গোয়াড়িতে,—ইহাঁর পুত্র শ্রীমান্ খগেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী উকীল সহ বাস করিতেছেন। পেন্‌সন্ লইবার সময়ে ইনি এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং রায়বাহাদুর উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। ডেপুটী কমিসনার বাহাদুরের রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টের বা রাজস্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন। ইহাঁর বাড়ী ছিল কৃষ্ণনগরে ও ইনি জাতীতে মুড়ি। ইহাঁর পিতৃব্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন, সিনিয়র স্কলার। পূর্ব্বে গৌহাটী জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। পরে ডিব্রুগড়ে বদলী হইয়া আসেন। কৈলাসবাবু উৎকোচ লওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ৬০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং পদচ্যুত হইয়া-ছিলেন। কারাদণ্ডই হইত, কিন্তু তৎকালের ডেপুটী কমিসনার মহানুভব ম্যাক্‌উইলিয়ম্ সাহেব বাহাদুর ইহাঁর পূর্ব্বকার প্রশংসাপত্র সমূহ দেখিয়া বলেন বাবু, তোমার কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তুমি পূর্ব্বে বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে ছয়শত টাকা অর্থদণ্ড করিয়া অব্যাহতি দিলাম। আমি যখন প্রথমে ডিব্রুগড়ে যাই তখন পোষ্টমাষ্টার ছিলেন শ্রীরামপুর চাতরা নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; পরে হন শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য্য। ইহার

বাড়ী ফরাসডাঙ্গার নিকট কোন স্থানে। ইনি এক সময়ে ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন। পরে পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত রজনীনাথ গুহ ঠাকুরতা। বাখরগঞ্জ জেলার বিখ্যাত বানরীপাড়ায় ইহাঁর নিবাস ছিল। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষ নামে আর একটী ভদ্রলোক পূর্ত্তবিভাগের সুপারভাইজার্ হইয়া আসিয়াছিলেন; এবং কিছুকাল ডিব্রুগড়ে ছিলেন। ইনি দেখিতে অতি সুন্দর পুরুষ এবং বড় সৌখিন বাবু ছিলেন। আমার ডিব্রুগড়ে যাওয়ার প্রায় একবৎসর পরে স্বনামধন্য দানশীল, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত ব্যারিষ্টার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ পালিত ষ্টিল সাহেব নামক একজন নূতন সলিসিটারের ৯০৲ টাকা বেতনে কেরানীর পদে নিযুক্ত হইয়া দেড় বৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিয়া হঠাৎ একদিন ডিব্রুগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া হেড্ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুর বাসায় উঠিলিন। ইনি যে টি, পালিতের ভ্রাতুষ্পুত্র এ পরিচয় দিলেন না।

ক্ষেত্রবাবু তাঁহার আহারাদির জন্য শনিচর ঠাকুর নামে একজন ব্রাহ্মণের বাসায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শনিচর ঠাকুর অতি অপরিচ্ছন্ন লোক ছিল। তাহার পাককরা অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া নৃপেনের তৃপ্তি হইবে কেন? নৃপেন গোপনে অন্যত্র আহার করিতেন, লোক দেখানর জন্য একবার শনিচর ঠাকুরের ঘরে যাইয়া ভোজন করিতে বসিতেন এবং মাসে মাসে তাহাকে কয়েকটী করিয়া টাকা দিতেন। আমি একদিন নৃপেনকে টি পালিতের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া ধরিয়া ফেলিলাম। নৃপেনের পিতার নাম ছিল শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ পালিত। এবং পিতামহ ছিলেন দানশীল মুচ্ছদ্দীপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর পালিত। ইহাঁরা হুগলী জেলার বিখ্যাত অমরপুরের পালিত। কলিকাতা হইতে অমরপুর পর্য্যন্ত পাকা বান্ধা রাস্তা শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর পালিত নিজ ব্যয়ে করিয়া দিয়াছিলেন। এই কালীকিঙ্কর পালিতের চাকর কলিকাতা

শীলেদের চাকরের সহিত জেদাজেদি করিয়া বাজার হইতে একশত টাকা দিয়া একটা চালকুমড়ো কিনিয়া আনিয়াছিল। সে হটিয়া আসে নাই বলিয়া কালীকিঙ্কর পালিত মহাশয় তাহাকে একযোড়া কাশ্মিরী শাল বকৃশীস্ দিয়াছিলেন। নৃপেনের বড় দাদার নাম ছিল যোগেন্দ্রনাথ পালিত ও মেজদাদার নাম উপেন্দ্রনাথ পালিত। আমি যখন রঙ্গপুর জেলা স্কুলের মাষ্টার ছিলাম সেই সময়ে শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী নামে জজ সাহেবের অফিসে একজন কেরানী ছিলেন। ইনি কোন সময়ে নৃপেনদিগের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। ইঁহারই নিকটে কথাপ্রসঙ্গে নৃপেনের নাম শুনিয়াছিলাম। আমি একদিন নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি টি পালিতের ভাইপো নও? নৃপেন বলিলেন কেন হঠাৎ তুমি আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? আমি বলিলাম আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় চাই। আমি তোমার পরিচয় জানি। তোমাদের গৃহ-শিক্ষক অভয় চক্রবর্ত্তীর নিকট তোমার সম্বন্ধে আমি সমস্ত পরিচয় রঙ্গপুরে থাকা কালে পাইয়াছিলাম। নৃপেন আর গোপন করিতে পারিল না, স্বীকার করিল এবং বলিল কাকার অমতে আমি এই চাকরী লইয়া আসিয়াছি। কাকাকে বলিয়াছিলাম ব্যারিষ্টারি শিক্ষা করিবার জন্য আমাকে বিলাত পাঠাইয়া দিতে। কাকা স্বীকার করেন নাই। এজন্য এই চাকরী লইয়া আসিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি নিজে উপার্জ্জন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিব। নৃপেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছেলে ছিল। হিন্দু স্কুলে এনট্রান্স্ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইতে পারে নাই। তখন হিন্দুস্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল। নৃপেন বেশ ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারিত। নৃপেনের বেতন দেড় বৎসর পরে দেড় শত টাকা হইয়াছিল। ষ্টিল্ সাহেব সাক্ষীগোপাল স্বরূপ আদালতে উপস্থিত হইতেন। নৃপেনই সমস্ত মামলা মোকর্দ্দমার তদ্বির করিত, এমন কি আসামী বা

সাক্ষীদিগকে জেরাও করিত। ষ্টিল্ সাহেবের দিন দিন বেশ পসার জমিয়া উঠিল। নৃপেনও দেড়শত টাকা বেতন ছাড়া আরও অনেক টাকা পাইতে লাগিল। উকীল হরিশবাবুর পসার অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। হরিশবাবু এখন ষ্টিল্ সাহেবকে প্রতিদ্বন্দী মনে না করিয়া নৃপেনকেই প্রকৃত প্রতিদ্বন্দী মনে করিতে লাগিলেন। নৃপেনের সহিত তাঁহার একটু বেশ মনোমালিন্য ঘটিয়া উঠিল। এই মনো-মালিন্যের উত্তরকালে যে ফল দাঁড়াইয়াছিল তাহা পরে বলিব। নৃপেনের সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। এক সঙ্গে অনেকদিন ছিলাম। নৃপেন আমাকে একটু ভয়ও করিত। নৃপেন বড় মদ্যপায়ী ছিল, কিন্তু মদ খাইয়া কেহ তাহাকে কোন দিন মাতাল হইতে দেখে নাই। নৃপেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ডিব্রুগড়ে গিয়াছিল তাহাও কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। নিজের অর্থে সে বিলাত গিয়াছিল এবং ব্যারিষ্টারও হইয়া আসিয়াছিল। সে একটী মেম বিবাহ করিয়াছিল। মৈমনসিংহে ব্যারিষ্টারী করিত। হঠাৎ একদিন কাছারিতে বসিয়া থাকাকালে তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহার অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। ডিব্রুগড় হইতে আমি চলিয়া আসার পরে এবং তাহার বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে ধুবড়ীতে একদিন সে আরও কয়েকটী বন্ধুসহ আমার বাসায় আসিয়াছিল এবং সকলে একরাত্রি আমার বাসায় ভোজন করিয়াছিল। আমি তখন ধুবড়ীতে স্কুল-ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর। ব্যারিষ্টার হইয়া আসার পরেও ধুবড়ীতে একদিন তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

এবারে একটী দায়রা মোকর্দ্দমার আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ধুবড়ী আসিয়াছিল। আমি তখন ধুবড়ী জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার। জুরির সমন পাইয়া আমি আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। এদিন মোকর্দ্দমা না হওয়াতে নৃপেন আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাক বাঙ্গলোয় বসিয়া আছে এমন সময়ে আমি তথায় যাইয়া উপস্থিত

হইলাম। নৃপেন আমাকে দেখিয়া বলিল আসুন এবং একখানি চেয়ার আনিয়া দিয়া আমাকে বসিতে বলিল। আমি বলিলাম আর আসুন বলিতে হইবে না, আমি কে বল দেখি, প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিল না। পরে আমি আমার মাথার ক্যাপ্ বা টুপিটা খোলাতে তখন আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল মাষ্টার, তখন উভয়ে কোলাকুলি করিলাম এবং বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। বিলাতের ও দেশের অনেক গল্প হইল। নৃপেন আমাকে তাহার সহিত ডাক বাঙ্গলোয় খাইতে বলিল। আমি বলিলাম এখন কি আর তাহা হয়। এখন তুমি সাহেব আর আমি বাঙ্গালী হিন্দু। এই কথা শুনিয়া সে আর পীড়াপীড়ি করিল না। নৃপেন সেই দিনই চলিয়া যাওয়াতে তাহাকে আর আমার বাসায় লইয়া যাইতে পারি নাই।

ডিব্রুগড় থাকা কালে হেড্ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুকেও নৃপেনের প্রকৃত পরিচয়ের কথা বলিয়াছিলাম। ক্ষেত্রবাবু এক সময়ে মিষ্টার টি পালিতের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

ডিব্রুগড়ে এই সময়ে কমিসেরিয়েটের এজেণ্ট ছিলেন শ্রীযুক্ত শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়। ইহাঁর বাড়ী ছিল নদীয়া জেলার আসমানি গ্রামে। মধ্যে মধ্যে ইহাঁর বাসায় বাঙ্গালী বাবুদের নিমন্ত্রণ হইত। কমিসেরিয়েটের ঘি ময়দাতে বেশ ভালই খাওয়া হইত। কমিসেরিয়েটের চৌধুরী ছিলেন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাড়ী বিক্রমপুরে। দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর পিতা বিজনীর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত বরদানাথ হালদারের ইনি ভগিনীপতি ছিলেন। ইনি ডিব্রুগড়ে আমাদের সরকারী ঠাকুর দাদা ছিলেন। ইহাঁকে লইয়া অনেক মজা মস্করা হইত এবং মধ্যে মধ্যে ইহাঁর বাসাতেও আমাদের খাওয়াটা চলিত; এই মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি পুত্র এখন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও বেঙ্গল কাউন্সিলের একজন নামজাদা সদস্য; ইহাঁর নাম শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতায় ব্যারিষ্টার বি, সি, চাটার্জ্জি নামে পরিচিত। ডিব্রুগড়ে থাকা কালে ইহাঁর অন্ন-প্রাশনের দিন আমরা ইহাঁদের বাসায় নিমন্ত্রিত হইয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছিলাম। ডিব্রুগড়ে গণ্যমান্য বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের নাম এক প্রকার বলা হইল। এখন কয়েকজন মিশ্র আসামী বাঙ্গালী বা মিশ্র আসামী হিন্দুদের নাম করি। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে একজনের নাম বলপুরী। এই বলপুরী বা বলরাম পুরীর পিতা ছিলেন একজন উর্দ্ধ বাহু সন্ন্যাসী। ইনি সন্ন্যাসী ঘুচিয়া আসামের ভেড়া হইয়া পড়িলেন। একজন আসামীয়া রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহী হইয়া পড়িলেন। সন্তানাদি হইতে লাগিল। এই সন্ন্যাসীর ঔরসে ও আসামীয়া রমণীর গর্ভে বলরাম পুরীর জন্ম। পুরী নামেই সন্ন্যাসী ব্যক্ত হইতেছে। এই বলপুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পুরী ভুঁইয়া বাঙ্গলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের সেক্রেটারী অফিসে চাকরী করার কালে ভুঁইয়া উপাধিটী চেষ্টা করিয়া লাভ করেন। ইনি একেবারে ফিরিঙ্গী সাজিয়া ছিলেন। ফিরিঙ্গী ধরণের চলন, বলন, হাঁসি, কাসি ইত্যাদির সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছিলেন। ভাল চল্‌তি ইংরাজী বলিতে পারিতেন। যখন সার্ চার্লস্ ইলিয়ট্ সাহেব বাহাদুর আসামের চিফ্ কমিসনার সেই সময়ে বাঙ্গালার লাট সাহেবের প্রধান সেক্রেটারী হোরেস ককরেল্ সাহেবের নিকট হইতে ইনি একখানি সুপারিস্ চিঠি সংগ্রহ করিয়া ইলিয়ট্ সাহেব বাহাদুরের কাছে যান। আশা ছিল একটী একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনারের পদ পাইবেন অর্থাৎ একাধারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মুনসেফের পদ পাইবেন। ককরেল্ সাহেব ইহাঁর নানা গুণের পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত না হইয়া এ কথাও লিখিয়াছিলেন যে—He wears English dress too অর্থাৎ ইনি ইংরাজী পোযাকও পরিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইলিয়ট্ সাহেব বাঙ্গালী বা আসামী হইয়া ইংরাজের

পোষাক পরিয়া ইংরেজ সাজিলে তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। তাঁহাকে একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনারের পদে নিযুক্ত না করিয়া সব্ ডেপুটীর পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে আমি নওঁগা জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলাম। যে দিন আসাম গেজেটে তাঁহার নিয়োগ প্রকাশিত হইল এবং আমরা স্কুলে গেজেট পাইলাম, রায় গুণাভিরাম বড়ুৱা বাহাদুর একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার তখন আমাদের স্কুলে বসিয়াছিলেন। গেজেটে লেখা ছিল যে The Chief Commissioner is pleased to appoint Mr. G. C. P. Bhuya a Sub Deputy Collector অর্থাৎ চিফ্ কমিসনার মিষ্টার জি, সি, পি, ভুঁয়াকে সব্ ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত করিলেন। গুণাভিরামবাবু উহা দেখিয়াই আমাকে বলিলেন বল দেখি লোকটী কে? আমি বলিলাম বলপুরীর পুত্র গোপালপুরী। আমাদের মধ্যে উহা লইয়া একটা খুব হাসির রোল উঠিল। এই শ্রেণীর আর একজনের নাম ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি। ইহার নাম শ্রীযুক্ত জয়সিংহ। এই শ্রেণীর আর একজনের নাম চরণ বা রামচরণ ঘোষ। ইহাঁর পিতার নাম শঙ্কর ঘোষ, শ্রীহট্ট দেশীয় গোয়ালা, মাতা আসামীয়া রমণী। সাহেবদের মধ্যেও দুই চারিজন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। পিতা খাঁটি সাহেব, মাতা আসামীয়া, নেপালী বা হিন্দুস্থানী। ইহাঁদের একজনের নাম মিষ্টার ইডেন্। পিতা কর্ণেল ইডেন্। বাঙ্গালার লাট সাহেব সার্ এস্‌লি ইডেনের খুল্লতাত, মাতা নেপালিনী। স্কুলে পড়িবার সময়ে ইহার নাম ছিল দেবনারায়ণ, তখন গলায় পৈতাও ছিল। ইনি সার্ এস্‌লি ইডেনের নিকট নিজের পিতার পরিচয় দিয়া একটা ভাল চাকরী পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভালরূপ লেখাপড়া জানিলে বড় চাকরীও পাইতেন। যাহা হউক এককালে পুলিস ইনস্‌পেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন। আর একজন এস্, সি, ক্যাম্বেল। ডিব্রুগড়ে ইহাঁকে চাঁদী ক্যাম্বেল বলিত। ইনি নানাপ্রকার ব্যবসায় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু ইহাঁর কপালে কিছুতেই যো দিত না।

ইহার ভ্রাতা ছিলেন এস্, ই, ক্যাম্বেল। ইনি আসামের মধ্যে একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে একটি একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনারের পদে নিযুক্ত হন; পরে বিলাত যান। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পরে এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার হন। তৎপরে ডেপুটী কমিসনার; সর্ব্বশেষে আসাম উপত্যকার কমিসনার হন। আমি যখন ডিব্রুগড় হইতে বদলী হইয়া ধুবড়ী জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার হইয়া আসি, তখন ইহাঁর ভ্রাতার নিকট হইতে ইহাঁর নামে একখানি সুপারিস্ চিঠি লইয়া আসিয়াছিলাম। ইনি তখন ধুবড়ীর ডেপুটী কমিসনার। চিঠিখানি পাইয়া বলিয়াছিলেন You know my brother, I shall help you in any way I can অর্থাৎ তুমি আমার ভ্রাতাকে জান আমি তোমাকে যে কোন ভাবে পারি সাহায্য করিব। তেজপুর ইহাঁর জন্মস্থান। যে স্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সে স্থানটী এখনও বিদ্যমান্ আছে। ইনি আমাকে প্রকৃতই সাহায্য করিয়াছিলেন।

ডিব্রুগড়ে এই সময়ে বাঙ্গালী ও আসামীয়া ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল। সামাজিক কার্য্যেও পরস্পরে যোগদান করিতেন। আসামীয়া ভদ্রলোকদিগের বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রণ পাইয়া খাইয়া আসতাম। উহাঁরাও আমাদের বাসায় খাইতেন। কিন্তু একেবারে যাঁহারা প্রাচীন, সে কালের লোক, তাঁহারা আমাদের বাসায় খাইতেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বেশ আন্তরিক সদ্ভাব ছিল না। দুই একজন কুটিল লোকের জন্যই এরূপ হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে দুই দলের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এবং তাহার ফলে কাহার কাহারও অনিষ্ট হইয়াছিল। পরে কারণ সহ সমস্ত বিবৃত করিতেছি।

আমি যে সময়ে ডিব্রুগড়ে যাই তখন লখীমপুর বা লক্ষ্মীপুর জেলার ডেপুটী কমিসনার ছিলেন কর্ণেল গ্রেহাম। ইনি বিলক্ষণ বলবান,

দীর্ঘকায়, উচিতবক্তা ও কার্য্যদক্ষ পুরুষ ছিলেন। ইনি চিফ্ কমিসনার বাহাদুরকেও উচিত কথা বলিতে বা চিঠিতে উচিত কথা লিখিতে ভয় করিতেন না। এ সম্বন্ধে পরে কয়েকটী কথা বলিব। এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার ছিলেন দুইজন নব্য সিভিলিয়ান্। একজনের নাম মিষ্টার গ্রিম্উড, অপরের নাম মিষ্টার ম্যাকেব্। গ্রিম্উড্ সাহেব এম্, এ, উপাধিধারী ছিলেন। এই দুই জন সাহেব অতি ভদ্র ও সদাশয় ছিলেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে উভয়েরই মৃত্যু অতি শোচনীয়ভাবে ঘটিয়াছিল। গ্রিম্উড্ সাহেব অতি নৃশংসভাবে মণিপুর রাজ্যে আসামের মাননীয় চিফ্ কমিসনার কুইন্টন্ সাহেব বাহাদুরের সহিত ও অন্য তিন জন উচ্চপদস্থ সাহেব সহ হত হন। ইনি ঐ সময়ে মণিপুর রাজ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রেসিডেণ্ট বা পলিটিক্যাল্ এজেণ্ট ছিলেন। ইঁহার সহিত খ্যাতনামা বীরপুরুষ মণিপুর-রাজকুমার ও উক্ত রাজ্যের সেনাপতি কুমার টিকেন্দ্রজিতের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব থাকা সত্বেও শোচনীয় মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। এই সময়ে তাঁহার পত্নী বিবি গ্রিম্উডও তথায় ছিলেন। আর মিষ্টার ম্যাকেব্ সাহেব ১৮৯৭ সনের ১২ই জুন তারিখে আসামের অতি ভীষণ ভূমিকম্পের সময়ে শিলং সহরে তাঁহার বাসগৃহ চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া ছিলেন। এই সময়ে ইনি আসাম প্রদেশের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিস ছিলেন। ইনি ইঁহার শেষ জীবনে পারিবারিক অশান্তিবশতঃ অত্যধিক পরিমাণে মদ্য পান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। এই নিমিত্তই তাঁহার বাসগৃহ পতিত হইবার পূর্ব্বে তিনি বাহির হইতে পারেন নাই। সে দিনও সে রাত্রিতে সকলেই আপন আপন ও স্বজনগণের জীবনরক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। সে রাত্রিতে ম্যাকেব সাহেব বাহাদুরের কথা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। পরদিন প্রাতে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এবং স্তূপাকার পতিত প্রস্তর

রাশির তল হইতে তাঁহার মৃতদেহ বাহির করিলেন। শিলংএর অধিকাংশ বাঙ্গলোরই প্রস্তরের দেওয়াল ছিল। গ্রিম্‌উড্‌ সাহেব ডিব্রুগড়ে থাকা কালে বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জেলা স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রবাবু তাঁহার বিশেষ অনুরোধে মাস দেড়েক কাল প্রাতঃকালে তাঁহার বাঙ্গলোয় যাইয়া একঘণ্টা করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিয়া আসিতেন। সাহেব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই ক্ষেত্রবাবুকে একখানি কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র লিখিয়া তাহার মধ্যে তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ দেড় শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবু অবশ্যই ঐ টাকা গ্রহণ করেন নাই। তিনি সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়া নোটগুলি তখনই ফেরত দিয়াছিলেন, এবং স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে বন্ধুভাবে পড়াইয়াছিলেন, অর্থপ্রাপ্তির আশায় তাঁহাকে পড়াইতে যান নাই। এ সময়ে সিভিল ও মিলিটারী সার্জ্জন ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক Colonel J. B. White এবং একটিন্‌ একজিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন Ringwood সাহেব। পরে এই পদে আসিয়াছিলেন A. Sprenger সাহেব। ইনি অতি সুনিপুণ, কার্য্যদক্ষ, নিরপেক্ষ ও সুশাসক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এই সময়ে একাধারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ও মুনসেফ্‌ ছিলেন শ্রীযুক্ত রাজমোহন দে, বি, এল্‌। তিনি স্থানান্তরে বদলী হইলে তাঁহার পদে আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ বড়ুরা। রাজমোহনবাবুকে ডিব্রুগড়ের মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীগণ মুনসেফ্‌ বলিতেন। একদিন চুনিলাল নামে একজন ধনশালী মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী তাঁহাকে মুনসেফ্‌ বাবু বলাতে তিনি তাঁহার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, রাজমোহনবাবুর এজলাসে বসি বলিয়া কি মুনসেফ্‌ হইয়াছি ? এই কথা পূর্ণানন্দবাবু হেড্‌ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুর নিকট আসিয়া আমাদের সমক্ষেই বলিয়াছিলেন। বাবু বলিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। ইনি অত্যন্ত সেলামপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাকে সেলাম না

করায় তাঁহারই অফিসের একজন মোহ্‌রার আমাদের প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত মহীধর শর্ম্মার উপরেও বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে রাস্তায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন নাই কেন? মহীধর শর্ম্মা বড়ই মিষ্টভাষী ও রসিক লোক ছিলেন। তিনি করযোড়ে তখনই বলিলেন হুজুর, আমি আপনাকে সেলাম করিব কি নমস্কার করিব ঠিক করিতে না পারায় কিছুই করি নাই। হুজুর সেলাম বলিলে হয়ত আপনি আমার উপর রাগ করিয়া বলিতে পারিতেন যে আমি কি ম্লেচ্ছ, যে আমাকে দেখিয়া সেলাম করিলে? আর যদি নমস্কার করিতাম আপনি ব্রাহ্মণ ও আমিও ব্রাহ্মণ তাহা হইলেও আপনি বলিতে পারিতেন যে আমি কি আপনার সমকক্ষ ব্যক্তি যে আমাকে নমস্কার করিলেন? সুতরাং আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুই করি নাই। অথচ পূর্ণানন্দ বড়ুয়া মহাশয় লোক মন্দ ছিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ যে সময়ে শ্রীযুক্ত পরশুরাম খাউণ্ডের সহিত হয়, সেই সময়ে তিনি ডিব্রুগড়স্থ বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং পলান্ন, মাংস, ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। এই ভোজনের দ্রব্যাদি তিনি পাকপটু বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের হস্তে দিয়া উকীল শ্রীযুক্ত হরিশবাবুর বাসায় আমাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন।

ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য করার সময়ে আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা, তৃতীয় শ্রেণীতেও প্রথমে ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা ও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতে হইত। শিক্ষকের অল্পতাবশতঃ দুইটী শ্রেণীতে অর্থাৎ তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে এক সঙ্গে গণিত শিক্ষা দিতে হইত। হেড্ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবু বেশ ভাল ইংরাজী জানিতেন এবং চল্‌তি ইংরাজী ভাষায় বেশ কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এককালেই গণিত জানিতেন না। এই সময়ে প্রবেশিকা

পরীক্ষায় গণিতের পাঠ্যমধ্যে পাটীগণিত সমস্ত, বীজগণিতের সমীকরণ পর্য্যন্ত, জ্যামিতির প্রথম চারি অধ্যায়, পরিমিতি ও জরিপ ছিল। জরিপের সমস্ত প্রয়োজনীয় Instrument অর্থাৎ যন্ত্রাদি ডিব্রুগড় জেলা স্কুলে ছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ডিব্রুগড়ে যাওয়ার পূর্ব্বে কোন শিক্ষকই ঐ সকল যন্ত্রাদির ব্যবহার কোন দিনই করেন নাই। একদিন সমস্ত যন্ত্রাদির অনুসন্ধান করিবার সময়ে আমি Plane Tableটী খুজিয়া পাইলাম না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধান করার পরে স্কুল-চৌকিদার ভিকাসিংহের গোয়াল ঘরের মধ্যে চোনা গোবরের মধ্য হইতে উহার উদ্ধার করিলাম। আমিও এই সময়ে ভালরূপ জরিপ জানিতাম না তবে নিজের চেষ্টায় অনেকটা শিখিয়াছিলাম। ডিব্রুগড় জেলা স্কুলে তখন প্রথম শ্রেণীতে প্রায়ই ভাল ছাত্র থাকিত না। যেহেতু একটু ইংরাজী শিখিলেই এবং ইংরাজীতে কোনরূপে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিলেই চা-বাগানে বেশ মোটা বেতনে এবং এমন কি ডেপুটী কমিসনারের অফিসেও ৪০।৫০৲ টাকা বেতনে লোকে চাকরী পাইত। এই কারণে প্রথম শ্রেণীতে প্রায়ই ছাত্রাভাব ঘটিত। আমি ডিব্রুগড়ে যাইয়াই প্রথম শ্রেণীতে নরকান্ত শর্ম্মা নামে প্রায় আমার সমবয়স্ক একটী ছাত্র পাইলাম। আমার বয়স তখন কিঞ্চিদূন ২৮ বৎসর। নরকান্ত ইহার পূর্ব্ব বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেরিত হইয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছিল। এ বৎসর ইংরাজী সাহিত্য ও গণিতে বিশেষ অনুপযুক্ত মনে করিয়া তাহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পাঠান হইল না। অন্য কোন ছাত্রও প্রেরিত হইল না। ১৮৭৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পূর্ণকান্ত শর্ম্মা ও গোপীনাথ বর্দ্দলৈ নামে দুইটী ছাত্রকে পাঠান হইয়াছিল। পূর্ণকান্ত প্রথম শ্রেণীতে তিন বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিতেছিল। গোপীনাথ মোটে প্রথম শ্রেণীতে এক বৎসর ছিল। এবারে দুইটী ছাত্রই ইংরাজী সাহিত্যে অকৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছিল। অন্যান্য বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। হেড্ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবু নিজেকে বাঁচাইবার জন্য বাৎসরিক

রিপোর্টে গোপনে গোপনে লিখিয়াছিলেন যে The two boys who were sent up to the University Entrance Examination had not been well prepared in English in the Second Class and as might be expected failed অর্থাৎ যে "দুইটী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ এই বৎসর প্রেরিত হইয়াছিল, উহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্যে ভালরূপে প্রস্তুত হয় নাই বলিয়াই যেরূপ আশা করা যায় তদনুরূপেই ফেল হইয়াছে অর্থাৎ ইংরাজীতে অকৃত-কার্য্য হইয়া আসিয়াছে।" গোপনে গোপনে লিখিয়াছিলেন বলিতেছি কেন, যেহেতু তিনি নিজে রিপোর্ট রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজ হস্তে উহা নকল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমাকে বা অন্য কোন শিক্ষককে উহা দেখিতে দেন নাই এবং উহার খস্‌ড়া রিপোর্টখানি লায়ব্রেরীর পুস্তকের আলমায়রার ভিতরে পুস্তকের পশ্চাৎভাগে লুকাইয়া রাখিয়া-ছিলেন। অন্যান্য চিঠি পত্র নিজে রচনা করিতেন কিন্তু আমাকে দিয়াই নকল করাইতেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য পরোক্ষে কর্তৃপক্ষকে জানান যে আমি অনুপযুক্ত দ্বিতীয় শিক্ষক। এ কার্য্যটা করা কেবল নিজেকে বাঁচাইবার জন্য। অথচ সকলের সাক্ষাতেই আমাকে ভাল উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া প্রকাশ করিতেন। এই রিপোর্টের কথা আমি পরে ক্ষেত্রবাবু গৌহাটী জেলা স্কুলে বদলী হইয়া গেলে জানিতে পারিয়া-ছিলাম। ক্ষেত্রবাবু গৌহাটী চলিয়া গেলে তন্ন তন্ন করিয়া স্কুলের কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিতেছিলাম এবং উক্ত রিপোর্টখানি আলমায়রার মধ্যে পাইয়াছিলাম। এবং উহা পাঠে জানিতে পারিয়াছিলাম যে ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবু নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবু গৌহাটি জেলা স্কুলে বদলী হইয়া গেলে ঐ স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় ডিব্রুগড়ের হেড্ মাষ্টার হইয়া আসেন। ইনি সেকালের সিনিয়র স্কলার ছিলেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে ও উচ্চ গণিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু

এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর হওয়ায় তত কাজ কর্ম্ম করিতে পারিতেন না। ইনি অতি মহদন্তঃকরণ, সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার বাড়ী ছিল কৃষ্ণনগরে ও জাতিতে ইনি শুড়ি ছিলেন। ইঁহার ডিব্রুগড় আগমনের পূর্ব্বে পাকচক্রে আমি ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হইয়া পড়িয়াছি বেতন পূর্ব্বের ন্যায় ৫০৲ টাকাই আছে। ৭৫৲ টাকা বেতনে শ্রীযুক্ত ভবানীকিশোর মজুমদার নামে একজন নূতন বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবক সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইনি একবারেই অপরিপক্ক শিক্ষক, পূর্ব্বে কখনও শিক্ষকতা করেন নাই। ইনি স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিলেই হেড্ মাষ্টার শ্রীনাথবাবু ইঁহাকে বলিলেন যে ভবানীবাবু, আপনাকে প্রথম তিন শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতে হইবে। ভবানীবাবু এই কথা শুনিবা-মাত্রই বলিলেন মহাশয়, আমার গণিতে একবারেই দখল নাই আমি উহা শিক্ষা দিতে পারিব না। ভবানীবাবু বড়ই সাদাসিদা লোক ছিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র কপটতা ছিল না। আমাকে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতেন এবং সর্ব্বদাই আমার নিকট থাকিতে ভালবাসিতেন। ভবানীবাবু গণিতে অপটু এবং উহা শিক্ষা দিতে পারিবেন না বলায় হেড্ মাষ্টার শ্রীনাথবাবু আমাকে বলিলেন রামেশ্বর, তুমি প্রথম তিন শ্রেণীতে এখনও গণিত শিক্ষা দিবা কি? তুমি গণিত শিক্ষা না দিলে আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে উহা শিক্ষা দিতে হইবে। আমি তদুত্তরে বলিলাম আমাকে যে শ্রেণীতে যাহা পড়াইতে দিবেন আমি সেই শ্রেণীতে তাহাই পড়াইব। ভবানীবাবু সেকেণ্ড মাষ্টার হইয়া আসাতে আমার অধ্যাপনার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল না। কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দেওয়াটা বন্ধ হইল। এখন হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলাম এবং প্রথম চারিটী শ্রেণীতে পূর্ব্বের ন্যায় গণিত শিক্ষা দিতে লাগিলাম। ভবানীবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য

ও ব্যাকরণ শিক্ষা এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস, ভূগোল শিক্ষা দিতেন। হেড্ মাষ্টার বৃদ্ধ ও সেকেণ্ড মাষ্টার অপরিণত যুবক (বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) হওয়ায় স্কুলের সমস্ত কার্য্যের ভারই আমার ঘাড়ে চাপিল। প্রকৃতপক্ষে আমি এক প্রকারে হেড্ মাষ্টার হইয়া দাঁড়াইলাম। এ বিষয়ে এখানে একটা কথা বলি, স্কুলের সকল শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ট্রেনিং স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন কোন কোন শ্রেণীর মৌখিকভাবে বাঙ্গালা পরীক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে যে যে শ্রেণীর তখন পরীক্ষা হইতেছিল না, সেই সেই শ্রেণীর ছাত্রেরা সে দিনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য ছুটী পাইবার আশায় গোলমাল করিতেছিল। সেকেণ্ড মাষ্টার ভবানীবাবু হেড্ মাষ্টার শ্রীনাথবাবুকে বলিলেন যে অমুক অমুক শ্রেণীর ছাত্রেরা বড়ই গোলমাল করিতেছে। তাহাদিগকে কি ছুটী দেওয়া যাইতে পারে ? হেড্ মাষ্টার তাহার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আমি একটু উচ্চস্বরে বলিলাম যে শিক্ষকগণের সমক্ষে ছাত্রেরা গোলমাল করিবে কেন ? বলা বাহুল্য যে, ছাত্রেরা গোলমাল করাতে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না অর্থাৎ ছুটী পাইল না। দ্বারকানাথবাবু বাসায় আসার পরে আমাকে বলিলেন মাষ্টার, আমি ত দেখিতেছি তুমিই হেড্ মাষ্টার, সেকেণ্ড মাষ্টারকে যে ভাবে তাড়া দিলে তাহাতে তোমাকেই হেড্ মাষ্টার বলিতে হয়।

আমি সেকেণ্ড মাষ্টার ভবানীবাবুকে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায়ই স্নেহ করিতাম। তাঁহাকে অবমাননা করিবার জন্য এ কথা বলি নাই, ভবানীবাবুও তজ্জন্য দুঃখিত হন নাই। কিছুদিন পরে ভবানীবাবু বি, এল্ পরীক্ষা দিবার জন্য তিন মাসের বিদায় লইয়াছিলেন। পরীক্ষা দিয়া আসিয়া উহার ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত স্কুলের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহে তাঁহার শ্বশুর উকীল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বর্দ্ধনের নিকট আসিয়া

তাঁহার জুনিয়র হইয়া ওকালতী আরম্ভ করিলেন। যে সময়ে ভবানী-বাবু তিন মাসের বিদায় লন সেই সময়ে তাঁহার অনুপস্থিতিকালেও আমাকে তাঁহার পদে একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় নাই। শিবসাগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানন্দ ভরালী নামে একজন বি, এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ যুবককে পূর্ণ বেতনে তাঁহার স্থলে একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইনিও প্রথম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতে অসমর্থ ছিলেন। এটী আমার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল। আমি কর্তৃপক্ষের এই অবিচারে বিশেষ দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া ছয় মাসের ছুটীর জন্য আবেদন করিলাম। এই সময়ে স্কুলে অতিরিক্ত পরিশ্রম করার জন্য আমার শরীরও একটু অসুস্থ হইয়াছিল। আমার ব্রঙ্কাইটিস্ Bronchitis অর্থাৎ শ্বাসনালীর শাখায় প্রদাহ সহ উৎকট কাসি হইয়াছিল। এই সময়ে ডিব্রুগড়ে Military ও Civil Surgeon ছিলেন ডাক্তার ম্যাকেনা। ইনি একেবারে ডাক্তার হোয়াইটের বিপরীত ভাবাপন্ন লোক ছিলেন। অত্যন্ত অর্থলোলুপ ছিলেন। ইঁহাকে ১০৲ টাকা দর্শনী দিয়াও আমি সহজে বিদায় পাইবার জন্য একখানি সার্টিফিকেট্ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অবশেষে ষ্টিমারের শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন এল্, এম্, এস্ পাশ করা ডাক্তারের নিকট হইতে একখানি সার্টিফিকেট্ যোগাড় করিয়া ছয় মাসের বিদায়ের জন্য আবেদন করিলাম। আমার আবেদন খানি পাঠাইবার সময়ে হেড্ মাষ্টার শ্রীনাথবাবু উহাতে নিম্ন-লিখিতভাবে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। স্থায়ী দ্বিতীয় শিক্ষক ভবানীবাবু তিন মাসের বিদায় লইয়া গিয়াছেন। এই স্কুলে তৃতীয় শিক্ষক রামেশ্বরবাবু ভিন্ন আর অন্য কোন উপযুক্ত শিক্ষক নাই। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে গণিত শিক্ষা দিতে পারেন এরূপ একজন উপযুক্ত শিক্ষক রামেশ্বরের স্থানে না পাঠাইয়া দিলে আমি ইঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আমার বিদায়ের আবেদন পত্র পাইয়া

স্কুল ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত উইলসন্ সাহেব লিখিলেন যে সিভিল সার্জ্জনের সার্টিফিকেট্ ভিন্ন ছুটী দেওয়া যাইতে পারে না। আমি তদুত্তরে লিখিয়া জানাইলাম যে বিশেষ কোন কারণে আমি ডিব্রুগড়ের সিভিল সার্জ্জনের নিকট হইতে সার্টিফিকেট্ সংগ্রহ করিতে পারিব না। আমার পীড়ার পরীক্ষার্থ আমাকে শিবসাগর বা কামরূপের সিভিল সার্জ্জনের নিকট পাঠান হউক। আমাকে বিদায় না দেওয়াতে যদি আমার কঠিন কাশ রোগ জন্মিয়া তাহাতে আমার অকাল মৃত্যু ঘটে এবং এইরূপে একটী দরিদ্র পরিবার তাহার ভরণপোষণকর্ত্তা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ভগবানের নিকট ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর দায়ী হইবেন। এই চিঠিখানি পাইয়াই ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর অসময়ে অর্থাৎ আগষ্ট মাসে ডিব্রুগড় জেলা স্কুল পরিদর্শন করিবার জন্য শিলং পাহাড় হইতে নামিয়া চলিয়া আসেন। অসময়ে বলিতেছি কেন? সাহেবরা ত বর্ষাকালে মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হন না। তাঁহারা শীতকালে আমোদপ্রমোদ ও শিকার করিবার জন্যই মফঃস্বলে শুভাগমন করিয়া থাকেন। আমাদের ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর বরাবরই জানুয়ারী মাসে ডিব্রুগড়ে আসিতেন। এবার আমারই জন্য অসময়ে ডিব্রুগড়ে শুভাগমন করিলেন। আমারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল।

ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর স্কুলে আসিয়া কোন শ্রেণীরই ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিলেন না। এই সময়ে প্রকাণ্ড একখানি চৌচালা ঘরে ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের কার্য্য হইত।

প্রথম শ্রেণী ভিন্ন অবশিষ্ট অন্যান্য শ্রেণীর কার্য্য এই চৌচালা ঘরের হলের মধ্যে হইত। কেবল প্রথম শ্রেণীটী উহার পোর্টিকো মধ্যে বসিত। ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর আসিয়া একটী শ্রেণীতে চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেছিলাম ও একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক ঈশানন্দ ভরালী দ্বিতীয় শ্রেণীতে উক্ত বিষয় শিক্ষা দিতেছিলেন। সাহেব

বাহাদুর নিকটে বসিয়া থাকা সত্ত্বেও আমি শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইলাম না। একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইলেন। তিনি ক্ষান্ত হওয়ায় সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় পড়াইতে বলায়, তিনি আবার পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সাহেব বাহাদুর আমাদের উভয়ের শিক্ষাকার্য্য ও শিক্ষাপ্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। আমাদের শিক্ষা দেওয়া সমাপ্ত হইলে সাহেব বাহাদুর দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকদিগকে ইতিহাসের কতকগুলি প্রশ্ন দিয়া তাহাদের উত্তর কাগজে লিখিতে বলিলেন। বালকেরা যথা সময়ে তাহাদের লিখিত উত্তর, সাহেব বাহাদুরের হস্তে দিল। এই সময়ে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস ও ভূগোল পড়াইতাম এবং একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় ঐ শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিতেন। সাহেব বাহাদুর প্রশ্নের উত্তরগুলি সঙ্গে করিয়া ডাকবাঙ্গলোয় লইয়া গেলেন। পরদিন স্কুলের সময়ে ঐ গুলিতে যেখানে যেখানে ইংরাজী ভাষা ঘটিত ভুল ছিল সেই সেই স্থানে লাল পেন্‌সিলের দাগ দিয়া আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে ঐ গুলি সংশোধন করিয়া দিও। আমি দেখিলাম ভাষাঘটিত ভুল, ইতিহাসের ঘটনা বিষয়ে ভুল নহে; সুতরাং আমি বিলক্ষণ সাহস সহকারে সাহেব বাহাদুরকে বলিলাম যে ভুলগুলি যখন ভাষাঘটিত তখন আমি উহার জন্য দায়ী নহি। আমি উহা সংশোধন করিয়া দিব না। দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় ঐ ভুলগুলির জন্য দায়ী। যেহেতু তিনি ঐ শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দেন। আমার কথা শুনিয়া সাহেব বাহাদুর একটিং দ্বিতীয় শিক্ষককে ঐ ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন যে আমি ঐ শ্রেণীতে ইতিহাস শিক্ষা দিই না, সুতরাং আমি উহার জন্য দায়ী নহি এবং আমি ঐ গুলি সংশোধন করিতে ইচ্ছা করি না। ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর তখন কাগজগুলি হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের হস্তে দিয়া হাসিয়া বলিলেন হেড্ মাষ্টারবাবু, আপনিই ভুলগুলি সংশোধন করিয়া

দিবেন। সাহেব বাহাদুর পর পর তিন দিন স্কুল পরিদর্শন করিলেন এবং ছাত্রদিগকে ইতিহাস ও গণিতে পরীক্ষা করিলেন। আমি প্রথম তিন শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতাম। গণিত পরীক্ষার ফল খুবই ভাল হইয়াছিল এবং বার্ষিকী পরীক্ষার সময়ে ডিব্রুগড়ের পাদ্রী Revd. J. Isacson সাহেব পর পর দুই বৎসর গণিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ সন্তোষজনক ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও আমার কার্য্যকালে কোন ছাত্রই গণিতে অকৃতকার্য্য হইয়া আসে নাই। সুতরাং আমি যে যে বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলাম সেই সেই বিষয়ের পরীক্ষার ফল ভালই, এটা ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরের ধারণা জন্মিয়াছিল। তিন দিন স্কুল পরিদর্শন করার পরে সাহেব বাহাদুর তাঁহার মন্তব্য পরিদর্শন বহিতে লিপিবদ্ধ করিলেন। ঐ বহিখানি এবং পাদ্রী সাহেবের মন্তব্যগুলি আমি হাতে করিয়া লইয়া যে দিন সাহেব বাহাদুর ডিব্রুগড় ছাড়িয়া যাইবেন সেই দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকবাঙ্গলোয় গেলাম। সাহেব বলিলেন কি জন্য আসিয়াছ? আমি বলিলাম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার মনোবেদনা আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সাহেবের নিজ মন্তব্যগুলি ও পাদ্রী সাহেবের মন্তব্যগুলি তাঁহাকে দেখাইলাম এবং জানিতে চাহিলাম যে কোন্ দোষে আমাকে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ হইতে তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত করা হইয়াছে। সাহেব বলিলেন কে তোমাকে বলিল তুমি অবনত হইয়াছ? তোমার পূর্ব্ব বেতনই পাইতেছ। চীফ কমিশনার Sir Stewart Belly ৭৫৲ টাকা বেতনে একটী নূতন পদ এই স্কুলের জন্য সৃষ্টি করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে এই পদে একজন বি, এ, কে নিযুক্ত করিতে হইবে। আমি তাঁহার আদেশ অনুসারে এই পদে স্থায়ীভাবে একজন বি, এ, কে নিযুক্ত করিয়াছি।

যখন এই পদের বেতন ৭৫৲ টাকা হইয়াছে এবং তুমি ৫০৲ টাকা বেতন পাইতে এবং এখনও পাইতেছ তখন তোমাকে প্রকৃতপক্ষে অবনত করা হয় নাই। পদের নামটার পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। আমি বলিলাম মহাশয়, আমি আপনাদের কূট তর্ক ও যুক্তি সবই বুঝি। ভাল, দ্বিতীয় শিক্ষক বিদায়ে যাওয়াতে, তাঁহার স্থলে আমাকে নিযুক্ত না করিয়া ঐ পদে একজন অপরিণত বি, এ, ফেলকে নিযুক্ত করিলেন কেন? তদুত্তরে বলিলেন, আসামবাসীরা বলিতেছে তাহাদের মধ্যে এখন অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্যমান্ আছেন। সরকারী কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত না করিয়া বাঙ্গালীদিগকে নিযুক্ত করা হয় কেন? তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কেহ দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের উপযুক্ত হইয়াছেন কিনা দেখিবার জন্যই ঐ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছি। তখন আমি বলিলাম তবে আমাকে হয় অনুগ্রহ করিয়া অন্যত্র বদলি করুন, নয় ছয় মাসের বিদায় দেন। সাহেব বলিলেন তোমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতেছি তোমার স্বাস্থ্য ত মন্দ নহে। আমি বলিলাম যে আমি কয়েক মাস যাবৎ Codliver oil (কডলিভার অয়েল ব্যবহার করিতেছি সে জন্য শারীরিক অবস্থা আপাততঃ ভাল দেখিতেছেন। সাহেব বলিলেন You may use your Codliver oil for 9 years অর্থাৎ তুমি নয় বৎসর কাল কর্ডলিভার অয়েল ব্যবহার করিতে পার। আমি বলিলাম উহা ব্যবহার করিতে হইলে টাকা পয়সা লাগে। ৫০৲ টাকা বেতন পাইয়া কিরূপে ঔষধের ব্যয় ভার বহন করিব? সাহেব তখন বলিলেন Rameswar I know you are a very hard working teacher. This school has been very badly worked for the last few years. This school is in need of a hard working and pains-taking teacher like you অর্থাৎ "রামেশ্বর আমি তোমাকে অতি পরিশ্রমশীল শিক্ষক বলিয়া জানি। কয়েক

বৎসর ধরিয়া এই জেলা স্কুলটীর কার্য্য অতি জঘন্যভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। তোমার মত একজন যত্নবান্ ও পরিশ্রমশীল শিক্ষক এই স্কুলের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।” তখন আমি বলিলাম তবে আমাকে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করুন। তখন বলিলেন You were badly reported অর্থাৎ তোমার সম্বন্ধে মন্দ রিপোর্ট হইয়াছিল। আমি বলিলাম by whom অর্থাৎ কাহার কর্ত্তৃক। সাহেব বলিলেন আমি তাঁহার নাম করিব না। আমি ইতিপূর্ব্বে জানিয়াছিলাম যে ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার পরোক্ষভাবে তাঁহার বার্ষিকী কার্য্যবিবরণীতে নিজেকে বাঁচাইতে গিয়া আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া ছিলেন। আমি বলিলাম আমি উহা জানি। যে ছেলেটী তিন বৎসর ধরিয়া হেড্ মাষ্টারের নিকট প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিল সেও ইংরাজী সাহিত্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে। এবং যে ছাত্রটী আমার নিকট ২য় শ্রেণীতে এক বৎসর মাত্র ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছিল এবং পরে হেড্ মাষ্টারের নিকট প্রথম শ্রেণীতে এক বৎসর ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছিল, সেও ফেল হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার রিপোর্ট খানি প্রকৃত রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছে কিনা? তিনি নিজেকে বাঁচাইবার জন্য ঐরূপ রিপোর্ট করিয়াছিলেন। সাহেব তখন বলিলেন প্রথম সুযোগ পাইবা মাত্রই আমি তোমাকে আসাম প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে বদলী করিব। I shall transfer you to the best place in Assam on the first opportunity এই কথা আমাকে বলিয়া পর দিবস পুনরায় স্কুলে আসিয়া তিনি হেড্ মাষ্টার শ্রীনাথবাবুকে বলিলেন যে আপনি একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশানন্দ ভরালীকে তৃতীয় শিক্ষকের পদে লইতে চান কি না। হেড্ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন না, আমি উহাকে চতুর্থ শিক্ষকের পদে লইতে প্রস্তুত আছি। সাহেব বাহাদুর হেড্ মাষ্টার বাবুকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার খাতিরে উহাকে

তৃতীয় শিক্ষকের পদে লইতে হইবে। এদিকে ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর জগদ্বন্ধুবাবু সহরে প্রকাশ করিলেন যে রামেশ্বরবাবুকে সাহেব শ্রীহট্টে বদলি করিবেন স্থির করিয়াছেন। আসাম প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান বলিলেই শ্রীহট্টকেই বুঝায়। কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলের লোকের পক্ষে শ্রীহট্ট আসামের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান নহে। আমাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান ধুবড়ী। সুতরাং আমি জগদ্বন্ধুবাবু-কথিত শ্রীহট্টে আমার বদলির কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আমি মনে মনে ধুবড়ী পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছিলাম এবং মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৶ ভগবান্ আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

সাহেব শিলংএ ফিরিয়া গিয়া আদেশ প্রকাশ করিলেন যে আমাকে ৬৫৲ টাকা বেতনে ধুবড়ী জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে বদলী করিলেন এবং ধুবড়ীর সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত শশিধর বরকার্ত্তিকে ৭৫৲ টাকা বেতনে ডিব্রুগড় জেলা স্কুলে সেকেণ্ড মাষ্টারীতে বদলী করিলেন; এবং শ্রীযুক্ত ঈশানন্দ ভরালীকে ৫০৲ টাকা বেতনে ডিব্রুগড় স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিলেন। এই বন্দোবস্ত ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের পক্ষে অনুকূল হয় নাই। যে হেতু শশিধরবাবু গণিত জানিতেন না এবং ভরালী মহাশয়ও উহাতে অপটু। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে হেড মাষ্টার শ্রীনাথবাবুকে পেন্‌সন্ না লওয়া কাল পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে গণিত পড়াইতে হইয়াছিল।

এ স্থলে শ্রীনাথবাবুর সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কৃষ্ণনগরের মুড়িদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্ব প্রথমে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনি সিনিয়র স্কলার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ছিলেন। ভাগ্যক্রমে উমেশবাবু কালে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন এবং মাসিক ১৫০০৲ টাকা বেতন পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনাথবাবুর ভাগ্যে উহা ঘটে নাই। পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ কালে তাঁহার বেতন মোটে ১৫০৲ টাকা মাত্র হইয়াছিল।

উমেশ বাবুর বেতনের এক দশমাংশ। শ্রীনাথবাবু বহুকাল পর্য্যন্ত ৬০৲ টাকা বেতনে বহরমপুর কলেজিয়েট্ স্কুলে ষষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে কলিকাতার স্কুল-বুক-সোসাইটী-সঙ্কলিত প্রথম নম্বর রিডার পড়াইতে পড়াইতে ইহাঁর অর্জ্জিত বিদ্যার হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয় নাই। গণিত শাস্ত্র একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ ইনি উচ্চ গণিত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। এক কালে জ্যোতিষ শাস্ত্রেও ইহাঁর বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। ইনি আমাদের নিকট নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, যখন বহরমপুর হইতে বালেশ্বর জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টারিতে বদলী হন, তখন ইনি জ্যামিতি এরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে পুস্তক না দেখিয়া ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞা-গুলি ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন না, কিন্তু হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিতে করিতে ইহাঁর গণিতশাস্ত্রের নষ্টজ্ঞান পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। বালেশ্বর জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টারের কার্য্য হইতে বদলী হইয়া ইনি গৌহাটী হাই স্কুলের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের তৃতীয় শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তখন ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের হেড্ মাষ্টার বা অধ্যক্ষ ছিলেন ইহাঁরই ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দাস এম্, এ,। লক্ষ্মীবাবু গণিতে এম্, এ, ছিলেন। সুতরাং গণিত বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন আসামের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয়। ইনি শান্তিপুরের শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর বংশ-সম্ভূত ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্ব-পুরুষেরা শান্তিপুরের আতাবুনে গোস্বামীদিগের পরিবার-ভুক্ত ছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে ইহাঁর পূর্ব্ব-পুরুষেরা শান্তিপুর পরিত্যাগ করিয়া গোয়ালন্দের অপর পারে শিবালয় বা শিয়ালু গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এখনও ইহাঁদের বাস সেই গ্রামেই আছে। ইহাঁর পিতা শ্রীযুক্ত রাধামোহন গোস্বামী মহাশয় বহুকাল পূর্ব্বে আসামে কীর্ত্তন গান করিতে গিয়া গৌহাটীতে অবস্থান করেন এবং গভর্ণমেণ্টের অধীনে আদালতে

প্রথমে সামান্য চাকরী লইয়া পরে মুনসেফ্ হন। মুনসেফের কার্য্য বহুকাল করার পরে পেন্‌সন্ লইয়া নিজ বাসস্থান শিবালয়ে আসিয়া প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া পেন্‌সন্ ভোগ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমোহনবাবুর মাতা সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা, দানশীলা ও অতিথি-সেবিকা রমণী ছিলেন। ইনি রত্নগর্ভাও ছিলেন। ইনি তিনটী সুপ্রসিদ্ধ পুত্রের জননী হইয়াছিলেন। প্রথম পুত্রের নাম ছিল শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামী, দ্বিতীয়ের নাম শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী ও তৃতীয়ের নাম শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র গোস্বামী। গৌহাটীতে অবস্থানকালে একদিন ইহাঁদের বাড়ীতে মহোৎসব হইতেছিল। এই মহোৎসব সময়ে ইহাঁদের মাতা পূর্ণগর্ভা ছিলেন। মহোৎসবের দিনে ইনি প্রসব বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, তথাপি সেই প্রসব বেদনা লইয়াই আগত অতিথি অভ্যাগত বক্তিদিগকে নিজহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেছিলেন। সমস্ত লোকের ভোজনকার্য্য শেষ হইবামাত্রই ইনি সুতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং একটী পুত্র প্রসব করিলেন। উৎসবের দিনে এই পুত্রের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ইহাঁর নাম রাখা হইয়াছিল উৎসবানন্দ। ইহাঁরা তিনটী ভাইই বিলক্ষণ বিদ্বান্ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাঁরা তিনজনেই অতিরিক্ত মদ্যপায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কুঅভ্যাসেই ইহাঁরা নষ্ট হইয়াছিলেন। তিনটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ ছিলেন শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী। ইনি সিনিয়র স্কলার ছিলেন। উৎসবানন্দ কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন জানি না বটে, কিন্তু ইনি এক সময়ে আসামের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর ছিলেন পরে ইনি একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনারও হইয়াছিলেন। কিন্তু পানদোষই ইহাঁর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। ইনি এই দোষেই শেষে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। তৃতীয় যাদবচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বি, এ, পাস করিয়া বাঙ্গালা দেশে একজন কার্য্যকুশল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন। যে সময়ে কলিকাতার Harrison Road নির্ম্মিত হয়,

সেই সময়ে ইনি ঐ কার্য্যের জন্য Land Acquisition Deputy Collector হইয়াছিলেন অর্থাৎ ভূমি সংগ্রহার্থ ও উহার মূল্য নির্দ্ধারণ জন্য ইনি ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে ইনি একদিন দোকান হইতে মদ খাইয়া সন্ধ্যার সময়ে টলিতে টলিতে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী ইঁহাকে দোকান হইতে মদ খাইয়া আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইনি গৃহে মদ রাখিতেন এবং নিজহস্তে করিয়া পরিমিতরূপে প্রত্যহ রাত্রিকালে স্বামীকে মদ খাইতে দিতেন। যাদব গোস্বামী মহাশয় এই দিন তাঁহার ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া দোকান হইতে মাতাল হইয়া আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। ইঁহার নিয়ম ছিল কাছারি হইতে আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে স্নান করা। এ দিন তাহা না করিয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন।

ভৃত্য আসিয়া তাঁহার পত্নীকে বলিল মা, বাবু আজ বেজায় মাতাল হইয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন। তখন তাঁহার স্ত্রী রন্ধনশালার কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। তিনি রাগ করিয়া বলিলেন মরুকগে। খানিক পরে ভৃত্য বাবুকে বার বার ডাকা সত্ত্বেও তিনি উঠিলেন না। তখন সে তাঁহার গায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে তুলিতে গিয়া দেখে যে তাঁহার শরীর শক্ত হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া এই সংবাদ তাঁহার স্ত্রীকে দিল তখন ত্রৈলোক্য দেবী শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন যে আমি পোড়ার মুখে যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল। আমার কপাল পুড়িয়া গেল। আসিয়া দেখেন তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে।

গৌহাটীর দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজটী উঠিয়া গেলে উহার হেড্ মাষ্টার বা অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দাস এম্, এ, মহাশয় হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের হেড্ মাষ্টারের কার্য্যে বদলী হইয়াছিলেন। পরে ইনি কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইনি বিবাহ করিবেন না

বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন সেই সময়ে বিবাহ করেন এবং কিছুকাল পরে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় শিক্ষক চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কলেজটী উঠিয়া যাইবার পরে একষ্ট্র্যা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনারের পদে একটিং বা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। এবং দরঙ্গ জেলার মঙ্গলদৈ মহকুমায় প্রেরিত হন। এই স্থানে তাঁহার হস্তে Treasury বা মালখানার কার্য্যভার ন্যস্ত হয়। তিনি মদ খাইয়া প্রায়ই কার্য্য করিতেন না। বিচার কার্য্য ত প্রায়ই করিতেন না। ট্রেজারির কার্য্যেও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিলেন। এইজন্য উঁহাকে এই কার্য্য হইতে অপসারিত করাইয়া পুনরায় শিক্ষা-বিভাগে দেওয়া হয়। এইবার ইনি গোয়ালপাড়া জেলা স্কুলের (আজকাল যাহাকে ধুবড়ী হাই স্কুল বলে) হেড্‌ মাষ্টার হন। পরে শিবসাগর জেলা স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার হন। কাজকর্ম্ম না করার জন্য এবং কোহিমা হাই স্কুলে কোন কাজ না থাকায় সর্ব্বশেষে ইনি তথায় প্রেরিত হন। কোহিমা হাই স্কুল নামে হাই স্কুল থাকিলেও তথায় প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র ছিল না। যখন ইহাঁকে কোহিমায় বদলী করা হয় তখন আসামের চিফ্‌ কমিসনার ছিলেন মাননীয় মহাত্মা Sir Deniz Fitz Patrick (সার্ ডেনিজ ফিট্‌জ্‌ প্যাট্রিক্)। পাছে ইনি এরূপ একজন বিদ্বান্ লোককে কোহিমা পাঠাইতে অসম্মত হন, এই জন্য আসামের ডিরেক্টর বাহাদুর শ্রীযুক্ত জে, উইলসন্ সাহেব তাঁহার প্রস্তাবে লেখেন যে Babu Chandramohan Goswami, Head-Master, Sibsagar Zila School, does no work. There is no work at Kohima, so he should be sent there. অর্থাৎ শিবসাগর জেলা স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার বাবু চন্দ্রমোহন গোস্বামী কাজ করেন না। কোহিমা হাই স্কুলে কোন কাজই নাই অতএব তাঁহাকে সেই স্থানেই প্রেরণ করা হউক। কার্য্যেও তাহাই হইল। চন্দ্রমোহন

বাবু কোহিমায় যাইবার সময়ে শিবসাগর জেলা স্কুলের প্রথম শ্রেণী হইতে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বড়ুরা নামে একটী ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাকে কোহিমা হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া তাহাকে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করান। কোহিমা হাই স্কুল হইতে এই একটী মাত্র ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেরিত হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বড়ুরা আসামীয়া ভাষায় অনেকগুলি গদ্য ও পদ্য পুস্তক রচনা বা অনুবাদ করিয়াছেন। ইনি একজন কবিও বটে। ইনি এখন Honourable Mr. Padmanath Barua, Member of the Assam Legislative Council. চন্দ্রমোহনবাবু বৎসরাধিক-কাল কোহিমা হাই স্কুলে কার্য্য করার পরে ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ ১৮ মাসের জন্য বিদায়ের দরখাস্ত করিয়া উহা মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বেই তথা হইতে চলিয়া আসেন এবং আমাকে ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুর বাধ্য করিয়া এই আঠার মাসের জন্য তথাকার হেড্ মাষ্টারের কার্য্যে প্রেরণ করেন। বাধ্য করিয়া বলিতেছি কেন, যেহেতু ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ চন্দ্রমোহনবাবুকে তথায় পাঠাইবার পূর্ব্বেই আমাকে একবার তথায় যাইতে বলিয়াছিলেন। আমি সেইবারে যাই নাই। তাঁহার সেই জিদ বজায় রাখিবার জন্যই এবারে আমাকে তথায় পাঠাইলেন। চন্দ্র-মোহনবাবু বিদায়ে আসিয়া আর কোহিমায় ফিরিয়া যান নাই। পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। সুতরাং ঐ ১৮ মাসের জন্য আমি তথায় একটিং হেড্ মাষ্টার ছিলাম। ১৮ মাস পরে Sub-protempore অর্থাৎ তৎকালের জন্য স্থায়ীভাবে হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলাম। এবং প্রায় আড়াই বৎসরকাল তথায় আমাকে থাকিতে হইয়াছিল। চন্দ্র-মোহনবাবু পেন্‌সন্ লওয়ায় পরে তাঁহার গৌহাটিস্থিত বাসায় বহুকাল বাস করার পরে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিনটী পুত্র হইয়াছিল—প্রথমটীর নাম শ্রীমান্ শরদিন্দু, দ্বিতীয়ের নাম শ্রীমান শুভ্রেন্দু ও তৃতীয়টীর নাম শৈলেন্দু। তিনটী পুত্রই বুদ্ধিমান্। জ্যেষ্ঠটী

ডেরাডুন বন-বিভাগের কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ফরেষ্ট রেঞ্জার হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতার পান-দোষটারও সম্যক্‌রূপে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কাজেই পদচ্যুত হন। পরে কোহিমার এক্‌জিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে অস্থায়ীভাবে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। তথায়ও পান-দোষে কর্ম্মচ্যুত হন। পরে তেজপুরে এক্‌জিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে অস্থায়ীভাবে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। তথায়ও ঐ দোষে চাকরী হারান। কিছুদিন পরে পিতার জীবদ্দশাতেই প্রাণত্যাগ করেন। তৃতীয় শৈলেন্দ্র পূর্ত্ত-বিভাগের সব্‌ ওভারসিয়ারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পান দোষে পদচ্যুত হন। দ্বিতীয় শুভ্রেন্দ্র বড়ই চতুর ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি, ইনি এখন উড়িষ্যার কোন জেলার এক্‌জিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন এবং রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি সাহেব পটাইতে বড়ই মজ্‌বুৎ।

চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে মানসী নামিকা মাসিকী পত্রিকাতে ভূতপূর্ব্ব পুলিস ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় শুনিয়াছি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি ঐ গুলি পড়ি নাই। এই নিমিত্তই আমি তাঁহার সম্বন্ধে এত গুলি কথা লিখিলাম। আমার এই লেখাগুলি ধান ভানিতে শিবের গীত হইয়া পড়িল।

গৌহাটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজটী উঠিয়া গিয়া জেলা স্কুলে পরিবর্ত্তিত হইলে উহার তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় উহার হেড্‌ মাষ্টার হইয়াছিলেন। পরে ইনি ডিব্রুগড় জেলা স্কুলে বদলী হইয়া তথা হইতে ৫৫ কি ৫৬ বৎসর বয়সে পেন্‌সন্‌ লইয়া কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই কি এক বৎসরের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া যান। শ্রীনাথবাবু কৃষ্ণনগরের সুড়িকুলের একটী উজ্জ্বল রত্ন। ইনি বহু সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। ইহাঁরই যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে সুড়ি বংশে অনেক উজ্জ্বল রত্নের উদয়

হইয়াছে। একটী উজ্জ্বল রত্ন ইহাঁর ভাগিনেয় লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, এম্, এ মহাশয় ছিলেন। দ্বিতীয় ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন। ইনি কালে বাঙ্গালা দেশের একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের বর্ত্তমান উকীল শ্রীমান্ ত্রিবেণীকুমার সেন এই দ্বারকানাথ বাবুর পুত্র। তাঁহার অপর একটী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন। ইনি বহরমপুরের জজ কোর্টে ট্রানশ্লেটার বা অনুবাদক ছিলেন। কি দোষে তাঁহার এই চাকরী যায় জানি না। পরে ইনি ডিব্রুগড়ে ডেপুটী কমিসনারের অফিসে রেভেনিউ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে ইহাঁর চাকরী যায় এবং ঐ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ৬০০৲ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া অব্যাহতি পান।

আমি ডিব্রুগড় জেলা স্কুলে ১৮৭৮ সনের ৯ই এপ্রিল হইতে ১৮৮০ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৫০৲ টাকা বেতনে সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলাম। ঐ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ২১শে জুন পর্য্যন্ত ৭৫৲ টাকা বেতনে অস্থায়ীভাবে সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য করি। পরে ২২শে জুন হইতে ১৮৮২ সনের ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৫০৲ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিতে বাধ্য হই। ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ও ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৌহাটী জেলা স্কুলে হেড্ মাষ্টারের পদে বদলী হইয়া যাইবার সময়ে আমার সার্ভিস্ বুকে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।

Babu Rameswar Sen is a hard working teacher and is always in earnest in his work. Under the revised scheme of Establishment a graduate has been appointed as Second Master on Rs. 75/- and Rameswar Babu, is, I understand, to act as Third Master on his present pay Rs. 50/- a month. I hope later on he will be provided with another post on an increased pay.

(Sd.) KHETRACHANDRA CHATTERJEE,
Secretary,
18 June 1880.
District Committee of Public Instruction.

অর্থাৎ বাবু রামেশ্বর সেন একজন পরিশ্রমশীল শিক্ষক। ইনি সর্ব্বদাই নিজ কার্য্য অন্তরের সহিত করিতে ইচ্ছুক। স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন সম্বন্ধে যে নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে তদনুসারে ৭৫৲ টাকা মাসিক বেতনে একজন বি, এ, কে সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমি জানিয়াছি তাঁহার বর্ত্তমান মাসিক বেতন ৫০৲ টাকাতে রামেশ্বর বাবুকে থার্ড মাষ্টারের কার্য্য করিতে হইবে। আমি আশা করি পরে ইনি অধিকতর বেতনে আর একটী কার্য্য পাইবেন। এই কথাগুলি ক্ষেত্রবাবুর নিজের কথা নহে। স্কুল-ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত Willson সাহেব বাহাদুর আমার সম্বন্ধে ক্ষেত্রবাবুকে যে আধা সরকারী (ডেমি অফি-সিয়াল) চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন আমি তাহা দেখিয়াছিলাম এবং তাহাতেই ঐ কথাগুলি সাহেব বাহাদুর লিখিয়া ক্ষেত্রবাবুর মারফতে আমাকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তিনি চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের নিকট হইতে চাপ পাইয়াই এই অন্যায় বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমি ধুবড়ী জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্যে বদলী হইবার সময় তখনকার ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় আমার সার্ভিস বুকে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

Babu Rameswar Sen is an active pains-taking young man. I always found him a useful officer of the school.

(Sd.) SREENATH SEN,
Head master, Dibrugarh School.

অর্থাৎ বাবু রামেশ্বর সেন একজন কার্য্যতৎপর, পরিশ্রমী ও যত্নশীল যুবা পুরুষ। আমি সর্ব্ব সময়ে ইহাঁকে এই স্কুলের একজন কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী স্বরূপ পাইয়াছিলাম।

আমার সময়ে ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের উল্লেখযোগ্য ছাত্রদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীমান্ গণেশ রাম আগরওয়ালা শ্রীমান্ শিবরাম শর্ম্মা
„ গোপীনাথ বর্দ্দলৈ „ আবদুল মজিদ্
„ দেবীচরণ বড়ুৱা

গণেশরামের পিতা শ্রীযুক্ত কাশীনাথ আগরওয়ালা একজন সামান্ত দোকানদার ছিলেন। গণেশরাম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী ২০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়াছিল। কিন্তু সে ঐ বৃত্তি লাভ করিয়াও কোন কলেজে পড়িতে যায় নাই। সে বৃত্তি গ্রহণ করে নাই। বৃত্তি লইয়া কোন কলেজে পড়িতে না যাওয়ার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল আমি যে উদ্দেশ্যে ইংরাজী পড়িতে আসিয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। সাহেবদিগের সহিত এবং বিলাতের বড় বড় কারবারওয়ালাদিগের সহিত ইংরাজীতে লেখালেখি করা এবং স্থানীয় সাহেবদিগের সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাহা যখন সফল হইয়াছে তখন আমার বেশী ইংরাজী শিক্ষার কোন প্রয়োজনই নাই। আমি ত চাকরী প্রত্যাশী নহি এখন আমি আমার পিতার দোকানে থাকিয়া উহার উন্নতি সাধন করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিব। প্রকৃত পক্ষে সে তাহাই করিয়াছিল। বাস্তবিকই সে একজন বড় ব্যবসায়ী হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় সে জীবিত নাই। গোপীনাথ বর্দ্দলৈ বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যোরহাটে ওকালতী করিতেছে। দেবীচরণ বড়ুৱাও বি, এল্, এবং যোরহাটের উকীল। এখন ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের একজন মাননীয় সদস্য এবং রায় বাহাদুর উপাধি-প্রাপ্ত। শিবরাম শর্ম্মাও বি, এল্, এবং ডিব্রুগড়ের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল।

আবদুল মজিদ্ বি, এ, এল্, এল্, বি, ও ব্যারিষ্টার। ইনি এক্ষণে আসাম গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সভার অন্যতম মাননীয় সদস্য (একজি-কিউটিভ্ কাউন্সিলার) এবং সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা সম্মানিত।

ইনি যখন ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে আসাম প্রদেশের মাননীয় চিফ্ কমিসনার সার চার্লস্ ইলিয়ট্ বাহাদুর ডিব্রুগড়ে শুভাগমন করিয়া জেলা স্কুলটী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মজিদের বয়স তখন ১৫ বা ১৬ বৎসর, দেখিতেও খর্ব্বকায়। মজিদের দুই একটী প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া চিফ্ কমিসনার বাহাদুর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন The lad seems to be very smart. Is it not Babu? অর্থাৎ এই বালকটীকে দেখিয়া বোধ হইতেছে এটী বিশেষ চতুর ও চালাক। বাবু প্রকৃতই কি ইহা নহে? আমি বলিলাম Yes, your Honour অর্থাৎ হাঁ মাননীয় মহাশয়। চিফ্ কমিসনার বাহাদুর স্কুল পরিদর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন। ইনি প্রচলিত রীত্যনুসারে বালকদিগকে ২।১ দিনের জন্য ছুটি দিলেন না। তিনি চলিয়া গেলে বালকেরা যুক্তি করিয়া ছুটির জন্য একখানি দরখাস্ত লিখিয়া মজিদের হস্ত দিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। চিফ্ কমিসনার বাহাদুর তখন ডিব্রুগড়ের মিউনিসিপাল্ অফিস পরিদর্শন করিতেছিলেন বেলাও তখন প্রায় সাড়ে চারিটা। বালক-দিগের দরখাস্তের উপরে সাহেব বাহাদুর লিখিয়া দিলেন The boys may be granted a holiday for to-day. মজিদ্ উহা হাতে করিয়া না পড়িয়াই দুই দিনের ছুটি হইয়াছে মনে করিয়া হৃষ্ট চিত্তে দৌড়িয়া আসিয়া আমার হস্তে দরখাস্তখানি দিয়া বলিল মহাশয়, দুই দিনের ছুটী হইয়াছে। আমি উহা পড়িয়া দেখিয়া বলিলাম যে চিফ্ কমিসনার বাহাদুর তোমাদিগকে ফাঁকী দিয়াছেন। একদিনের জন্যও ছুটি দেন নাই। তোমাদের সহিত মজা করিয়াছেন। কই Two days শব্দের "s" অক্ষরটা কোথায়? মজিদ্ আমাকে একটা টান দেখাইয়া বলিল এইটাই এস্। তখন আমি বলিলাম তোমার কথা মানিয়া লইলাম Two শব্দের "w" অক্ষরটী কোথায় গেল। তখন

উহারা চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের ফাঁকী বুঝিতে পারিল। ইলিয়ট্ সাহেব বাহাদুর স্কুল পরিদর্শন করিয়া কখনই ছুটি দিতেন না।

কোন কোন বার ম্যাজিক্ লানটার্ণ্ সাহায্যে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের প্রতিকৃতি ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ছবি দেখাইয়া বালকদিগের চিত্ত-বিনোদন করিতেন। এই স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ আবদুল মজিদ্ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে বলিব। মজিদের বাড়ী যোরহাটে। ইহাঁর পিতা একজন মৌজাদার ছিলেন। মজিদ্ যোরহাট মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে মাইনর বা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়া ডিব্রুগড় জেলা স্কুলে আসিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিল; এবং ডিব্রুগড়ে তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিত। তখন যোরহাটে হাই স্কুল স্থাপিত হয় নাই। এই ঘটনার কিছুদিন পরে যোরহাটের গভর্ণমেণ্ট-মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টী হাই স্কুলে পরিণত হইল এবং আমিও ডিব্রুগড় হইতে ধুব্ড়ী বদলী হইলাম। সুতরাং মজিদ্ও ডিব্রুগড়ের স্কুল ছাড়িয়া যোরহাট হাই স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হইল। ডিব্রুগড় স্কুল ছাড়িয়া যাইতে আমি তাহাকে বার বার নিষেধ করিয়াছিলাম। তদুত্তরে মজিদ্ বলিয়াছিল যে যখন যোরহাটে আমার বাড়ী তখন আমার তথায় যাওয়াই শ্রেয়ঃ। আপনি ডিব্রুগড়ে থাকিলে হয়ত এ স্থান ছাড়িয়া যাইতাম না। যখন আপনি চলিলেন তখন আমি আর এখানে থাকিব না। মজিদ্ যোরহাট হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকার একটী বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া তথা হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের একটী বিশেষ বৃত্তিলাভ করতঃ বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাতে গিয়াছিল; এবং তথায় বি, এ, ও এল্ এল্ বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। মজিদের প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার সময় শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর দাস

বি, এ তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। মজিদ্ কিছুকালের জন্ম অস্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

লখিম্‌পুর জেলার (যাহার প্রধান স্থানের নাম ডিব্রুগড়) ডেপুটী কমিসনার কর্ণেল গ্রেহাম্ (Colonel Graham) ও তাঁহার পরবর্ত্তী সিভিলিয়ান ডেপুটী কমিসনার ম্যাক্‌উইলিয়ম্ সাহেব বাহাদুরদিগের সম্বন্ধে মিলিটারী ও সিভিল সার্জ্জন প্রাতঃস্মরণীয় হোয়াইট ও সিউয়ান্ সাহেব সম্বন্ধে, হেড্ মাষ্টারদিগের সম্বন্ধে ডিব্রুগড়স্থ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে যে যে কারণে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই বহ্নিতে যে যে ব্যক্তি বিশেষভাবে দগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা না লিখিয়া ডিব্রুগড়ের বিবরণ শেষ করিতে ইচ্ছা হয় না। অতএব অনাবশ্যক বিবেচিত হইলেও ঐ ঐ সম্বন্ধে কিছু কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কর্ণেল গ্রেহাম্ স্কট্‌লণ্ড দেশের লোক; ইনি বাঙ্গালাদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাহাদুরের মাতুল। কর্ণেল বলাতেই ইনি সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী বলা হইল। ইনি দীর্ঘকায়, সুশ্রী, বলবান্ ও বীরপুরুষ ছিলেন।

ইনি অতি স্বাধীনচেতা, স্পষ্টভাষী ও উচিত বক্তা ছিলেন। ইনি নির্ভয়ে ইহাঁর উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগকে এমন কি চিফ্ কমিসনার বাহাদুরকেও ন্যায্য ও উচিত কথা বলিতে ও লিখিতে ছাড়িতেন না। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী বিষয় এখানে উল্লেখ করিতেছি। ইহাঁর হস্তাক্ষর অতি কদর্য্য ও অস্পষ্ট ছিল। সহজে ইহাঁর লেখা কেহই পড়িতে পারিতেন না। ইহাঁর কার্য্যকালে লক্ষ্মীপুর জেলাস্থিত স্কুল ও পাঠশালা সমূহের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের অবস্থাও বিশেষ অসন্তোষজনক হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায়ই ঘন ঘন শিক্ষক পরিবর্ত্তন হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষকের পদ অনেক সময়েই শূন্য থাকিত। এই সময়ে আসাম প্রদেশের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর

ছিলেন ডাক্তার সি, এ, মার্টিন। পরে ইনি বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। আমাকে ডাক্তার মার্টিনই ডিব্রুগড়ের জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কেহই ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে অধিকদিন টিকিয়া থাকিতেন না। এই সম্বন্ধে কর্ণেল গ্রেহাম্ ও ডাক্তার মার্টিনের মধ্যে অনেকদিন হইতে অনেক চিঠি পত্র লেখালেখি চলিতেছিল। ডাক্তার মার্টিনের চিঠিপত্রের ভাষার দোষ তিনি প্রায়ই হেড্ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুকে দেখাইয়া বলিতেন মার্টিন আয়র্লণ্ডবাসী। ইনি ইংরাজী ভাষার কি জানেন। এই সমস্ত চিঠিপত্র লেখালেখির ফলে ডাক্তার মার্টিন সেকেণ্ড মাষ্টারের পদের বেতন মাসিক ৬০৲ টাকা, থার্ড মাষ্টারের বেতন ৪০৲ টাকা ও ফোর্থ মাষ্টারের বেতন ৩০৲ টাকা করিতে হইবে বলিয়া একটী প্রস্তাব চিফ্ কমিসনার সাহেব বাহাদুরের নিকট মঞ্জুরের জন্য চিঠি লিখিয়া পাঠান। আমার ডিব্রুগড় যাওয়ার কিছুদিন পরেই ডাক্তার মার্টিন ডিব্রুগড় জেলা স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিদর্শন কার্য্য শেষ হওয়ার পরে সারকিট্ বাঙ্গলোয় যাইয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাই যে ডিব্রুগড়ের ন্যায় এত দূরদেশে আসায় এবং ডিব্রুগড়ে খাদ্যদ্রব্য মাত্রেরই মুল্য অতিশয় অধিক থাকায় ৫০৲ টাকা বেতনে আমার চলিতেছিল না। হয় তিনি অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালাদেশের ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া আমাকে পুনরায় বাঙ্গালাদেশে বদলী করাইয়া দেন নয় আমার বেতন বৃদ্ধি করাইয়া দেন। এই কথা শুনিয়া ডাক্তার মার্টিন আমাকে বলেন যে শীঘ্রই তোমার বেতন বৃদ্ধি হইবার আশা আছে ; এবং তিনি যে চিঠিতে চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের নিকট ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই চিঠির খস্ড়াখানি আমাকে দেখান কিন্তু আক্ষেপের বিষয় কয়েক মাস পরেই ডাক্তার মার্টিন দেড় বৎসরের ছুটি লইয়া বিলাত

চলিয়া যান। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াও আর আসামপ্রদেশে ফিরিয়া যান না। রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইনস্‌পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালাদেশে থাকেন। ডাক্তার মার্টিনের পরে তাঁহার পদে শ্রীযুক্ত জে উইল্‌সন সাহেব নিযুক্ত হইয়া আসামপ্রদেশে যান।

ইনি ইতিপূর্ব্বে কখনও স্কুল ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করেন নাই। পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। চিফ্‌ কমিসনার সাহেব বাহাদুরের নিকটে শিক্ষাবিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি করিবার কথা লিখিতে প্রথম প্রথম সাহস করিতেন না। সুতরাং ডাক্তার মার্টিনের প্রস্তাব বহুকাল চাপা পড়িয়াছিল।

আমি ডিব্রুগড়ে যাওয়ার পরে আমাদের শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তৃতীয় শিক্ষকের পদে ও শ্রীমান্ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। দীনবন্ধুবাবু বহু পূর্ব্বে শান্তিপুর উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন। আমি যখন প্রথমে ডিব্রুগড়ে যাই তখন ইনি আমাদের গড়ের মধ্য-শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ে হেড্‌ মাষ্টারের কার্য্য করিতেছিলেন একথা পূর্ব্বেই একস্থানে লিখিয়াছি। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেকার অবস্থায় বাড়ী বসিয়া ছিল। দীনবন্ধুবাবুকে যখন ডিব্রুগড়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তখন তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসরের কম নহে। ইনি একজন বহুদর্শী প্রাচীন শিক্ষক বলিয়া হেড্‌ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। ক্ষেত্রবাবু কর্ণেল গ্রেহামকে ধরিয়া তাঁহারি লেখার জোরে গভর্ণমেণ্টের নিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও এত অধিক বয়সে দীনবাবুকে গভর্ণমেণ্টের অধীনে উত্তরকালে পেন্‌সন্ পাইবার উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। দীনবন্ধুবাবু অনেকদিন ডিব্রুগড় স্কুলে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এক বা দেড় বৎসর কাল মাত্র ডিব্রুগড়ের স্কুলে কার্য্য করিয়া স্কুলের শীতকালের বন্ধের সময়ে বাড়ী আসিয়া আর

ফিরিয়া যান নাই। অনেকদিন পূর্ব্বে দীনবাবুর পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। দীনবাবু প্রথমে যাইয়া আমাদের নিকটে ছিলেন। পরে পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম যে দীনবন্ধুবাবু একটী আসামীয়া রমণীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই মেয়েটীর বয়স তখন ১৫ বা ১৬ বৎসর। দেখিতেও সুশ্রী, ইহার পিতা পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ। ইনি ডিব্রুগড়ের খাজনাখানায় পোদ্দারের কাজ করিতেন এবং ইহাঁর নাম ছিল রামনাথ। মেয়েটীর মাতা ছিল আসামীয়া স্ত্রীলোক। আমি ইহা জানিতে পারিয়া যাহাতে ঐ বিবাহ না হয় তাহার জন্য বিশেষভাবে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। কাজেই এই বিবাহ হয় নাই। দীনবাবু এই নিমিত্ত আমার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং আমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দীনবাবু আমার শিক্ষক ছিলেন। এখন ইনি আমাদের পাড়া ছাড়িয়া আসামীয়া পাড়ায় যাইয়া শ্রীযুক্ত কেশবরাম দত্তের বাড়ীতে গিয়া বাসা করিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ-বাসিদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি যোগীন নামে তাঁহার একটী পুত্রকে ডিব্রুগড়ে লইয়া গিয়াছিলেন। এই পুত্রটীর গুণ বিস্তর ছিল। সুযোগ পাইলেই অন্যের টাকা পয়সা আত্মসাৎ করিত। দীনবাবুর চেষ্টায় এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসিদের পরামর্শে আসামের কতিপয় যুবক মিলিত হইয়া হেড্ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুর ও আমার বিরুদ্ধে চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের সমীপে একখানি মেমোরিয়াল বা আবেদন পত্র প্রেরণ করে। তখন আসামের চিফ্ কমিসনার সার ষ্টুয়ার্ট বেলি। চিফ্ কমিসনার বাহাদুর কিছুদিন পরে যখন মফঃস্বল ভ্রমণে বাহির হইয়া ডিব্রুগড়ে যান তখন তিনি একদিন তাঁহার প্রধান সেক্রেটারী (Riddsdale) রিডস্ডেল সাহেব, ডেপুটী কমিসনার ও অন্যান্য বহু সাহেব স্কুল পরিদর্শনে যান। চিফ্ কমিসনার সাহেব বাহাদুর এই আবেদন পত্রখানি পাইবার পরে যখন স্কুলে আসিয়াছেন এই সংবাদ প্রচারিত হইল তখন দলে দলে অনেক আসামীয়া ভদ্র ও ইতর লোক স্কুল-

প্রাঙ্গনে যাইয়া উপস্থিত হইল। চিফ্ কমিসনার সাহেব বাহাদুর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া ইংরাজী সাহিত্য ও গণিত পরীক্ষা করিলেন।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা গণিতে খুব ভালই পরীক্ষা দিয়াছিল এবং চিফ্ কমিসনার তাঁহার পরিদর্শন-মন্তব্যে উহার উল্লেখও করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরাও গণিতে বেশ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়াছিল। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে Lambstales from Shakespear নামক পুস্তকখানি পড়ান হইত। ঐ পুস্তকের কিং লিয়ার নামক গল্প হইতে সাহেব বাহাদুর বালকদিগকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বালকেরাও প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছিল। কেবল একটী প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে নাই। এই প্রশ্নটির সদুত্তর না পাওয়ায় সাহেব বাহাদুর হেড্ মাষ্টারবাবুকে বলিলেন Who teaches English in this class, অর্থাৎ এই শ্রেণীতে কে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেন। হেড্মাষ্টারবাবু বলিলেন সেকেণ্ড মাষ্টার। তখন সাহেব বাহাদুর বলিলেন Where is he অর্থাৎ তিনি কোথায়। আমি নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলাম। আমার হস্তে পুস্তকখানি দিয়া সাহেব বাহাদুর বলিলেন—Babu, will you please explain the grammatical construction of the sentence অর্থাৎ বাবু তুমি কি এই বাক্যের ব্যাকরণ-ঘটিত ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিবা। আমি তখনই উহা বুঝাইয়া দিলাম। অবশ্য সাহেব বাহাদুর আমার ব্যাখ্যা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন না। কিন্তু অশিক্ষিত অনেক লোকই বলিতে লাগিল সেকেণ্ড মাষ্টার বুঝাইয়া দিতে পারিল না। এইরূপে বহু সাহেব ও আসামীয়া ভদ্রলোক সমক্ষে আমার এক প্রকার পরীক্ষা হইয়া গেল।

কিছুকাল পরে শিবসাগর জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ গুহ মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তিনি মাসিক ১৫০্ টাকা বেতন পাইতেন। আমাদের তৃতীয় শিক্ষক দীনবাবু ঐ পদপ্রার্থী হইয়া

একখানি আবেদন পত্র হেড্ মাষ্টার ও ডেপুটি কমিসনার বাহাদুরের হাত দিয়া প্রেরণ করিলেন। ডেপুটী কমিসনার কর্ণেল গ্রেহাম্ আবেদন পত্রখানি পাইয়া হেড্মাষ্টারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আবেদনকারী মাসিক কত টাকা বেতন পান। হেড্ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন ৩০৲ টাকা মাত্র। সেকেণ্ড মাষ্টার কত টাকা বেতন পান জিজ্ঞাসা করায়, হেড্ মাষ্টার বলিলেন ৫০৲ টাকা, আপনি কত টাকা পান জিজ্ঞাসা করায় হেড্ মাষ্টার বলিলেন ১৫০৲ টাকা। এই সমস্ত কথা শুনিয়া কর্ণেল গ্রেহাম্ বলিলেন যে আপনার থার্ড মাষ্টার কি বিকৃত মস্তিষ্ক? সেকেণ্ড মাষ্টার ৫০৲ টাকা পাইয়াও এই ১৫০৲ টাকার পদ পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে সাহস পায় নাই। আর ৩০৲ টাকা বেতনের তৃতীয় শিক্ষক উহার প্রার্থী হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের বড়ই অবিচার দেখিতেছি যে স্কুলের হেড্ মাষ্টারের বেতন ১৫০৲ টাকা, সেই স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের বেতন মাত্র ৫০৲ টাকা বড়ই অসামঞ্জস্য। আমি কল্যই ইহার প্রতিবিধানার্থ লেখনী ধারণ করিব। এই সময়ে মেমোরিয়াল দেওয়ার জন্য স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী কমিসনারের মধ্যে অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি চলিতেছিল।

এইবারে ডেপুটী কমিসনার কর্ণেল গ্রেহাম্ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন এবং বড়ই কড়া কড়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। একখানি চিঠিতে লেখেন যে যদি ভাল কাজ চাও তবে ভাল বেতন দাও। সেকেণ্ড মাষ্টারের পদের জন্য লোক চাও বি, এ, বা বি, এ ফেল্, অথচ বেতন দিতেছ মোটে ৫০৲ টাকা। এত অল্প বেতনে বি, এ বা বি, এ ফেল্ ব্যক্তিকে পাওয়া যাইবে কেন? যদিও কোন গতিকে একজন বি, এ বা বি, এ ফেল্ এই পদে আসে তাহা হইলেও সে অধিকদিন এই পদে থাকিতে পারে না। সে আসিয়াই বেশী বেতনের চাকরী খুজিয়া বেড়ায়। আমার অফিসে যে সকল কেরাণী ৮০৲ ৯০৲ বা ১০০৲ টাকা বেতন

পাইতেছে তাহারা বড়জোর থার্ড, সেকেণ্ড বা ফার্ষ্টক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। আমার অফিসে একটী ৫০৲ বা ৬০৲ টাকা বেতনের চাকরী খালি হইলেই ঐরূপ সেকেণ্ড মাষ্টারেরা দরখাস্ত করিয়া থাকে। আমি আমার অফিসে ভাল শিক্ষিত লোক পাইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকি। যদিও আমি এই জেলার শিক্ষাসম্বন্ধীয় কমিটীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট বা কর্ত্তা তথাপি আমি স্কুলের ইষ্টের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐরূপ সেকেণ্ড মাষ্টারকে পাইলেই আমার অফিসে লই। আরও দেখ গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকদিগের বেতন মোটে ৫৲ বা ৬৲ টাকা কিন্তু একজন ঘোড়ার ঘাস কাটার বেতন ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা। এ অবস্থায় ৫৲ বা ৬৲ টাকা বেতনে পাঠশালার শিক্ষকতা করিতে যাহারা আসে তাহারা এককালেই অকর্ম্মণ্য লোক। এইরূপে নানাপ্রকারে কড়া কড়া চিঠি লিখিয়া যে যে সেকেণ্ড মাষ্টার তাঁহার অফিসে বা পুলিস অফিসে চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের একটী তালিকা করিয়া ইনস্‌পেক্টর সাহেবের অফিসে পাঠান। কর্ণেল গ্রেহাম্ লিখিত এই সমস্ত কড়া চিঠির মধ্যে একখানি চিঠি হইতে আসামপ্রদেশের স্কুল ইনস্‌পেক্টর জে উইলসন্ সাহেব একটা বাক্য তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে উদ্ধৃত করিবার জন্য কর্ণেল গ্রেহামের অনুমতি চাহিয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি লেখেন। তাঁহার অফিসের কেরাণীবাবুদিগের দোষে ঐ বাক্যটী বিকৃত অবস্থায় ঐ লিখিত চিঠিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে কেরাণী-বাবু ঐ চিঠিখানি নকল করিয়াছিলেন তিনি ঐ বাক্যটীর কিয়দংশ ও উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের কতক অংশ একত্রে লিখিয়া একটী অদ্ভুত বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কর্ণেল গ্রেহাম্ এই চিঠিখানি পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া হেড্ মাষ্টার ও স্কুল কমিটীর সেক্রেটারী ক্ষেত্রবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি কি পাগল হইয়া ঐ চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম?

যাহা হইতে ঐ অদ্ভুত বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে। হয় আমি পাগল হইয়া উহা লিখিয়াছিলাম নয় আপনার যে মাষ্টার আমার খসড়া চিঠি হইতে প্রেরিত চিঠিখানি নকল করিয়া উহাতে আমার নাম স্বাক্ষর লইয়া ইনস্‌পেক্টর অফিসে পাঠাইয়াছিলেন তিনি মূর্খ ও বোকা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কর্ণেল গ্রেহামের হস্তাক্ষর বড়ই কদর্য্য ও অস্পষ্ট ছিল। অনেকেই উহা পড়িতে পারিত না। আমি তাঁহার লিখিত শিক্ষা-বিভাগীয় সমস্ত চিঠি নকল করিতাম। নকল করিয়া তাঁহার খসড়া চিঠি তাঁহার অফিসে পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু আমাদের সুবিধার জন্য একখানি বান্ধা বহীর মধ্যে উহার একখানি নকল রাখিতাম ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য। ক্ষেত্রবাবু মনে করিয়াছিলেন যে আমিই ঐ চিঠিখানির ঐ বাক্যটী ঐ ভাবে লিখিয়া ইনস্‌পেক্টর অফিসে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি স্কুলে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে মাষ্টার, আজ তোমার ভারি বিপদ্ দেখিতেছি এবং ইনস্‌পেক্টর অফিস হইতে কর্ণেল গ্রেহামের নামে প্রেরিত চিঠিখানির ঐ অংশটুকু আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, তুমি কি এইভাবে ঐ অদ্ভুত বাক্যটী ইনস্‌পেক্টর অফিসে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলে? আমি উহা দেখিয়া প্রথমে অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরে বলিয়াছিলাম যে আমি কি এতই মূর্খ যে ঐরূপ লিখিয়াছি। ভাল, আমাদের অফিসে ত ঐ চিঠির নকল, নকল-বহীর মধ্যে আছে। দেখা যাক্ উহাতে কি লেখা আছে। এই কথা বলিয়া চিঠির নকল বহীখানি আনিয়া ক্ষেত্রবাবুকে দেখাইলাম। ক্ষেত্র-বাবু উহা দেখিয়া বলিলেন তুমি এখন রক্ষা পাইলে। আমি চিঠির নকল বহীখানি এখনই লইয়া গিয়া কর্ণেল গ্রেহাম্‌কে দেখাইতেছি। এই বলিয়া তিনি ঐ বহীখানি লইয়া গিয়া কর্ণেল বাহাদুরকে দেখাইলেন। আমার ঘাড় হইতে দোষ নামিয়া ইনস্‌পেক্টর অফিসে গিয়া পড়িল অথবা ইনস্‌পেক্টর সাহেবের উপর গিয়া চাপিল। এইদিন হইতে আমার সম্বন্ধে কর্ণেল গ্রেহামের মনে একটা ভাল ধারণা জন্মিল।

কর্ণেল গ্রেহাম্ তখন ইনস্পেক্টর সাহেবকে চিঠি লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন যে আপনি ইংরাজী ভাল জানেন না, আমার চিঠি হইতে কোন বাক্য আপনার বাৎসরিক রিপোর্টে বা কার্য্য-বিবরণীতে উদ্ধৃত করিয়া আমাকে মূর্খ বা পাগল প্রতিপন্ন করিবেন না। ক্ষেত্রবাবু ঐ চিঠিখানি পড়িয়া বলিলেন যে এই চিঠিখানি ইনস্পেক্টর সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি মনে করিবেন যে হেড্ মাষ্টারই ঐ ভাবে চিঠিখানি লিখিতে বলিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার অনিষ্ট হইবে। কর্ণেল গ্রেহাম্ বলিলেন যে উহা আমার চিঠি, আমি উহাতে নাম স্বাক্ষর করিতেছি ইহাতে তোমার কি দোষ হইবে? তিনি ঐভাবেই লিখিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি সেদিন ক্রোধে অধীর। সেই দিন আর ঐ চিঠিখানি নকল করিয়া পাঠান হইল না। পরদিন রাগ পড়িবার সম্ভব, এইজন্য পরদিন হেড্ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবু কর্ণেল বাহাদুরের নিকট যাইয়া অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে ঐভাবে চিঠি লিখিতে নিরস্ত করিলেন। সাহেব বলিলেন যে তোমারা বাঙ্গালী বড়ই ভীরু। সুতরাং ঐভাবে আর চিঠি লেখা হইল না। কেবল লেখা হইল যে তাঁহার চিঠি হইতে কোন অংশই যেন উদ্ধৃত করা না হয়। কর্ণেল গ্রেহাম্ যখন পেন্সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তখন তাঁহার পদে একজন সিভিলিয়ান্ ডেপুটি কমিসনার পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। ঐ প্রস্তাব শুনিয়া কর্ণেল গ্রেহাম্ চিফ্ কমিসনার সাহেব বাহাদুরকে বলিয়াছিলেন যে A Civilian Deputy Commissioner in the Lakhimpur District will be like an old woman অর্থাৎ লখিম্পুর জেলায় সিভিলিয়ান্ ডেপুটী কমিসনার একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ন্যায় হইবেন। যাহা হউক তাঁহার পদে একজন সিভিলিয়ান্ ডেপুটী কমিসনার প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনি কাছার জেলা হইতে বদলী হইয়া ডিব্রুগড়ে আসিয়াছিলেন। ইহাঁর নাম ছিল Mr. Mc. William. কাছারে ইহাঁর বেশ

প্রতিপত্তি ছিল। ইহাঁর নামে কাছার জেলাবাসিরা একটী রৌপ্য পদকের সৃষ্টি করিয়াছেন। আসামপ্রদেশের স্কুল সমূহের মধ্য হইতে যে বালকটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে সেই উহা পাইবে। এখনও প্রতি বৎসরেই ঐ রৌপ্যপদকটি প্রদত্ত হয়। ম্যাকৃউইলিয়ম্ সাহেব গণিতে এম্, এ, ছিলেন। ইনি বড়ই অপক্ষপাতী ছিলেন। ইহাঁর নিকট সাদা কালয় বড় প্রভেদ ছিল না। ইনি দুষ্ট, অত্যাচারী, "চা" কর সাহেবদিগের যমস্বরূপ ছিলেন। আমার মনে আছে একজন "চা" কর সাহেব কাছার হইতে বদলী হইয়া লখিমপুর জেলার কোন চা বাগিচার ম্যানেজার হইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমি ষ্টিমারে সেবার ডিব্রুগড়ে যাইতেছিলাম। ষ্টিমারের উপর ঐ "চা" কর সাহেবের সহিত আমার বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। কথায় কথায় ঐ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এখন লখিমপুর জেলার ডেপুটী কমিসনার কে? আমি, ম্যাকৃউইলিয়ম্ সাহেবের নাম করায় সাহেব বলিয়া উঠিলেন That devil is now here অর্থাৎ ঐ ভূত এখন এই জেলায় আসিয়াছে? ম্যাকৃউইলিয়ম্ বড়ই রসিক ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। ডিব্রুগড়ে তখন বড়ই বৃষ্টি হইত। একদিন সাহেব তাঁহার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "বল দেখি ডিব্রুগড়ে এত বৃষ্টি হয় কেন?" কর্ম্মচারিটী অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা উঠাইলেন। সাহেব হাসিয়া বলিলেন তা নয়, পরমেশ্বর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করার পরে ডিব্রুগড়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সৃষ্টির মালমসলা প্রায়ই নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল। ডিব্রুগড়ের উপরিস্থ আকাশের সৃষ্টিকালে তাঁহার মাল মসলার অনটন হইল, সুতরাং উহার উপরিস্থ আকাশে খানিকটা ছিদ্র রহিয়া গেল; ঐ ছিদ্র থাকার জন্যই এখানে এত বেশী বৃষ্টি হয়। একদিন আমি ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাঙ্গলোয় গিয়াছিলাম।

সাহেব অনেক কথার পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি প্রথম শ্রেণীতে কি পড়াও। আমি বলিলাম গণিত। সাহেব ঐ কথা শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি Differential Calculus জান? এটা একটি উচ্চ অঙ্গের গণিত। আমি বলিলাম—না।

ডিব্রুগড়ে Military ও Civil Surgeon মহাত্মা White সাহেবের নাম, ডিব্রুগড়ের White Medical School যত দিন বিদ্যমান থাকিবে ততদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁহার পদে কালে আসিয়াছিলেন ডাক্তার ম্যাকেনা। ডাক্তার ম্যাকেনা ডাক্তার হোয়াইটের সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপান্ন লোক ছিলেন। তাঁহার পদে পরে আসিয়াছিলেন ডাক্তার সিউয়ান্। ইনি অতি উচ্চমনা ও মহদন্তঃকরণ পুরুষ ছিলেন। ইহাঁকে একদিন আমাদের বাসার নিকটে কোন "চা" বাগান হইতে আগত একটা বাঙ্গালী বাবুর চিকিৎসার্থ আনা হইয়াছিল। ইনি রোগীর রোগ বিলক্ষণ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখার পরে ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। উঠিয়া যাইবার সময়ে তাঁহার ফিজ্ স্বরূপ তাঁহার হস্তে ১৬৲ টাকা দিতে যাওয়ায় তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন তোমাদের দেশীয় লোকদিগকে বলিয়া দিও আমার ফিজ্ ১৬৲ টাকা নহে মাত্র ৪৲ টাকা। আমি যদি ১৬৲ টাকা ফিজ্ লই তবে আমাকে চিকিৎসার্থ কে ডাকিতে পারিবে? যদিও বা প্রাণের দায়ে ডাকে, তাহা হইলে রোগীর শেষ অবস্থায় ডাকিবে। তাহাতে রোগীর কোন উপকারই হইবে না; বরং আমার দুর্নাম হইবে, বলিবে ডাক্তার সাহেবের হাতে রোগী মরিয়া গেল। ইহাও বলিয়া দিও যে সকল লোক অতি দরিদ্র ৪৲ টাকা ফিজ্ও দিতে অক্ষম তাহারা আমাকে ডাকিলে তাহাদের নিকট হইতে আমি একটী পয়সাও লইব না। ইহাতে যে কেবল তোমাদেরই উপকার করা হইবে এমন নহে আমার নিজেরও যথেষ্ট উপকার হইবে। আমি যত অধিক রোগী দেখিতে পাইব ততই আমার চিকিৎসা কার্য্যে অভিজ্ঞতা জন্মিবে। যে রোগীটিকে

আমি এখন দেখিতে আসিয়াছি ইহাকে পূর্ব্বে কে চিকিৎসা করিতেছিল? আমরা বলিলাম গভর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার আবতুল্লা। তখন বলিলেন যখন এই ব্যক্তি আমার অধীনস্থ ডাক্তার আবতুল্লার রোগী তখন আমি কিছুই লইব না। যদি ফিজ্ দিতে হয়, তবে আবতুল্লাকে দিও এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, একটি টাকাও লইলেন না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের জ্যেষ্ঠ শিশুপুত্রটী প্রস্রাব করিতে বড়ই কষ্ট পায়; এমন কি তাহার প্রস্রাব প্রায়ই হয় না, অল্প অল্প হইলেও দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করে জানিয়া আমরা ডাক্তার সিওয়ান্ সাহেবকে ডাকিয়া আনিলাম। ডাক্তার সাহেব রেজিমেণ্টের একজন লেফ্টেন্যাণ্ট সাহেবের সহিত একত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ শিক্ষকের বাসায় আসিয়া বালকটীকে দেখিলেন; এবং আমাকে বলিলেন ঘোড়াকে দ্রুত চালাইবার জন্য আমাকে একটী বেত আনিয়া দাও এবং একখানি চিঠি লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে উহাতে যে যে অস্ত্রের ও যন্ত্রের নাম লেখা আছে সেই সমস্ত সরকারী হাসপাতাল হইতে সত্বরে লইয়া আইস। এই বলিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া নিজের বাঙ্গলোয় গেলেন এবং কতকগুলি যন্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য হাতে লইয়া অতি সত্বরেই রোগীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। রোগীর অস্ত্র-চিকিৎসা করিতে হইয়াছিল। সেই রাত্রিতে রোগীর অনেক পরিমাণে রক্তমিশ্রিত দাস্ত হইয়াছিল। আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া রাত্রি ১১টার পরে ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে সাহেবের বাঙ্গলোয় গেলাম। সাহেব তখন নিদ্রিত। তাঁহার বেহারা তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ায় সাহেব বলিলেন যে একজন বাবুকে সঙ্গে করিয়া আমার শয়নকক্ষে লইয়া আইস। আমি তাঁহার শয়নকক্ষে গেলাম। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে রোগীর কি হইয়াছে? আমি সমস্ত অবস্থা বলিলাম। সাহেব বলিলেন কোন ভয় নাই বরং ভালই হইয়াছে। আমি কল্য প্রাতে নয়টার সময় যাইয়া রোগীকে দেখিয়া

আসিব। পরদিন ঠিক নয়টার সময়ে রোগীকে দেখিয়া গেলেন। এইভাবে প্রায় তিন সপ্তাহ্ কাল প্রাতে ও অপরাহ্ণে রোগীকে দেখিয়া যাইতেন। রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইলে উহার পরবর্ত্তী ইংরাজী মাসের ২রা বা ৩রা তারিখে ৫০৲ টাকার নোট হাতে লইয়া আমরা তিনজনে—আমি, বালকের পিতা ও নৃপেন পালিত সাহেবের বাঙ্গলোয় বেলা ৪টার পরে উপস্থিত হইলাম। সাহেব তখন টেনিস্ খেলিতে বাহির হইয়াছেন। আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবু, তোমরা কেন আসিয়াছ? বালকটী বেশ সম্পূর্ণ সুস্থ আছে ত? আমরা বলিলাম আপনার দয়ায় বালকটী সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে। আপনাকে এ পর্য্যন্ত কিছুই দেওয়া হয় নাই, আজ কিছু দিতে আসিয়াছি। সাহেব বলিলেন কত টাকা আনিয়াছ। আমরা বলিলাম মাত্র ৫০৲ টী টাকা। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন বালকের পিতার বেতন কত। আমরা বলিলাম ৫০৲ টাকা। সাহেব বলিলেন যে সম্ভবতঃ বালকের পিতা গতকল্য বেতন পাইয়াছে। তাহার সমস্ত বেতনের টাকাটা আমাকে দিয়া সে পরিবারসহ এ মাসে কি খাইবে? আমরা বলিলাম যে, দেশে তাহার জমিজমা আছে, ৫০৲ টাকা দিলেও তাহার কোন কষ্ট হইবে না। সাহেব বলিলেন যে, যে ব্যক্তি মাসে মাত্র ৫০৲ টাকা বেতন পায় আমি তাহার ছেলের চিকিৎসা করিয়া কখনই ৫০৲ টাকা লইতে পারি না। আমি কিছুই লইতে চাহি না, তবে যদি কিছু না লইলে তোমরা দুঃখিত হও তবে কেবল ১২৲টী টাকা আমার বেহারার হাতে দিয়া যাও। এরূপ ডাক্তার সাহেব কি আজকাল পাওয়া যায়? আমার জীবনে আমি এরূপ উচ্চমনা নিম্নলিখিত কয়েকজন ডাক্তার সাহেবকে দেখিয়াছি। রঙ্গপুরের ডাক্তার ঘোষ, ডিব্রুগড়ের ডাক্তার হোয়াইট্ ও ডাক্তার সিউয়ান্, কোহিমার ডাক্তার বার্ড (উত্তরকালের কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার বার্ড), নওগাঁর ডাক্তার হিউজ্ ও ডাক্তার ম্যাক্‌নট্ ও তেজপুরের ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা। প্রকৃতই ইঁহারা মনুষ্যাকারে মূর্ত্তিমান দেবতা।

ডিব্রুগড়ের পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গনিবাসি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব ও তাহার ফল।

আমি ইতিপূর্ব্বে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে ডিব্রুগড় প্রবাসি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গনিবাসি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে আন্তরিক সদ্ভাব ছিল না বরং বিদ্বেষভাবেরই প্রাবল্য ছিল; ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন গোঁড়া হিন্দু ও স্পষ্টবক্তা। ইনি কাহারও দোষ দেখিলে তাহার মুখের উপরেই উহার উল্লেখ করিতেন। ইঁনি বহুকাল ডিব্রুগড়ে ছিলেন বলিয়া প্রায় সকলেরই পূর্ব্বাবস্থা জানিতেন। সুতরাং কাহারও বড় খাতির করিতেন না। ডিব্রুগড়ের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তখন সদাচার জিনিসটা বড় ছিল না। অনেকেই পানদোষে দোষী ছিলেন। এবং হিন্দুদিগের নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতেন। সুতরাং হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের সহিত তাঁহাদের বড় মেশামেশি ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গনিবাসিদলের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সেন পূর্ত্তবিভাগের একাউণ্ট্যাণ্ট, ও উকীল শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বাক্‌চি। তখন হরিশবাবুর অবস্থা খুবই ভাল হইয়াছিল। হরিশবাবু পূর্ব্বে ক্ষেত্রবাবুর অধীনে সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন এবং সেকেণ্ড মাষ্টারী করার সময়ে তাঁহার অবস্থা খুবই হীন ছিল। পশ্চিমবঙ্গবাসিদিগের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রবাবু। ক্ষেত্রবাবু হরিশবাবুকে গ্রাহ্যই করিতেন না। ক্ষেত্রবাবুকে ডিব্রুগড় প্রবাসি বাঙ্গালী মাত্রেই কর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহাকে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিতেন না বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পূর্ব্ববঙ্গনিবাসি বাঙ্গালীরা তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করিতেন এবং তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারিলেও তাঁহার দলের পশ্চিমবঙ্গ-নিবাসি বাঙ্গালীদিগের কাহারও কাহারও অনিষ্টসাধন করিয়াছিলেন।

স্কুল ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু সেন ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী বৈদ্য। কৃষ্ণকুমারবাবুর বাসাতেই ইনি থাকিতেন এবং স্বজাতি হওয়াতে উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্টতাও ছিল। ইনি লেখাপড়া তত ভাঁল জানিতেন না এবং বিশেষ বুদ্ধিমান্‌ও ছিলেন না। কাজেই কৃষ্ণকুমারবাবুর ও উকীল হরিশবাবুর পরামর্শেই কার্য্য করিতেন। এই সময়ে ডিব্রুগড়ের গভর্ণমেণ্ট মধ্য-বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত ছিলেন শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ রুদ্র, উভয়েই পশ্চিমবঙ্গনিবাসী। ক্ষেত্রবাবুর বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে না পারিয়া এই দুই জনের অনিষ্ট সাধন করিতে ইহাঁরা বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শাপে বর

বাঙ্গালা স্কুলের পরীক্ষার ফল উপর্যুপরি কয়েক বৎসর অসন্তোষজনক হওয়াতে ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর জগৎবাবু, কৃষ্ণকুমার ও হরিশবাবুর পরামর্শে শিক্ষা বিভাগের ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট এই দুই জন পণ্ডিতের বিরুদ্ধে লেখেন। তাহার ফলে হেড্‌পণ্ডিত ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৌহাটী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে অবনত হন এবং তাঁহার বেতন ৪০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ৩০৲ টাকা হয়। দ্বিতীয় পণ্ডিত ব্রজনাথ রুদ্রের চাকরী যায়। ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শাপে বর হইয়াছিল। ইনি গৌহাটীতে বদলী হওয়ার কিছুদিন পরে পানবাজার নামক স্থানে একখানি সামান্য আকারের দোকান খোলেন। এই দোকানে পুস্তক, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রীত হইত। এখন এ দোকানখানি খুব বড় হইয়াছে। এখন ইহাতে বস্ত্র, পোষাক, পুস্তক, কাগজ, কলম ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। ইনি এখন পেন্‌সন্‌ লইয়া ঐ স্থানেই বাস করিতেছেন। বহুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। এবং ঐ স্থানে তিন চারিখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া ভাড়া দিতেছেন। মাসিক ভাড়া ৬০৲ ৭০৲ টাকা পান।

ডিব্রুগড় বঙ্গবিদ্যালয়ের নূতন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ দাস।

ব্রজবাবু গৌহাটীতে বদলী হইলে গৌহাটী বাঙ্গালা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ দাস তৎপদে ডিব্রুগড়ে বাঙ্গালা স্কুলের হেড্ পণ্ডিত হইয়া যান। ইনি ডিব্রুগড়ে আসার পরেই উভয় দলের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হয়। ইনি ছিলেন জাতিতে সাহা। জাতি গোপন করিবার নিমিত্তই ইনি দাস উপাধি গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে থাকেন। তখন গোয়ালন্দে ষ্টিমারে উঠিয়া ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত ষ্টিমারে যাইতে হইত। যখন হৃদয়বাবু প্রথম ডিব্রুগড়ে যান তখন আমরাও শীতকালের ছুটীর পরে ডিব্রুগড়ে যাইতেছিলাম। গোয়ালন্দে নিয়মিত সময়ে ষ্টিমার না পৌছানতে আমরা দুইদিন ষ্টিমারের প্রতীক্ষায় তথায় বসিয়া থাকিতে বাধ্য হই। একটা মুদির দোকানে আমরা বাসা করিয়াছিলাম। হৃদয়বাবুও তখন ডিব্রুগড়ে যাইবার জন্য গোয়ালন্দে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। এবং গগন নামে এক মুদিয়ানীর দোকানে বাসা করিয়া-ছিলেন। এদিকে আমাদের ছুটীর দিন ফুরাইয়া আসিতেছিল। তখন তিন চারিখানি দ্রুতগামী ষ্টিমার ছিল। ঐ ষ্টিমারগুলির মধ্যে কোন একখানি পাইলে আমরা ছুটীর মধ্যেই ডিব্রুগড়ে পৌছিতে পারিব বলিয়াই উহাদের নাম করিতেছিলাম। যখন আমরা ষ্টিমারগুলির নাম করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে হৃদয়বাবু আমাদের বাসার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন, দেখিতেছি আপনারা আসামযাত্রী। আপনারা কোথায় যাইবেন? আমরা বলিলাম ডিব্রুগড়ে যাইব। হৃদয়বাবু বলিলেন আমিও ডিব্রুগড়ে যাইব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ডিব্রুগড়ে কাহার বাসায় যাইবেন, বলিলেন ডেপুটী ইনস্পেক্টর জগদ্বন্ধুবাবুর বাসায়।

আমি এই কথা শুনিয়াই বলিলাম আপনি কি হৃদয়বাবু? উনি বলিলেন হাঁ। জান্তিতে উনি সাহা আমি জানিতাম। অনেকক্ষণ আলাপের পরে উহাঁর জাতি কি জানিতে চাওয়ায় উনি বলিলেন "দাস"। দাস শুনিয়া আমি বলিলাম—কি কৈবর্ত্ত দাস। বলিলেন—না। আমি বলিলাম তবে কি দাস? উনি বলিলেন দাস নামেই একটী জাতি আছে। আমি বলিলাম আপনাদের ব্যবসায় কি? বলিলেন তেজারতি, মহাজনী ইত্যাদি। আমি বুঝিলাম ইনি নিজের জাতি গোপন করিতেছেন। কিছুতেই বলিবেন না। আমি স্পষ্টই বলিলাম যে মহাশয় জাতি গোপন করিতেছেন কেন? ডিব্রুগড়ে গিয়া দেখিবেন জাতিভেদ নাই —সব একাকার। আমাদের আলাপ পরিচয়ের দিনেই অপরাহ্নে শিমলা নামক ষ্টিমার ডিব্রুগড় যাইবার জন্য গোয়ালন্দে পৌছিল। তখন শিমলা একখানি তৎকালের দ্রুতগামী ষ্টিমার ছিল। আমরা সন্ধ্যার পরে আহারাদি করিয়া ষ্টিমারের টিকেট্ কিনিয়া ষ্টিমারে যাইয়া শয়ন করিলাম। হৃদয়বাবু মুদিয়ানীর অনুরোধে সে রাত্রিটা আর ষ্টিমারে যাইয়া উঠিলেন না। পরদিন প্রাতে গগন তাহাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টিমারে উঠাইয়া দিয়া আসিল। হৃদয়বাবু ডিব্রুগড়ে যাইয়া জগদ্বন্ধুবাবুর বাসায় না উঠিয়া আমারই বাসায় প্রথমে উঠিলেন এবং আমার বাসায় তিন চারি দিন থাকিলেন। আমি নিজে পাক করিতাম। পাক শেষ হওয়ার পরে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়া উভয়ের জন্য পরিবেশন করিয়া আমার শয়ন ঘরে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া যাইতাম। হৃদয়বাবু বলিতেন আপনি বিশ্রাম করুন আমিই পরিবেশন করিতেছি। আমি বলিতাম আপনি ত আমার বাসায় বরাবর থাকিবেন না; আপনি আমার অতিথি আপনাকে কাজ করিতে দিব কেন? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা গোয়ালন্দে ষ্টিমারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমরা অর্থাৎ আমি ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র সরস্বতী ও বাঙ্গালা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ রুদ্র। ডিব্রুগড়ে যাওয়ার পরেও কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক

হৃদয়বাবুকে জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি বলিতেন না। অথচ সকলের হুঁকায় তামাক খাইতে চাহিতেন। একদিন যদুনাথ তরফ্‌দার নামে একটী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক উইলটন্ চা-বাগিচার সব্‌ ম্যানেজার হৃদয়-বাবুর জাতির পরিচয় জানিতে চাওয়ায় উনি পরিচয় দেন নাই অথচ তাঁহার হাত হইতে হুঁকা লইতে যাইতেছিলেন। যদুবাবু তখন বলিলেন আপনি জাতি গোপন করিবেন অথচ সকলের হুঁকায় তামাক খাইতে চাহিবেন এটা কি ভাল? আপনি এই হুঁকায় তামাক খাইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিব। তৎপর দিনই হৃদয়বাবু ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর জগদ্বন্ধু-বাবুর বাসায় চলিয়া গেলেন।

ডিব্রুগড়ে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

ইহার কিছুদিন পরে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক পণ্ডিত রাম-কুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় (উত্তরকালের কাশীধামের রামানন্দ স্বামী) ডিব্রুগড়ে যাইয়া একটী ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। আমি ও নৃপেন পালিত ট্রেণিং স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেনের বাসায় থাকিতাম। আমাদের বাসাতেই প্রথম দিন সমাজের অধিবেশন হইবার কথা ছিল। ঠিক এই দিন রেজিমেণ্টের বেনে আনন্দবাবুর কন্যার অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে আমাদের সরকারী ঠাকুরদাদা মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় মধ্যাহ্নে ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। হৃদয়বাবুরও নিমন্ত্রণ ছিল। এই দিন হৃদয়বাবু তাঁহার জাতির পরিচয় না দিলে তাঁহাকে লইয়া একসঙ্গে খাওয়া হইবে না বলিয়া স্থির হয়। হৃদয়বাবু এদিনেও জাতির পরিচয় দিলেন না। এজন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া একত্রে ভোজন করা ঘটিল না। সেই জন্য তাঁহাকে ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক বিদ্যারত্ন মহাশয়কে অন্য ঘরে একত্রে খাইতে দেওয়া হইল। এই ঘটনাতে হরিশবাবু, কৃষ্ণকুমারবাবু ও জগৎবাবু বড়ই চটিয়া গেলেন। তাঁহারা বলিলেন আপনারা হুড়ির সঙ্গে একত্রে ভোজন

করেন, হৃদয়বাবুর সহিত করিবেন না কেন? আমরা বলিলাম হৃদয়-বাবু হাড়ি হইলেও যদি জাতি গোপন না করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া খাইতেও কাহারও আপত্তি হইত না। ইনি জাতি গোপন করেন কেন? এই দিন ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য কে হইবেন ঠিক করিবার কথা ছিল। কেহ কেহ আমার নাম করিলেন। আমার শরীর তখন সুস্থ ছিল না। আমার বিদায় লইয়া বাড়ী আসিবার কথা ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে রামেশ্বরবাবু ছুটি লইয়া বাড়ী যাইবেন বলিতেছেন সুতরাং উহাঁকে অল্পদিনের জন্য উপাচার্য্য করিয়া লাভ কি? কৃষ্ণকুমারবাবু প্রভৃতির ইচ্ছা হৃদয়বাবুকেই উপাচার্য্য করা হয়। নৃপেন পালিত বলিলেন আমার একটা কথা আছে শুনুন, হরিশবাবু বলিলেন তুমি ছেলে মানুষ, চুপ করিয়া থাক। তথাপি নৃপেন বলিলেন দ্বারকা-নাথ সেন মহাশয়কে উপাচার্য্যের পদ দেওয়া হউক। হরিশবাবু বলিলেন যে, যৎকালে আমি সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলাম তখন দ্বারিকবাবুর সহিত এক বাসায় থাকিতাম, উহাঁর চরিত্রে তখন বিশুদ্ধতা ছিল না। নৃপেন বলিলেন যে হৃদয়বাবু অতি অল্প দিন হইল এখানে আসিয়াছেন, উহাঁর চরিত্র যে বিশুদ্ধ তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ ডিব্রুগড়ে আসিবার সময়ে গোয়ালন্দে তিনি যে ভাবে মুদিয়ানীর দোকানে ছিলেন তাহাতে তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ হয়। এই লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল। সে দিন আর আমাদের বাসায় সমাজের অধিবেশন হইল না। বিদ্বেষ-বহ্নিও প্রবলতর হইয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিল।

নৃপেন পালিতের অন্যায় কারাদণ্ড এবং কলিকাতা হাই-কোর্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দোষ প্রমাণ ও কারামুক্তি।

ইহার ফলে দুই তিন বৎসরের পরে, আমি যখন ধুবড়ীতে স্কুল-ডেপুটী ইনস্পেক্টর ছিলাম সেই সময় একটা মিথ্যা নোটচুরির মোকর্দ্দমায়

নৃপেন পালিতের আড়াই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কোন কোন বিশেষ কারণে সাহেবরাও নৃপেন পালিতের বিপক্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। নৃপেনকে জব্দ ও অপমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে রাস্তায় অন্যান্য নীচ শ্রেণীর কয়েদীর সঙ্গে পাথর ভাঙ্গিতেও দেওয়া হইয়াছিল। নৃপেনের এই মোকর্দ্দমার কথা তাঁহার খুল্লতাত ব্যারিষ্টার টি, পালিত বা তাঁহার সহোদরেরা জানিতেন না। দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হওয়ার পরে টি, পালিত এই সমস্ত জানিতে পারিয়া নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য আপনি আদালতে উপস্থিত হওয়াটা লজ্জার কথা মনে করিয়া শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে গৌহাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন গৌহাটীতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেলা সমূহের সেসন্ জজ ছিলেন লট্‌ম্যান্ জন্‌সন্ সাহেব বাহাদুর। ইনি মোকর্দ্দমাটা ভাল করিয়া না বুঝিয়াই দণ্ডাদেশ আড়াই বৎসর হইতে কমাইয়া ছয় মাস করিয়া দেন। মনোমোহন ঘোষ মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া নৃপেনকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করেন এবং তাঁহার কারাদণ্ড রহিত হয়। এই হইল ডিব্রুগড়ের বাঙ্গালী-দিগের দলাদলি ও বিদ্বেষের ফল। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে সে সমস্ত লিখিয়া আর পাঠকবর্গকে (যদি কেহ দয়া করিয়া ইহা পাঠ করেন) বিরক্ত করিতে চাইনা।

ডিব্রুগড়ের সহৃদয় শ্রীযুক্ত কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উকীল শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বাক্‌চি।

ডিব্রুগড় সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এইখানে নিবৃত্ত হইতে চাই। পূর্ব্বেই সহৃদয় শ্রীযুক্ত কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়াছি এবং ধনবান্ উকীল শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বাক্‌চি মহাশয়ের সম্বন্ধেও কিছু বলিয়াছি। হরিশবাবু ডিব্রুগড় জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যখন প্রথম নিযুক্ত হইয়া যান তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল এবং প্রথমে কালীনাথবাবুর বাসায়

যাইয়াই উঠেন এবং তাঁহার দ্বারা অনেক বিষয়ে উপকৃতও হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন কালচক্রের আবর্ত্তনে এবং ভাগ্যপরিবর্ত্তনে হরিশবাবুই বাঙ্গালীবাবুদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী হইয়াছেন এবং কালীবাবু অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কালীবাবু হরিশবাবুর নিকট হইতে কিছু টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ টাকা সুদে আসলে ২০০০৲ টাকা হইয়া পড়িয়াছিল। আমি এই সময়ে ডিব্রুগড় হইতে ধুব্‌ড়ী বদলী হইবার আদেশ পাইয়াছি। ৫।৭ দিনের মধ্যেই ডিব্রুগড় ছাড়িয়া চলিয়া আসিব। স্কুলেরও তখন শীতের অবকাশ হইবার সময় আসিয়াছে।

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যেই কালীনাথবাবু একদিন সন্ধ্যার পরে আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন। হরিশবাবুও ঘটনাক্রমে তখন আমাদের বাসায় উপস্থিত। কথায় কথায় হরিশবাবু তাঁহার ঐ প্রাপ্য টাকার কথা উত্থাপন করিলেন এবং কালীবাবুর প্রতি কতক-গুলি কর্ক্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কালীবাবু নীরব রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রুজল পতিত হইতে লাগিল। হরিশ-বাবু আমাদের বাসা হইতে চলিয়া যাওয়ার পরেও কালীবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আমি ইহা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম এবং কালীনাথবাবুকে বলিলাম যে আমি ধুব্‌ড়ী যাইতেছি। গৌহাটী হইয়া আমাকে যাইতেই হইবে। আমি গৌহাটী হইতে যে কোন প্রকারে ২০০৲ টাকা আপনার জন্য সংগ্রহ করিয়া দিব। নৃপেন পালিতও ঐ সময়ে বাড়ী আসিবেন স্থির হইয়াছিল। নৃপেনও কালীবাবুকে ঐ রূপে আশ্বাস দিয়া শান্ত করিলেন।

গৌহাটির গবর্ণমেণ্ট উকিল সদাশয় রামগোপাল চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার আত্মীয়গণের কথা।

এই সময়ে গৌহাটীতে শ্রীযুক্ত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী এম্ এ,বি, এল্

মহাশয় ওকালতী করিতেন এবং ইনিও তখন সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্তর্গত জেলা সমূহের গবর্ণমেণ্ট উকীল ছিলেন। তৎকালে গৌহাটীতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জেলা সমূহের একমাত্র জজের কাছারি ছিল। এই একমাত্র জজই সফরে বাহির হইয়া সমস্ত জেলায় যাইতেন। এবং প্রত্যেক জেলায় যাইয়া দায়রার বিচার করিতেন। রামগোপালবাবুও তৎকালে একমাত্র গভর্ণমেণ্ট উকীল থাকায় জজ সাহেবের সহিত সফরে বাহির হইতেন এবং ডিব্রুগড়ে যে কয়েক দিন থাকিতেন প্রায়ই আমাদের বাসায় থাকিতেন। এবং তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যে আমাদের বাসায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইত। এই সূত্রে তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। রামগোপালবাবুর বাড়ী ছিল কৃষ্ণনগরের নেদের পাড়ায়। ইহাঁর পিতা শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেকদিন কৃষ্ণনগরের জজের অফিসে অনুবাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। রামগোপালবাবু কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম্ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এল্, পরীক্ষা দিয়া গৌহাটীতে ওকালতী করিতে গিয়াছিলেন। ইহাঁর ইংরাজী ভাষায় ও আইনের জ্ঞান বিশেষ প্রশংসাযোগ্য ছিল। ইহাঁর ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন গৌহাটীর খাজাঞ্চি বা ট্রেজারের কার্য্য করিতেন এবং আসামের কামরূপ জেলায় তখন তাঁহার যথেষ্ট ভূমি-সম্পত্তিও ছিল। ত্রৈলোক্যবাবুর বাড়ী ছিল মালিপোঁতায়। ত্রৈলোক্যবাবুই ইহাঁকে গৌহাটীতে ওকালতী করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ত্রৈলোক্যবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ আজ কাল আসামের কোন জেলার ডেপুটী কমিসনার বা ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং রায় বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছেন। ত্রৈলোক্যবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় একজন বি, এ, এম্, বি, ডাক্তার এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শীও হইয়াছেন। শুনিয়াছি ইনি চিকিৎসা

শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এখন বিলাতে আছেন। কালীনাথবাবুকে গৌহাটী হইতে ২০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিব বলিয়া আমরা যে আশ্বাস বাক্য দিয়াছিলাম সেটা কেবল রাম-গোপালবাবু ও ত্রৈলোক্যবাবুর ভরসায়। ডিব্রুগড় হইতে ধুবড়ী ও তৎপরে বাড়ী আসিবার সময়ে আমি, নৃপেন পালিত ও ট্রেনিং স্কুলের হেড্ মাষ্টার দ্বারকানাথ সেন এক সঙ্গেই গৌহাটীতে আসিয়া রাম-গোপালবাবুর বাসায় গেলাম। ষ্টিমার গৌহাটীতে এক রাত্রি থাকিত। ত্রৈলোক্যবাবুর বাসাও রামগোপালবাবুর বাসার খুব নিকটেই ছিল। এক বাসা বলিলেও চলে। রামগোপালবাবুর বাসাতেই আমরা সেই রাত্রি আহারাদি করিলাম। আহারান্তে কালীবাবুর প্রতি হরিশ-বাবুর ব্যবহারটা বেশ ভাল করিয়া বর্ণনা করিয়া বলিলাম যে আমরা কালীবাবুর জন্য তাঁহার নিকটে ২০০০৲ টাকা ভিক্ষা চাহিতেছি। অবশ্য কালীবাবু এত কৃতঘ্ন হইবেন না যে তাঁহার টাকাটা প্রত্যর্পণ করিবেন না। কালীবাবুর ডিব্রুগড়ে যথেষ্ট ভূমি-সম্পত্তি আছে। অন্য প্রকারে টাকা যোগাড় করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে তাঁহার কোন ভূসম্পত্তি সুবিধা মত বিক্রয় করিয়া তাঁহার টাকা পরিশোধ করিবেন। রামগোপালবাবু বলিলেন, তাইত হরিশবাবুর কালীবাবুর প্রতি ব্যবহারটা বড়ই মর্ম্ম ও হৃদয়বিদারক। তোমরা যখন অনুরোধ করিতেছ তখন আমি কালীবাবুকে ২০০০৲ টাকা ঋণ দিয়া সাহায্য করিব। দেখিও যেন আমার কষ্ট-উপার্জ্জিত টাকাটা এককালে নষ্ট না হয়। কালীবাবুকে লিখিয়া দাও যে ৫।৭ দিনের মধ্যেই আমি তাঁহার নামে ২০০০৲ টাকার হাফ্ নোট রেজিষ্টারি করিয়া পাঠাইব। কালীবাবু উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবা মাত্রই ঐ ২০০০৲ টাকার নোটের অপরার্দ্ধ অংশ পাঠাইয়া দিব। তিনি তখন যাহা বলিয়াছিলেন কার্য্যেও তাহা পরিণত করিয়াছিলেন। কোনরূপ দলিল পত্র না লইয়াই ২০০০৲

টাকা কালীবাবুকে ঋণ দিয়াছিলেন। প্রায় ছয় মাস পরে কালীবাবু ঐ টাকার জন্য একখানি বন্ধকী দলিল লিখিয়া তাঁহার নামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এবং প্রায় দুই বৎসর পরে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। রামগোপালবাবু কিরূপ সহৃদয়, উদার ও সদাশয় পুরুষ ছিলেন তাহা কি এই ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় না? রামগোপালবাবুর হাঁপ রোগ ছিল এবং অত্যন্ত পান-দোষ ছিল বলিয়া স্বাস্থ্যটা একবারেই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে ইনি ওকালতী করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়াছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার বেশ পসারও হইয়াছিল। তৎকালের হাইকোর্টের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বলিয়াছিলেন যে যদি রামগোপালের স্বাস্থ্যটা ভাল থাকে তাহা হইলে অচিরেই ইনি পসারে অনেক উকীলকে ছাড়াইয়া উঠিবেন। কিন্তু দুঃখের ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, কলিকাতায় আসার ২।১ বৎসর পরেই ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান। ইহাঁর অন্যতম সহোদর ছিলেন খ্যাতাপন্ন অধ্যাপক গোলাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ,।

আমি ধুব্‌ড়ী হাই স্কুলে বদলী হইয়াছি শুনিয়া রামগোপালবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ধুব্‌ড়ীতে যাইয়া কাহার বাসায় উঠিবা। আমি বলি ধুব্‌ড়ীতে আমার পরিচিত কেহই নাই বটে, কিন্তু পরিচয় দিলে বোধ হয় ধুবড়ীর তদানীন্তন এক্সট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার কৃষ্ণনগরনিবাসি শ্রীযুক্ত রামগোপাল খাঁর বাসায় ২।১ দিনের জন্য স্থান পাইতে পারি। এই রামগোপাল খাঁ মহাশয় কৃষ্ণনগরের রাজা বাহাদুরের বিখ্যাত দেওয়ান শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের ভাগিনেয় ছিলেন।

ধুব্‌ড়ীর একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত রামগোপাল খাঁ ও উকীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের পরিচয়।

রামগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন যে ধুব্‌ড়ীতে রামগোপাল খাঁর বাসায় বেশী ঘর দুয়ার নাই। ধুব্‌ড়ীর উকীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় বি, এলের বাসায় উঠিও। আমি তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়া দিতেছি এই বলিয়া উভয় রামগোপাল খাঁর ও বিষ্ণুবাবুর নামে এক একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন। বিষ্ণুবাবুর বাড়ী ছিল জিরেট্ বলাগড়ে। ইনি ১৮৭৪ সালে আসাম, বাঙ্গালাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে গোয়ালপাড়া জেলার স্কুল ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের পদে প্রথমে নিযুক্ত হইয়া যান। এবং পরে গোয়ালপাড়া জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলেন। তৎপরে বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোয়ালপাড়ায় ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। যখন বিষ্ণুবাবু ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন তখন গোয়ালপাড়াই উক্ত জেলার হেড্ কোয়ার্টারস্ বা সদর ষ্টেসন্ ছিল। ধুব্ড়ী তখন মহকুমা ছিল। পরে গোয়ালপাড়া হইতে ধুব্ড়ীতে সমস্ত জেলার কাছারি উঠিয়া আসে এবং গোয়ালপাড়া মহকুমায় পরিবর্ত্তিত হয়। বিষ্ণুবাবু গোয়ালপাড়া জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল হইয়াছিলেন।

১৮৮১ সনে ৫ই নভেম্বর তারিখে আসামের স্কুল সমূহের ইনস্‌পেক্টর বাহাদুর আমাকে ধুব্ড়ী জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার আদেশ পত্র বাহির করেন এবং আমাকে লেখেন যে, যে তারিখে ধুব্ড়ী স্কুল শীতাবকাশের পরে খুলিবে, সেই তারিখে আমাকে ধুব্ড়ী স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঐ তারিখটি জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টারকে চিঠি লিখিয়া জানিয়া লইতে হইবে। আমি তদনুসারে ধুব্ড়ী জেলা স্কুলের তখনকার হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামমোহন মিত্র, বি, এ, মহাশয়কে একখানি চিঠি লিখি। রামমোহনবাবু তদুত্তরে আমাকে জানান যে ১৮৮২ সনের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে শীতাবকাশের পরে ধুব্ড়ী স্কুল খুলিবে। তিনি ঐ চিঠিতে আমাকে ইহাও জানাইয়া দিলেন যে শীতাবকাশের পরে তিনি ১০ দিনের ছুটী পাইয়াছেন। তাঁহার ঐ ১০ দিনের অনুপস্থিতি কালে আমাকে হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিতে হইবে।

ধুব্‌ড়ী জেলা স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামমোহন মিত্র বি, এ।

রামমোহনবাবু ইংরাজী সাহিত্যে কিছু কাঁচা ছিলেন এই নিমিত্ত ঐ চিঠিখানি আমাকে লিখিবার সময়ে উহার একখানি খস্‌ড়া তাঁহাকে করিয়া লইতে হইয়াছিল, ভ্রম ক্রমে তিনি আসল চিঠিখানি আমার নিকটে না পাঠাইয়া খসড়া চিঠিখানি পাঠাইয়া ছিলেন। উহাতে তাঁহার স্বাক্ষরও ছিল না। এদিকে তিনি লোকের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি কোন প্রকারেই আমাকে তাঁহার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে গ্রহণ করিবেন না। এই কথাটা ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছিল; এবং ডিব্রুগড়ের বাঙ্গালা স্কুলের হেড্‌ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ দাস মহাশয় উহা ডিব্রুগড়ে প্রচারও করিয়াছিলেন। রামমোহনবাবু মুখে যাহা বলিয়া বেড়াইতেন কার্য্যে তাহা করিতে পারিতেন না। তিনি এ সম্বন্ধে ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরকে লিখিয়া কিছু জানাইতে সাহস করেন নাই। ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর শীতাবকাশের পূর্ব্বে যখন ধুব্‌ড়ী স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাকে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে লইতে চান না। এ কথাও বলেন যে, তিনি নিজে ইংরাজী সাহিত্যে কাঁচা এই নিমিত্ত তাঁহার সেকেণ্ড মাষ্টার শশিধর বরকাকতিকে আগামী বৎসর হইতে প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতে দিবেন মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন। আমি সেকেণ্ড মাষ্টার হইয়া তাঁহার স্কুলে আসিলে তাহা ঘটিবে না যেহেতু আমি ভাল ইংরাজী জানি না। পূর্ব্বে দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম, অনুপযুক্ত বলিয়া তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত হইয়াছিলাম। সাহেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া হাঁসিয়া বলিয়াছিলেন যে রামেশ্বর অনুপযুক্ত বলিয়া তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত হইয়াছিল তোমাকে কে বলিল? রামেশ্বর যে ইংরাজী সাহিত্য ভালরূপ জানে না

তাহাই বা তোমাকে কে বলিল? তদুত্তরে রামমোহনবাবু বলেন আমি তাঁহার নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইয়াছি তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি তিনি ইংরাজী ভাল জানেন না। সাহের এই কথা শুনিয়া বলেন যে তুমি এ বিষয়ের বিচার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি নহ। আমি নিজে রামেশ্বরকে খুব ভালরূপেই জানি এবং ডিব্রুগড়ের ডেপুটী কমিসনার ম্যাক্‌উইলিয়ম সাহেব বাহাদুরের রামেশ্বর সম্বন্ধে ধারণা খুবই ভাল। রামমোহনবাবু ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকটে মুখছোপ পাইয়া আর কিছু বলিতে বা করিতে সাহস করেন নাই। ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরের সহিত রামমোহনবাবুর এই কথা-বার্ত্তাগুলি ধুব্‌ড়ী জেলা স্কুলের তৎকালের চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুক্ত মৌলভি মসিয়ৎউল্লা মহাশয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। এবং আমি ধুব্‌ড়ী স্কুলে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আমাকে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করেন।

শ্রীযুক্ত মৌলভি মসিয়ৎউল্লা সাহেব

মৌলভি মসিয়ৎউল্লা অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী, সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। পরে ইনি মৌলভিবাজারের স্কুল সব্‌ ইনস্‌পেক্টরের পদে একটিং ভাবে নিযুক্ত হইয়া তথায় কিছুকাল কার্য্য করেন। তার পরে ধুব্‌ড়ী স্কুলে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন কার্য্য করিয়া গৌহাটী সার্ভে-স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার হন। তথা হইতে গৌহাটীর তদানীন্তন কমিসনার লট্‌ম্যান্‌ জন্‌সন্‌ সাহেব বাহাদুরের অনুগ্রহে সব্‌ ডেপুটী কলেক্টর হন। অবশেষে একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনারও হইয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার কতদূর সৌহৃদ্য ছিল পরে যথাস্থানে প্রকাশ করিব। আমি ডিব্রুগড় হইতে চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে অনেক বন্ধু-বান্ধব আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় ভোজ দিয়াছিলেন। আমিও একদিন রাত্রিতে ডিব্রুগড়ের বাঙ্গালী

ভদ্রলোকদিগকে আমার বাসায় খাওয়াইয়াছিলাম। আমি যে দিন সকলকে নিমন্ত্রণ করি সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে হৃদয়বাবু প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রামেশ্বরবাবু অনর্থক টাকা খরচ করিয়া কেন ভোজ দিতেছেন? হয়ত তাঁহার ধুব্‌ড়ী যাওয়াই হইবে না। এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয়বাবুকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম ভয় নাই, যদি আমার ধুব্‌ড়ী যাওয়া না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে খাওয়াইতে আমার যাহা ব্যয় হইবে তাহা তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইব না। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আমার বাসায় আসিয়া খাইয়া যাইতে পারেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে আমার বিরুদ্ধে কি একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল।

আমি শীতের বন্ধের সময়ে ধুব্‌ড়ী আসিয়া তথাকার উকীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় আমার জিনিসপত্র রাখিয়া বাড়ী আসি। ধুব্‌ড়ীতে রামগোপালবাবুর সহিতও দেখা করিয়া আসিয়াছিলাম।

চতুর্থ অধ্যায়

ধুব্ড়ী জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য করা

ধুব্ড়ী

শীতাবকাশের পরে ১৮৮২ সনের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে আমি ধুব্ড়ী স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের ও অস্থায়ীভাবে হেড্ মাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ করি। ২৩শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তথায় কার্য্য করি। পরে ৭৫৲ টাকা বেতনে নওগাঁ হাই স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় যাই, এবং ১২ই মে তারিখে নওগাঁ হাই স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ করি। সুতরাং আমি ধুব্ড়ীতে মোটে তিন মাস নয় দিন সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলাম। এই সময়ে আমি ধুবড়ীতে পরিবার লইয়া গিয়াছিলাম। আমি ধুব্ড়ীতে পরিবার লইয়া যাওয়ার কয়দিন পরেই তথায় ভয়ানক ওলাওঠা রোগ দেখা দিয়াছিল।

ধুব্ড়ীতে বিসূচিকা রোগের প্রকোপ।

এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা করিবার জন্য আমরা কয়েকজন শিক্ষক বাড়ী বাড়ী যাইয়া রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করি। এজন্য স্কুলের কার্য্য নামে মাত্র প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা করিয়া হইত।

ধুব্ড়ী জেলা স্কুলের তৎকালের শিক্ষকগণের নাম।

তৎকালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ধুব্ড়ী জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

	শিক্ষকদিগের নাম	পদ	বেতন
১।	শ্রীযুক্ত রামমোহন মিত্র বি, এ,	হেড্ মাষ্টার	১০০৲

	শিক্ষকদিগের নাম	পদ	বেতন
২।	শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন এফ্, এ দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া	সেকেণ্ড মাষ্টার	৬৫৲
৩।	„ কালীমোহন দাস, এফ্, এ প্রথম বার্ষিকী শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া	থার্ড মাষ্টার	৫০৲
৪।	মৌলভি মসিয়ৎউল্লা, এফ্, এ পর্য্যন্ত পড়া	ফোর্থ মাষ্টার	৩০৲
৫।	শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দে, এফ্, এ পর্য্যন্ত পড়া	ফিফ্‌থ্ মাষ্টার	২৫৲
৬।	„ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ	সিক্সথ্ মাষ্টার	
৭।	„ প্রকাশচন্দ্র সেন, (নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্র)	পণ্ডিত	৩০৲

এই কয়েকজন শিক্ষকের মধ্যে আমি, কালীমোহনবাবু, প্রসন্নবাবু ও কালীপ্রসন্নবাবু রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে যাইতাম ও যাইতেন। আমার সঙ্গে তখন আমার স্ত্রী, আমার কনিষ্ঠা বিধবা ভগিনী, আমার একটী কন্যা, একটী ছয় সাত বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং চারি পাঁচ বৎসর বয়স্কা একটী মাতৃহীনা ভাগিনেয়ী ছিল। আমার ভগিনী আমাকে রোগীদিগকে শুশ্রূষা করিবার জন্য যাইতে নিষেধ করিত। তখন আমার একটী মাত্র সন্তান হইয়াছিল। সেটী ঐ কন্যা। তখন তাহার বয়স মাত্র তিন বৎসর। হেড্ মাষ্টার রামমোহনবাবু ও পণ্ডিত প্রকাশবাবু পাছে রোগী দেখিতে গেলে তাঁহারা রোগাক্রান্ত হন, এই ভয়ে বাসার বাহির হইতেন না। এই রোগে সেবারে ধুবড়ীতে অনেকগুলি শিশু ও কয়েকটী বৃদ্ধ লোক মারা গিয়াছিল।

ধুবড়ী স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ করার পরেই হেড্ মাষ্টার রামমোহনবাবু আমাকে প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য

পড়াইতে বলেন। আমি তখন ভয়ানক ব্রঙ্কাইটিস্ বা শ্বাসনালীর শাখায় প্রদাহ রোগে ভুগিতেছিলাম। এইজন্য উহা করিতে অস্বীকার করি। হেড্ মাষ্টার রামমোহনবাবু গণিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন; আমিও গণিত শিক্ষা দিতে ভাল বাসিতাম। সুতরাং আমার ও হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিবার একটা ভাগাভাগি বন্দোবস্ত হইয়াছিল। হেড্ মাষ্টার মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে পাটীগণিত ও বীজগণিত শিক্ষা দিতেন এবং আমি জ্যামিতি, পরিমিতি ও জরিপ শিক্ষা দিতাম। আমাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিতে হইত। তৃতীয় শিক্ষক কালীমোহনবাবু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতেন।

আমার উপরে অফিসের অনেক কার্য্যভারও পড়িয়াছিল। সরকারী চিঠিপত্র সমস্তই আমাকে লিখিতে হইত। রামমোহনবাবু ভাল ইংরাজী জানিতেন না স্বীকার করিলেও চিঠিপত্রের ভাষা লইয়া সময়ে সময়ে আমার সহিত অনর্থক তর্ক করিতেন। একদিন একখানি চিঠিতে আমি লিখিয়াছিলাম যে I shall make a remittance, রামমোহন-বাবু চিঠিখানিতে স্বাক্ষর করিবার সময়ে আমাকে বলিলেন যে make a remittance কিরূপ ইংরাজী? send a remittance লিখুন। আমি বলি send a remittance অশুদ্ধ ও বাক্‌পদ্ধতি বিরুদ্ধ; তথাপি তিনি আমাকে make কাটিয়া তাহার স্থলে send বসাইতে বাধ্য করিলেন। আমি বলিলাম বেশ তাহাই করিতেছি আমিত উহাতে স্বাক্ষর করিব না। আপনিই ত করিবেন; সুতরাং উহাতে আমার কিছু যায় আসে না। আর একদিন তৎকালের প্রচলিত Barnard Smith's পাটীগণিতের একটী সহজ অঙ্ক লইয়া হেড্ মাষ্টার ও থার্ড মাষ্টারের মধ্যে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা হয়। অঙ্কটীর ভাষা বিলক্ষণ প্রাঞ্জল হইলেও উহা লইয়া বিষম গোলমাল উপস্থিত।

অঙ্কটি এই :—A gentleman whose age is now sixty, has

two sons and a daughter. Two years since his age was double of that of his eldest son. The sum of the ages of the father and the eldest son is seven times that of his youngest son. Find the ages of the children.

থার্ড মাষ্টার কালীমোহনবাবু অঙ্কটী এইরূপে সমাধান করেন :—

$60-2=58$; $58\div2=29$,

$29+2=31$ বৎসর জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স।

$60+31=91$, $91\div7=13$, 13 বৎসর কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স।

$60-(31+13)=60-44=16$, 16 বৎসর কন্যাটীর বয়স।

থার্ড মাষ্টারের সমাধানই নির্ভুল।

হেড্ মাষ্টার মহাশয় এইরূপে অঙ্কটী করেন।

$60+2=62$, $62\div2=31$, 31 বৎসর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স তৎপরে ঠিক থার্ড মাষ্টার মহাশয়ের করার মত।

$60-2=58$, $58\div2=29$, $29+2=31$ এইটিই ঠিক ?

না $60+2=62$, $62\div2=31$ এইটিই ঠিক ? এই বিষয় লইয়াই গোলমাল।

Since শব্দের অর্থ লইয়াই উভয়ের বাক্‌বিতণ্ডা। Since শব্দের অর্থ বাক্ পদ্ধতি অনুসারে পূর্ব্বে বা অগ্রে হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট সময় হইতেও হয় ও যেহেতুও হয়। পরে উভয়ে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত ইহার মীমাংসার জন্য। আমি বলিলাম যে Since শব্দের অর্থ লইয়া গোলমাল করিতেছেন কেন ? Was শব্দটী দেখিলেই ত হয় ? উহা ত ভূতকাল বাচক। সুতরাং ৬০—২ বিয়োগ করাই উচিত। হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের ইংরাজী ভাষার জ্ঞানের পরিচয় পরে অন্য স্থলে তাঁহার রচিত বাক্য হইতেও দেখাইব।

ধুবড়ী জেলা স্কুলের আমার সময়ের কয়েকটী ছাত্রের নাম ও তাহাদের পরিচয়।

আমি যে তিন মাস নয় দিন ধুব্‌ড়ীতে সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলাম সেই সময় প্রথম শ্রেণীতে যে কয়টী ছাত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে এই কয়টীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমান্‌ উত্তমচন্দ্র দাস, শ্রীমান্‌ অশ্বিনীকুমার বসু ও শ্রীমান্‌ কিশোরীমোহন দত্ত।

উত্তমচন্দ্র পরে বি, এল্‌, পাশ করিয়া প্রথমে ওকালতী করেন। কিছুদিন ওকালতী করার পরে একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার হন। ৪০০৲ বা ৫০০৲ টাকা বেতন প্রাপ্তির পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর বাড়ী গোয়ালপাড়ায় ছিল। অশ্বিনীকুমার এখনও জীবিত আছেন। ইনি আসাম গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর দপ্তরে উচ্চ বেতনে চাকরী করার পর সম্প্রতি পেন্‌সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিশোরী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তির পরে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে শ্রীমান্‌ যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত, শ্রীমান্‌ প্রসন্নকুমার ঘোষ, অমৃতলাল অধিকারী ও অতুলচন্দ্র দাসগুপ্ত। যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত বি, এ, পাস করিয়া একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনারের পদ পান। এখন ইনি বোধ হয় শ্রীহট্ট অঞ্চলে সদর বা কোন মফঃস্বল মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌। প্রসন্ন বি, এল্‌, পাস করিয়া বহুদিন গোয়ালপাড়ায় ওকালতী করার পরে কালকবলে পতিত হইয়াছেন। ইহাঁর বাড়ীও গোয়ালপাড়ায় ছিল এবং ইনি জাতিতে গোপ ছিলেন। অমৃত বি, এ, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া পাঠ বন্ধ করেন। আমি যখন ১৯০৮ সনে ধুব্‌ড়ী হইতে পেন্‌সন্‌ লইয়া বাড়ী আসি, তখন অমৃত গৌরীপুরের রাজার স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছিলেন। অতুল এম্‌, এ, পাস করার পরে আমার অধীনে নওগাঁ জেলা স্কুলে কিছুদিনের জন্য

তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্য করেন। পরে ঢাকা ট্রেনিং স্কুলে যান। ঢাকায় বি, এল্, পাস করিয়া কিছুদিন ওকালতী করেন পরে মুন্‌সেফ্ হন। ১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাসে নোয়াখালি জেলার সব্ জজের পদ হইতে পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করার পরে এখন ঢাকায় বাস করিতেছেন।

নীচের শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে দেবেন্দ্রকুমার মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইনি এখানে বি, এ, পাস করার পরে বিলাত যান তথা হইতে কৃষি বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া এখানে আসিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। আজকাল বোধ করি ইনি বাঙ্গালা দেশের কোন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্। মধ্যে ইনি কিছুদিনের জন্য নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া আসিয়াছিলেন। শশিমোহন দত্তের নামও কম উল্লেখ-যোগ্য নহে ইনি বি, এল্, পাস করিয়া ধুব্ড়ীতে এখন ওকালতী করিতেছেন। ইহাঁর বাড়ী ধুব্ড়ীতে। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দত্ত উকীল। প্যারীবাবু রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন।

আমি ধুব্ড়ীর জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ করার অল্প দিন পরে নওগাঁ জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদ শূন্য হয়। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু এম্, এ ইতিপূর্ব্বে ঐ স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন। ইনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই নওগাঁ জেলা স্কুলে আসেন। ঐ স্কুলে কার্য্য করিতে করিতে ইতিহাসে এম্, এ, পরীক্ষা দেন; আইন পড়িবার উদ্দেশ্যে ইনি এই কার্য্য ত্যাগ করিয়া ঢাকায় যাইয়া আইন পড়েন ও বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকায় পরে ওকালতী করিতেন। ইনি ঢাকা জেলার বিখ্যাত মালখা নগরের বসু ছিলেন। ইহাঁর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গ ইহাঁকে কচু বলিয়া ডাকিত।

নওগাঁ জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদের বেতন ছিল ৭৫৲ টাকা।

আমি ঐ স্কুলে উক্ত পদে বদলী হইবার জন্য ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকটে আবেদন করিয়াছিলাম। নিজেই আবেদন পত্রখানি তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। হেড্‌ মাষ্টার মহাশয়ের হাত দিয়া পাঠাই নাই; যদিও তাঁহার হাত দিয়া পাঠান উচিত ছিল।

১৮৮২ সনের ২৬শে এপ্রিল তারিখে ঐ পদে নিযুক্ত হই। আমার নিয়োগ পত্র আসিবা মাত্রই ধুব্‌ড়ীর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একটা জল্পনা কল্পনা উপস্থিত হইল। সকলেই জানিতে উৎসুক হইলেন, কেন আমি আমার বাড়ীর অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ স্থান ধুব্‌ড়ী পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী নওগাঁয় যাইতেছি। আর ধুব্‌ড়ী আসার এত অল্প দিন পরেই। হেড্‌ মাষ্টার রামমোহনবাবুর সহিত তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকদিগের বড় একটা বনিবনাও ছিল না। রামমোহন-বাবুকে লোকে ঝগড়াটে বলিয়াও জানিতেন। এজন্য সকলেই অনুমান করিতে লাগিলেন যে আমার সহিত তাঁহার বনিবনাও না হওয়াতেই আমি ধুব্‌ড়ী হইতে চলিয়া যাইতেছি। আমি কেন চলিয়া যাইতেছি অনেকে আমায় এ কথাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি আমার আবেদন পত্রের নকল খানি হইতে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে আমি নওগাঁয় গিয়া ভাল কার্য্য দেখাইতে পারিব বলিয়াই যাইতেছি। প্রকৃত পক্ষে আমি আমার আবেদন পত্রে ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরকে জানাইয়াছিলাম যে আমাকে দয়া করিয়া ধুব্‌ড়ীর সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব কিন্তু তিনি এ কথাও জানেন যে আমি গণিত শিক্ষা দিতে বড়ই ভালবাসি। ধুব্‌ড়ীর হেড্‌ মাষ্টার রামমোহনবাবুও উহা ভাল বাসেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর গণিত শিক্ষার ভার আমার উপরে অর্দ্ধেক পরিমাণে দিয়াছেন আর তিনি

নিজেও অর্দ্ধেক লইয়াছেন। সুতরাং ছাত্রেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে উচ্চস্থান অধিকার করিলে আমি তজ্জন্য প্রসংশা পাইব না। হেড্ মাষ্টার মহাশয়েরই প্রসংশা হইবে। সুতরাং আমি আমার কার্য্য ভালরূপে দেখাইতে পারিব না। নওগাঁ জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি কখনও গণিত শিক্ষা দেন নাই ও এখনও দেন না। এই নিমিত্ত আমাকে তথাকার সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করিলে আমার কার্য্য ভালরূপে দেখাইতে পারিব। আমার আবেদন পত্র পাইবামাত্রই ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এবং ধুব্‌ড়ীর থার্ড মাষ্টার কালীমোহন-বাবুকে ধুব্‌ড়ীর সেকেণ্ড মাষ্টার করিয়াছিলেন।

আমি ধুব্‌ড়ী ছাড়িয়া যাইবার সময়ে হেড্ মাষ্টার রামমোহনবাবু আমার সার্ভিস বুকে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন :—

Babu Rameswar Sen, although he served a short time under me, gave me every satisfaction by the due and conscientious discharge of his duties.

The Babu really takes interest and pleasure in his work. He is intelligent, active and possesses an excellent character. I entertain a high opinion of the officer and am of opinion that he is fully qualified for a Headmastership. He was highly spoken of by the Inspector of Schools, and I found him possessed of those. I really regret to part with him.

DHUBRI (Sd.) RAM MOHON MITRA,
The 1st May 1882. *Head Master.*

তাৎপর্য্য :—বাবু রামেশ্বর সেন অল্পদিন আমার অধীনে কার্য্য করিলেও তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য নিয়মিতরূপে ও বিবেক সহকারে সম্পন্ন করিয়া আমাকে প্রত্যেক বিষয়ে সন্তোষ প্রদান করিয়াছেন। এই বাবুটী স্বীয় কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দেন এবং উহাতে আনন্দ অনুভব

করেন। ইনি বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মঠ, ইহাঁর চরিত্রও উৎকৃষ্ট, আমি এই কর্ম্মচারী সম্বন্ধে অতি উচ্চভাব চিত্তে পোষন করি। আমার মতে ইনি হেড্ মাষ্টার হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুর ইহাঁর গুণের বিশেষ প্রসংশা করিয়াছিলেন। এবং ইহাঁতে ঐ সমস্ত গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি ইহাঁকে ছাড়িতে হইবে বলিয়া প্রকৃতই আক্ষেপ করিতেছি।

(উপরি উক্ত মন্তব্যের ভাষা এককালে নির্দ্দোষ নহে)।

নওগাঁর সেকেণ্ড মাষ্টার প্রসন্নবাবু শীঘ্রই কার্য্য ত্যাগ করিবেন প্রকাশ হইয়াছিল। শীতাবকাশের পরে ঘটনাক্রমে ধুব্ড়ীর হেড্ মাষ্টার রামমোহনবাবু ও নওগাঁর বৃদ্ধ হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গোয়ালন্দ হইতে একই ষ্টিমারে ধুব্ড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে রামমোহনবাবু হারানবাবুর নিকট কয়েক জন বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকের নাম করিয়া বলিয়াছিলেন যে ইহাঁদের একজনকে আপনি আপনার স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। হারানবাবুও ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট লিখিয়াছিলেন যে উঁহাদের মধ্যে একজনকে তাঁহার স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। আমি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছি জানিয়া তিনি বিশেষভাবে আপত্তি করিয়া আমাকে লইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

আসামপ্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেক্টর জে, উইলসন্ সাহেব বাহাদুরের আমার সম্বন্ধে মত।

তাঁহার সেই চিঠির উত্তরে ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুর আধা-সরকারী পত্র দ্বারায় আমার সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। এবং কেন তিনি আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেছেন তাহার যুক্তিও প্রদর্শন করেন।

Shillong, 2nd may 1882.

To—The Head Master,

Nowgong Government High School.

SIR,

The interest of the department required, that I should send you the Second Master from Dhubri. The Babu is strong in Mathematics and knows English very well and I expect, you will find him a very much better man than you were led to suppose.

True his having failed at the F. A. is against him, but many good men have done so before.

I remain,
Yours faithfully,
(Sd.) J. WILLSON.

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—

শিলং, ২রা মে ১৮৮২

নওগাঁ গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টারের সমীপে।

মহাশয়,

বিভাগের (অর্থাৎ শিক্ষা বিভাগের) ইষ্টই চাহিতেছে যে ধুবড়ী হইতে আপনার সেকেণ্ড মাষ্টার পাঠান আমার কর্ত্তব্য। এই বাবুটী গণিতে মজবুত এবং ইংরাজী সাহিত্যও বেশ ভাল জানেন এবং আমি আশা করি আপনি অপরের কথায় তাঁহাকে যেরূপ লোক বলিয়া ভাবিতেছেন তদপেক্ষা তাঁহাকে অনেক ভাল লোক বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।

ইহা সত্য যে ইনি এফ্, এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় ঐটা

তাঁহার প্রতিকূল হইতেছে কিন্তু ইতিপূর্ব্বেও অনেক ভাল ভাল লোক ঐরূপ করিয়াছেন অর্থাৎ এফ্, এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাক্ষর) জে, উইলসন্।

তখন নওগাঁ যাইতে হইলে ষ্টিমার যোগে শীলঘাট পর্য্যন্ত যাইতে হইত। তথা হইতে ৩২ মাইল পথ গো-যান করিয়া যাইয়া নওগাঁয় পৌছিতে হইত। আমি ধুবড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে হেড্ মাষ্টার হারানবাবুকে এবং নওগাঁর পোষ্টমাষ্টার আমার পূর্ব্ব পরিচিত বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলাম যে আমি পরিবার সহ যাইতেছি। শীলঘাটে যেন ২।৩ খানি গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয় ও আমার জন্য একটী বাসা ঠিক করিয়া রাখা হয়।

ইহাঁরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া শীলঘাটে তিনখানি গরুর গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। এবং নওগাঁ জেলখানার পশ্চাদ্ভাগে আমার জন্য একটা বাসাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আমি নওগাঁয় পৌছিবার দুইদিন পূর্ব্বে খুব ঝড় হইয়া গিয়াছিল এবং যে বাসাটী আমার জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন ঐ ঝড়ে তাহার চারিদিকের বেড়াগুলিও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ঘরেরও মট্কা উড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে ঐ বাসাটী একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছিল। তিনি স্থানান্তরে যাওয়ায় ঐ ঘরে কোন এক ব্যক্তি কিছুদিনের জন্য মুদিখানার দোকান করিয়াছিল। অনেকেই উহা দোকান ঘর বলিয়া জানিত এবং জিনিস পত্র কিনিবার জন্য সময়ে সময়ে ঐ স্থানে আসিত। এইজন্য আমি ঐ বাসাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভাল বাসায় যাইতে বাধ্য হই। আমি নওগাঁয় বেলা ১০টার সময়ে পৌছি। হেড্ মাষ্টার মহাশয় স্কুলে যাইবার সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আসিয়াই বলিলেন যে তিনি আমাকে চান না বলিয়া ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার চিঠির উত্তরে সাহেব বাহাদুর

তাঁহাকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাঁহার মর্ম্ম আমাকে অবগত করিলেন। এবং কিছুদিন পরে ঐ চিঠিখানি আমাকে দিয়াছিলেন। হেড্ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন যে সাহেবের চিঠি পাইয়া আমার সম্বন্ধে তাঁহার ভুল ধারণা গিয়াছে। এ কথাও বলিলেন যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহার অধীনে সেকেণ্ড মাষ্টার হইয়া গেলেও আমাকেই প্রকৃতপক্ষে হেড্ মাষ্টারের করণীয় সমস্ত কার্য্যই করিতে হইবে। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আপনি আমার মাননীয় শিক্ষক স্থানীয়, যেহেতু আমি যখন শান্তিপুর ইংরাজী স্কুলের ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে আপনি একবার শান্তিপুরে স্কুল-ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়া গিয়াছিলেন, এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় কিছুদিনের জন্য স্কুল-ডেপুটী ইনস্পেক্টর ছিলেন। আমি যাহা বলিয়াছিলাম পরে সেইরূপ ভাবেই কার্য্য করিয়াছিলাম। এবং তিনিও যাহা বলিয়াছিলেন তদনুসারে কার্য্যও করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

নওগাঁ হাই স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ।

নওগাঁ

আমি ১৮৮২ সনের ১২ই মে তারিখে নওগাঁ হাই স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ করি। স্কুলে উপস্থিত হইয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইবা মাত্র ছাত্রেরা, বোধ হয়, আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় লইবার জন্যই সমীকরণের একটী জটিল অঙ্ক আমাকে সমাধান করিয়া দিবার জন্য দিল; বলিল তাহারা উহা করিতে পারে নাই এবং ভূতপূর্ব্ব সেকেণ্ড মাষ্টার প্রসন্নবাবুও পারেন নাই। প্রশ্নটী দিবামাত্রই আমি বোর্ডে উহা লিখিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প প্রক্রিয়ার দ্বারা উহার সমাধান করিয়া দিলাম। ছাত্রেরা উহা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। উহারা মনে করিয়াছিল যে আমি কখনই এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং এত অল্প প্রক্রিয়ার দ্বারা উহা করিতে পারিব না। তখন রত্নধর বড়ুয়া নামক একটী ছাত্র আমাকে বলিল যে মহাশয়, আপনি এত অল্প প্রক্রিয়ার দ্বারা উহা কিরূপে সমাধান করিলেন? আমাদের পূর্ব্বকার সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় উহা করিতে না পারায় আমরা স্কুল ইনস্‌পেক্টর উইলসন্ সাহেব বাহাদুর এই বিদ্যালয় যখন গতবারে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তখন উহাঁকে এই অঙ্কটী দিয়াছিলাম। যদিও উনি করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রক্রিয়া অতি দীর্ঘ হইয়াছিল। আমি বলিলাম যে, গণিতের সত্যতা কেহই লুকাইয়া রাখিতে পারে না, আমার প্রক্রিয়ার কোন স্থলে ভুল হইয়া থাকিলে দেখাইয়া দাও। তাহারা কোন স্থানে উহার ভুল দেখাইতে পারিল না। সেই দিন হইতেই আমার প্রতি ছাত্রদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা ও

ভক্তি হইল। পরে কোন অঙ্কটী যদি দুইদিনও চেষ্টা করিয়া করিতে না পারিতাম তথাপি আমার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হইত না। রত্নধর বড়ুবা নামক ছাত্রটী গণিতে বড়ই পাকা ছিল কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে বড়ই কাঁচা ছিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে ইংরাজী সাহিত্যে অকৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছিল। নওগাঁ স্কুলে যাইয়া আমাকে অত্যন্ত গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথম শ্রেণীতে আমার ইতিহাস ও গণিতের অধ্যাপনা করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ হেড্ মাষ্টার মহাশয় আমার স্কন্ধে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইবার ভারও চাপাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে ইতিহাস নিয়মিতরূপে আপনাকে শিক্ষা দিতে হইবে না। ছাত্রেরা উহা ঘরেই পড়িবে। আপনি ইতিহাস শিক্ষা দিবার সময়ে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিবেন। হেড্ মাষ্টার মহাশয় ইংরাজী ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমাকে ইংরাজী সাহিত্য ও গণিত শিক্ষা দিতে হইত; ঐ সময়ে জরিপ ও পরিমিতি পাঠ্য ছিল। আমি প্রায়ই প্রতিদিন প্রাতে ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া মাঠে জরিপ করিতে যাইতাম। জরিপে তখন আমার বিশেষ জ্ঞানও ছিল না। নওগাঁ সার্ভে স্কুলের হেড্ মাষ্টার নন্দকুমার লাহা মহাশয়ের নিকট যাইয়া কয়েকদিন উহা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম। পরে নিজেই উহা অতি উত্তমরূপে করিতে শিখিয়াছিলাম। নওগাঁর বাঙ্গালা স্কুলের প্রাঙ্গন হইতে আরম্ভ করিয়া ডেপুটী কমিসনার সাহেবের বাঙ্গলো পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটী জরিপ করিয়া ছাত্রদিগের দ্বারা উহার নক্‌সা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। প্রথম শ্রেণীর শ্রীমান্ মনোমোহন লাহিড়ী নক্‌সা করিতে বিলক্ষণ পটু ছিল এবং ছবি আঁকিতেও বেশ পারদর্শী ছিল। মনোমোহনের নক্‌সা ও রত্নধরের নক্‌সা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পরে এ সম্বন্ধে ২।১টী কথা যথাস্থানে বলিব।

নওগাঁর ডেপুটী কমিসনার কর্ণেল ল্যাম্ প্রতিদিন প্রাতঃকালে

ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন এবং প্রায়ই আমার জরিপ কার্য্য মনোযোগ সহকারে দেখিতেন। আমি প্রাতে জরিপ কার্য্যে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত কাটাইতাম। পরে স্নান আহার করিয়া বেলা ১১টার পূর্ব্বেই স্কুলে যাইতাম। স্কুলের ছুটীর পরে অর্থাৎ ৪টার পরে বাসায় আসিয়া জলযোগ করিয়া অল্প বিশ্রাম করিতাম। সন্ধ্যার পরে আবার প্রথম শ্রেণীর ৪।৫টী ছাত্রকে লইয়া স্কুল-ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত হরিমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় বসিতাম। আমি সেখানে তখন তাহাদিগকে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিতাম। হরিমোহনবাবু মনোমোহনের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। ইহাঁর বাড়ী পাব্‌না জেলার নগরবাড়ী গ্রামে। হরিমোহনবাবু একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন যে মনোমোহন সংস্কৃতে বড়ই কাঁচা। তাহাকে কি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইতে পারিবেন? আমি বলিয়াছিলাম যে অবশ্যই পারিব। সংস্কৃত সাহিত্যে কাঁচা হইলেও অনুবাদে বেশী নম্বর রাখিয়া ঐ বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। উহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে যদি আপনি মনোমোহনকে উত্তীর্ণ করাইতে পারেন তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার করা হইবে। আমি মনোমোহনের পিতাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে পারি নাই। সময়ে সময়ে তিনি আমাকে বলিতেন যে দাদা আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইলে না। এখন আর আমার এই প্রাণের ভ্রাতা ইহজগতে নাই। তাঁহার পুত্রকে কৃতবিদ্য করিতে পারিলে আমার মনের দুঃখ ও ক্ষোভ যাইবে। মনোমোহন প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ায়, ২০৲ টাকার একটী বৃত্তি পাইয়া কলিকাতার কোন কলেজ হইতে এফ্‌, এ, ও বি, এ, পাস করিয়া এবং বি, এল্‌, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন তেজপুর জেলায় ওকালতী করিতেছেন। এখন ইনি সেখানকার গভর্ণমেণ্টের উকীল ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্‌ ও রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন।

আমাকে নওগাঁর স্কুলে সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য করিবার সময়ে

প্রত্যহ প্রায় ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত। প্রাতে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত মাঠে জরিপ করিতাম। স্কুলে ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতাম। সন্ধ্যার পরেও হরিমোহনবাবুর বাসায় ৪।৫টী ছাত্র লইয়া রাত্রি ৯ বা ১০টা পর্য্যন্ত কাটাইতাম। তখন আমার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র। পরিশ্রম করিতে কাতর হইতাম না। এই সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না। কাজেই নানাপ্রকার পুস্তকের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হইত। প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইবার মাত্র ১৫।১৬ দিন পূর্ব্বে কলিকাতার হিন্দুস্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল মহাশয়ের সঙ্কলিত একখানি ইংরাজী রচনা পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছিল। আমি পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া উহার কয়েকটী স্থানে লাল পেন্সিল্ দিয়া দাগ দিয়াছিলাম এবং আরও ১০।১২টী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে চারিটি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ঐগুলি অভ্যাস করিতে বলিয়াছিলাম। রত্নধর ও মনোমোহন ঐ গুলি অভ্যাস করিয়াছিল এবং সঙ্গীরাম দাস ও নরেন্দ্রনাথ সেন ঐ গুলি অভ্যাস করে নাই।

১৮৮২ সালে নওগাঁ হাই স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল আশাতীত সন্তোষজনক ও আমার আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া।

আমি যে প্রশ্নগুলি অভ্যাস করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলাম তাহার মধ্যে প্রায় ৮।১০টী প্রশ্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রদত্ত হইয়াছিল। কাজেই রত্নধর প্রথম বিভাগে ও মনোমোহন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা হারে বৃত্তি পাইয়াছিল। আর সঙ্গীরাম ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। রত্নধর গণিতে বড়ই মজবুত ছিল,

এজন্য সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজী সাহিত্যে আসামীয়া ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এবং গণিতে সমগ্র আসামপ্রদেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই আশাতীত উৎকৃষ্ট ফলের জন্য রত্নধর দুইটী মেড্যাল্ পাইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে আসামীয়া ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম হওয়ায়, খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সুবর্ণপদক ও গণিতে আসামপ্রদেশের মধ্যে প্রথম হওয়ায় ম্যাকৃউইলিয়ম্ রৌপ্যপদক। ম্যাকৃউইলিয়ম্ সাহেব কাছার জেলায় বহুকাল ডেপুটী কমিসনার ছিলেন এজন্য কাছারবাসীরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন জন্য এই মেড্যাল্‌টীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আর গোয়ালপাড়ার মেচুপাড়ায় (লক্ষ্মীপুর) জমিদার খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সুবর্ণপদকটীর ব্যয় ভার বহন করিতেন।

আমি যে স্কুল-ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত জে, উইলসন্ সাহেব বাহাদুরের নিকটে আমার আবেদন পত্রে লিখিয়াছিলাম যে নওগাঁয় আমাকে সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্যে বদলী করিলে আমি আমার কার্য্যে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিব। মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছায় তাহা প্রকৃতই প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলাম। রত্নধর বড়ুরা কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরকালে আসামের একজন সব্‌ ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিল। কিন্তু নিদারুণ কালা-আজার রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

এই সময়ে নওগাঁ স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে কমলচন্দ্র শর্ম্মা ও কৈলাস-নাথ শর্ম্মার নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কমলচন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় ও কৈলাস এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু করাল ব্যাধি কালা-আজার তাঁহাদের উভয়কে গ্রাস করিয়াছে। হেমচন্দ্র গোস্বামী আর একটী ছাত্র। ইনি আজকাল আসামের একজন একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার। ইনি রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। বুদ্ধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নামও উল্লেখযোগ্য। সেবারে সম্রাটের

অভিষেককালে বুদ্ধীন্দ্র আসামের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বেজ বড়ুয়া বি, এল্, এর সেক্রেটারী হইয়া বিলাতে গমন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে নওগাঁ হাই স্কুলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শিক্ষক ছিলেন।

নাম	পদ	বেতন
১। শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (চন্দন-নগর নিবাসী সে কালের ইংরাজী জানা লোক)।	হেড্ মাষ্টার	১২৫৲
২। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন	সেকেণ্ড মাষ্টার	৭৫৲
৩। " ধর্ম্মেশ্বর গোস্বামী (এফ., এ পর্য্যন্ত পড়া নওগাঁর জখলা বাঁধা সত্রের গোস্বামী)।	থার্ড মাষ্টার	৫০৲
৪। শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর মহান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়া।	ফোর্থ মাষ্টার	৩০৲
৫। শ্রীযুক্ত তুলসীরাম শর্ম্মা	ফিফ্থ্ মাষ্টার	২০৲
৬। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু (ঢাকা নর্ম্ম্যাল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ)।	পণ্ডিত	৩০৲

নওগাঁ হাই স্কুলের বৃদ্ধ হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

হেড্ মাষ্টার হারানবাবু বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়া পেন্‌সন্ লওয়ার পরে কলিকাতার বাদুড়বাগানে ১৩০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটী বাড়ী করিয়াছিলেন। ইহাঁর দ্বিতীয়পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বাঙ্গালাদেশের একজন নামজাদা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। মধ্যে কিছু দিনের জন্য ফরিদপুর জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সাড়ে বার বৎসর বয়সে

ধুব্‌ড়ী হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া পরে বি, এল্‌, পাস করিয়া উকীল হইয়াছে।

নওগাঁর বৃদ্ধ হেড্‌ মাষ্টার শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড়ই কৃপণ-স্বভাবের লোক ছিলেন। এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে ঐ দোষে ছাত্রদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত এবং তাঁহার নামে ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর চেয়ারম্যানের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইত।

জেলা স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার ও স্কুল ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের পরস্পর সম্বন্ধ।

অভিযোগ উপস্থিত হইলেই চেয়ারম্যান্‌ মহোদয় স্কুল-ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর হরিমোহন লাহিড়ী মহাশয়কে উহা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য স্কুলে পাঠাইতেন এবং হরিমোহনবাবুও তদন্ত করিতে আসিতেন। হরিমোহনবাবুর বেতন ছিল ১৫০৲ টাকা এবং হেড্‌ মাষ্টারের বেতন ছিল ১২৫৲ টাকা; সুতরাং সাহেবদের ধারণা ছিল যে হেড্‌ মাষ্টার ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের অধীনস্থ কর্ম্মচারী; অথচ উভয়েই ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর মেম্বর ছিলেন। হরিমোহনবাবু মধ্যে মধ্যে স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া পরিদর্শন বহীতে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার নাম স্বাক্ষর করতঃ ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর বলিয়া লিখিতেন অথচ স্কুল-ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরদিগের সহিত, জেলা স্কুলের কোনই সম্বন্ধ ছিল না। এবং উহাঁদের স্কুল-ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর ভাবে জেলা স্কুল পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাও ছিল না।

আমি নওগাঁয় যাওয়ার পরে এই ব্যাপারটী দুই তিনবার দর্শন করিয়া হেড্‌ মাষ্টার হারানবাবুকে বলিলাম যে আপনি এইরূপে ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের স্পর্দ্ধা কেন বাড়াইয়া দিয়াছেন? হারানবাবু বড়ই ভীরু ছিলেন। মানুষের দোষ থাকিলে প্রায়ই ভীরু হয়। হারানবাবু বলিলেন যে সাহেবদের ধারণা আমি ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের অধীনস্থ

কর্ম্মচারী, এজন্যই চেয়ারম্যান্ মহোদয় যে কোন বিষয় তদন্ত করিবার জন্য হরিমোহনবাবুকে স্থলে পাঠান। আমি বলিলাম যে আপনি সহ্য করিতে পারেন করুন কিন্তু আমি সহ্য করিব না। হারানবাবু বলিলেন, দেখিতেছি আপনি একটা গোলমাল বাধাইবেন। আমি বলিলাম নিশ্চয়ই। আমি শিক্ষাবিভাগের বিধি পুস্তক দেখাইয়া দিয়া বলিলাম যে এই শিক্ষাবিভাগের বিধি পুস্তকে ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও হেড্ মাষ্টারের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই স্পষ্টই লেখা আছে। আমি একখানি চিঠি লিখিয়া ঐ বিধিগুলির প্রতি চেয়ারম্যান্ মহোদয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিব। তাহা হইলেই তাঁহার ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। আপনাকে ঐ চিঠীখানি স্বাক্ষর করিতে হইবে। অনেক বলার পরে হেড্ মাষ্টার মহাশয় চিঠিখানিতে স্বাক্ষর করিলেন। চিঠিখানি পাইয়াই চেয়ারম্যান্ মহোদয়ের ধারণার পরিবর্ত্তন হইল এবং তার পরে আর কখনও হরিমোহনবাবুকে তদন্ত করিতে পাঠাইতেন না। ইহার পরে একটা ঘটনা তদন্ত করিবার জন্য রায় গুণাভিরাম বড়ুয়াকে পাঠাইয়াছিলেন। রায় বড়ুয়া বাহাদুর একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার ও কমিটীর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে ডেপুটী ইন্সপেক্টর হরিমোহনবাবু আমার উপর একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং ২।১টি কার্য্যের দ্বারা এই মনোভাবটী ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

নওগাঁর স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত হরিমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের দোষ ও গুণ এবং উহার আত্মসম্মান জ্ঞান ও নির্ভীকতা।

হরিমোহনবাবু একটু অযথাভাবে প্রভুত্ব করিতে ভালবাসিতেন কিন্তু তাঁহার অনেকগুলি সদ্গুণও ছিল। তিনি লোকের সহিত বেশ মিশিতে ও সকলের উপকার করিতে ভালবাসিতেন। ইনি এখন

বয়সে বৃদ্ধ হইলেও মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক বল তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে একটি ঘটনা বিলক্ষণ উল্লেখযোগ্য বলিয়া এখানে বিবৃত হইল। কালীচরণ খাঁ নামে তাঁহার একমাত্র জামাতা ছিল। এই জামাতাটী তাঁহার নওগাঁর বাসায় থাকিয়া নওগাঁ হাই স্কুলে অধ্যয়ন করিত। শুনিয়াছি যুবকটী বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্‌ও ছিল। জামাতার কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য হরিমোহনবাবু তাহাকে সামান্যরূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। যুবকটী অভিমানে বিষ ভক্ষণ করিয়া আত্মহত্যা করে। যখন সে আত্মহত্যা করে তখন হরিমোহনবাবু মফঃস্বলে স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই হৃদয়-বিদারক ঘটনাটীর সংবাদ মফঃস্বলেই পাইয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া চিন্তা করিতে করিতে অশ্বারোহণে ইনি একটী সাহেবের চা বাগানের মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন। রাস্তাটী অবশ্য সরকারি ছিল। কিন্তু উহার দুই ধারেই সাহেবের চা বাগান ছিল। ইনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া চা বাগানের মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন তখন ম্যানেজার সাহেব তাঁহার বাঙ্গলোর বারান্দায় বসিয়াছিলেন। হরিমোহনবাবু উঁহাকে সেলাম করিয়া আসেন নাই। সাহেব ইহাতেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাড়াতাড়ি টুপি মাথায় দিয়া হরিমোহনবাবুর ঘোড়ার নিকট আসিয়াই উঁহার পা ধরিয়া, ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিয়া উহাঁর মুখে একটী ঘুসি মারিলেন। হরিমোহনবাবু ভয় করিবার ছেলে ছিলেন না। তখনই তাঁহার ঘোড়ার চাবুক (একগাছি বেত) দ্বারা এরূপ সজোরে সাহেবের মস্তকে ও পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন যে তাঁহার টুপিটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িয়া গেল এবং পৈতার ন্যায় তাহার পৃষ্ঠে একটী দাগ পড়িল। হরিমোহনবাবু তখন সাহেবকে বলিতে লাগিলেন যে আমি তোমাকে ভয় করি না এবং মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করি না। তুমি বাঙ্গলো হইতে বন্দুক লইয়া আইস আমি এখানে অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিব। বাগিচার অনেক কুলি তখন সমবেত হইয়া হরিমোহনবাবুর ও সাহেবের

দ্বন্দযুদ্ধ দেখিতে লাগিল। হরিমোহনবাবুর সহিত মটক্ জাতীয় তাঁহার একটী সহিস ছিল। অসুরের ন্যায় তাহার চেহারা ছিল। সর্ব্বদাই তাহার হাতে একখানি "দা" থাকিত সে ঐ দা খানি কুলীদিগকে দেখাইয়া বলিল যে তোরা দূরে থাকিয়া সাহেবের ও বাবুর যুদ্ধ দেখ; যদি বাবুর গায়ে হাত দিস্ তাহা হইলে এই দা দিয়া তোদের সকলকেই কাটিয়া ফেলিব। কুলীরা ভয় পাইয়া আর অগ্রসর হইল না। তখন সাহেব বাহাদুর হরিমোহনবাবুকে বলিলেন বাস্ বাস্ বাবু। I respect a Bengali gentleman অর্থাৎ আমি বাঙ্গালী ভদ্রলোককে মান্য করি। এইখানেই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের অবসান হইল বটে, কিন্তু সেদিন রাত্রিতেই উক্ত সাহেব আরও কয়জন সাহেব নওগাঁয় আসিয়া ডেপুটী কমিসনার সাহেব বাহাদুরের নিকট এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন। ঐ দিন আসাম-উপত্যকা জেলা সমূহের জজ ও কমিসনার ওয়ার্ড সাহেবও নওগাঁয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকটেও সাহেবেরা দল বান্ধিয়া গিয়াছিলেন। হরিমোহনবাবুকে নওগাঁ হইতে সরাইয়া দিবার প্রস্তাব চলিতেছিল তখন সুযোগ আসে নাই। পরে সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় উহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। পরে এ সম্বন্ধে যথাস্থানে সমস্ত বিবৃত হইবে। এই সময়ে নওগাঁ সহরে যে সকল উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালী ও আসামীয়া ভদ্রলোক ছিলেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নওগাঁ সহরের ভদ্রলোকদিগের নাম ও পরিচয়

আসামীয়া ভদ্রলোক—

শ্রীযুক্ত রঘুদেব গোস্বামী, (জখলা বান্ধা সত্রের কর্ত্তা)।
" শুকদেব গোস্বামী, উহাঁর সহোদর ভ্রাতা।
" চন্দ্রহাস গোস্বামী, উহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।
" নন্দেশ্বর ফুকন, রেভেনিউ সুপারিণ্টেডেণ্ট্।
" বাবুরাম শর্ম্মা, জুডিশিয়াল সুপারিণ্টেডেণ্ট্।

শ্রীযুক্ত নন্দীরাম শর্ম্মা, সেরেস্তাদার।
" চন্দ্রকান্ত বড়ুরা, হেড্ক্লার্ক।
" রায় গুনাভিরাম বড়ুরা বাহাদুর একষ্ট্রা এসিষ্ট্যান্ট কমিসনার।

জখলা রান্ধা সত্রের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত রঘুদেব গোস্বামী মহাশয়।

শ্রীযুক্ত রঘুদেব গোস্বামী মহাশয়কে সকলেই বিলক্ষণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। ইনি বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের সহিত বিশেষভাবে মেশামিশি করিতেন। ইহাঁদিগকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। এজন্য ইহাঁকে বাঙ্গাল গোঁসাই বলা হইত। ইহাও শুনিয়াছি উহাঁর পূর্ব্বপুরুষ নাকি বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি বাঙ্গালা দেশে আসিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালী ঘেঁসা ছিলেন বলিয়া ইহাঁর সহোদর ভ্রাতা শুকদেব গোস্বামী মহাশয় ইহাকে সত্রের কর্ত্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া মামলা মোকর্দ্দমাও হইয়াছিল। শুকদেব গোস্বামী মহাশয় তাঁহার এই চেষ্টায় সফল হইতে পারেন নাই।

রায় গুণাভিরাম বড়ুরা বাহাদুর

রায় গুণাভিরাম বড়ুরা বাহাদুর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি বড়ই মিষ্টভাষী, সদালাপী, বিদ্যোৎসাহী ও সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। আরও অনেক গণ্যমান্য আসামীয়া ভদ্রলোক ছিলেন সকলের নাম স্মরণ নাই।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম সমধিক উল্লেখ-যোগ্য ঃ—

শ্রীযুক্ত জনমেজয় দাস, নওগাঁ হাই স্কুলের পেন্সন্ ও অবসর-প্রাপ্ত হেড্মাষ্টার

শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেড্ মাষ্টার।
" রামদুর্ল্লভ মজুমদার, বি, এল্, উকীল।
" রাজগোবিন্দ সোম, উকীল।
" গুরুনাথ দত্ত, বাঙ্গালা স্কুলের হেড্ পণ্ডিত।
" রাসবিহারী সেন, পুলিস সব্ ইনস্পেক্টর।
" মধুসূদন সেনগুপ্ত, ব্যবসাদার।
" নন্দকিশোর বসু, নাজির।
" আনন্দমোহন বসু, নওগাঁ হাই স্কুলের পণ্ডিত।
" উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার।
" জগৎচন্দ্র দত্ত, মোক্তার।

আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেন উকীল। ইহাঁর পিতা শ্রীহট্টনিবাসী ছিলেন ও মাতা ছিলেন আসামীয়া রমণী। ইনি বাঙ্গালী বলিয়াই পরিচয় দিতেন। ইনি প্রতি বৎসরই নিষ্ঠা সহকারে দুর্গোৎসব করিতেন।

নওগাঁ জেলা স্কুলের অবসর প্রাপ্ত হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত জনমেজয় দাস আসামপ্রদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পথ-প্রদর্শক।

অবসর-প্রাপ্ত হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত জনমেজয় দাসের বাড়ী ছিল কলিকাতায়। ইনি জাতিতে নাপিত ছিলেন। ইনি সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে পাটনা হইতে চট্টগ্রামে বদলী হন। তথা হইতে গৌহাটী জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়া আসেন। ইনি যখন গৌহাটীতে বদলী হন, তখন ইহাঁর সঙ্গে ইহাঁর দেশের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। গৌহাটীতে তাঁহার ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সময়ে বিদায় না পাওয়ায় এবং তখন গৌহাটী হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করা বড়ই কষ্টকর ও অসুবিধা-

জনক ছিল বলিয়া ইনি গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের এক আসামীয়া ভদ্র পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার এই স্ত্রী জীবিতা ছিলেন। ইহাঁর চা-বাগিচা ছিল এবং বন্য হস্তী ধরিবার ব্যবসায়ও ছিল। ইহাঁর নিজের দুইটী শিকারী হাতী ছিল। ইহাঁর বাক্সা নামে শিকারী হাতীটী, হাতী শিকারে বা বন্য হস্তী ধরিবার কার্য্যে বড়ই দক্ষ ছিল। ইনি নওগাঁতে পাকা ঘর বাড়ী নির্ম্মান করিয়াছিলেন। চা-বাগিচার সাহেবদিগের প্রতি-যোগিতায় নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং কয়েক বৎসর হাতী ধরিতে না পারায় ইহাঁর অবস্থার অবনতি হয়। শেষে মাসে ৭৫৲ টাকা পেন্‌সন্‌ই ইহাঁর উপজীবিকা হইয়া পড়িয়াছিল। আসামপ্রদেশে ইনিই প্রথম ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার করেন এবং অনেক গণ্যমান্য আসামীয়া ভদ্র লোক ইহাঁর ছাত্র ছিলেন।

ইনি কলিকাতাবাসী হইলেও, কলিকাতার সহিত ইহাঁর কোন সংশ্রব ছিল না। ইনি যখন চট্টগ্রামে বদলী হন তখন রেলগাড়ীর সৃষ্টি হয় নাই। ইনি কখনও রেলগাড়ী দেখেন নাই।

উকীল রামদুর্ল্ভ মজুমদার ও পণ্ডিত গুরুনাথ দত্ত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ও বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই অতি অমায়িক, পরোপকারী, ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁদের উভয়ের স্ত্রীও বিদুষীও পরোপকারিণী ছিলেন। ইহাঁদের নিকট আমি অনেক বিষয়েই ঋণী ছিলাম।

উকীল রাজগোবিন্দ সোম শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার ও সদর ষ্টেসনের অতি নিকটে আকালিয়া নামক গ্রামে ইহাঁর বাস ছিল। কলিকাতা কেথিড্র্যাল মিসন্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব ন্যায়দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক ও পরে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত জয়গোবিন্দ সোমের ইনি সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মে ইহাঁর বিশেষ আস্থা ছিল। জয়গোবিন্দবাবু খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাঁকে আসামীয়ারা রঙ্গিলা উকীল

বা কৌতুকপ্রিয় উকীল বলিত। ইহাঁর বাসা ও আমার বাসা লাগালাগি ছিল বলিয়া ইহাঁর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।

নন্দকিশোর বসু নাজির, গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। মধুসূদন সেনগুপ্ত মহাশয় শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন ছিলেন। ইনিও ব্রাহ্ম ছিলেন।

সরকারি মোকর্দ্দমা উপলক্ষে গৌহাটীর খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় সময়ে সময়ে নওগাঁতে যাইতেন এবং আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বিশেষের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তাঁহার আগমনে আমাদের সর্ব্বত্রই আমোদ-আহ্লাদ হইত এবং নৈশ ভোজে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বাসায় বাসায় আনন্দ উৎসব হইত। একটী নৈশ ভোজে আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলাম। এই নৈশ ভোজে মদের শ্রাদ্ধ হইতেছিল। রামগোপালবাবুর সহিত ডিব্রুগড় থাকা কাল হইতেই আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই রাত্রিতে ইনি আমাকে মদ খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম ডিব্রুগড়ে কখনও আমাকে মদ খাইতে দেখিয়াছেন কি? আপনার সঙ্গে ত আমার এই নূতন আলাপ পরিচয় নয়? ইনি বলিলেন তোমরা শিক্ষকগণ, ডুব দিয়া জল খাও। তোমরা বর্ণচোরা আম। রাত্রি ১০।১১ টার পরে অনেক শিক্ষকই মদের আসরে নামেন। এই বলিয়া তিনি শিবসাগর প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের কয়েকজন শিক্ষকের নামও করিলেন। কিন্তু আমাকে কিছুতেই মদ খাওয়াইতে না পারিয়া বলিলেন দাদা, বেশ করেছ, মদের অনিষ্টকারিতা আমি বেশই বুঝি, তথাপি ঐ ছাই খাইয়া শরীরটাকে এককালে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আর লোককে দলে টানিতেও বিশেষ চেষ্টা করি। তুমি বেশ করেছ, কখনও মদ খেওনা। যদি মদ খাও তবে ডান হাতে করিয়া বাপের সঙ্গে গু খাইবা। আমি কখনও মদ খাই নাই তবে সাদা চোখে মদের আসরে বেশ আমোদ প্রমোদ করিতে পারিতাম এবং নিজ হাতে করিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া

মাতালদিগকে খাওয়াইতাম এবং চাট ধ্বংস করিতাম। রঙ্গপুর জেলা স্কুলের চাকরী আরম্ভ করার পর হইতেই সৌভাগ্যক্রমে অনেক উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। এই সমস্ত উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ পানাসক্ত ছিলেন। ইহাঁরা আমাকে মদ খাওয়াইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কখনও আমাকে মদ খাওয়াইতে পারেন নাই। ১৮৭৩ সালের জুলাই মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এই ১৮৮২ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আমি অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও কখনও মদ্য পান করি নাই।

ডেপুটী ইনস্পেক্টর হরিমোহনবাবুর সহিত চা-বাগিচার সাহেবের সহিত মারামারি সম্বন্ধে লিখিয়াছি যে, আসাম উপত্যকা জেলা সমূহের জজ ও কমিসনার ওয়ার্ড সাহেব বাহাদুরের নিকটেও চা-বাগিচার কয়েকজন সাহেব যাইয়া তাঁহাকে এই ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন। এই কথাটা ওয়ার্ড সাহেব বাহাদুরের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই ঘটনার পরে যখন ওয়ার্ড সাহেব বাহাদুর পুনরায় দায়রা বিচার করিবার জন্য নওগাঁয় গিয়াছিলেন তখন হরিমোহনবাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বাবু আমি শুনিয়াছি আপনার সহিত কোন চা-বাগিচার ম্যানেজারের মারামারি হইয়াছিল। আপনি ঐ সাহেবের নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করেন নাই কেন? হরিমোহনবাবু তদুত্তরে বলিয়া-ছিলেন যে এই বৃদ্ধ বয়সে ফৌজদারি আদালতে উপস্থিত হইয়া আমার মোকদ্দমা করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। Besides I had my own satisfaction I gave him a very good cut. অর্থাৎ তা ছাড়া আমার নিজের সন্তোষ আমি নিজেই আদায় করিয়া লইয়াছিলাম আমি সাহেবকে বেশ একটী মার বা আঘাত দিয়াছিলাম। এই ঘটনার কিছু দিন পরে আসামে জেলা ও স্থানীয় বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর বা সদস্য হওয়াতে ঐ সাহেবকে ও তাঁহার বন্ধু সাহেববর্গকে হরিমোহনবাবুর সহিত একত্রেই বসিতে হইত। এটা তাঁহাদের ভাল লাগিত না। হরিমোহনবাবুকে নওগাঁ হইতে বদলী করাইতে তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা হইয়াছিল। পরে উহার সুযোগও আসিয়াছিল।

আমি যখন নওগাঁ স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য করিতেছিলাম সেই সময়ে তেজপুর জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার ও দরং জেলার (তেজপুরের) স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসাম প্রাদেশিক অধস্তন সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া সব্ ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিলেন।

আসামের পতিত জমি সকলের জরিপ কার্য্য করিবার জন্য ইঁহারা উভয়েই নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা জরিপ করিয়া জরিপ করা জমির যে ম্যাপ্ বা নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল না। আসামের তদানীন্তন মাননীয় চিফ্ কমিসনার ইলিয়ট্ সাহেব বাহাদুর ঐ সমস্ত নক্সা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। চিফ্ কমিসনার বাহাদুর আমাদের ইনস্পেক্টর উইলসন্ সাহেবের নিকট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আসামের শিক্ষা-বিভাগের হেড্ মাষ্টার ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা জরিপ কার্য্য ভালরূপ জানেন না। ১৮৮৩ সনের শীতকালে ইলিয়ট্ সাহেব বাহাদুর সফরে বাহির হইয়া নওগাঁয় আসিয়াছিলেন। চিরপ্রথা অনুসারে আমাদের ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। আমাদের স্কুলের পরিদর্শন কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেলে ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ছাত্রদিগকে জরিপ করাইয়া নক্সা প্রস্তুত করাইয়াছি কিনা। আমি বলিলাম করাইয়াছি। সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ সমস্ত নক্সায় টাইলাইন্ ও টেষ্ট্লাইন্ দেওয়া

হইয়াছে কিনা। আমি বলিলাম হইয়াছে। সাহেব তখন আমাকে বলিলেন যে ঐ নক্‌সাগুলি লইয়া আমি যেন সেই দিনই মধ্যাহ্নে সার্কিট্‌ বাঙ্গলোয় যাই। আমি তদনুসারে নক্‌সা লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সার্কিট বাঙ্গলোয় গেলাম। তখন চিফ্‌ কমিসনার সাহেব বাহাদুর আদালত ও অফিস সমস্ত পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সার্কিট বাঙ্গলোয় আমাদের সাহেব ও চিফ্‌ কমিসনারের পার্স্যান্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট গাইড সাহেব (Geidt) মাত্র উপস্থিত ছিলেন। (পরে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ হইয়াছিলেন। আমাদের সাহেব নক্‌সাগুলি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং গাইড সাহেবকে ঐগুলি দেখাইয়া বলিলেন যে চিফ্‌ বলিতেছিলেন আমার অধীনস্থ শিক্ষকেরা জরিপ করিয়া নির্ভুল নক্‌সা প্রস্তুত করিতে জানে না। দেখ দেখি এই নক্‌সাগুলি কেমন সুন্দর ও প্রয়োজনীয় বিষয় সমন্বিত হইয়াছে। এই বলিয়া মনোমোহন লাহিড়ী ও রত্নধর বড়ুয়া অঙ্কিত নক্‌সা দুইখানি রাখিয়া দিলেন এবং আমাকে বলিলেন ঐ দুইখানি নক্‌সা চিফ্‌ কমিসনার বাহাদুরকে দেখাইব। নক্‌সা দুইখানি রাখিয়া আসিলাম। নক্‌সা দুইখানি বাস্তবিকই অতি সুন্দর ও নির্ভুল হইয়াছিল। ঐ দুইখানি নক্‌সা চিফ্‌ কমিসনার বাহাদুরকে দেখাইবার সময়ে আমার কথা তাঁহার নিকটে তুলেন এবং বলেন যে এই সেকেণ্ড মাষ্টারটী বড়ই সুদক্ষ ও কর্ম্মক্ষম, ইহার শ্বাসযন্ত্র কিছু দুর্ব্বল। আমি ইচ্ছা করি যে ইহাকে শিক্ষকতা হইতে বদলী করিয়া ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর করি। দরং জেলার ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এক্ষণে সব্‌ ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর পদে একজন লোক অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিতেছে। ঐ পদে এই সেকেণ্ড মাষ্টারকে নিযুক্ত করিতে চাই। চিফ্‌ কমিসনার সাহেব বাহাদুর আমার কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার আদেশ দিলেন। ঐ আদেশ যথা সময়ে আসাম গেজেটে প্রকাশিত হইল। আদেশের প্রতিলিপি এই :—

GENERAL DEPARTMENT,
The 12th June 1883.

Notification No. 145.—The Chief Commissioner has been pleased to appoint Babu Rameswar Sen, Second Master, Nowgong High School to act as Deputy Inspector of Schools, Fourth Grade, during the absence of Babu Mohim Chandra Chakravarty or until further orders. Babu Rameswar Sen is posted to Goalpara.

ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর তাঁহার ১৮৮৩ সনের ২২শে জুন তারিখে ঐ আদেশের অনুলিপি সহ আমাকে তাঁহার ১২৫৩ নং চিঠির দ্বারা জানাইলেন যে আমি যেন এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া ধুব্‌ড়ী রওনা হই যে ৯ই বা ১০ই জুলাই তারিখে আমি ধুব্‌ড়ীতে তথাকার ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারি এবং গিরিশবাবু যেন ১১ই কি ১২ই জুলাই তারিখে নওগাঁ অভিমুখে ষ্টিমার যোগে যাত্রা করিতে পারেন।

এই সুযোগে হরিমোহনবাবুকেও নওগাঁ হইতে সাহেবদের ইচ্ছানুসারে সরাইয়া দেওয়া হইল। এইবারে আসামের প্রত্যেক জেলার ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরদিগকে বদলী করা হইল। কামরূপের (গৌহাটীর) ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর শশিভূষণ দত্ত তেজপুর হাই স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার হইলেন। তথাকার হেড্‌ মাষ্টার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার ইতিপূর্ব্বেই সব্‌ ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিলেন। হরিমোহনবাবুকে গৌহাটীতে বদলী করা হইল। শিবসাগর জেলার ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর রত্নধর দত্ত বড়ুয়াকে লখিম্‌পুর জেলাস্থ ডিব্রুগড়ে বদলী করা হইল। ডিব্রুগড়ের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর জগদ্বন্ধু সেনকে দরং জেলায় বা তেজপুরে বদলী করা হইল। গোয়ালপাড়া জেলার (ধুব্‌ড়ী) গিরিশবাবুকে নওগাঁয় বদলী করিয়া তাঁহার স্থলে আমাকে পাঠান হইল। শিবসাগরের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর রত্নধরবাবুর পদে একটা অস্থায়ী বন্দোবস্ত

হইল। (হরিমোহনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-মোহন লাহিড়ী বাহাদুর বি, এল্, আজ কাল গৌহাটীর একজন বড় উকীল। মধ্যম বা দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ মোহিনীমোহন লাহিড়ী পূর্ত্ত-বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কামাক্ষ্যামোহন লাহিড়ী এল্, এম্, এস্, ডাক্তার, তাঁহাদের বাড়ীর নিকটেই ডাক্তারি করিতেছেন)।

দ্বিতীয়া কন্যার জন্মস্থান ও তারিখ

এই স্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমার এবারকার নওগাঁর কাহিনী সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। ১৮৮২ সনে ২২শে নভেম্বর তারিখে নওগাঁয় আমার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একটু অসময়েই ইহার জন্ম হয়। হঠাৎ বেলা ৯টার সময়ে আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। নওগাঁয় ব্যবসাদার ধাত্রীর বড়ই অভাব ছিল। বাঙ্গালা স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্তের স্ত্রী শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দত্ত প্রসব করাইতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুনিবা মাত্রই তিনি ও উকিল বাবু রামদুর্লভ মজুমদারের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুশীলাবালা মজুমদার আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বাসা ও আমাদের বাসার মধ্যে একটি সদর রাস্তা মাত্র ব্যবধান। ঐ সদর রাস্তায় তখন লোক চলাচল হইতেছিল বলিয়া আমার বাসা সংলগ্ন উকীল রাজ-গোবিন্দবাবুর বাসার বেড়া ভাঙ্গিয়া উঁহারা উভয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হইয়া প্রসব কার্য্য অতি যত্নে ও সুকৌশলে সম্পন্ন করিয়া দিলেন। আমার বাসার সম্মুখে সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া একটি স্ত্রীলোক একখানি ঘরে বাস করিত। তাহার চরিত্র তত ভাল নয় বলিয়া সে কখন আমার বাসার মধ্যে আসিতে সাহস করিত না। আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য কান্নাকাটি হইতেছে শুনিয়া সে অতি বিনীতভাবে আমাকে বলিল বাবু, আমাকে অনুমতি দিলে আমি আপনার বাসার মধ্যে যাইয়া আপনার স্ত্রীকে

ধরি ও উহাঁদের সাহায্য করি। আমি বলিলাম স্বচ্ছন্দে আমার বাসার মধ্যে যাইয়া সাহায্য করিতে পার। স্ত্রীলোকের হৃদয় কত কোমল ও পরদুঃখ-কাতর এই ঘটনা হইতে কি বুঝা যায় না?

প্রথমা কন্যার জন্মস্থান ও তারিখ

এই সন্তানটী আমার দ্বিতীয় সন্তান, আমার প্রথম সন্তানটীও একটী কন্যা; ইহার জন্ম আমাদের দেশের বাড়ীতে ১৮৮০ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হইয়াছিল।

নওগাঁর সিভিল্ সার্জ্জন মহাত্মা ডাক্তার হিউজ

সিভিল্ মেডিক্যাল্ অফিসার বা সিভিল্ সার্জ্জন ডাক্তার (Hughes) হিউজের নাম উল্লেখ না করিয়া এবারে নওগাঁর কাহিনী সমাপ্ত করিলে নিতান্ত অমানুষের কাজ হইবে বলিয়া এখানে তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। ইনি একজন পরম দয়ালু, দরিদ্র-বন্ধু, বহুদর্শী চিকিৎসক ছিলেন। দরিদ্র লোকের নিকট হইতে একটী পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। এজন্য নিজেও চির দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল। ইহাঁদিগকে ভাল পরিচ্ছদ দেওয়া দূরে থাকুক জুতা পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন না। ইহাঁর মৃত্যুর পরে ইহাঁর বাক্স খুলিয়া মোটে ৷৷৶১০ পয়সা পাওয়া গিয়াছিল। ইহাঁর মৃত্যুর পরে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া ইহাঁর একখানি বাঙ্গলো কিনিয়া লইয়া ইহাঁর পরিবার-বর্গের তৎকালের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দেন। পরে ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মিলিটারি পুলিসের স্থবেদারের পদে নিযুক্ত করেন।

আমি ১৮৮৩ সনের ৩রা জুলাই তারিখে অপরাহ্নে নওগাঁ হাই স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য ভার হইতে অবসর পাইয়া ধুবড়ী রওনা হইবার বন্দোবস্ত করি। আমার পদে ধুবড়ী হাই স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার বাবু কালীমোহন দাস নিযুক্ত হন।

আমার সার্ভিস বুকে নওগাঁ হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীঃ হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেনঃ—

I entertain a very high opinion of Babu Rameswar Sen for his efficiency and devotedness to his work. I part with him with regret. তাৎপর্য্য—আমি বাবু রামেশ্বর সেনের কার্য্যকুশলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা হেতু তাঁহার সম্বন্ধে অতি উচ্চভাব হৃদয়ে পোষণ করি। উহাঁকে আমি ছাড়িয়া দিতে কষ্টবোধ করিতেছি।

জুলাই মাস বর্ষাকাল, নওগাঁর মধ্য দিয়া যে ক্ষুদ্র কলং নদীটি প্রবাহিতা ছিল উহাতে এখন বন্যা আসিয়াছে সুতরাং বড় বড় নৌকা এখন উহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রীষ্মকালে উহাতে স্থানে স্থানে নৌকা চলাচল করিবার উপযোগী যথেষ্ট জল থাকে না। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের একখানি বড় নৌকা মহাজনদিগের অনেক মালপত্র লইয়া নওগাঁয়ে আসিয়াছিল। শিশু সন্তান লইয়া গো-যানে করিয়া ৩২ মাইল রাস্তা আসিয়া শিলঘাট ষ্টিমারে উঠিয়া ধুবড়ী আসা অপেক্ষা নৌকাযোগে ধুবড়ী আসা সুবিধা মনে করিয়া ৬০৲ টাকা ভাড়ায় ঐ নৌকাখানি বন্দোবস্ত করিয়া ধুবড়ী অভিমুখে রওনা হইলাম। পথিমধ্যে গৌহাটীতে নামিয়া আমার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে কামাখ্যা পাহাড়ে উঠাইয়া কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করাইলাম। ৫।৬ দিনে ধুবড়ী আসিয়া পৌছিলাম। ইতিমধ্যে ধুবড়ীস্থ কতিপয় বন্ধুকে চিঠি লিখিয়া বাসোপযোগী একটী বাসার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধুব্‌ড়ী

গোয়ালপাড়া জেলার স্কুল ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর

১৩ই জুলাই তারিখে আমি ধুব্‌ড়ী পৌঁছিলাম। পৌঁছিবামাত্র হেড্‌মাষ্টার রামমোহনবাবু আমাকে বলিলেন যে ধুব্‌ড়ীর ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর গিরিশবাবু, আমি যাহাতে ভালরূপে ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করিতে না পারি তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ইতি-পূর্ব্বেই গোয়ালপাড়ার সব্‌ ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ দাসকে দীর্ঘকালের জন্য বিদায় দেওয়াইয়াছেন। তাঁহার পদে গোয়ালপাড়া মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত মহীরাম দাস কার্য্য করিতেছেন। তিনি তাঁহার কার্য্যে এককালে অনভিজ্ঞ। তাঁহার বাড়ী গোয়ালপাড়ায়। আগামী কল্য হইতে তাঁহার ক্লার্ক বা কেরাণী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত এক বৎসরের বিদায় লইয়া বিজনীর রাজ-সরকারে কার্য্য করিতে যাইতেছেন।

তুমি এখনই ডেপুটী কমিসনার সাহেব বাহাদুরের নিকটে যাও এবং ক্লার্কের বিদায় বন্ধ করিয়া দাও; নচেৎ তুমি কিছুতেই কার্য্য চালাইতে পারিবা না। যেহেতু তুমি পূর্ব্বে কখনও ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য কর নাই এবং অফিসের কার্য্য-পদ্ধতি জান না। এই কথা শুনিয়াই আমি তৎক্ষণাৎ ডেপুটী কমিসনারের বাঙ্গলোর দিকে গেলাম। তখন এ, ই, হিথ্‌ (A. E. Heath) সাহেব অস্থায়ী ভাবে ডেপুটী কমিসনারের কার্য্য করিতেছিলেন। পাকা ডেপুটী কমিসনার (J. J. S. Driberg) জে, জে, এস্‌, ড্রাইবার্গ সাহেব তখন কয়েক মাসের বিদায় লইয়া দার্জ্জিলিং বাস করিতেছিলেন। তখন বেলা অপরাহ্ন। হিথ্‌ সাহেব টেনিস্‌ খেলিবার জন্য ব্যাট্‌ হাতে করিয়া বাহির হইয়াছেন।

তাঁহাকে সেলাম করিয়া এবং নিজের পরিচয় দিয়া ক্লার্ক প্রসন্নবাবু যাহাতে বিদায়ে যাইতে না পারেন সাহেব বাহাদুরকে তাঁহার জন্য বলিলাম। সাহেব বাহাদুর তদুত্তরে বলিলেন যে বাবু, এখন আর ক্লার্কের বিদায় বন্ধ করা যায় না; তাঁহার কার্য্যভার তিনি অদ্যই একটিং ক্লার্ক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগীকে দিয়া ফেলিয়াছেন।

হরেন্দ্রবাবু পূর্ব্বেও একবার ঐ কার্য্য কিছুদিনের জন্য করিয়াছিলেন। কাজ কর্ম্ম সবই জানেন। তোমার কোন অসুবিধাই হইবে না। সুতরাং আমি নীরব হইতে বাধ্য হইলাম। হরেন্দ্রবাবু যদিও কার্য্য-পদ্ধতি এক প্রকার জানিতেন বটে, কিন্তু বড়ই অলস প্রকৃতির লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে লইয়া আমাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্লার্ক লইয়া যতই কেন অসুবিধা হউক না এক প্রকারে চালাইয়া লইতে পারিয়াছিলাম কেননা আমি ইতিপূর্ব্বে রাজসাহী বিভাগে স্কুল ইনস্পেক্টর অফিসে কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় কেরাণীর কার্য্য করিয়াছিলাম। কাজেই অফিসের কার্য্য-পদ্ধতিতে আমি এককালে অনভিজ্ঞ ছিলাম না।

ডেপুটী কমিসনার হিথ্ সাহেব

ডেপুটী কমিসনার হিথ্ সাহেবকে লইয়াই আমি বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। সাহেব বাহাদুর শিক্ষা বিভাগের কোন বিষয়েই অভিজ্ঞ ছিলেন না। এমন কি মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার ও হেড্ পণ্ডিত যে দুই জন পৃথক্ ব্যক্তি এবং মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয় সমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর এক একজন সেক্রেটারী বা সম্পাদক আছেন এ জ্ঞান টুকুও তাঁহার ছিল না। হঠাৎ গোয়ালপাড়া মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সেন এক বৎসরের বিদায়ের জন্য আবেদন করিলেন। উক্ত স্কুলের সেক্রেটারী তাঁহাকে এক বৎসরের বিদায় দিয়া অনুমোদনের জন্য তাঁহার আবেদন পত্রখানি আমার

অফিসে পাঠাইয়া দিলেন। সাহেবের অনুমোদনের জন্য আমার মন্তব্য সহ ঐ আবেদন পত্রখানি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলাম। সাহেব আবেদন পত্রখানি দেখিয়া হাসিয়া আমাকে বলিলেন, যে তুমি নূতন লোক অফিসের কাজ কর্ম্ম কিছুই জান না এবং দেখ না, সুতরাং এই আবেদন পত্রখানি লইয়া আমার নিকটে আসিয়া আমাকে অনর্থক বিরক্ত করিতেছ। এই হেড্ পণ্ডিত সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই আমি একটা আদেশ দিয়াছি। আমিও সাহেবের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলাম। অফিসে আসিয়া সমস্ত কাগজ পত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া দেখিতে পাইলাম যে ইতিপূর্ব্বে উক্ত স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বিদায় সম্বন্ধে সাহেবের একটা আদেশ রহিয়াছে। তারপর দিন রাজেন্দ্রবাবুর দরখাস্ত ও উহার উপরে সাহেবের আদেশ এবং হেড্ পণ্ডিত গঙ্গাচরণবাবুর দরখাস্ত এই দুইখানি লইয়া সাহেবের এজলাসে উপস্থিত হইয়া বলিলাম যে আপনি ইতিপূর্ব্বে হেড্ মাষ্টারের বিদায়ের আবেদন সম্বন্ধে আদেশ দিয়াছেন। এখন এই দরখাস্তখানি হেড্ পণ্ডিত করিয়াছেন। সাহেব আমার এই কথা শুনিয়াই উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন যে whom we call Head Master in English, you call him Head Pandit in Bengali আরও বলিলেন স্কুলের আবার সেক্রেটারি কে? আমার ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর সেক্রেটারি বাবু রামগোপাল খাঁ জেলার সমস্ত স্কুলেরই একমাত্র সেক্রেটারি অর্থাৎ আমরা যাঁহাকে ইংরাজীতে হেড্ মাষ্টার বলি তোমরা বাঙ্গালাতে তাঁহাকে হেড্ পণ্ডিত বল। স্কুলের আবার সেক্রেটারি কে? আমি ত সাহেবের বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া ও শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। এ কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে হয়ত অপমানিত হইতাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে এজ্লাসে সাহেবের বিচার বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন তিনি তখন সাহেবকে সব তথ্য ও ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। আমিও মানে

মানে সাহেবের এজলাস হইতে নামিয়া আসিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যেহেতু এই গুণধর সাহেব বড় জোর আর দুইমাস কাল এ জেলার ডেপুটী কমিসনারী করিবেন, ইহাঁর কার্য্যকালে আমি আর সহরে থাকিব না। মফঃস্বলেই এই দুইটা মাস কাটাইয়া দিব। এইটিই স্থির করিয়া তারপর দিন আমার সফরের তালিকা অর্থাৎ কোন্ কোন্ দিন কোথায় থাকিব ইত্যাদি বৃত্তান্ত লিখিয়া উহাতে সাহেবের সম্মতি লইয়া মফঃস্বলে চলিয়া গেলাম। আর ধুব্‌ড়ীর দিকে ফিরিলাম না।

আমার মফঃস্বলে যাওয়ার পরে তিন বা চারি সপ্তাহের মধ্যে চিফ্‌ কমিসনার সাহেব বাহাদুরের আসাম গেজেটে আদেশ বাহির হইল যে প্রত্যেক জেলার সদর ও মহকুমাতে লোক্যাল্ বোর্ড অর্থাৎ স্থানীয় এক একটী কমিটী গঠিত হইল। এবং প্রত্যেক জেলার সদরে ও মহকুমাতে তৎ কমিটীর হস্তে শিক্ষা, চিকিৎসা, পূর্ত্ত ইত্যাদি বিভাগ সমূহের ভার দেওয়া হইল। সুতরাং জেলার সদরে ও মহকুমার সকল বিভাগে সকল প্রকার কার্য্য যাহা এ পর্য্যন্ত একসঙ্গে নিষ্পন্ন হইতেছিল তখন হইতে ঐ সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সদরে ও মহকুমাতে হইবে। এই আদেশ বাহির হইবার পরেই সাহেব বাহাদুরের চক্ষু স্থির। আমি সদরে ফিরিয়া না আসিলে শিক্ষা বিভাগের কার্য্য সমূহ সদরে ও মহকুমাতে বিভাগ করিয়া কে দিবে এই সমস্যা তখন সাহেব বাহাদুরের মনে উপস্থিত হইল। সাহেব তখন আমার কেরাণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কোথায় আছি। কেরাণী আমার টুর প্রোগ্রাম্ দেখিয়া বলিলেন যে আগামী কল্য ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের আগমনী নামক স্থানে আসিবার কথা আছে। সাহেব তাঁহাকে বলিলেন যে ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরকে চিঠি লিখিয়া দাও যে তোমার চিঠি পাইবা মাত্রই ধুব্‌ড়ী চলিয়া আসে। কেরাণী আমাকে তদনুসারে ধুব্‌ড়ী ফিরিয়া আসিবার জন্য চিঠি লিখিলেন। সাহেব তাঁহার লেখাতে সন্তুষ্ট না

হইয়া পাছে আমি না আসি এইজন্য উহার উপরে স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন Come please without delay. Your presence at Dhubri is urgently required. অর্থাৎ বিলম্ব না করিয়া ধুব্‌ড়ী ফিরিয়া আইস। এখানে তোমার উপস্থিতি একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। আমি বাস্তবিকই তৎপর দিনে আগমনীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। সাহেবের এই চিঠি পাইয়া ভাবিলাম ব্যাপারটা কি, কাজেই ধুব্‌ড়ী ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। ধুব্‌ড়ী আসিয়াই সাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র সাহেব বলিলেন যে, Babu I really do not understand Educational matters. You better do these things for me. অর্থাৎ আমি বাস্তবিকই শিক্ষা বিভাগের কার্য্য পদ্ধতি বুঝি না, তুমি আমার হইয়া এই সকল কার্য্য করিয়া দাও।

আমি বলিলাম মহাশয়, আপনার উপরে জেলার সমস্ত বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। এজন্য প্রত্যেক বিভাগেই আপনাকে সাহায্য করিবার জন্য এক একজন দায়ীত্ব-ভার-প্রাপ্ত উপযুক্ত কর্ম্মচারী আছে। আপনি কখনই সমস্ত বিভাগের সমস্ত কার্য্য ঐ কর্ম্মচারীদিগের সাহায্য ব্যতীত করিতে পারেন না। আপনি আমার উপরে শিক্ষা বিভাগের সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন। যখন যে বিষয়ে আপনার মতামত আবশ্যক হইবে আপনাকে বুঝাইয়া দিয়া তৎ তৎ বিষয়ে আদেশ লইব। এই দিন হইতে সাহেবের 'সব জান্তার' বিশ্বাস গেল। আমিও স্বাধীনভাবে নিজ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। স্থানীয় বোর্ডের অর্থাৎ ধুব্‌ড়ীর সদর বোর্ডের ও গোয়ালপাড়া মহকুমা বোর্ডের সমস্ত বিদ্যালয়ের তালিকা, হিসাব পত্র ও কোন্ বোর্ডে কত টাকা দেওয়া হইবে পৃথক্ পৃথক্ করা হইল এবং গোয়ালপাড়া বোর্ডের সমস্ত বিষয় তথাকার লোক্যাল্‌বোর্ডে যথা সময়ে ন্যস্ত হইল। কেবল গোয়ালপাড়া মহকুমার বিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করা

ও হিসাব পত্র পর্য্যবেক্ষণ করা ও সব্‌ইনস্‌পেক্টরকে ও স্থানীয় বোর্ডকে পরামর্শ দিবার ক্ষমতাটুকু আমার হস্তে ও ডেপুটী কমিসনার বাহাদুরের হস্তে থাকিল।

১৮৮৩ সনের ১৪ই জুলাই তারিখে আমি গোয়ালপাড়া জেলায় স্কুল ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের কার্য্যভার গ্রহণ করি এবং ঐ পদে ১৮৮৮ সনের ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত কার্য্য করি।

ইতিমধ্যে দুইবার মাত্র privilege leave বা অনুগ্রহের বিদায় লইয়াছিলাম। প্রথমবারে তিন মাসের বিদায় ১৮৮৬ সনের ৩রা অক্টোবর হইতে ১৮৮৭ সনের ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত; কিন্তু সম্পূর্ণকাল বিদায় ভোগ না করিয়া ১৮৮৬ সনের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম অর্থাৎ এক মাসের বিদায় কম লইয়াছিলাম। দ্বিতীয়বারের বিদায় এক মাসের ১৮৮৭ সনের ২রা আগষ্ট হইতে।

ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করা কালে যে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা যথাস্থানে পর পর বর্ণিত হইল।

প্রথমে আমি অস্থায়ীভাবে ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের পদে নিযুক্ত হই।

গোয়ালপাড়া জেলার স্থায়ী ডেপুটী কমিসনার (Driberg) ড্রাইবার্গ সাহেব বিদায় হইতে ফিরিয়া আসার পরে অস্থায়ী ডেপুটী কমিসনার হিথ্ (Heath) সাহেব চলিয়া গেলেন।

ডেপুটী কমিসনার ড্রাইবার্গ সাহেব

যেদিন আমি প্রথমে ড্রাইবার্গ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, সেইদিনই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমি ইষ্টার্ণ ডুয়াস´ নামক স্থানে স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম কিনা। ইষ্টার্ণ ডুয়াস´ নামক স্থানটী হইতেছে ভুটান যাইবার পূর্ব্বদ্বার। এ স্থানটী জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ও আছে।

এখানে অর্দ্ধ পাহাড়িয়া অসভ্য জাতির বাস। জঙ্গলের মধ্যে শালবৃক্ষের জঙ্গলই অধিক। পূর্ব্বে যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তাও ছিল না। পূর্ব্বে এই অঞ্চলটী, সিদ্‌লি ও বিজনীর স্বাধীন রাজাদিগের অধীনে ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরে উক্ত স্বাধীন রাজাদিগের হস্ত হইতে এই অঞ্চলটী কাড়িয়া লইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে লন। উক্ত রাজাদিগকে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে মালিকানা স্বত্ব বলিয়া শতকরা ৩০৲ টাকা মাত্র দেওয়া হইত। সিদ্‌লির রাজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে ঐ মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করিয়াই অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। সিদ্‌লির শেষ স্বাধীন রাজা শ্রীযুক্ত গৌরীনারায়ণ দেব বাহাদুরকে আমি দেখিয়াছি এবং তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ পরিচয়ও ছিল। অনেক সময় আমি তাঁহার দুঃখের কাহিনী তাঁহার নিজ মুখে ব্যক্ত করিতে শুনিয়াছি। বিজনীর রাজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারী ছিল এবং এখনও আছে। গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী।

আমাকে যে সময়ে ডেপুটী কমিসনার ড্রাইবার্গ সাহেব ঐ অঞ্চলে আমি গিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ও আমি বলিয়াছিলাম, না; তখন ঐ অঞ্চলটী এককালে অগম্য বা দুরগম্য ছিল। রাস্তাঘাট ছিল না, পোষ্ট অফিসও ছিল না বলিলেও হয়। মেছ্ (ম্লেচ্ছ শব্দের অপভ্রংশ) নামে অর্দ্ধ পাহাড়ীয়া একটী অসভ্য জাতি এখানকার প্রধান অধিবাসী ছিল। মধ্যে ২।১টী গ্রামে মদাসী বা মদাহী ও রাজবংশী জাতীয় লোকেরও বাস ছিল। ড্রাইবার্গ সাহেবের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে মেছ্ জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া উহাদের অবস্থার উন্নতি করা। ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার প্রস্তাব লইয়া আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর গিরিশবাবুর সহিত ড্রাইবার্গ সাহেবের একপ্রকার ঝগড়াই হইয়া গিয়াছিল। গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন যে উহাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা অসম্ভব। গিরিশবাবুর এই কথা

শুনিয়া সাহেব বাহাদুর তাঁহার উপর এতদূর চটিয়াছিলেন যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন Clear out from my sight অর্থাৎ আমার দৃষ্টিগোচর হইতে দূর হও।

আমাকে প্রথম দিনই বলিয়াছিলেন যে Babu you must do something for these poor people—the Metches অর্থাৎ বাবু তুমি এই হতভাগ্য মেছ্ জাতির জন্য অবশ্যই কিছু করিবা। আমি বলিয়াছিলাম যে আমার সাধ্যানুসারে আমি উহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিব।

গভর্ণমেণ্ট এই ইষ্টার্ণ ডুয়ার নামক স্থানটী নিজ হস্তে লইয়াছিলেন বলিয়া উহাকে খাসমহল বলা হইত। এই খাসমহলটী নিম্নলিখিত কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

গুমা, রিপু, চিরাং, সিদ্লি ও বিজনী। গুমা রিপু ও চিরাং এক একজন মৌজাদারের অধীনে ছিল। সিদ্লি ও বিজনীতে পাঁচ পাঁচ জন করিয়া মৌজাদার ছিলেন। এই মৌজাদারেরাই ইহার রাজস্ব আদায় করিতেন। এই সমস্ত মৌজাদারের কার্য্য পরিদর্শন করিবার ও উহাঁদিগকে উপদেশ দিবার জন্য ডেপুটি কমিসনারের অফিসে ডুয়ার পেস্কার নামে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বৎসরের মধ্যে পাঁচ ছয় মাস কাল ঐ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেন। ইহাঁর নাম ছিল শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এবং ইনি ২৪ পরগণা জেলার সোদপুর গ্রাম নিবাসী ছিলেন। পরে ইনি খাসমহল বিজনীর তহশিলদার নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। সিদ্লিতেও একজন তহশিলদার হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। যখন ঐ প্রস্তাব হয় তখন ধুব্ড়ীর স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে সিদ্লিতে তহশিলদারের পদের সৃষ্টি হইলে রামেশ্বরকে ঐ পদ দেওয়া উচিত। রামেশ্বরই সর্ব্বতোভাবে ঐ পদের উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তি।

ড্রাইবার্গ সাহেব ছুটি হইতে ফিরিয়া আসার পরে ছয় মাস মাত্র কাল ধুবড়ীতে ছিলেন। পরে ইনি বদলী হইয়া অন্যত্র গেলে Lieutenant Colonel লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল মিচেল্‌ সাহেব বাহাদুর ঐ পদে ১৮৮৪ সনের মার্চ্চ মাসে আসেন।

ড্রাইবার্গ সাহেবের আদেশ পালন করিবার উদ্দেশ্যে আমি রাঙ্গাভাব্‌রী নামে একটী গ্রাম পর্য্যন্ত প্রথমে গিয়াছিলাম। তথায় পূর্ব্বে একটী নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালাটী তখন উঠিয়া গিয়াছিল। আমি উহা পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়াছিলাম। তখন বর্ষাকাল। পাহাড়ীয়া নদী সকল তখন জলে ভরিয়া গিয়াছিল। পাহাড়ীয়া নদী সমস্ত বৃষ্টি হইবা মাত্রই ভরিয়া যায় আবার কয়েকদিন বৃষ্টি না হইলেই শুষ্কপ্রায় হয়। বর্ষার প্রাবল্য হেতু আমি আর ঐ গ্রাম ছাড়াইয়া অন্যত্র যাইতে পারি নাই। তখন রাস্তাঘাটও বড় একটা ছিল না। ড্রাইবার্গ সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। এই কথা বলার পরে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দাসকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য দুই তিন বার গিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা ঐ অঞ্চলে যাইতেন, আমি সাহেবের সঙ্গে যাইতে চাহিতাম। সাহেব আমাকে দুই তিনবারই বলিয়া ছিলেন যে এখন তোমাকে ঐ অঞ্চলে লইয়া গেলে তোমাকে মারিয়া ফেলা হইবে। উপযুক্ত সময়ে তোমাকে লইয়া যাইব। কিন্তু এই উপযুক্ত সময় আর আসে নাই। ড্রাইবার্গ সাহেবের আমলে আমি যখন সর্ব্বপ্রথমে ইষ্টার্ণ ডুয়ারে পাঠশালা স্থাপনের জন্য যাই তখন একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। তামারহাট নামক স্থানে প্রথমে ইষ্টার্ণ ডুয়ার আরম্ভ হয়। তামারহাটে একটী Subsidised Pathsala ছিল। Subsidised Pathsalaর অর্থ এই যে, এই সকল পাঠশালায় উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্য পড়ান হইত এবং ঐ সকল পাঠশালায় গুরু ট্রেনিং বা পাঠশালার

গুরু প্রস্তুত করণের একটী শ্রেণী থাকিত। ঐ শ্রেণীতে ৩।৪৲ টাকা হারে বৃত্তি দিয়া উপযুক্ত ছাত্র রাখা হইত। ঐ সমস্ত ছাত্র ট্রেনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঠশালার গুরু বা শিক্ষক নিযুক্ত হইত। শিক্ষা দিয়া গুরু প্রস্তুত করার জন্য ঐ সকল পাঠশালার শিক্ষকদিগকে পাঠশালার সাহায্য ৫৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইত এবং গুরু প্রস্তুত করার জন্য ৫৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হইত। গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে ধুব্ড়ী মহকুমায় এইরূপ সাতটী ও গোয়ালপাড়া মহকুমায় তিনটী পাঠশালা ছিল। ধুব্ড়ীর সাতটী পাঠশালার মধ্যে তিনটী ইষ্টার্ণ ডুয়ারে স্থাপিত ছিল। তন্মধ্যে একটী তামারহাটে আর একটী সিদ্লির অন্তর্গত কাকড়া গাঁয়ে ও অপরটী বিজনীতে। তামারহাটের শিক্ষক ১৫৲ টাকা ও কাকড়া গাঁয়ের ও বিজনীর শিক্ষকদ্বয় ২০৲ টাকা হারে বেতন পাইতেন। তামারহাটের পাঠশালাটি পরিদর্শন করিয়া অপরাহ্ন তিনটার সময়ে আমি গোঁসাই গাঁ নামক পাঠশালা পরিদর্শনার্থ বাহির হই। সেই রাত্রে আমার গোঁসাই গাঁয়ে থাকিবার কথা। তামারহাট হইতে ছয় মাইল দূরে বড়বাধা নামে একটী স্থান ছিল ও এখনও আছে। এই বড়বাধা হইতে ছয় মাইল ব্যাপী রক্ষিত-শালবন আরম্ভ হইয়াছে। এই বড়বাধায় বন-বিভাগের কর্ত্তার একটী বাঙ্গলো ছিল। তখন গোয়াল-পাড়া জেলার বন-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন (J. T. Jellicoe) জে, টি, জেলিকো সাহেব। ইনি বৎসরের অধিকাংশ কালই বড়বাধার বাঙ্গলোয় থাকিতেন। এই স্থানে খাসিয়া জাতীয়া একটী তাঁহার রক্ষিতা স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই থাকিত। ধুব্ড়ীতে যদিও সাহেবের অফিস ও বাঙ্গলো ছিল তথাপি তিনি এই স্থানেই প্রায়ই বাস করিতেন। স্থানটী বিলক্ষণ মনোরম ও নির্জ্জন ছিল। বামনী নামক একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীরদেশে এই বাঙ্গলোটী অবস্থিত ছিল। এ নদীটী পার হইতেই প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। পার হইয়াই শুনিলাম যে এই স্থান হইতে

ছয় মাইল ব্যাপী রক্ষিত-শালবন আরম্ভ হইয়াছে। ঐ শালবনের মধ্যে আর লোকালয় নাই। ঐ শালবনের অপর পারে আমার গন্তব্য স্থান গোঁসাই গাঁ। ঐ বনে বাঘ, ভালুক, বন্য মহিষ, বন্য হস্তী প্রভৃতির আড্ডা ছিল। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া ঐ বড়বাধায় সেই রাত্রি বাস করিবার উদ্‌যোগ করিতে হইল। শুনিলাম ঐ স্থানে বড়পেটা নিবাসী মমতরাম মেধি নামে একজন আসামীয়া ভদ্রলোক ফরেষ্টার আছেন তাঁহার বাসাও ঠিক নদীর তীরে। রাত্রিকালের জন্য আশ্রয় পাইবার উদ্দেশ্যে আমি মমতরামবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। ঐ ভদ্রলোকটীও আমাকে আশ্রয় দান করিতে সম্মত হইলেন।

গোয়ালপাড়া জেলার বন-বিভাগের কর্ত্তা জেলিকো সাহেবের সহিত আমার বাক্‌যুদ্ধ ও পরে তাঁহার সহিত আমার বিশেষভাবে মিলন।

আমি যখন বড়বাধায় উপস্থিত হই, তখন ডেপুটী কন্‌সারভেটার জেলিকো সাহেব ঘোড়ার আস্তাবলে দাঁড়াইয়া ঘোড়ার গা চাপড়াইতে ছিলেন। পরে পিলখানায় হাতীর নিকটে আসিলেন। আমি তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াছিলাম এবং তিনিও আমাকে দূর হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু দূর হইতে তাঁহাকে অভিবাদন করা সুরুচির পরিচয় নহে বলিয়া আমি তাঁহাকে অভিবাদন করি নাই। অধিকন্তু যখন একরাত্রি তথায় থাকিতে হইতেছে তখন পরদিবস বেলা ৮।৯টার সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু সাহেব বাহাদুর আমার অভিবাদন তখনই না পাওয়াতে একটু রুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি মমতরামবাবুর বাসায় উঠিয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইতেছি এমন সময়ে সাহেব বাহাদুরের একজন আর্দ্দালি আসিয়া মমতরামবাবুকে বলিল "সাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন"। এই কথা শুনিয়াই আমার মনে একটা ভাবের উদয় হইল যে আমি সাহেবকে

অভিবাদন না করিয়াই তাঁহার বাসায় উঠিয়াছি বলিয়াই সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। মমতরামবাবু ২।৩ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে আপনি ডেপুটী কন্‌সারভেটার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই? আমি বলিলাম, না। আর পোষাক পরিবর্ত্তন না করিয়াই আমি সাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম যে হয়ত সাহেব বাহাদুরের সহিত আমার একটী অপ্রিয় ঘটনা উপস্থিত হইবে। ময়মনসিংহ জেলা নিবাসী জগৎচন্দ্র দাস নামে আমার একজন চাপরাসী ছিল। জগৎকে বলিলাম তুমি একটি ছড়ি হাতে করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। যদি সাহেবের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে করিতে সাহেব আমাকে আক্রমণ করেন তবে তখন তুমি আমার সাহায্যার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইবা। সাহেবটী দীর্ঘকায়, হৃষ্টপুষ্ট, বলবান্ পুরুষ ছিলেন। একটী সাক্ষাৎ অসুর অবতার বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার দেহের ও বলের তুলনায় আমি একটী মশা মাত্র। তথাপি সাহসে নির্ভর করিয়া একগাছি ছড়ি হস্তে আমি সাহেব দর্শনে চলিলাম। মনে করিলাম সাহেব আমাকে পাঁচ ঘা দিলেও আমি কি এক ঘাও দিতে পারিব না। নানা প্রকার ভাবিয়া আমি সাহেবের বাঙ্গলোর ফটকের নিকট উপস্থিত হইলাম। সাহেব আমাকে দেখিবামাত্রই চীৎকার করিয়া বলিলেন, Who are you, and what are you. Do you know this is a private property. অর্থাৎ তোমার নাম কি, তুমি কি কর এবং এইটী যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুমি কি অবগত আছ? আমিও চীৎকার করিয়া বলিলাম My name is Rameswar Sen. I am Deputy Inspector of Schools of the Goalpara District. This is the first time that I hear so অর্থাৎ আমার নাম রামেশ্বর সেন, আমি গোয়ালপাড়া জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর, আমি এই সর্ব্বপ্রথমে শুনিলাম

যে এটী ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমার ধারণা এই যে এটী গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। সাহেব আমাকে সজোরে উত্তর দিতে দেখিয়া বা শুনিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন বলিলেন—Are you all comfortable there? আমি বলিলাম Thanks ধন্যবাদ। এতখানি করার পরে আমার তথায় বেশ সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতা হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক। আপনি একটী সেলাম পাইবার জন্য এত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন কেন? কোন ভদ্রলোক কোন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অশ্বশালায় বা হস্তীশালায় যায় না। আমি আগামী কল্য এইস্থান হইতে যাইবার পূর্ব্বে শিষ্টাচারসহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই যাইতাম না। এখানে বলা আবশ্যক যে সাহেবরা সর্ব্বদাই তেজের ও গুণের আদর করিয়া থাকেন। এইদিন হইতেই এই সাহেব বাহাদুরের সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল। পরবর্ত্তী ঘটনায় উহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এবারে রাজাডাব্‌রী নামক স্থানের পাঠশালাটীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া ধুব্‌ড়ী ফিরিয়া আসিলাম। শালবনের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে দেখিলাম যে পাছে রক্ষিত-শালবনে আগুন লাগে বলিয়া সাহেব বাহাদুর শালগাছের গায়ে অল্প অল্প ব্যবধানে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞাপন লিখিয়া লট্‌কাইয়া দিয়াছেন যে, এই বনের মধ্যে কেহ যেন তামাক বা চুরুট না খান, এমন কি দেশেলাইএর বাক্সটী পর্য্যন্ত লইয়া না যান। ঐরূপ করিলে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইতে হইবে। ঐ সকল বিজ্ঞাপন দেখিয়া আসিয়া ধুব্‌ড়ীতে পৌছিয়া ডেপুটী কমিসনার ড্রাইবার্গ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম যে ইষ্টার্ণ ডুয়ারে পুনরায় আমার যাওয়া অসম্ভব হইবে। কেন না ঐ সকল স্থানে দোকান পাট নাই। দেশেলাইটী পর্য্যন্ত লইয়া না যাইতে পারিলে কেমন করিয়া পাকাদি করিয়া খাইব। ড্রাইবার্গ সাহেব এই কথা শুনিয়া বলিলেন ভয় নাই। ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপন তোমার মত লোকের জন্য নহে। তোমার দেশেলাই ধরিয়া

কেহ তোমাকে বাধা দিলে তুমি বিজ্ঞাপনগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যাইও। তারপর যাহা করিতে হয় আমি করিব।

ইহার কয়েক মাস পরে দীর্ঘকালের জন্য আমি দ্বিতীয়বার ইষ্টার্ণ-ডুয়ার যাই। যখন ফিরিয়া আসি সেই সময়ে বেলা প্রায় একটার সময়ে গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যতাপের মধ্যে নয় মাইল ব্যাপী পাটগাঁ নামক রক্ষিত-শালবনের মধ্যে আসিয়া দেখি রাস্তার দুইধারে শালগাছ সব হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। দুইধারে শালগাছ। মধ্যে ১০।১২ হাত প্রশস্ত রাস্তা। ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়া আসা বিলক্ষণ বিপদ্‌জনক হইয়া পড়িয়াছিল। রক্ষিত-জঙ্গল-মহলে আগুন লাগিয়া গাছ পুড়িয়া গেলে বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের দুর্ণাম হয় এবং তাঁহারা তিরস্কৃত হন। এই সময়ে গরুভাষা নামক স্থানে ঐ বিভাগের শ্রীযুক্ত দীননাথ কর নামক একজন শ্রীহট্ট দেশবাসী রেঞ্জার ছিলেন। তিনি ডেপুটী কন্‌সারভেটার জেলিকো সাহেবকে বলেন যে, স্কুল ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর রামেশ্বর বাবু এই জঙ্গল দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লোকজন হয়ত তামাক খাইবার সময়ে কোনরূপে অসাবধান হইয়া আগুন ফেলিয়া গিয়া থাকিবে তাহাতেই রক্ষিত-বন পুড়িয়া গিয়াছে। জেলিকো সাহেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে নিজের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তুমি একজন নির্দ্দোষ লোকের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছ। আমি রামেশ্বরকে ভাল করিয়াই জানি। সে একজন দায়ীত্বজ্ঞান বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী। তাহার লোকের দ্বারায় এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে নাই আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। সে তাঁহার লোকজনকে বিলক্ষণ আয়ত্বাধীনে রাখিতে সমর্থ। এইটী কি জেলিকো সাহেবের উদারতার পরিচয় নহে? আমাদের এতদ্দেশীয় ডেপুটী কন্‌সারভেটার হইলে তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ কালে আমার সহিত যে বাক্ বিতণ্ডা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি অবশ্যই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আমাকে টানাটানি করিতেন।

যখন আমি ইষ্টার্ণ ডুয়ার অঞ্চলের স্থানগুলির অবস্থা ভাল করিয়া অবগত হই নাই, তখন একবার ডিসেম্বর মাসে আমি ঐ অঞ্চলে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে আমি গুরু-প্যালা নামক একটী নদীর তীরে উপস্থিত হই। আমি অশ্বারোহণে গিয়াছিলাম, কাজেই আমার লোকজন তখনও তথায় পৌছিতে পারে নাই। আমার লোক-জনের তথায় পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধার পরে নদী পার হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া ঘাটোয়ালকে না পাইয়া সেইস্থানে নদীর তীরে সুপ্রশস্ত সুনীল আকাশতলে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলাম। এই সময়ে আমার সহিত শান্তিপুর-নিবাসী প্রহ্লাদচন্দ্র প্রামাণিক নামে আমার জনৈক বন্ধু ছিলেন। ইনি ঐ অঞ্চলটী দেখিবার জন্য কৌতুক পরবশ হইয়াই আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমার সহিত দুইটী ঘোড়া, একখানি গরুর গাড়ী, দুইজন সহিস, একজন চাপরাসী ও একজন গাড়োয়ান ছিল। ডিসেম্বর মাস, দুরন্ত শীত। শীতে নদীর ধারে থরথর করিয়া সকলেই কাঁপিতে লাগিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে নল্-খাগড়ার বন ছিল। শিশিরে ঐ সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও উহাতে আগুন লাগাইতে পারিলাম না। কিছুদিন পূর্ব্বে অদূরে ঐ রাস্তায় মুনিয়া কুলিরা কাজ করিয়া গিয়াছিল। তাহাদের পরিত্যক্ত একখানি ভগ্ন কুঁড়ে ঘর নদীর ধারে পড়িয়া ছিল। সেইখানি আনিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া আমাদের গা, হাত, পা কতক পরিমাণে গরম করিয়া লইলাম এবং আমার চাপরাসী গোবিন্দকে আমাদের আহারের জন্য খিচ্‌ড়ী চাপাইয়া দিতে বলিলাম। প্রহ্লাদচন্দ্র বলিতে লাগিলেন একটু পরেই বাঘের পেটে যাইতে হইবে, এখন আর খাইবার প্রয়োজন কি? আমি বলিলাম আমরা উদর পূর্ণ করিয়া খাইলে যদি বাঘে আমাদিগকে খায় তাহা হইলে তাহার আহারটা আরও ভাল হইবে। এখানে বলা বাহুল্য যে এ স্থানটী বাঘ, ভালুক, বন্য মহিষ, বন্য-শূকর, বন্য-হস্তী ও গণ্ডারের প্রিয়তম আবাস স্থল। অল্পক্ষণ পরেই

উহাদের ভীষণ গর্জ্জন ও রব আমাদের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে নদীর জলে বন্য-মহিষ ও বন্য-হস্তী আসিয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিল। তথাপি গাড়ীর নীচে আমাদের রন্ধন কার্য্য চলিতে লাগিল। আমার সহিত সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই থাকিত। রন্ধন শেষ হইলে আমি পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিলাম, কিন্তু প্রহ্লাদ ভায়া কয়েক গ্রাস মাত্র উদরস্থ করিলেন। ভয়েই তিনি বিহ্বল। রাত্রিটা বসিয়া জাগিয়া কাটাইলাম। পরদিন প্রাতে বেলা ৮টার সময়ে ঘাটোয়াল দেখা দিল। সে রাত্রিতে ঘাটে কেহ ছিল না জিজ্ঞাসা করায় বলিল বাবু রাত্রিতে এখানে কি ভীষণ কাণ্ড হয় তাহা কি দেখিস্ নি? বাঘ, ভালুকের ভয়ে আমি বেলা থাকিতেই নিজের বাড়ী খাগ্ড়াবাড়ী বস্তিতে চলিয়া যাই। আর দিনের বেলাটা ঐ উচ্চ টোঙ্গের উপর বসিয়া কাটাই। যখন ৫।৭ জন লোক পার হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই টোঙ্গ হইতে নামিয়া তাহাদিগকে পার করিয়া দিয়াই আবার ঐ টোঙ্গে উঠি। টোঙ্গ অর্থাৎ বড় বড় খুঁটির উপরে বাঁধা একখানি কুঁড়ে ঘর। সে যাহা যাহা বলিল গত রাত্রিতে সমস্তই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

আর একবার কচুগাঁ নামক থানা হইতে পাটগাঁর ফরেষ্ট অফিসের দিকে রওনা হইয়াছি। পূর্ব্বদিনও রাত্রি কচুগাঁর থানায় ছিলাম। ঐ স্থানেও বন-বিভাগের একখানি বাঙ্গলো ছিল। থানার হেড্ কনস্টেবল্ ছিলেন নারায়ণচন্দ্র দাস, গোয়ালপাড়া জেলার বোর্টিয়ামারি অঞ্চলের লোক। তিনি পূর্ব্বদিন ছোট জাতীয় খটিয়া হরিণ একটী মারিয়া আনিয়াছিলেন। আমি উহার চামড়াখানি তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলাম। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ প্রাক্কালে পাটগাঁ ফরেষ্ট অফিসে গিয়া পৌঁছিলাম। ঐ স্থানের ফরেষ্টার ছিলেন পাবনা জেলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র মৈত্র। এই দিনই তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া আমার যথেষ্ট খাতির করিলেন,

কিন্তু বলিলেন যে হরিণের কাঁচা চামড়াখানি ঘরের মধ্যে রাখিবেন না, উহার গন্ধে বাঘ আসিবে। সুতরাং চামড়াখানি বাহিরে একটা গাছের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিতে বাধ্য হইলাম। এইবারে আমার সঙ্গে আমার নিজের সহিস ও চাপরাসী ছাড়া মধু বিশ্বাস নামে ডাকের একজন ওভারসিয়ার ছিলেন। তিনি আমাদিগের পথপ্রদর্শক ছিলেন। ইনি জাতিতে মুসলমান। নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার কোন পল্লী-নিবাসী। লোকটা বেশ মিষ্টভাষী, অমায়িক ও শিষ্টাচারপরায়ণ ছিলেন। আমাদের পাককরা খাদ্য গ্রহণ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি না থাকায় ইনি আমাদের অন্ন আহার করিতেন। এই ফরেষ্ট অফিসে রাত্রি বাস করিয়া এবং পরদিন মধ্যাহ্নকালে মাধববাবুর অন্ন ধ্বংস করিয়া প্রায় বেলা দেড়টার সময়ে গরুভাঁধা ফরেষ্ট অফিসে যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। যখন আমরা যাত্রা করি তখন ফিস্ ফিস্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাস্তার দুই ধারেই নলখাগড়ার বন। তারপর বহুদূর ব্যাপী নিবিড় শাল গাছের জঙ্গল। কিছুদিন পূর্ব্বে রাস্তার উপরের জঙ্গল কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আবার ঐ সমস্ত গজাইয়া উঠিতেছিল। পূর্ত্ত-বিভাগের সব্ ওভারসিয়ার প্রসন্ন-কুমার মুন্সী নামক আমার একজন রসিক বন্ধু বলিতেন যে ইষ্টার্ণ-ডুয়ারের রাস্তার উপর জঙ্গলগুলি কাটা হইবামাত্র মাথা খাড়া করিয়া দেখিত যে শালা ওভারসিয়ার আমাদিগকে কাটিয়া কতদূর গেল রে। এই রাস্তায় দুই জন করিয়া ডাকরণার বা ডাকবাহক থাকিত। আমার জিনীস পত্র বহিয়া লইবার জন্য একটা ঘোড়া ছিল। কিন্তু ডাকের ওভারসিয়ার মধু বিশ্বাসের জিনীস পত্র লইয়া যাইবার জন্য একজন ডাকরণারকে উহা দেওয়া হইয়াছিল। সে আমাদের সঙ্গেই চলিল, কিন্তু তখনও কচুগাঁ হইতে ডাক আসিয়া উপস্থিত না হওয়ায় অপর রণারটা উহা লইবার জন্য পাটগাঁয়ের ফরেষ্ট অফিসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পাটগাঁ ফরেষ্ট অফিস তখন ফরেষ্ট বা বনের বহির্ভাগে

অবস্থিত ছিল। রাস্তার অবস্থা দেখিয়া আমি মনে মনে করিতে লাগিলাম যে একজন রনারকে আমাদের সঙ্গে লইয়া আসিয়া অপরটীকে একাকী ছাড়িয়া আসা ভাল কাজ হয় নাই। এইজন্য আমি যাইতে যাইতে এক একবার ফিরিয়া ফিরিয়া চাইতে ছিলাম যে কতক্ষণে ঐ রণারটী ডাক লইয়া নিরাপদে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিবে। এইরূপে বার বার পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম যেন একটা কোন পশু আমাদের অনুসরণ করিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম ওটা কুকুর, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল যে এখানে লোকালয় নাই সুতরাং এখানে কুকুর আসা সম্ভব নয় তবে কি এটা কুয়াং। কুয়াংকে ইংরাজীতে (Red dog) রেড্ ডগ বলে। রেড্ ডগ দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও বড় ভয়ানক জন্তু। কিন্তু ইহারা দল বান্ধিয়া থাকে। কখনও একাকী থাকে না। ইহারা বন্য হস্তী পর্য্যন্ত শিকার করিয়া মারিতে পারে। ইহাদের প্রস্রাবে এক প্রকার গ্যাস বা দূষিত বায়ু জন্মে। উহা যে জন্তুর চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে সেই জন্তুই কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারাইবে। আর উহারা উহাদের শিকারের জন্তু পড়িয়া গেলে আর তাহার মাংস খাইবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা চলিতে থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা উহার মাংস খাবলাইয়া খাবলাইয়া খাইবে। সুতরাং মনে মনে স্থির করিলাম যে ঐ দুষ্ট জন্তুটী কুয়াংও নহে। অল্পক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলাম এটী একটী ছোট জন্তু নহে। এটী একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র। মধু বিশ্বাসকে ডাকিয়া দেখাইলাম যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আমাদেব অনুসরণ করিতেছে। সম্ভবতঃ আমাদের সহিত আনা হরিণের চামড়ার গন্ধ পাইয়া আমাদের অনুসরণ করিতেছে। মধু বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম এখন কি করা কর্ত্তব্য। মধু বলিলেন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া আমরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া পলায়ন করি। আমি বলিলাম উহা কিছুতেই করা যাইতে পারে না। আমাদের ঘোড়া দুইটী বোধ হয় বাঘের গন্ধ পাইয়া ভীত হইবে এবং

আমাদিগকে ফেলিয়া দিয়া পলাইবে। ভাল, নয় আমরা রক্ষা পাইলাম কিন্তু আমার ভারবাহী ঘোড়াটার ও আমাদের সঙ্গের লোকজনের কি হইবে, সুতরাং ঘোড়া ছুটাইয়া যাওয়া উচিত নহে। আমার সঙ্গে একটী সাধারণ গোচের বন্দুক ছিল। আমার চাপরাসী গোবিন্দকে উহা হইতে গুলি ছুটাইতে বলিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহার আওয়াজই হইল না। এই সময়ে বন-বিভাগের একটী পোষা হাতী হারাইয়া গিয়াছিল। উহার অন্বেষণ করিবার জন্য বন্দুক হস্তে দুইজন ফরেষ্ট গার্ড (Forest Guard) আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। উহাদিগকে বাঘ দেখাইয়া দিয়া বলিলাম যে এরূপ ভাবে গুলি কর যেন বাঘের গায়ে গুলি না লাগে, উহার কাণের কাছ দিয়া গুলি চলিয়া যায়, তাহা হইলে ভয় পাইয়া বাঘটা পলাইতে পারে। কিন্তু আহত হইলে বাঘটা ভীষণ হইয়া উঠিবে এবং আমাদের মধ্যে কাহারও না কাহারও প্রাণনাশ করিবে। আমার উপদেশ অনুসারেই কার্য্য হইল এবং বাঘটা একটা ভয়ানক শব্দ করিয়া পার্শ্বের জঙ্গল মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। দেখিলাম বাঘটার মুখ খুব কাল, লম্বে প্রায় ৪।৫ হাত হইবে এবং উচ্চেও দুই হাতের কম নয়। হরিণের চামড়াখানা তৎক্ষণাৎ ফেলাইয়া দিতে বলিলাম এবং কোনরূপে আমাদের প্রাণরক্ষা হইল। সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে আমরা গরুভাষার বন-বিভাগের বাঙ্গলোতে আশ্রয় লইলাম।

আর একবার আমি ইষ্টার্ণ-ডুয়ারে ১০টী পাঠশালা স্থাপন করিয়া কচুগাঁয়ের দিকে ফিরিয়া আসিতেছি। আসিবার সময়ে শুনিলাম নিকটে বাসুগাঁও বলিয়া একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। তথায় একটী পাঠশালা স্থাপন করা যাইতে পারে। আমার লোকজন সকলকে বিদায় দিয়া আমি একাকী ঐ পল্লীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিলাম যে প্রস্তাবিত ইষ্টার্ণ-ডুয়ার মহকুমার হাকিম শ্রীযুক্ত রামগোপাল খাঁ মহাশয় একটু পূর্ব্বে কচুগাঁয়ের

দিকে গিয়াছেন। এই রামগোপাল বাবু কৃষ্ণনগরের মহারাজার ভূত-পূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের ভাগিনেয় এবং কৃষ্ণনগরেই উহাঁর বাসস্থান। ইনি আমার একজন পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। রামগোপালবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার বাসায় না খাইয়া অন্যত্র যাইবার যো ছিল না। জরুরী কোন কাজ থাকিলে যাহাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হয় তাহারই চেষ্টা করিতাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহারই সম্মুখে পড়িতে হইত এবং পড়িলেই বলিতেন ফাঁকী দিয়া পলাইতেছিলে বুঝি। আগে আগে রামগোপালবাবু যাইতেছেন শুনিয়া আমি দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতে লাগিলাম। হঠাৎ একস্থানে আসিয়া দেখি যে রক্তমাখা একটা হরিণের কাণ ও খানিকটা রক্ত রাস্তার এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। কচুগাঁয়ে আসিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড মরা হরিণ বাঙ্গলোর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। উহার একটা কাণ নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম যে আমার দেখা হরিণের কাণটা ঐ হরিণটারই। একটা বাঘ উহাকে মারিয়া পিঠে ফেলিয়া লইয়া যাইতেছিল। রামগোপালবাবুর ভারবাহী ১৫।১৬ জন মেছ্‌ উহা দেখিয়া বাঁক লইয়া বাঘটাকে তাড়া করে। বাঘটা শিকার ফেলিয়া পলাইয়া যায়। পরে মেছেরা হরিণটাকে লইয়া আসে। পাঠক দেখুন কেমন স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমি ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য সুখ্যাতি সহ করিয়া আসিয়াছি।

ডেপুটী কমিসনার ড্রাইবার্গ্‌ সাহেব যদিও খুব কড়া মেজাজের লোক ছিলেন এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বিলক্ষণ খাটাইয়া তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে পটু ছিলেন বটে, তথাপি সময়ে সময়ে ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তাঁহাদিগকে হাসাইতে ও আমোদ প্রদান করিতে জানিতেন। তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম।

এটি একটী গভর্ণমেণ্টের নিয়ম যে যখন কোন কর্ম্মচারী মফঃস্বলে ভ্রমণ করিতে যাইবেন তখনই তাঁহাকে তাহার সফরের একটী লিখিত

বিবরণ উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট দিয়া এবং উহা মঞ্জুর করাইয়া লইয়া ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে অর্থাৎ কোন্ দিন কোথায় থাকিবেন এবং কি করিবেন লিখিয়া দিয়া যাইতে হইবে। আর যদি বেশী দিন মফঃস্বলে থাকিতে হয় এবং তাহার পূর্ব্বপ্রদত্ত তালিকার দিন শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে মফঃস্বল হইতে পুনরায় ঐরূপ তালিকা সময়ে সময়ে দিতে হইবে নচেৎ তাঁহার নিকট তাঁহার ডাক ও চিঠিপত্র পাঠাইতে অসুবিধা হইবে। এই নিয়মানুসারে আমাকেও ঐরূপ একটা তালিকা ডেপুটী কমিসনারের নিকট দিয়া এবং উহা মঞ্জুর করাইয়া লইয়া যাইতে হইত। আমি একবার ইষ্টার্ণ-ডুয়ার পরিভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে ১০।১২ দিনের কার্য্যের একটি তালিকা দিয়া মফঃস্বলে চলিয়া গিয়াছিলাম। সেবারে আমি প্রায় ৫০ দিন একাদিক্রমে ইষ্টার্ণ-ডুয়ারে ছিলাম। যেখানে ডাকঘর পাইতাম সেইখান হইতে আবার নূতন তালিকা পাঠাইতাম। কিন্তু ইষ্টার্ণ-ডুয়ারে তখন ২ বা ৩টি মাত্র ডাকঘর ছিল এবং ডাকঘর হইতে অনেক দূরস্থ পল্লীতে আমাকে থাকিতে হইয়াছিল। কাজেই সময় মত আমার সফরের তালিকা ডেপুটি কমিসনারের নিকটে পৌছিত না। এজন্য একবার তিনি আমাকে একখানি আমার সফরের তালিকার উপরে নিম্নলিখিত কথা কয়টী ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন। Deputy Inspector, your tour programme is of very little use to me. It reaches me after your tour has been over অর্থাৎ তোমার সফরের তালিকা আমার খুবই কম কাজে লাগে। তোমার সফর শেষ হইয়া যাইবার পরে উহা আমার হস্তগত হয়। এই মন্তব্যটী পাওয়ার পরে আমি আমার সফরের তালিকা দেওয়া এককালেই বন্ধ করিয়া দিই। কিছুদিন পরে অন্য একখানি চিঠি বা কাগজের উপরে আমার নিকটে নিম্নলিখিত কথা কয়টি লিখিয়া পাঠান।

Deputy Inspector, where are you? I know you are somewhere on the North-bank, but for all that, you may

be either at Manikarchar or at Dhupdhara, or at the Exhibition. You should let me know your whereabouts, অর্থাৎ ডেপুটী ইনস্পেক্টর তুমি কোথায় আছ, যদিও আমি জানি তুমি ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরপারের কোন স্থানে আছ, তথাপি তুমি মানিকারচরে বা ধুপ্ধাড়াতে থাকিতে পার (মাণিকারচর, ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে গোয়ালপাড়া জেলার শেষ দক্ষিণপ্রান্তে এবং ধুপ্ধাড়া ঐ পারের শেষ উত্তরপ্রান্তে) অথবা তুমি কলিকাতার প্রদর্শনী দেখিতে গিয়া থাকিতে পার তুমি কোথায় আছ এবং কি করিতেছ আমাকে জানান উচিত। একজিবিসন্ অর্থাৎ কলিকাতার প্রথম প্রদর্শনী বোধ হয় ১৮৮৪ সনের ডিসেম্বর মাসে বা ১৮৮৫ সনের জানুয়ারী মাসে হইয়াছিল।

আমি এই ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ মন্তব্য পাওয়ার পরে কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে আমার কোন সংবাদই দিই নাই। ইষ্টার্ণ-ডুয়ায়ের কার্য্য শেষ করিয়া এবং ঐ অঞ্চলের মেছ্ জাতিদিগের পল্লীতে ১০টী পাঠশালা স্থাপন করিয়া একটী সুদীর্ঘ রিপোর্ট প্রদান করি। তাহাতে ১০টি নব প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার জন্য মাসিক সাহায্য এবং পাঠশালাগুলির গৃহ-নির্ম্মাণ জন্য এককালীন কতকগুলি টাকার সাহায্য প্রার্থনা করি। ঐ রিপোর্টের উপরে ড্রাংবার্গ্ সাহেব লেখেন Very satisfactory. All the proposals are approved of and the grants applied for, sanctioned, অর্থাৎ বিশেষ সন্তোষজনক। সমস্ত প্রস্তাব অনু-মোদন করা গেল এবং যে যে টাকার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে সবই মঞ্জুর করা গেল।

মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম যে, সকল কর্ম্মচারীই কলিকাতা প্রদর্শনী দেখিয়া আসিলেন। আমার ভাগ্যে কেবল উহা ঘটিল না। এই বলিয়া একখানি দরখাস্ত দিলাম। এই কথা শুনিয়া সাহেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে কেবল প্রদর্শনী দেখিতে যাইবা না বাড়ীতেও একবার

যাইবা। আমি বলিলাম যে যখন বাড়ীতে আমার বৃদ্ধা মাতা আছেন তখন এই সুযোগে তাঁহারও শ্রীচরণ একবার দর্শন করিয়া আসিব। এই কথা শুনিয়া সাহেব আমার দরখাস্তের উপরে এরূপভাবে দিন বাঁধিয়া দিলেন যে আমি বাড়ীতে আসিতে না পারি। Leave Dhubri 15th, reach Calcutta 16th and stay there 17th and 18th, leave Calcutta 19th and reach Dhubri 20th. অর্থাৎ ১৫ই তারিখে ধুব্ড়ী ছাড়, ১৬ই কলিকাতা পৌঁছ, ১৭ই ও ১৮ই তথায় থাক, ১৯শে কলিকাতা ছাড় ও ২০শে ধুব্ড়ী পৌঁছ।

প্রদর্শনী দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে ধুব্ড়ী ফিরিয়া গিয়া তৎপর দিবস সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাড়ী গিয়াছিলে? আমি বলিলাম হাঁ, গিয়াছিলাম। কিরূপে গেলে জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম ১৬ই তারিখে বেলা ১১টার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলাম সে দিবস ও তৎপর দিবস বেলা ৩টা পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিয়া ১৭ই তারিখে বাড়ী রওনা হই। ১৭ই রাত্রি ও ১৮ই দিবারাত্রি এবং ১৯শে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বাড়ী ছিলাম। তারপর রওনা হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট ২০শে তারিখে ধুব্ড়ী ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার এই কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া আমার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

সাহেব নিতান্ত strict বা কার্য্য আদায়ে কঠোর হইলেও আমার কার্য্যে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। আমিও কর্ত্তব্য পালনে কখনও অবহেলা করি নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ডেপুটী ইনস্পেক্টর মাসের মধ্যে ২৫।২৬ দিন মফঃস্বলে থাকিয়াও সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, কিন্তু আমি প্রতি মাসেই ধুব্ড়ীতে ৮।১০ দিন করিয়া থাকিতাম। সাহেব আমাকে রামেশ্বর বলিয়াই ডাকিতেন এবং বলিতেন প্রাতঃকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তোমার যখন আবশ্যক আমার নিকট আসিবা কেবল অপরাহ্ন ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত আমার

নিকট আসিবা না। ঐটী আমার নিজের সময়; ঐ সময়ে আরাম কেদারায় বসিয়া চুরোট টানিতে টানিতে আমি বিশ্রাম করি।

সাহেব একদিন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে রামেশ্বর, What was your father, অর্থাৎ তোমার পিতা কি করিতেন। আমি বলিলাম He was a sugar merchant অর্থাৎ আমার পিতা চিনির ব্যবসায় করিতেন। আমাদের পরিবারের মধ্যে আমিই প্রথম গোলামী করিতে আসিয়াছি। সাহেবের হঠাৎ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কারণ বোধ হয় হয়ত কোন ব্যক্তি কোন দিন আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য আমি জাতিতে ময়রা এবং কাজেই নীচ জাতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাহেবের নিকট আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া থাকিবেন। সেই জন্যই সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমার পিতা কি করিতেন। তিনি চিনির ব্যবসাদার ছিলেন বলাতে আমার প্রতি সাহেবের অনাস্থা হয় নাই।

আর একবার পরোক্ষভাবে বাঘের সহিত আমাদিগকে সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। এবারে আমারা দলে যথেষ্ট পুরু ছিলাম। ধুব্ড়ী হইতে তিনজন বাহির হইলাম আমি, শ্রীযুক্ত সুখময় ঘোষ ধুব্ড়ী লোক্যাল বোর্ডের ওভারসিয়ার, ইহাঁর নিবাস যশোহর জেলার ঘোষপুরে ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, পূর্ত্ত-বিভাগের সব্ ওভারসিয়ার, ইহাঁর বাড়ী শ্রীধাম নবদ্বীপে। ধুব্ড়ী লোক্যাল বোর্ডের সব্ ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মুন্সীর হস্তে এই সময়ে ইষ্টার্ণ-ডুয়ারের রাস্তা ঘাট ও বাঙ্গলো সমূহের কার্য্যভার ছিল। তাঁহার হস্ত হইতে কার্য্যভার বুঝিয়া লইবার জন্য বিনোদবাবু ইষ্টার্ণ-ডুয়ারে যাইতেছিলেন। সুখময়বাবু ধুব্ড়ী লোক্যাল বোর্ডের পূর্ত্ত-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া তিনিও ঐ সমস্ত দেখিবার ও শুনিবার জন্য আমাদের সহিত যাইতেছিলেন। প্রসন্নবাবুর আড্ডা ছিল তামারহাটে, যেখান হইতে ইষ্টার্ণ-ডুয়ার আরম্ভ হইয়াছে। প্রসন্নবাবু তথায় সপরিবারে বাস করিতেন।

আমরা বেলা আন্দাজ ১১টার সময় তামারহাটে পৌছিলাম। প্রসন্নবাবু বাসায় ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার একটী শিশু পুত্রসহ বাসায় ছিলেন। প্রসন্নবাবুর স্ত্রী বিশেষ বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা ছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার বড়ই ভক্তি ও আস্থা ছিল। তৎপূর্ব্ব দিবসে আমরা পাগলারহাট নামক স্থানের বাঙ্গলোয় ছিলাম। এবং তথায় আমরা একটা পাঁটা কাটিয়া উহার সমস্ত মাংসই সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল প্রসন্নবাবুর তামারহাটের বাসায় গিয়া উহা পাক করিয়া খাইব। আমাদের সহিত একজন পাচক ব্রাহ্মণও ছিল। প্রসন্নবাবুর স্ত্রী আমাদিগকে তাঁহার বাসায় থাকিয়া পাকাদি করিয়া খাইবার জন্য বিশেষরূপে যত্ন ও চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রসন্নবাবু বাসায় নাই দেখিয়া আমরা থাকিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম। সুতরাং বড়বাধা অভিমুখে যাত্রা করিলাম, এই আশয়ে তথায় প্রসন্নবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তামারহাট হইতে মাইল খানিক রাস্তা গিয়াছি এমন সময়ে দেখি যে প্রসন্নবাবু আসিতেছেন। তাঁহাব সহিত দেখা হইবা মাত্র তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মিষ্ট ভাষায় আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন শালারা এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিস্। ফের, নইলে ভাল হবে না। সুতরাং আমরা সকলেই ফিরিয়া প্রসন্নবাবুর বাসায় আসিলাম। প্রসন্নবাবুর স্ত্রী তখন বলিলেন থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলাম তখন থাকিলেন না এখন আমার বাসায় স্থান হইবে না। বাসা আমার বাবুর নহে। প্রসন্নবাবুর স্ত্রীর নাম ছিল সারঙ্গনা। আমরা তাঁহাকে সারঙ্গনা দীদী বলিতাম। কাজেই প্রসন্নবাবুর আমাদিগকে মিষ্ট ভাষায় শালা বলিয়া সম্বোধন করিবার অধিকার ছিল। সে দিন প্রসন্নবাবুর বাসায় থাকিয়া তারপর দিন কচুগাঁ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তামারহাটে আর একটী পাঁটা কাটিয়া সঙ্গে করিয়া লওয়া হইল। তাহার মাংস কচুগাঁয়ে গিয়া ভক্ষণ করা হইল। সেদিন কচুগাঁয়ে থাকিয়া তারপর দিন পাটগাঁর দিকে

চলিলাম। পাটগাঁয়ের ফরেষ্ট বাঙ্গলোয় গিয়া দেখি সেখানকার একখানি ঘরের চালে ছোট ছোট অনেকগুলি লাউ ফলিয়া রহিয়াছে। তিন চারিদিন ক্রমান্বয়ে মাংস খাইয়া মাংসে এক প্রকার বিতৃষ্ণা হইয়া গিয়াছিল। কয়েকটী লাউ পাড়িয়া ও গাছের শাক ও ডাঁটা কাটিয়া খাইবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। কার্য্যে উহা পরিণত করা হইল। খাইবার সময়ে দেখি লাউ ও উহার শাক বড়ই তিক্ত। সুতরাং আমি খাইলাম না। সুখময়বাবু ও প্রসন্নবাবুও খাইতে বিরত হইলেন। কিন্তু বিনোদবাবু বলিলেন যে তিক্তদ্রব্য পিত্তনাশক। উহা আমি ফেলিয়া দিব না। বিনোদবাবুকে আমরা পাগল বলিতাম। বিনোদবাবু ঐ তিক্ত দ্রব্যগুলি অধিক পরিমাণে খাওয়ায় ভেদ ও বমন হইতে লাগিল। প্রায় কলেরা বা বিসূচিকা হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লইয়া আমরা বিষম বিপদে পড়িলাম। তাঁহার সহিত কয়েকটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ছিল। রোগের লক্ষণ দেখিয়া ঐ ঔষধ কয়টীর মধ্যে দুই তিনটী ব্যবহার করা হইল। কিছুতেই তাঁহার পীড়ার উপশম হইল না। পাটগাঁয়ে আমরা ব্যতীত আর কোন ভদ্রলোক ছিলেন না। সুতরাং আমরা গরুভাষায় যাইবার জন্য মনস্থ করিলাম। মনে করিলাম তথায় গিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জার ও ফরেষ্টার বাবুদিগকে পাইব। কিন্তু তথায় গিয়া দেখি, বাবুরা কেহই বাসায় নাই। কাজেই গরুভাষায় না থাকিয়া সিদ্লী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সিদ্লীতে একটী পুলিসের ফাঁড়ি ছিল এবং সেখানে একখানি ভাল বিশ্রামের বাঙ্গলোও ছিল। সিদ্লী যাওয়ার পরেও বিনোদবাবুর পীড়ার কিছুই উপশম হইল না। সিদ্লী হইতে চিঠি লিখিয়া উত্তরশালমারার পুলিস্ সব্ ইনস্পেক্টরের নিকট একটী লোক পাঠাইয়া দিলাম। তাঁহাকে অনুরোধ করা গেল যে আট জন বেহারা সমেত যেন একখানি পাল্কি পাঠাইয়া দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে থানায় সব্ ইনস্পেক্টর বাবু ছিলেন না। হেড্ কনস্টেবল্ নারায়ণবাবু এ সম্বন্ধে কোনরূপ সাহায্য পাঠাইলেন না।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পাল্‌কি পাইলে বিনোদবাবুকে বিজনী লইয়া গিয়া তথা হইতে নৌকা করিয়া গোয়ালপাড়া মহকুমার সদর ষ্টেসন গোয়ালপাড়ায় যাইব। কিন্তু উহা ঘটিয়া উঠিল না। দুইদিন সিদ্‌লী থাকার পরে বিনোদবাবু একটু সুস্থ হইলেন। তখন আমরা বাঙ্গলো হইতে দুইখানি চেয়ার লইয়া চেয়ার দুইখানিকে সমুখা-সমুখি করিয়া বসাইয়া তাহার তলে দুইখানি বাঁশ বান্ধিলাম। আটজন মেছ্ কুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের স্কন্ধে চেয়ার দুইখানি দিয়া বিনোদবাবুকে তাহার উপর বসাইয়া পোপড়াগাঁর দিকে যাত্রা করিলাম। সিদ্‌লি হইতে পোপড়াগাঁ ৯ মাইল দূরে এবং তথা হইতে বিজনী নয় মাইল দূরে অবস্থিত। সুতরাং পোপড়াগাঁ ঠিক সিদ্‌লী ও বিজনীর মধ্যস্থলে। সিদ্‌লী এক সময়ে সিদ্‌লীর স্বাধীন রাজার রাজধানী ছিল। রাজা এখনও বর্ত্তমান কিন্তু স্বাধীনতা-বিহীন। বিজনীতেও বিজনীর স্বাধীন রাজা বাস করিতেন তাঁহারও স্বাধীনতা গিয়াছে। রাজা নাই, রাণীরা এখন তাঁহার চিরস্থায়ী জমিদারীর অন্তর্গত ডুমুরিয়া নামক স্থানে বাস করিতেছেন। পোপড়াগাঁয়ে এক রাত্রি থাকা কালে বিনোদবাবু অনেকটা সুস্থ হইলেন। তারপর দিন বিজনী চলিলাম। পোপড়াগাঁ হইতে ৪ বা ৫ মাইল গেলেই একটী ঘন জঙ্গলময় স্থান পাওয়া যায়। ঐ স্থানে বন্য হস্তী, মহিষ, শূকর, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সর্ব্বদাই বিচরণ করে। বিনোদবাবুকে যে দুইখানি চেয়ারে বসাইয়া লইয়া যাইতেছিলাম তাহার নাম রাখিয়াছিলাম চতুর্দ্দোলা। এই স্থানে পৌঁছিয়া বিনোদবাবুকে বলিলাম ভাই এখন চতুর্দ্দোলা হইতে নামিয়া ঘোড়ার পিঠে উঠ। এখানে এরূপভাবে যাওয়া নিরাপদ্ হইবে না। সুতরাং তিনি ঘোড়ায় উঠিলেন। আমার ঘোড়াটী ছিল সকলের ঘোড়া অপেক্ষা আকারে বড় ও বেশ সায়েস্তা, কিছু দেখিয়া সহজে ভয় পাইত না। সুতরাং আমাকেই সকলের অগ্রগামী হইতে হইল। খানিক দূর এইভাবে গিয়াছি এমন

সময়ে রাস্তার উপরে একটা বন্য শূকরের চীৎকার শব্দ শ্রুত হইল। কি যেন জঙ্গলের মধ্যে ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। চতুর্দ্দোলাবাহক মেছ্-কুলিরা আগেই যাইতেছিল। তাহারা একটু অগ্রসর হইয়াই একটী শূকরের বাচ্চাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পাইল। তাহার মাথার উপরে বাঘের পাঁচটী দাঁতের দাগ রহিয়াছে এবং ঐ পাঁচটী ক্ষত স্থান হইতে তখনও তাজা রক্ত বাহির হইতেছে। মেছেরা বলিল বাবু শুন্‌লি না বাঘে ধাড়ী শূয়ারটাকে তাড়া করিয়াছিল। সেটা পলাইয়া যাওয়াতে তাহার বাচ্ছাটাকে মারিয়া তাহার পিছনে পিছনে বাঘ ছুটিয়াছে। উহারই বিকট শব্দ তোরা শুনিছিলি। মেছেরা সেই অর্দ্ধমৃত শূকরের বাচ্ছাটাকে খাইবার জন্য মহা আনন্দে উঠাইয়া লইল। এই হইল পরোক্ষভাবে ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ। আরও দুইতিন বার আমি সম্মুখে বাঘ দেখিয়াছিলাম কিন্তু আক্রান্ত হই নাই। এসব কথা লিখিয়া আর পুঁথি বাড়াইব না এবং পাঠককে বিরক্ত করিব না।

এক্ষণে মেছ্‌জাতি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া ইষ্টার্ণ-ডুয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমাপ্ত করি। আমি স্থল ও জল পথে এবং হস্তী পৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া ইষ্টার্ণ-ডুয়ারের অতি দুরগম্য স্থানগুলিতেও গিয়াছি। এবং উহাদের আচার ব্যবহারও লক্ষ্য করিয়াছি। মেছ্‌ভাষাও আমি কতকটা শিক্ষা করিয়াছিলাম। না শিখিলে ঐ অঞ্চলে ভ্রমণ করা সুকঠিন হইত।

মেছে্রা সবলকায়, বলিষ্ঠ ও শ্রমসহিষ্ণু জাতি। ইহারা পূর্ব্বে বড়ই সরল ও শিষ্ট জাতি ছিল। এখন বাঙ্গালী বাবুদের ও আসামের বড়পেটা মহকুমার অধিবাসীদিগের সঙ্গে মিশামিশি করিয়া চতুর, অসরল ও মাম্‌লাবাজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও বেশ সরলা ও সতী ছিল। তাহারাও এখন এই কারণে চরিত্রভ্রষ্টা হইয়া পড়িতেছে। স্ত্রীলোকেরা পথের মধ্যে ঘোড়ায় চড়া লোক দেখিলে ছুটিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিত। কিন্তু তাহাদের ভাষায় "দাগী দাগী অর্থাৎ ভয় নাই এবং কিল্লানী লামা দোক্ষ "অর্থাৎ কেল্লায়

যাইবার রাস্তা আছে কি? জিজ্ঞাসা করিলে কত কথাই বলিত। সব কথার অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। তখন ইহারা মনে করিত ঘোড়ায় চড়া লোকটা আমাদের নিজ জন—শত্রু নহে। মেছ্ বস্তির মধ্যে কোন পাঠশালা গৃহে যদি কখনও থাকিতাম, তাহা হইলে মেছ্ রমণীরা কিছু চা'ল দুই একটা কপোতের বাচ্ছা বা একটা হাঁস উপঢৌকন লইয়া সন্ধ্যার পরে আমার নিকট পাঠশালা গৃহে আসিত এবং নৃত্যগীত করিত। অবশ্য ইহাদের সঙ্গে কোন না কোন পুরুষ অভিভাবক থাকিত। ইহারা বসিয়া বসিয়া নাচিত ও গান করিত, দাঁড়াইয়া করিত না। উহাদের মানরক্ষার্থ আমাকে অন্ততঃ একটী টাকা দিতে হইত ইহাতে তাহারা পরম পরিতুষ্ট হইত। তাহাদের নৃত্যের মধ্যে অশ্লীলতার কিছুই পরিচয় পাওয়া যাইত না। অঙ্গ ভঙ্গিতেও কোনরূপ অশ্লীলভাব লক্ষিত হইত না। মেছ্-পুরুষেরা এত পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে পারে যে নদীর বেগ ফিরাইয়া তাহারা অনেক কৃত্রিম নদীর ও খালের সৃষ্টি করিতে সমর্থ। বৃষ্টির অভাবে তাহাদের কোন ফসলই কখনও নষ্ট হয় না। ক্ষেতের মধ্যে এরূপভাবে জল লইয়া যায় যে একই জলধারা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে এবং ঠিক সেই সময়েই পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে যাইতেছে। ইহাদের এই খাল খননের ব্যাপার দেখিয়া রুড়কির সোলানী একুইডক্টের কথা মনে পড়ে। Solani acqueduct পূর্ত্ত-বিভাগের একটী অদ্ভুত কীর্ত্তি। নীচে দিয়া সোলানী নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার উপর দিয়া হরিদ্বার হইতে গঙ্গার খাল কানপুরের গঙ্গায় আসিয়া পড়িতেছে; অথচ সোলানী নদীর জল গঙ্গার খালের জলকে কোন স্থানে স্পর্শ করিতেছে না। মেছেদের মধ্যে এই কারণে কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় না।

মেছেরা অতি যত্নের সহিত গো পালন করে অথচ গরুর দুধ দৈ বা ঘি কখনও আস্বাদন করে না। গরুর দুগ্ধও দোহন করে না;

অথচ শূকর, মুরগী, হাঁস কবুতর ইত্যাদির মাংস খায়। আমরা ইহাদের বস্তিতে গেলে ইহাদের মেয়েরা অতি যত্নের সহিত আমাদের অভ্যর্থনা করিত। ভাল মিহি ধানের চা'ল তৈয়ার করিয়া দিত। "চা" খাইতাম বলিয়া দুগ্ধেরও যোগাড় করিত। ৫।৭টা দুগ্ধবতী গাভী আনিয়া একহস্তে তাহাদের দুগ্ধ দোহন করিত। গাভী দোহনের অভ্যাস না থাকায় ৭।৮টা গাই দুহিয়া হয়ত ／২ দুই সের দুগ্ধ সংগ্রহ করিত। মেছেদের মধ্যে সিদ্‌লীর পঞ্চম সার্কেলের মৌজাদার আশ্বিনা মেছের সহিত আমাদের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। উহার বাড়ীর বাহিরে আমাদের থাকিবার জন্য ৪।৫ খানা খড়ুয়া ঘর ছিল উহাতে চেয়ার টেবিলও ছিল। মেছেদের মেয়েরা আমাকে "আমাদের বাবু বলিত এবং আমাকে বড়ই ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

মেছেরা কতকটা হিন্দু ভাবাপন্ন; রাম নাম স্মরণ করিয়া প্রাতে শয্যা পরিত্যাগ করে। অনেকের মাথায় শিখাও আছে। ইহাদের প্রধান দেবতা সিজদেও অর্থাৎ যে সিজ গাছ পুঁতিয়া আমরা মনসা পূজা করি সেই সিজ গাছই ইহাদের বড় দেবতা। হাঁস, মুরগী ও শূকর ইহার সম্মুখে বলি দেয়। ইহাদের মধ্যে পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেকগুলি বালককে শিক্ষা দিয়াছিলাম। সাঁওতাল মিসনের তৎকালের প্রধান কর্ত্তা (Revd. Borison) রেভারেণ্ড বরিসনের অনুরোধে আমি দুইটী মেছ্ বালককে ইংরাজী শিক্ষার্থ বঙ্গদেশের রামপুরহাট নামক স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ইহারা তথায় ইংরাজী শিখিয়াছিল এবং ইহাদের নিকট তথাকার মিসনারি সাহেবেরা মেছ্ ভাষা শিখিয়া মেছ্ ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মেছেদের লিখিত ভাষা ছিল না সুতরাং অক্ষরও ছিল না। Roman character বা ইংরাজী অক্ষরে মেছ্ ভাষার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে আজকাল মেছেদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছে। দুই একটা বড় বড় চাকরীও পাইয়াছে। মৌজাদার হইয়াছে এবং দুই একজন ডিষ্ট্রিক্ট্

বোর্ডের মেম্বর ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটও হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার দোষে তথাকথিত ভদ্রলোকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া পূর্ব্বের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমি যখন প্রথমে ইষ্টার্ণ-ডুয়ারে যাই তখন কোন্ গ্রামে কাহার বাড়ী গিয়া থাকিব এই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দাস মহাশয়ের নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলাম। দুর্গাদাসবাবু অতি অমায়িক লোক ছিলেন। বয়সে আমাপেক্ষা অনেক বড় হইলেও উহাঁর সহিত আমার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। কচুগাঁয়ে পুলিসের থানা ছিল তথায় থাকিবার স্থানাভাব ছিল না। তারপরেই থাকিবার স্থানের বিলক্ষণ অভাব। কচুগাঁয়ের ৬।৭ মাইল দূরে দেবর বা দেওরগাঁ। তথায় অর্জ্জুন মেছ্ নামে একটী লোক ছিল মেছ্দিগের মধ্যে প্রধান। দুর্গাদাসবাবুর কথামত আমি অর্জ্জুন মেছের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখি তথায় আমাদের থাকিবার উপযুক্ত ঘর নাই। বাহিরে একটা ছোট কুঁড়ে ঘর রহিয়াছে এবং তখন তথায় কয়েকটী শূকরও রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে মাচা আছে। গাছের ডাল দিয়া মাচাটা তৈয়ার করা, আধ হাত অন্তর এক একটা ডাল। অর্জ্জুন তখন বাড়ী ছিল না। আমরা তাহার সম্মতি না লইয়াই সেই ঘরখানি দখল করিলাম। শূকরগুলি তাড়াইয়া দিয়া সেই মাচার উপরে বিছানা করাইলাম। ঘরের চারিদিকে কাপড় টাঙ্গাইয়া দিয়া তাহার বেড়া করিলাম। সন্ধ্যার ঠিক পরে অর্জ্জুন বাড়ী আসিয়া দেখিল যে তাহার বিনা অনুমতিতেই আমরা তাহার ঘরখানি দখল করিয়া লইয়াছি। অর্জ্জুন আসিয়া বলিল, কে রে আমার ঘর দখল করিয়াছিস্; আমার এখানে জায়গা হবে না। আমি ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলাম, ভাই, অর্জ্জুন তোমার নাম শুনিয়া তোমার বাড়ী আসিয়াছি। আমি স্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর, তোমাদের এ অঞ্চলে পাঠশালা স্থাপন করিতে আসিয়াছি,

তাড়াইয়া দিলে এই রাত্রিতে এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যাইয়া বাঘের পেটে যাইব। তখন সে বলিল আচ্ছা থাক, আমার ত কিছু নেই যে তোকে খেতে দিব। আমি বলিলাম আমার সহিত খাবার জিনীস সবই আছে কেবল জ্বালানি কাঠ নাই; আর জল আনিবার জন্য একটা পিতলের কলসী পাইলে সুবিধা হয়। সে বলিল একটা কেন দুইটা কলসী দিব। জ্বালানি কাঠ যত ইচ্ছা পাবি। আমাদের রন্ধনের আয়োজন হইতেছে এমন সময়ে আমার চাপরাসী বলিল যে লবণ ফুরাইয়া গিয়াছে। সেখান হইতে দুই মাইল দূরে কলাই গাঁ নামক স্থানে একজন রাজবংশীর একটা সামান্য মুদিখানার দোকান ছিল, তথায় চাপরাসী ও সহিসটাকে পাঠাইয়া দিলাম। লবণ লইয়া আসিবার সময়ে রাস্তায় একটা মহিষ দেখিয়া ভয়ে দৌড়াইয়া আসিবার চেষ্টা করাতে চাপরাসী পড়িয়া গিয়াছিল তাহার কাপড়ে বাঁধা লবণও মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। মাটি মাখা কতকটা লবণ লইয়া ফিরিয়া আসিল। মহিষটা কিন্তু বুনো নহে, ঘরো মহিষ। পাল ছাড়িয়া একাকী দূরে চলিয়া গিয়াছিল। আমাদের রান্না হইতেছে এমন সময়ে অর্জ্জুন আসিয়া বলিল "বাবু আমার ঘরে এসেছিস্ আমার কিছু খাবি না।" আমি বলিলাম তোমার দিবার কিছু থাকিলে দিতে পার। তখন সে কিছু লাফা শাক আনিয়া দিল।

মেছেরা ধেনো মদ—যাহাকে তাহারা পচুই বলে—খুব খায়। উহা না খাইলে তাহারা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে পারে না। মেছ্‌ জাতির সম্বন্ধে বলিবার অনেক বিষয় থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে আর কিছু লিখিলাম না। জারা মেছ্‌ নামে একটী ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক বালককে ৩৲ টাকা হারে নিম্ন প্রাইমারি বৃত্তি দান করিয়া আমার বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলাম এবং তাহাকে ধুব্‌ড়ী হাই স্কুলে শিক্ষার্থ ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলাম। সে দুই বৎসর কাল আমার বাসায় থাকিয়া ধুব্‌ড়ী হাই স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিল। সে তাহার বাড়ী হইতে খাবার

চা'ল আনিত। অন্যান্য দ্রব্য কখনও নিজে বাজার হইতে কিনিত বা আমার বাসা হইতে লইত। তাহার স্বভাব খুব ভাল ছিল। বিদ্যালয় ছাড়িয়া পরে সে মেছ্ কুলি লইয়া আসামের চা বাগানে গিয়া কার্য্য করিয়া বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল।

চিফ্ কমিসনার সার্ চার্লস ইলিয়টের সহিত মফঃস্বল ভ্রমণ ও তাঁহাকে আসামীয়া ভাষা পড়ান।

আমি জুলাই মাসে ডেপুটী ইনস্পেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হই। তাহার পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই আসামের মাননীয় চিফ্ কমিসনার সার চার্লস ইলিয়ট (Sir Charles Elliot) সাহেব বাহাদুর মফঃস্বল ভ্রমণার্থ দলবলসহ গোয়ালপাড়া জেলায় আসেন। আমাদের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত (J. Wilson) জে, উইল্সন্ সাহেবও ঐ সঙ্গে আসেন। সুতরাং আমাকেও উহাঁদের সঙ্গে মিলিত হইতে হইল। গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মকুণ্ড নামক গভর্ণমেণ্টের জাহাজে আসিয়া গোয়ালপাড়ার অপর পারে উত্তর-শালমারা পুলিস ষ্টেশন্ পর্য্যন্ত অশ্বারোহণে ও পদব্রজে উহাঁরা সকলেই গেলেন। আমি তখনও ঘোড়ায় চড়িতে ভাল করিয়া শিখি নাই। আমি ধুবড়ী হইতে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত ষ্টিমারে গিয়াছিলাম। পরে পদব্রজে শালমারা পর্য্যন্ত যাই। অপর পারের রাস্তা দিয়া ধুবড়ী হইতে আমার ঘোড়া শালমারা পর্য্যন্ত যাইবার বন্দোবস্ত ছিল। শালমারায় আমাদের ইনস্পেক্টর উইল্সন্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার ঘোড়া আসিয়াছে ; আমি বলিলাম এখনও আসে নাই। সন্ধ্যার মধ্যে বোধ হয় আসিয়া পৌছিবে। সাহেব বলিলেন আমার সহিত তিনটা ঘোড়া আছে। তোমার ঘোড়া আসিয়া না পৌছিলে কল্য সকালে আমার একটা ঘোড়া তোমাকে দিব। পরদিন প্রাতে দেখি সাহেবের একটা ভাল ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আমার

নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রিতেই আমার ঘোড়া শালমারায় পৌছিয়াছিল। ধন্যবাদ সহকারে সাহেবের ঘোড়া ফিরাইয়া দিলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম—বাঁচিলাম। অত তেজী ঘোড়ায় চড়িয়া উহাকে বাগ মানাইতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। শালমারা হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বিজনীর রাজার বাসস্থান ডুমুরিয়া নামক স্থানে আমাদের যাইবার কথা। চিফ্ কমিসনার ইলিয়ট্ সাহেব হাঁটিতে খুব মজবুত ছিলেন। আমাদের ডেপুটি কমিসনার ড্রাইবার্গ্ সাহেবও তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। থানা হইতে বাহির হইয়াই সকলে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে চিফ্ কমিসনার সাহেব পশুর খোঁয়াড় পরিদর্শন করিলেন। তারপর রাস্তায় চলিতে চলিতে মাটি কাটিয়া কুলিরা রাস্তা করিয়া যে চৌকা খনন করিয়াছিল এরূপ একটা চৌকার মধ্যে নামিয়া উহার গভীরতা মাপিলেন। উহার গভীরতা একফুট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ৯ ইঞ্চি মাত্র হইল। মাপিয়াই ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার দুর্গাদাসবাবুকে বলিলেন, দুর্গাদাস, এ কি, দুর্গাদাসবাবু সত্য মিথ্যা যাহা হউক একটা উত্তর দিতে খুব মজবুত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে মাপের বহীতে ৯ ইঞ্চি নিশ্চয়ই লেখা আছে। তাহাতে চিফ্ কমিসনার সাহেব বাহাদুর বলিলেন যে মাপে চুরি না থাকিতে পারে, না থাকিলেও এটা নিতান্তই অব্যবসায়ীর কার্য্য হইয়াছে। এ রাস্তার কার্য্যভার কাহার উপরে? দুর্গাদাসবাবু বলিলেন সব্ ওভারসিয়ার রত্নধর শইকিয়ার উপরে। রত্নধরের নামটী চিফ্ কমিসনার বাহাদুর তাঁহার নোটবুকে লিখিয়া লইলেন। রাস্তা হাঁটিতে আবার আরম্ভ হইল। চিফ্ কমিসনার ও ডেপুটী কমিসনার খুব জোরে জোরে হাঁটিতে লাগিলেন। তাঁহার পার্সন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট গাইড্ সাহেব সঙ্গে ছিলেন। ইনি কিছু বাবুধরণের লোক ছিলেন। ইনি পশ্চাৎপদ হইয়া ঘোড়ায় উঠিলেন। ইহাঁর দেখাদেখি আমাদের ইনস্‌পেক্টর উইল্‌সন্ সাহেবও ঘোড়ায় চড়িলেন। উহাঁদের দেখাদেখি ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার দুর্গাদাসবাবু

ও পুলিস সব্-ইনস্‌পেক্টর শশীবাবুও ঘোড়ায় উঠিলেন। আমিও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিলাম। ভবিষ্যতে এই গাইড্ সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ হইয়াছিলেন। শালমারা হইতে ৪ মাইল দূরে একটা স্থান আছে, দেখিতে পুকুরের মত, কিন্তু তাহাতে জল নাই। ইহাকে রামরাজার গড় বলে। মানসিংহকে আসামে রামরাজা বলে। মানসিংহ যখন আসাম বিজয় করিতে আসিয়াছিলেন, তখন এইস্থানে ছাউনি করিয়া কিছুদিন ছিলেন। তাঁহার সময়ের অতি সুপ্রশস্ত রাস্তা গোয়ালপাড়া জেলায় এখনও অনেক স্থানেই দেখা যায়, কেবল পাথরের বা কাঠের পুলগুলি স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই রামরাজার গড় পর্য্যন্ত ইহাঁরা হাঁটিয়া গিয়া পরে ঘোড়ায় উঠিলেন।

বিজনীর রাজকাছারী ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া পরে রাজার মধ্য-বাঙ্গালা স্কুলটী পরিদর্শন করিয়া আমরা সকলে শালমারায় ফিরিয়া আসিলাম। শালমারা হইতে বিজনী যাইয়া সমস্ত ইষ্টার্ণ-ডুয়ার অঞ্চল ভ্রমণ করিবার কথা ছিল। কিন্তু শালমারায় ফিরিয়া আসিয়া সে মত পরিবর্ত্তন করিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া চাপড় নামক স্থানে আসিয়া বিলাসীপাড়া, বগ্‌রি-বাড়ী ও গৌরীপুর হইয়া ধুব্‌ড়ী আসিবার মত হইল। পাহাড়ের উপর হাটুরেদের হাঁটিয়া যাইবার একটা নামে মাত্র রাস্তা ছিল। সেই রাস্তাটীকেই একদিনের মধ্যে কিছু প্রশস্ত করিয়া ঘোড়া চলাচলের উপযুক্ত করা হইল। ডিষ্ট্রীক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার দুর্গাদাসবাবু এ সব কাজে খুব মজবুত ছিলেন। শালমারা হইতে চাপড় ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। তৎপর দিবস আমরা চাপড়ে আসিলাম। এই স্থানের ঘটনা পরে বর্ণিত হইল। এই স্থানটী বিলাসীপাড়ার ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের জমিদারীর অন্তর্গত। বিলাসীপাড়ার জমিদারের জমীদারীকে চাপড় ষ্টেট্ বলে কেন? শুনিতে পাই এই জমিদারীর সৃষ্টিকর্ত্তা বিজনীর রাজার পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা রাজা ভাউলে করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উপরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মপুত্রের চরের

উপরে প্রখর সূর্য্যতাপের মধ্যে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া পাক করিতেছিলেন। রাজা প্রাতঃকালে ভাউলে হইতে নামিয়া নদীতটে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। যখন ভাউলেতে ফিরিয়া আসেন, তখন অনেক বেলা হইয়াছিল। ভাউলেতে উঠিবার সময়ে দেখেন যে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া চরের উপরে অতিকষ্টে পাক করিতেছেন। রাজা রসিকতা করিয়া বলিলেন ঠাকুর, চরের উপরে পাক করিতে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। এই চরটী তোমাকে দান করিলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন বালুকাময় একটা চর লইয়া আমার কি উপকার বা লাভ হইবে? রাজা বলিলেন যে—হয়েছে চর, হচ্ছে চর, ও হব চর তোমাকে দিলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন দিলেন ত খুব কতকগুলি বালির চর। রাজা বলিলেন যে কাজিপাড়া ও সত্যপুর নামক দুইখানি গ্রামও তোমাকে দান করিলাম। কাজিপাড়া ও সত্যপুর নামক গ্রাম দুই খানি, আমি যে চাপড়ের কথা বলিতেছি তাহার অতি নিকটে। তিন প্রকার চর—হয়েছে চর অর্থ—বর্ত্তমান চর, হচ্ছে চর অর্থ—ধোয়াটে পলি পড়িয়া যে চর জমিতেছে ও হব চর অর্থ—ভবিষ্যতে যে চর জন্মিবে; আর গ্রাম কাজিপাড়া ও সত্যপুর লইয়া পাঁচটী ভূমি সম্পত্তি হইল। একটী হাতে পাঁচটী আঙ্গুল; পাঁচ আঙ্গুল লইয়া করতলকে সাধারণতঃ এক চাপড় বলে; সুতরাং এই জমিদারীর নাম হইল চাপড়। এই জমিদারীর সৃষ্টিকর্ত্তা ময়মনসিংহ জেলা-নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পাহাড়ের উপর দিয়া নূতন তৈয়ারি রাস্তা দিয়া চাপড় আসিবার সময় চিফ্ কমিসনার বাহাদুর দুর্গাদাসবাবুকে বলিলেন, এ কয় মাইল রাস্তা হইবে? দুর্গাদাসবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন ১২ মাইল। চিফ্ (Chief Commissioner) বাহাদুর বলিলেন না দুর্গাদাস, ১২ মাইলের বেশী হইবে। দুর্গাদাস বাবু বলিলেন, আপনি হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়াছেন সেইজন্য বেশী রাস্তা বোধ হইতেছে। কিন্তু পরে মাপিয়া মাইলের খুঁটি বসাইবার সময়ে উহা ১৬ মাইলেরও একটু বেশী

হইয়াছিল। এই সময়ে চাপড়ের বিশ্রাম-বাঙ্গলো প্রস্তুত হয় নাই। চিফ্ কমিসনার ও তাঁহার সঙ্গের লোকজনদিগের থাকিবার জন্য অস্থায়ী ভাবে কতকগুলি দোচালা খড়ুয়া ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল। এই স্থানটী চম্পাগতী নদীর তীরে অবস্থিত। চিফ্ কমিসনার সাহেব অতি প্রত্যুষে উত্তর-শালমারা হইতে রওনা হইয়া বেলা ১০টার মধ্যে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের ইনস্‌পেক্টর সাহেব রাস্তার ধারে কয়েকটী পাঠশালা পরিদর্শন করিয়া বেলা ১১টার পরে এখানে পৌছিয়াছিলেন। আমাকে আর কয়েকটী পাঠশালা দেখিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং আমি অপরাহ্ন ৪টার পরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হই। সমস্ত দিন আমার আহার হয় নাই। সামান্য-রূপ মাত্র জলযোগ হইয়াছিল। এখানে আসিয়া সকলেই মধ্যাহ্নে ভোজন করিয়াছিলেন। আমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত ছিল না। আমি এখানে আসিয়া পৌছিবার পরে চিফ্ কমিসনারের মাছ ধরিবার ইচ্ছা হইল। আমাদের ইনস্‌পেক্টর উইল্‌সন্ সাহেবের মাছধরা বাতিক বড়ই ছিল। তিনি ছিপ লইয়া চিফ্ কমিসনারের সহিত নৌকায় উঠিয়া ভাটির দিকে ছিপ ফেলিতে ফেলিতে গেলেন। তাঁহার ছিপে চার লাগাইবার প্রয়োজন হইত না। চামচের মত কয়েকখানা চক্‌মকে দ্রব্য বড়শির সঙ্গে লাগান থাকিত। বড় মাছ সকল ঐ জিনীসগুলিকে ছোট ছোট মাছ মনে করিয়া গিলিয়া ফেলিত। গিলিবা মাত্র বড়শিতে আট্‌কা পড়িত। খানিকদূর ভাটাইয়া গিয়া উজাইয়া আসিতে হইত। ঐ সময়ে বড় মাছ বড়শিতে আটকাইত। অল্পক্ষণ পরেই প্রায় সাত সের আন্দাজ একটা রুই মাছ ধরিয়া সাহেবেরা ফিরিয়া আসিলেন। চিফ্ কমিসনারের হুকুম হইল গর্ভমোচা দিয়া রান্ধিয়া ঐ মাছ খাইতে হইবে। দুর্গাদাসবাবু গ্রামে লোক পাঠাইয়া 'দিয়া একটা বড় মোচা আনাইয়া দিলেন। আমি আড্ডায় আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করার পরে নদীতে নামিয়া স্নান করিয়া আসিয়া পুনরায় কিছু জলযোগ

করিলাম। এবারকার জলযোগের দ্রব্য একটু বেশী পরিমাণে ছিল। জলযোগ করিয়া অফিসের কাগজ পত্র, যাহা সেই দিনের ডাকে ধুব্ড়ী হইতে আসিয়াছিল দেখিতে লাগিলাম। খানিক পরেই সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার পরে সকলে বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময়ে আমাদের ইনস্‌পেক্টর্ সাহেবের একজন চাপরাসী আসিয়া আমাকে সেলাম করিয়া বলিল "বাবু আপনাকে লাট সাহেব সেলাম দিয়াছেন", সেলাম দেওয়ার অর্থই যে লাট সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। অসময়ে লাট সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন শুনিয়া আমার মনে বিলক্ষণ ভয় হইল। চিফ্ কমিসনারের টুরক্লার্ক শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। ইহাঁর বাড়ী বলাগড়ে। ইহাঁর সহিত আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। ইহাঁকে বলিলাম ভাই, তোমার লাট সাহেব আমাকে ডাকিতেছেন কেন? আমাদের কোন কাগজ পত্র কি তোমাদের নিকট আছে? যাহার জন্য লাট সাহেব আমাকে ডাকিয়াছেন। তিনি বলিলেন, না। আমি ত তোমাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত কাগজ পত্র আজ দেখি নাই। আমি বলিলাম তোমার লাট সাহেব যে ভয়ঙ্কর লোক, শুধু হাতে তাঁহার নিকটে যাইতে আমার বিলক্ষণ ভয় হইতেছে। হয়ত এমন একটা বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন যাহার উত্তর আমি তৎক্ষণাৎ দিতে পারিব না। আমি এখনও একটিং ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর। উত্তর দিতে না পারিলেই আমার কপাল ভাঙ্গিবে; যেমন গতকল্য সব্ ওভারসিয়ার রত্নধর শইকিয়ার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ডুমুরিয়া যাইবার সময়ে গতকল্য মাটিকাটা চৌকার মধ্যে সাহেব বাহাদুর নামিয়া উহার গভীরতা ৯ ইঞ্চি মাত্র মাপিয়া পাইয়াছিলেন, তাঁহার মতে উহার গভীরতা ১ ফুট হওয়া উচিত ছিল। গতকল্য রাত্রিতে সব্ ওভারসিয়ারদিগের প্রমোশন-রোল সাহেব বাহাদুরের মঞ্জুরের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল, উহাতে রত্নধর শইকিয়াকে এক গ্রেড্ উন্নীত করিবার প্রস্তাব

ছিল। সাহেব তাঁহার নোটবুকে রত্নধরের নাম টুকিয়া লইয়াছিলেন, তাহাকে উন্নীত করিবার প্রস্তাব পাঠ করিয়া সাহেব ঐ কাগজে লিখিলেন আমি অদ্য স্বয়ং ইহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়াছি, ইহাকে এক গ্রেড্ উন্নীত করিতে পারি না।

আমি চাপরাসীর সহিত আমাদের ইনস্‌পেক্টর সাহেবের ঘরে গেলাম। সাহেব আমাকে দেখিয়া বলিলেন The Chief wants to see you. অর্থাৎ চিফ্ তোমাকে দেখিতে চান। আমি বলিলাম, কি জন্য। সাহেব বলিলেন আমি জানি না, Let us go to him together চল আমরা দুইজনে একত্রে যাই। এই বলিয়া আমাকে চিফ্ কমিসনারের (Chief Commissioner) নিকট লইয়া গেলেন, গিয়াই বলিলেন Here is the Deputy Inspector of Schools অর্থাৎ ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখি চিফ্ কমিসনার (Chief Commissioner) সাহেব একখানি গদি মোড়া চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে ঠিক ঐরূপ আর একখানি (chair) চেয়ার খালি পড়িয়া আছে। সম্মুখে একটী টেবিলের উপর রাশিকৃত কাগজপত্র রহিয়াছে। দুইধারে দুইটী বাতি আধার মধ্যে জ্বলিতেছে। সাহেবের হাতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রহিয়াছে। আমি যাইয়া সেলাম দিবামাত্রই সাহেব বাহাদুর বলিলেন,—বাবু I wish to have a lesson from you in Assamese অর্থাৎ বাবু আমি তোমার নিকট একটু আসামীয়া ভাষা পড়িতে চাই। আমার চক্ষু স্থির। আমি খুব ভাল আসামীয়া জানি না, এখনও একটিং আছি। আসামীয়া ভাষায়, উভয় নিম্ন ও উচ্চ মানে পরীক্ষা দিয়া ঐ ভাষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে কোন বাঙ্গালীই স্থায়ীরূপে স্কুল-ডেপুটী-ইনস্‌পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইতে পারে না। আমি ভাবিলাম আমি আসামীয়া ভাষা জানি কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সাহেব বাহাদুর এই ফাঁদ পাতিয়াছেন। সেখানে ঐ খালি চেয়ারখানি ভিন্ন বসিবার আর কোন

আসন ছিল না। আমাকে উহাতে বসিতে বলিলেন। আমাদের ইনস্‌পেক্টর সাহেব তথায় উপস্থিত। তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন ও আমি চেয়ারে বসিব কিরূপে হইতে পারে। সাহেব বাহাদুর বলিলেন তুমি এখন আমার শিক্ষক, তুমি আমার পার্শ্বে না বসিলে আমি কেমন করিয়া তোমার নিকট পড়িব। নিকটে একটী ছোট মোড়া ছিল, অগত্যা আমাদের ইনস্‌পেক্টর সাহেব সেই মোড়াটীর উপর বসিলেন। সাহেব বাহাদুরের হাতে দেখি রায় গুণাভিরাম বড়ুৱা বাহাদুর প্রণীত আসামীয়া ল'রামিত্র নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রহিয়াছে। ঐখানি তিনি পড়িতে চান। আসামীয়া ল'রামিত্র পুঁথীখানির মলাটের উপর ও প্রথম পৃষ্ঠায় (ল'রা শব্দের লএর উপরে Apostrophe বা খুঁটুনি রহিয়াছে) আর পুস্তকের মধ্যে কোন স্থানে ল'রা শব্দের লএর উপর ঐরূপ খুঁটুনি নাই। সাহেব প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কেন প্রথমে লএর উপরে খুঁটুনি দেওয়া হইয়াছে অন্য স্থানে দেওয়া হয় নাই। আমি অবশ্যই উহার প্রকৃত কারণ জানিতাম না। আমি সাহেবকে বলিলাম, আমি বাঙ্গালী, আসামীয়া ভাষা খুব ভালরূপে জানি না। তথাপি আমার মনে ইহার যে যুক্তি উপস্থিত হইতেছে তাহা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি। শব্দটীর প্রকৃত উচ্চারণ লোরা কিন্তু লরা লিখিলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ নির্দ্দেশ হয় না। গ্রন্থকার উহার প্রকৃত উচ্চারণ দেখাইবার জন্যই ঐ কৌশল অবলম্বন করিয়া ঐ প্রকৃত উচ্চারণটা বলিয়া দিয়াছেন। তারপর আসামীয়ারা ঐ শব্দের যেরূপ সচরাচর বানান লেখেন সেইরূপই পুস্তিকা মধ্যে লেখা রহিয়াছে। আমার যুক্তি ঠিক হইতে পারে বা নাও পারে, আমার যেরূপ বোধ হইল তাহাই আপনার নিকট নিবেদন করিলাম। সাহেব সম্ভবতঃ আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ল'রা শব্দের অর্থ বালক। সাহেব কয়েক পাতা পড়িলেন। প্রথমে প্রত্যেক শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ বলিতে হইল, পরে সমুদায় বাক্যের অর্থ ও লিখিবার পদ্ধতি (Idiom) বলিতে

হইল। তারপরে ভাবার্থ বলিতে হইল। সাহেব বাহাদুর প্রায় রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পড়িলেন; বলিলেন, তারপর দিন বিলাসীপাড়ায় যাইয়াও ঐরূপে তাঁহাকে আসামী ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে। আমিও নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। এখানে বলা আবশ্যক যে যখন সাহেব ঐরূপে আমার নিকট পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে তার পরদিনের ডাকের জন্য চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের কোন চিঠিপত্র আছে কিনা জানিবার জন্য ডেপুটী কমিসনার ড্রাইবার্গ্ সাহেব তথায় আসিয়া উপস্থিত। বসিবার অন্য কোন আসন না থাকায় তিনি অগত্যা দাড়াইয়া রহিলেন এবং পড়ান শুনিতে লাগিলেন। ড্রাইবার্গ্ সাহেব বহুকাল আসামে থাকায় এবং আসামীয়া পল্লী-বাসিদের সহিত মেশামিশি করায় খব ভাল আসামীয়া লিখিতে ও বলিতে পারিতেন।

পরদিন প্রাতে বিলাসীপাড়ায় আসিতে হইবে। রাস্তার মধ্যে শালকোচা নামক একটী গ্রাম আছে এবং তথায় একটী সাহায্যকৃত উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। আমাদের ইনস্পেক্টর সাহেব বলিলেন যে কাল বিলাসীপাড়ায় যাইবার সময়ে ঐ বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়া যাইবেন। আমি এই কথা শুনিয়া বিষম সমস্যায় পড়িলাম। পল্লীগ্রামে বেলা ১২টার পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে ছাত্র উপস্থিত হয় না। পূর্ব্বে সংবাদ না পাইলে বিদ্যালয়ে কিরূপে ছাত্র সমবেত হইবে। মনে করিলাম রাত্রি ৪টার সময়ে আমি উঠিয়া সাহেবের অগ্রে ঐ গ্রামে যাইয়া ছাত্র সংগ্রহ করাইব। আমার এই প্রস্তাব শুনিয়া ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, "ছোকরা, চাকরী বজায় রাখিবার জন্য প্রাণটা খোয়াইবা। মাঝে ধীরের ডাঁরা নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে। ঐ স্থানটী নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। ঐ স্থানটী বাঘ ভালুক গণ্ডার মহিষ প্রভৃতি বন্য জন্তুর আড্ডা। কখনই শেষ রাত্রিতে ঐ স্থান দিয়া যাওয়া তোমার পক্ষে নিরাপদ্ নহে। খুব ভোরে যাইও, যাইবার সময় ঘাটোয়ালকে বলিয়া যাইও যে লাট সাহেব আসিতেছেন। হাতী, ঘোড়া পার করিবার বন্দোবস্ত

করিয়া রাখে।” সুতরাং খুব ভোরে আমি রওনা হইয়া ঘাটোয়ালকে উপদেশ দিয়া বেলা ৬টার সময় শালকোচায় পৌছিয়া বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে আনাইলাম। খুব দ্রুতবেগে আমি ঘোড়া চালাইয়া গিয়াছিলাম। ঘোড়া হইতে নামিবামাত্র ঘোড়াটা পড়িয়া গেল। যদিও ঘোড়াটা খুব বলিষ্ঠ ভূটিয়া টাটু ছিল। সাহেব তথায় পৌছিয়া আমার ঘোড়ার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন যে উহার অবস্থা এরূপ কেন হইল? আমি কারণ বলিলাম। সাহেব বলিলেন তুমি তোমার সুন্দর ঘোড়াটী খুন করিলে, ও বাঁচিবে না। ঘোড়াটা মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ঐরূপ অবস্থায় রহিল। সাহেব বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিলাসীপাড়াভিমুখে রওনা হইলেন। আমি ঘোড়ার জন্য তথায় খানিকক্ষণ থাকিতে বাধ্য হইলাম। খানিক পরে একটী ঘোটকী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার ঘোড়াও চিঁহি চিঁহি করিয়া মাটি হইতে উঠিয়া ঘোটকীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল।

বিলাসীপাড়ায় সাহায্যকৃত একটী মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয় ছিল। সেটীও ঐ দিবস পরিদর্শন করিতে হইবে, সুতরাং আমি শালকোচা হইতে হাঁটিয়া আসিয়া বিলাসীপাড়ায় পৌছিলাম। বিলাসীপাড়া গৌরাঙ্গ নামক নদীর তীরে অবস্থিত। গৌরাঙ্গ পাহাড় হইতে বাহির হইয়া বিলাসীপাড়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। বিলাসীপাড়ার জমিদারের ব্যয়ে সাহেবদের জন্য নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বিলাসীপাড়ার জমিদার জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁহার বাটিতে আমাদের খাবার নিমন্ত্রণ হইল। তথায় আহার করার পরে ইনস্‌পেক্টর সাহেবকে লইয়া মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিলাম। সাহেব আমার ঘোড়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্তই বলিলাম এবং কিরূপে ঘোড়া মাটি হইতে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ঘোটকীর নিকট গিয়াছিল তাহাও বলিলাম। সাহেব আমার ঘোড়ার সমস্ত অবস্থা চিফ্‌ কমিসনার সাহেব বাহাদুরের নিকট বলিয়াছিলেন। অপরাহ্নে

চিফ্ কমিসনার সাহেব বিলাসীপাড়া গ্রামটী দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। আমিও সেই সময় তাঁহার সম্মুখে গিয়া পড়িলাম। চিফ্ কমিসনার বলিলেন বাবু, আজও সন্ধ্যার পরে আসিও। আজও তোমার নিকট পড়িব। ভাল, তোমার ঘোড়ার কি হইয়াছিল, এবং কিরূপে সে আরোগ্য হইল। আমি সমস্তই বলিলাম। সাহেবদিগের মধ্যে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। এদিনও সন্ধ্যার পরে লাট সাহেবকে পড়াইলাম। পরদিনও পড়াইবার কথা হইল।

পর দিবস বগ্‌ড়ীবাড়ী গেলাম। বগ্‌ড়ীবাড়ী টিপ্‌কাই নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীটীও দুই তিনটী পাহাড়ে নদীর মিলিত নদী। ইহার জল খুব শীতল ও স্বচ্ছ। এ নদীটীও ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া পড়িয়াছে। বগ্‌ড়ীবাড়ীর জমিদারদিগকে পর্ব্বত-জোয়ারের জমিদার বলে। ইহাঁরা জাতিতে রাজবংশী। কোচবিহারের রাজ-পরিবারের সহিত ইহাঁদের আদান প্রদান। তৎকালের জমিদারের নাম ছিল হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ইনি তখন কেবল সাবালক হইয়াছেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠতাত তেজীয়ান্ শ্রীযুক্ত কালীসিংহবাবু ম্যানেজার ছিলেন এবং শ্রীকান্ত চৌধুরী নামে পাবনা অঞ্চলের একটী ব্রাহ্মণ দেওয়ান ছিলেন। এখানেও একটী সাহায্যকৃত মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয় ছিল।

বগ্‌ড়ীবাড়ী আসিয়াই দেখি যে ধুব্‌ড়ী হইতে ধুব্‌ড়ী-ফকিরগঞ্জ খেওয়ার জাহাজ টিপকাই নদীতে আসিয়া নঙ্গর করিয়াছে এবং চিফ্ কমিসনার সাহেব বাহাদুরের সমস্ত মালপত্র ঐ খেওয়ার জাহাজে উঠিতেছে। চিফ্ কমিসনার, ডেপুটী কমিসনার ড্রাইবার্গ্ সাহেব ও পার্সন্যাল্ এসিষ্ট্যাণ্ট গাইড্ সাহেব ঐ জাহাজে উঠিয়া ধুব্‌ড়ী রওনা হইলেন। জাহাজের চালক ছিলেন এন, পিটার সাহেব, আরমেনিয়ান-ফিরঙ্গী। এই স্থান হইতে আমাদের সহিত চিফ্ কমিসনারের ছাড়াছাড়ি হইল। আমাদের ইনস্‌পেক্টর উইল্‌সন্ সাহেব মাত্র রহিলেন। বগ্‌ড়ীবাড়ীর মধ্য-বাঙ্গালা ও গৌরীপুরের মধ্য-ইংরাজী

বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আমরা ধুব্‌ড়ী আসিলাম। চিফ্‌ কমিসনার কেন হঠাৎ চলিয়া গেলেন এইটা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। শুনিলাম দরং জেলার সন্নিহিত আকা নামে পাহাড়ে-জাতিরা তেজপুরের একজন মৌজাদারকে ও ফরেষ্ট্‌ অফিসের একটী বাবুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। মৌজাদারটী তাহাদের হস্তে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল। অতিকষ্টে ফরেষ্ট্‌ অফিসের বাবুটীকে উদ্ধার করা হইয়াছিল। চিফ্‌ কমিসনার সাহেব বাহাদুর চলিয়া গেলেন, সুতরাং তাঁহাকে আর আমার পড়াইতে হইল না।

বগ্‌ড়ীবাড়ীতে আসিয়া ইনস্‌পেক্টর সাহেব মাছ ধরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জমিদারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কালীসিংহবাবুকে নৌকার বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সাহেবের জন্য খেওয়া ঘাটের মাড়ের নৌকাখানির উপরে একটী চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া ও দুইখানি চেয়ার পাতিয়া দিয়া সজ্জিত করা হইল। আমাদিগকেও সঙ্গে যাইতে বলায় আমরা একখানি ঘাট-পালি নৌকায় উঠিলাম। সাহেবের সঙ্গে তাঁহার নৌকায় কালীসিংহবাবু গেলেন আর ঘাটপালি নৌকায় দেওয়ান শ্রীকান্তবাবুর সহিত আমি গেলাম। এদিনও একটা মাছ ধরা পড়িল। কিন্তু চাপড়ে ধরা মাছ অপেক্ষা অনেক ছোট।

চিফ্‌ কমিসনার সাহেব বাহাদুরকে আসামীয়া ভাষা পড়ানর কয়েক মাস পরে আমি একদিন অপরাহ্নে ধুব্‌ড়ীর ষ্টিমার ঘাটে বেড়াইতে গিয়া ডিব্রুগড় হইতে আগত ডাক ষ্টিমারে উঠিয়া দেখি "অসমীয়া ল'রা মিত্র" রচয়িতা রায় গুণাভিরাম বড়ুরা বাহাদুর ঐ ষ্টিমারে আছেন। তিনি নওগাঁ হইতে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমি ল'রা শব্দের দুই স্থানের বানান "ল'রা" এবং পুস্তকের পাঠের মধ্যে সর্ব্বত্রই "লরা" লেখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং বলিলাম যে চিফ্‌ কমিসনার বাহাদুর ঐরূপ লেখার কারণ

আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন তুমি উহার কিরূপ যুক্তি দিয়াছিলে। আমি তাঁহাকে আমার প্রদত্ত যুক্তির কথা বলিলাম। তিনি অতীব সন্তুষ্ট হইয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভাই তুমি ঠিক যুক্তি দিয়াছিলে। পুস্তকের মধ্যে একটী পাদটীকা করিয়া ঐ যুক্তিটা আমার দেওয়া উচিত ছিল ; এটা আমার একটা ত্রুটির কার্য্য হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমার মনের উদ্বেগ ও অশান্তি কাটিয়া গেল। ধুব্‌ড়ীতে থাকিলেই আমি ডিব্রুগড় হইতে আগত ষ্টিমারে যাইতাম, যেহেতু প্রায় ঐ ষ্টিমারে প্রায়ই উপর ও মধ্য আসামের বন্ধুবর্গের আমার সহিত সাক্ষাৎ হইত।

আসামীয়া ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া

আসামীয়া ভাষার নিম্নমাণের পরীক্ষা ১৮৮৪ সনের ২৮শে এপ্রিল তারিখে গৌহাটীতে গৃহীত হইয়াছিল। আমি ঐ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হই। ১৮৮৪ সনের ১৪ই জুন তারিখের আসাম গেজেটের ২৮৬ পৃষ্ঠায় ২১১ নং বিজ্ঞাপন দ্বারা এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৩ সনের ২২শে নভেম্বর তারিখ হইতে আমি স্থায়ী ভাবে স্কুল-ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের পদে নিযুক্ত হই। ১৮৮৪ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে আসাম গেজেটের ৪৮০ পৃষ্ঠায় ৩০শে আগষ্ট তারিখের ৩৩০নং বিজ্ঞাপনে ইহা প্রকাশিত হয়।

১৮৮৪ সনের ৫ই নভেম্বর তারিখে আমি আসামীয়া ভাষার উচ্চ মাণের পরীক্ষায় প্রশংসা সহকারে উত্তীর্ণ হই। ১৮৮৫ সনের ১৪ই জানুয়ারীর আসাম গেজেটের ১০ পৃষ্ঠায় ৭নং বিজ্ঞাপনে উহার ফল প্রকাশিত হইয়াছিল।

বগ্‌ড়ীবাড়ী হইতে আমাদের স্কুল-ইনস্‌পেক্টর উইল্‌সন্‌ সাহেব বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া আমি গৌরীপুরে আসিলাম। গৌরীপুরে একটী সাহায্যকৃত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। প্রাতঃকালে স্কুলের

কার্য্য করিবার জন্ম আমি পূর্ব্বে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমার ঘোড়াটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আমি বগড়ীবাড়ীর জমিদারের নিকট হইতে একটা হাতী চাহিয়া লইয়া উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সাহেবের আগমনের প্রায় দেড় ঘন্টা কাল পূর্ব্বে আসিয়া পৌছিয়াছিলাম। চিফ্ কমিসনার সাহেব বাহাদুর আসিবেন বলিয়া তাঁহার জন্ম নানা প্রকার দেশী ও বিলাতী খাদ্যের আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারীর ততটা খাতির নাই। সুতরাং জমিদার বাড়ী হইতে কয়েকটা সন্দেশ ও একছড়া কলা মাত্র আমাদের ইনস্পেক্টর সাহেবের জন্ম প্রেরিত হইয়াছিল। সাহেব আসিয়াই বলিলেন যে কিছু দুধ যোগাড় করিতে পারিবে কি? আমি বলিলাম পারিব। হেড্ মাষ্টার বাবুব বাসা হইতে এক বাটী গরম দুধ আনিয়া দিলাম। সাহেব বলিলেন আমি কেমন করিয়া খাইব? এই কথা শুনিয়া আমার পোর্টম্যান্ট হইতে একটা কাঁচের গ্লাস বাহির করিতে গেলাম। বাটী হইতে দুগ্ধ খাইবার সাহেবের অসুবিধা হইবে মনে করিয়া, সাহেব আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে বাটী হইতে দুগ্ধ পান করায় তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে না। তবে বাটীতে মুখ দিয়া দুগ্ধ পান করিলে বাটীটি অপবিত্র হইয়া নষ্ট হইবে কিনা? আমি বলিলাম যে আমাদের অতটা কুসংস্কার নাই। আপনি অনায়াসেই উহাতে মুখ লাগাইয়া দুগ্ধ পান করিতে পারেন। এই সময়ে এখানকার হেড্ মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী খাঁ। ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের ভাগিনেয়।

গৌরীপুর হইতে ধুবড়ী আসিয়া আমাদের সাহেব এখানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া ধুবড়ী হাই-স্কুল, বালিকা-বিদ্যালয়, নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিলেন। ধুবড়ী হইতে ষ্টিমার যোগে আমাদের গোয়ালপাড়ায় যাইতে হইবে স্থির হইল।

আসাম উপত্যকার কমিসনার শ্রীযুক্ত ওয়ার্ড সাহেব

গোয়ালপাড়ায় আসাম উপত্যকার কমিসনার শ্রীযুক্ত উইলিয়ম ওয়ার্ড সাহেব বাহাদুর আসিবেন। তাঁহার সঙ্গে একত্রিত হইয়া আমাদিগকে দক্ষিণপারের প্রধান রাস্তা দিয়া গৌহাটীর সীমানা ধুপ্-ধাড়া পর্য্যন্ত যাইতে হইবে স্থির হইল। আমি হাঁটা রাস্তা দিয়া আমার ঘোড়া গোয়ালপাড়ায় পাঠাইয়া দিলাম। আমি সাহেবের সহিত ষ্টিমারে গোয়ালপাড়ায় গেলাম। কমিসনার, ডেপুটী কমিসনার ও আমাদের সাহেব একত্রে সফরে যাইবেন ও রাস্তায় শিকার আদি করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবেন এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা যে রাস্তা দিয়া যাইব এবং যে যে স্থানে থাকিব সে সব গুলিই বিজনীর রাজার চিরস্থায়ী জমিদারীর অন্তর্গত। স্থানে স্থানে বিজনীর জমিদারের ব্যয়ে বড় বড় অস্থায়ী ঘর নির্ম্মিত হইল; এবং বিজনীর জমিদারের তহশিলদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবর্গ দেশী ও বিলাতী নানা-প্রকার খাদ্যদ্রব্য লইয়া ঐ ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমরা একদিন অতি প্রত্যুষে গোয়ালপাড়া হইতে বাহির হইলাম। তিনজন সাহেব—কমিসনার, ডেপুটী কমিসনার ও স্কুল-ইনস্পেক্টর। বাঙ্গালীর মধ্যে আমি, পূর্ত্ত-বিভাগের সব্ ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও পুলিস ইনস্পেক্টর। নবীনবাবুর বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার বেগুনে সাতগাছিয়া গ্রামে। ইঁহার পিতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী সেকালের সিনিয়র স্কলার এবং বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। সর্ব্বশেষে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়া-ছিলেন। নবীনবাবু বড়ই বুদ্ধিমান্ চতুর যুবক ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। ইনি ব্রাহ্মণ হইলেও সুবর্ণ-বণিক-দিগের ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁর সহিত একটী ভাল ব্রাহ্মণ ছিলেন। পূর্ব্বে ইনি নবীনবাবুর পাচকের কার্য্য করিতেন। পরে আমরা নবীন-বাবুকে অনুরোধ করিয়া ইহাঁকে তাঁহার অধীনে রোড্ মহরার করিয়া

দিই। ইনি নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, চেষ্টা ও যত্নে পরে পূর্ত্ত-বিভাগের সব্‌ ওভারসিয়ার হইয়াছিলেন এবং এখন পেন্‌সন্‌ লইয়া কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অতি চমৎকাররূপে পাক করিতে পারিতেন। সাহেবদের বড় বড় ঘোড়ার সহিত আমরা ছোট ছোট ঘোড়া লইয়া রওনা হইলাম। নবীনবাবুর একটী ক্ষুদ্রকায় মণিপুরী টাটু ঘোড়া ছিল। ঐ ঘোড়াটী দেখিয়া ডেপুটী কমিসনার ড্রাইবার্গ্‌ সাহেব উপহাস করিয়া বলিলেন Nabin, where have you got this rat, better put it in your pocket. অর্থাৎ নবীন তুমি এই ইন্দুরটী কোথায় পাইলে, উহাকে জামার পকেটের মধ্যে রাখিলে ভাল হয়; কিন্তু যখন সাহেবদের বড় বড় তাজি ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়িয়া এ ঘোড়াটী সকলের আগে ছুটিয়া বাহির হইল তখন সাহেবরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন যে, এটা খাটী মণিপুরী ঘোড়া দেখিতেছি। সাবাস্‌ ঘোড়া। আমার ঘোড়াটী একটা দেশী ভাড়াটিয়া ঘোড়া ছিল। নিজের ঘোড়াটার শালকোচায় ঐরূপ পীড়া হওয়ায় তাহার পিঠে কিছুদিন চড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। সাহেবদের ২।৩ টা ঘোড়ার ডাক বসে, আর আমাদের একই ঘোড়ায় তাঁহাদের সহিত যাইতে হয়। সাহেবেরা নির্দ্দিষ্ট আড্ডায় পৌছিবামাত্র, নানা প্রকার খাদ্য পান, কারণ পূর্ব্বদিনে তাঁহাদের বাবুর্চিদিগকে পরবর্ত্তী আড্ডায় পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত ছিল। সুতরাং তাঁহারা আড্ডায় পৌছিবামাত্রই খাবার পাইতেন; আর আমাদের পাক করিবার লোকজন অনেক বেলা হইলে আড্ডায় পৌছিয়া পাক করিত। আমার চাপরাসী আমার পাকের কার্য্য করিত। তাহাকে আবার পথের ধারের বিদ্যালয় সমূহে আমাদের আগমন বার্ত্তা জানাইবার জন্য অতি প্রত্যুষে পাঠাইয়া দিতে হইত; সুতরাং সে আমার পাক করিতে পারিত না। আমি নবীন-বাবুর সহিত একত্রে খাইতাম। আমাদের সাহেব আড্ডায় পৌছিয়া খাওয়া দাওয়ার পরেই কোন কোন দিন বলিয়া পাঠাইতেন যে অমুক

বিদ্যালয়টী এখনই দেখিতে যাইব। প্রাতে হয়ত পথের ধারের তিন চারিটী পাঠশালা দেখিয়া আসা হইয়াছে। একদিন নন্দেশ্বর নামক একটী স্থানে যাইবার বন্দোবস্ত ছিল, তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারটা। সাহেবের খাওয়া হইয়াছে। আমি মাত্র স্নান করিয়াছি ; নবীন-বাবুর সহিত খাইতে যাইব এমন সময়ে সাহেবের চাপরাসী আসিয়া বলিল, সাহেব দল্‌গোমায় যাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন। আপনি শীঘ্র আসুন। আমার আর খাওয়া হইল না। অভুক্ত অবস্থাতেই সাহেবের সহিত দল্‌গোমা সাহায্যকৃত মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়টী দেখিতে গেলাম। রাস্তার মধ্যে নৌকায় উঠিয়া একটা বিল পার হইতে হইল। সাহেব নৌকায় উঠিয়া আমাকে বলিলেন যে সন্ধ্যার পরে আমার নিকট যাইও, তোমার জেলার ম্যাপের মধ্যে পাঠশালার নাম ও স্থানগুলি ভাল করিয়া লেখা নাই। আমার ম্যাপ দেখিয়া আমার সাক্ষাতে ঐগুলি লিখিয়া লইবা। আমি তখন কিছু বলিলাম না। দল্‌গোমা স্কুল দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে প্রায় ৫টা বাজিয়া গেল। তখন খাইলাম ও একটু বিশ্রাম করিলাম, সন্ধ্যার পরে ইচ্ছা করিয়াই সাহেবের কাছে গেলাম না। পরদিন প্রাতে সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন গত সন্ধ্যার পরে তাঁহার নিকট যাই নাই কেন? আমি বলিলাম যে ৮।১০ দিন যাবৎ দিনের বেলায় আমার কপালে ভাত জুটিতেছে না কালও সময়ে জুটে নাই। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন জুটে নাই। আমি বলিলাম আমার চাপরাসী আমার পাক করে তাহাকে প্রাতে পাঠশালায় সংবাদ দিতে পাঠান হয় ; ফিরিয়া আসিয়া সে সময়ে পাক করিয়া উঠিতে পারে না। কাল নবীনবাবুর বাসায় খাইতে যাইতেছি এমন সময়ে আপনার চাপরাসী আমাকে গিয়া বলিল, সাহেব বাহির হইয়াছেন, আপনি শীঘ্র আসুন। সুতরাং রান্না ভাত ফেলিয়া আপনার সহিত আমাকে দল্‌গোমায় যাইতে হইয়াছিল। সাহেব বলিলেন তুমি বলিতে পারিতে যে আমার এখনও খাওয়া হয় নাই, একটু পরে

যাইতেছি। আমি বলিলাম যে পাছে আপনি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হন এইজন্যই বলি নাই। সাহেব বলিলেন এখন হইতে না খাইয়া আমার সহিত যাইও না। তখন সাহেবের গোয়ালপাড়া জেলার বিদ্যালয় সমুহ দেখার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সাহেব আমাকে একথাও বলিয়াছিলেন যে তোমার চাপরাসী সরকারী চাকর, সেই বা তোমার পাকের কার্য্য করিবে কেন? তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে চাপরাসীর মাসিক বেতন ৬৲ টাকা মাত্র, মফঃস্বলে আমার সহিত বাহির হইলে দৈনিক দেড় আনা মাত্র ভাতা পায়; এত অল্প বেতনে ও অল্প ভাতায় কি লোক পাওয়া যায়? কাজেই আমি তাহাকে ধুবড়ীর বাসায় ও মফঃস্বলে খাইতে দিই। যখন সে আমার খায়, তখন সে আমার কার্য্য করিতে বাধ্য। সাহেব আমার এই স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া দ্বিরুক্তি করিলেন না।

রঙ্গজুলি নামক পুলিস আউটপোষ্ট হইতে ধানের ক্ষেতের আলির উপর দিয়া আমাদের একটী পাঠশালা দেখিতে যাইতে হইয়াছিল। আমার ঘোড়াটা আলির উপর দিয়া যাইতে অভ্যস্ত। সাহেবের প্রকাণ্ড ঘোড়া আলির উপর দিয়া যাইবার সময়ে পায়ের ভরে আলি ভাঙ্গিয়া ক্ষেতের মধ্যে পড়িতে লাগিল। ক্ষেতের মধ্যে ধানের মাঝে জল ও কাদা। ঘোড়ার পায়ের জল ও কাদায় সাহেবের পোষাক নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। সাহেব অগত্যা ঘোড়া হইতে নামিতে বাধ্য হইলেন। আলির উপর দিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। আমিও ঘোড়া হইতে নামিলাম। সাহেব আমাকে বলিলেন তুমি নামিলে কেন, তোমার ঘোড়াত বেশ যাইতেছে, তুমি ঘোড়ায় চড়িয়া চল আমি হাঁটিয়া যাই। আমার ঘোড়াটা তোমার চাপরাসীকে দিয়া থানায় পাঠাইয়া দাও। আমি বলিলাম আপনি হাঁটিয়া যাইবেন, আর আমি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইব এটা ভাল দেখায় না। সাহেব বলিলেন উহাতে দোষ নাই। সুতরাং আমি ঘোড়ায় চড়িয়া গেলাম। সাহেব আমার আগে আগে

হাঁটিয়া গেলেন। সাহেব অনেকদিন আসামে ছিলেন বলিয়া গ্রামগুলির রাস্তা জানিতেন। রাস্তার মধ্যে আমরা অনেকগুলি পাঠশালা দেখিলাম উহার মধ্যে কারিপাড়ার ও রঙ্গজুলির সব্‌সিডাইজড্‌ পাঠশালা দুইটীও ছিল। দরংগিরিতে গভর্ণমেণ্টের বিশ্রাম বাঙ্গলো ছিল, সেখানে একটী ভাল পাঠশালাও ছিল। দরংগিরিতে সাহেবেরা একদিনও বিশ্রাম করেন নাই। নন্দেশ্বরের অস্থায়ী বাঙ্গলোতে সাহেবরা দুইদিন ছিলেন। নন্দেশ্বর হইতে আমরা বরাবর ধুপ্‌ধাড়ায় গিয়াছিলাম। ধুপ্‌ধাড়া স্থানটী গোয়ালপাড়া জেলার দক্ষিণপারের শেষ উত্তর প্রান্তে; ওখানকার বিশ্রাম বাঙ্গলোটী, কামরূপ জেলার অধীন। ঐ স্থানে কামরূপ জেলার (গৌহাটীস্থ স্কুল-ডেপুটী-ইনস্‌পেক্টর) শ্রীযুক্ত হরিমোহন লাহিড়ীর আসিবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়ায় আসিতে পারেন নাই। ধুপ্‌ধাড়া হইতে কমিসনার ও স্কুল-ইনস্‌পেক্টর সাহেবকে বিদায় দিয়া আমরা অর্থাৎ ডেপুটী কমিসনার ড্রাইবার্গ্‌ সাহেব ও আমি গোয়ালপাড়া অভিমুখে ফিরিলাম। ড্রাইবার্গ্‌ সাহেব হাঁটিতে খুব মজবুত ছিলেন। তাঁহার সহিত আন্দাজ দুই মাইল রাস্তা হাঁটিয়া আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। সাহেব দরংগিরির দিকে আসিলেন। আমাকে বলিলেন তুমি রাস্তার ধারে ও রাস্তা হইতে অল্প দূরে যে সমস্ত পাঠশালা আছে সেইগুলি দেখিয়া দরংগিরি আসিও। আমি বলিলাম ভাল তাহাই করিব। সাহেবকে বিদায় দেওয়ার অল্প পরেই আমার ভয়ানক পিপাসা হইল। শীতকাল, বেলা তখন আন্দাজ সাতটা; খুব খানিক ঠাণ্ডা জল খাইলাম, কম্প হইতে লাগিল। এই অবস্থায় গ্রামের মধ্যে একটা পাঠশালা দেখিতে গেলাম। সেখানে গিয়া আরও বেশী কম্প হইতে লাগিল।

মফঃস্বলে ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত হওয়া

সেখানে স্কুল-সব্‌-ইনস্‌পেক্টরের চাপরাসীর দ্বারা "চা" প্রস্তুত করাইয়া কতকটা গরম গরম চা খাইয়া পাঠশালাটী পরিদর্শন করিলাম।

খানিক পরে অপর একটী স্থানের পাঠশালায় যাইবার সময় অত্যন্ত জ্বর আসিল; এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া একটা মাঠের মধ্যে রাখালদের একখানা চারিদিক খোলা কুঁড়ের মধ্যে যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। এইভাবে তিন চার ঘণ্টা পড়িয়া রহিলাম। পরে জ্ঞান হওয়াতে এক টুকরা কাগজে পেন্‌সিল্ দিয়া ড্রাইবার্গ্ সাহেবের নামে একখানি রোকা লিখিয়া সব্-ইনস্‌পেক্টরের চাপরাসীকে দিয়া রঙ্গজুলি থানায় পাঠাইলাম। বলিয়া দিলাম যে থানার হেড্ কন্‌ষ্টবল্‌কে গিয়া বলিবা যে স্কুল-ডেপুটী-ইনস্‌পেক্টর শ্যামা গাঁয়ে ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছেন। গরুর গাড়ী বা অন্য কোন যান পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে লইয়া আসুন। থানার হেড্ কন্‌ষ্টেবলের নাম ছিল গুরুচরণ দত্ত। ইনি দারোগা বা সব্-ইনস্‌পেক্টরী হইতে ক্রমে ক্রমে অবনত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর হেড্ কন্‌ষ্টেবল্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলিতেন যে আমাকে অবনত করিয়া গভর্ণমেণ্ট কি করিবেন; আমার টুপিটা বজায় থাকিলেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিব। আমার প্রেরিত লোকটীকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে যদি হেড্ কন্‌ষ্টেবল্ আমাকে লইয়া যাইবার কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিবা যে ড্রাইবার্গ্ সাহেবের নামে বাবু রোকা লিখিয়া দিয়াছেন। রোকা লইয়া তাঁহার নিকট দরংগিরিতে চলিলাম। প্রথমে হেড্ কন্‌ষ্টেবল্ বলিয়াছিলেন যে স্কুলের বাবু, পণ্ডিতেরাই তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু রোকা লইয়া ড্রাইবার্গ্ সাহেবের নিকট যাইতেছি বলায় তখন তিনি একজন চৌকিদারকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চৌকিদার আমার নিকট পৌঁছিয়া গ্রামের লোকজনকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি যে স্থানে পড়িয়াছিলাম সে স্থানটী তিনটী জমিদারের জমিদারীর ত্রিসীমানায়। বিজনী, গৌরীপুর ও মেছ্‌পাড়া জমিদারদিগের তিনটী সীমা। প্রথমে কোন জমিদারের প্রজাই আমাকে সাহায্য করিতে চায় নাই। পরে চৌকিদার

আসিয়া পৌঁছিলে তিন গ্রামের প্রজাই আসিয়া আমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। একখানি চাঙ্গ বা মাচা বান্ধা হইল; অর্থাৎ শব বহন করিয়া লইয়া যাইবার মত একখানি মাচা। মাচাখানির চারি প্রান্তে চারি গাছি দড়া বাঁধিল; সেই দড়া চারিটীকে একত্র করিয়া মাঝখানে একটা গিরা বাঁধিল। গিরার মধ্য দিয়া একটা বাঁশ দিল। আমাকে তাহার উপর শোয়াইয়া আমার বুকের অল্প উঁচুতে দড়ার গাঁইটের মধ্যে একখানি বাঁশ দিয়া সেই বাঁশখানিতে ৪জন লোক কাঁধ দিয়া আমাকে মরার মত রঙ্গজুলির পোষ্ট অফিসের ঘরে আনিয়া ফেলিল। যিনি সব্‌সিডাইজড্‌ পাঠশালার শিক্ষক, তিনিই ব্র্যাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার ও খোঁয়াড় বা পাউণ্ড-মহরার। লোকটীকে আকার প্রকারে দেখিতে ভদ্রবংশজাত বলিয়া বোধ হইত। আমি পোষ্ট অফিসের ঘরে একখানি টেবিলের উপরে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় শুইয়া পড়িয়া রহিলাম। রাত্রি প্রভাত হইলে আমার অল্প জ্ঞান হইল, এবং পিপাসায় বড় কাতর হইলাম। একটু "চা" প্রস্তুত করিবার জন্য পোষ্টমাষ্টারকে বা পণ্ডিতকে বলিলাম। ইঁহার নাম ছিল উমাচরণ দাস, নামেও বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। চা প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া একটু রাগান্বিত ও বিরক্ত হইয়া বলিলাম কি হে উমাচরণ, এখনও একটু চা তৈয়ার করিয়া দিতে পারিলে না? পিপাসায় যে আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। তখন উমাচরণ অতি বিনীতভাবে বলিল মহাশয়, কি করিব আমি চা তৈয়ার করিলে ত আপনার উহা পান করা হইবে না। আমি নীচ জাতীয় লোক, আমি জাতিতে রাভা, জল আচরণীয় নহি। আমার কুয়ার জলও আপনি খাইবেন না। মাড়োয়ারীদের বাসায় একটী কুয়া আছে উহারা এখনও দুয়ার খোলে নাই। দুয়ার খুলিলে উহাদের কূপ হইতে সব-ইনস্‌পেক্টরবাবুর চাপরাসীর দ্বারায় জল আনাইয়া তাহারই দ্বারায় আপনার চা তৈয়ার করাইয়া দিব; এই জন্যই বিলম্ব হইতেছে। লোকটীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও ব্যবহার দর্শনে প্রীত হইলাম। চা পান করার পরে জমিদারের

পাটগিরির বাড়ী হইতে একখানি গরুর গাড়ী আনাইয়া তাহাতে উঠিয়া ড্রাইবার্গ্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দরংগিরি রওনা হইলাম। দরংগিরির বাঙ্গলোতে সাহেব বাহাদুর ছিলেন। সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করায় সাহেব বলিলেন বড়ই দুঃখের বিষয়, তুমি এরূপ পীড়িত হইয়া পড়িলে। তুমি এখান হইতে দল্গোমার ষ্টিমার ঘাটে যাইয়া তথায় ষ্টিমারে উঠিয়া ধুবড়ী যাইও। ভাল হইবা মাত্রই ইষ্টার্ণ-ডুয়ারে যাইও। আমি উহাই করিব বলিয়া দল্গোমা রওনা হইলাম। এখান হইতে চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া দল্গোমায় আসিলাম। দল্গোমায় বিজনীর রাজার একটী কাছারি ছিল। দল্গোমা কাছারিতে পৌছিয়া কিছু বিস্কুট সহযোগে চা পান করিয়া ষ্টিমার ঘাটে গেলাম। কাছারির কোন কোন কর্ম্মচারী ও মহিম সেন নামে একটী বৈদ্য আমাকে বিস্কুট খাইতে দেখিয়াছিলেন এবং সব্-ওভারসিয়ার নবীনবাবুর সহিত বসিয়া একসময়ে ভোজন করিতে দেখিয়াছিলেন। তাহার ফল পরে অন্য এক সময়ে ফলিয়াছিল। দল্গোমা ষ্টিমার ঘাটে আসিয়া ষ্টিমারে উঠিলাম, ঐ ষ্টিমারে বড়পেটা হাই-স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া অতি যত্নে আমাকে হাত ধরিয়া ষ্টিমারে উঠাইয়া লইলেন। আমরা একসঙ্গে ধুব্ড়ী ঘাটে আসিলাম। উক্ত সেকেণ্ড মাষ্টারবাবুর সহিত সৌভাগ্যক্রমে আমার সাক্ষাৎ না হইলে আমাকে ষ্টিমারে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত।

ধুব্ড়ী আসিয়া কয়েকদিন থাকার পরে ইষ্টার্ণ-ডুয়ারে রওনা হইলাম, সেখানকার ঘটনাগুলি ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ডেপুটী-ইনস্পেক্টরের কার্য্যে অনেক কষ্ট পাইয়াছি ও সময়ে সময়ে বিপদেও পড়িয়াছি। কিন্তু আরাম, আদর, মান, সম্ভ্রমও অনেক পাইয়াছি। কোন জমিদারের এলাকায় স্কুল দেখিতে গেলে বিশেষতঃ জমিদারের গ্রামের স্কুল দেখিতে গেলে ৭।৮ জনের খাদ্যের উপযুক্ত চা'ল, দা'ল, ঘৃত, লবণ, তৈল তরকারী ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি জমিদারের বাড়ী হইতে হয় সরকারী বিশ্রাম বাঙ্গলোয়,

নয় যেখানে বাঙ্গলো নাই সেখানে আমি যাঁহার বাসায় উঠিতাম, তাঁহার বাসায় প্রেরিত হইত। আমি একদিন আমার লোকজন সহ খাইয়া চলিয়া যাইতাম। সিধার অবশিষ্ট দ্রব্যাদি তথায় পড়িয়া থাকিত। পুলিসের থানায় বা আউট্‌পোষ্টে উঠিলে সেখানকার সব্-ইনস্‌পেক্টর হেড্ কন্‌ষ্টেবল্ ও রাইটার কন্‌ষ্টেবলেরা আমার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিতেন। দারোগা মুসলমান্ হইলে হিন্দু হেড্ কন্‌ষ্টেবল্ বা রাইটার কন্‌ষ্টেবলের বাসায় খাদ্য দ্রব্যাদি দিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। আমি রাইটার কন্‌ষ্টেবল্, হেড্ কন্‌ষ্টেবল্, সব্-ইনস্‌পেক্টর ও ইনস্‌পেক্টরদিগের সহিত সমান ব্যবহার করিতাম। উহাঁরাও আমার যথেষ্ট খাতির করিতেন। এক সময়ে ধুব্‌ড়ীর পুলিস ইনস্‌পেক্টর শ্রীহট্ট দেশীয় শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র ভদ্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে তুমি রাইটার কন্‌ষ্টেবলদিগের সহিত ঐরূপ মেশামেশি কর এটা ভাল দেখায় না। আমি তদুত্তরে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলাম যে জয়চন্দ্রবাবু, দুর্গাচরণ ঘোষাল বা পূর্ণচন্দ্র ভাদুড়ী রাইটার ও হেড্ কন্‌ষ্টেবলগণ আপনার অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোক নহেন। জাত্যংশে তাঁহারা আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের অপরাধ এই যে পেটের দায়ে তাঁহারা আপনার অধীনে চাকরী করিতে আসিয়াছেন। আপনার পদবীটা ভদ্র না হইয়া অভদ্র হওয়া উচিত ছিল।

কিছুকাল পরে ধুব্‌ড়ীর ডেপুটী কমিসনার শ্রীযুক্ত ড্রাইবার্গ্ সাহেব লখিম্‌পুর জেলার সদর ষ্টেশন ডিব্রুগড়ে বদলী হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন ডেপুটী কমিসনার মহাত্মা কর্ণেল টি, বি, মিচেল্। (Lieutenant Colonel T. B. Michell.) লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল, টি, বি, মিচেল্, ইনি ইতিপূর্ব্বে নাগা পাহাড়ের ডেপুটী কমিসনার ছিলেন। নাগা পাহাড়ের সদর ষ্টেশনের নাম কোহিমা। কোহিমা হইতে ইনি দীর্ঘকালের বিদায় লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইনি ধুব্‌ড়ীর অর্থাৎ গোয়ালপাড়া জেলার ডেপুটী কমিসনার

হইলেন। ইনি মার্চ্চ মাসের প্রথমেই ধুব্ড়ীতে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। ড্রাইবার্গ্ সাহেব ধুব্ড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনি যে স্থানে যাইতেছেন সেই স্থানে আমাকে বদলী করাইয়া লইয়া গেলে আমি তথায় যাইতে প্রস্তুত আছি। যেহেতু আপনি আমার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আমার প্রতি সর্ব্বদাই সদয় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। ড্রাইবার্গ্ সাহেব হাসিয়া আমাকে বলিলেন রামেশ্বর, তুমি কেন চিন্তিত হইতেছ? ধুব্ড়ী তোমার দেশের নিকট। তুমি সুদূরবর্ত্তী ডিব্রুগড়ে কেন যাইবা? কর্ণেল মিচেল্ অতি ভদ্র ও অমায়িক লোক। তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়া তুমি পরম সুখী হইবা; এবং কর্ণেল মিচেল্ তোমার কার্য্যদক্ষতা দর্শনে প্রীত হইয়া তোমার প্রতি বিশেষ সদয় সদ্ব্যবহার করিবেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। কর্ণেল মিচেল্ জেলার কার্য্যভার গ্রহণ করার কয়েকদিন পরেই মফঃস্বল ভ্রমণে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমাকে বলিলেন ডেপুটী ইনস্পেক্টর, আমি মফঃস্বল ভ্রমণে যাইব। আমার সহিত তোমার যাইতে হইবে। তুমি যাইবা, দুইজন ক্লার্ক যাইবেন এবং চারজন কন্‌ষ্টেবল্ আমার সহিত যাইবে। সফরের তালিকা লিখিত হইল। সাহেবের সহিত আমি চলিলাম। যদুনাথ ঘোষ নামে একজন ক্লার্ক এবং ব্রজনাথ নাজির নামে একজন মুহরার চলিলেন। চারজন কন্‌ষ্টেবলও চলিল। কর্ণেল মিচেল্ বাহাদুর যখন নাগা পাহাড়ের ডেপুটী কমিসনার ছিলেন তখন যদুবাবু তথায় তাঁহার ক্লার্ক ছিলেন। যদুবাবুকে তিনি my old friend বা পুরাতন বন্ধু বলিতেন। আমরা ধুব্ড়ী হইতে ফেরি জাহাজে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ফকিরগঞ্জ নামক স্থানে গেলাম। তথা হইতে সেই দিনই জমাদারহাট নামক স্থানে আমাদিগকে যাইতে হইবে। জমাদারহাট ফকিরগঞ্জ হইতে ছয় মাইল দূরে ও উত্তরে। তথায় সরকারী একখানি বিশ্রাম বাঙ্গলো ছিল। কর্ণেল মিচেলের

তখন নিজের ঘোড়া কলিকাতা হইতে ধুব্‌ড়ী আসিয়া পৌছে নাই। একটা ঘোড়া না পাইলে কিরূপে মফঃস্বল ভ্রমণ করিবেন এই কথা উঠায় ধুব্‌ড়ীর একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার পাবনা জেলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ-চন্দ্র চাকি মহাশয় তাঁহার নিজের ঘোড়াটী সাহেবকে দিলেন। চাকি মহাশয়ের ঘোড়াটী আকারে ছোট কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। আমরা বেলা ১০টার সময়ে ফকিরগঞ্জে পৌছিয়াই অশ্বারোহণে জমাদারহাট অভিমুখে যাত্রা করিলাম। একেত মার্চ্চ মাসের প্রখর রৌদ্র, তাহার উপর আবার সাহেব বাহাদুর দীর্ঘকাল বিলাত বাস করার পরে আসামে আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে লাগিলেন। চাকি মহাশয়ের ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে ঘোড়াটা যাইতে যাইতে ওচট খাইতেছে। উহা দেখিয়াই তিনি বলিলেন যে This is a very unsafe pony. Mr. Chaki has not got its hoofs cut for the last six months I see. অর্থাৎ এই ঘোড়াটা নিরাপদ নহে, আমি দেখিতেছি যে চাকিবাবু ইহার সোম বা ক্ষুর গত ছয় মাসের মধ্যে কাটান নাই। এই বলিয়াই সাহেব ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং পদব্রজে জমাদারহাট যাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। আমিও আমার ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। এবং সাহেবকে বলিলাম যে আপনি আমার ঘোড়ায় চড়ুন। তবে আমার জিনটা তত ভাল নহে জিন বদলাইয়া লই। তাহাতে সাহেব উত্তর করিলেন যে Your life is more valuable than mine. You are a married man and I am a bachelor. I cannot allow you to ride this unsafe pony. অর্থাৎ তোমার জীবন আমার জীবন অপেক্ষা মূল্যবান। তুমি বিবাহিত, আমি অবিবাহিত, আমি তোমাকে এই বিপজ্জনক ঘোড়ায় চড়িতে দিতে পারি না। এই বলিয়া সাহেব পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলাম। সাহেব আমাকে বলিলেন আমার সহিত সহিস আছে

তোমার সঙ্গে সহিস নাই। তুমি ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আমার সহিত হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট পাইবা। তুমি ঘোড়ায় চড়িয়া আইস এই বলিয়া সাহেব অগ্রবর্ত্তী হইলেন। এক বা দেড় মাইল সেই প্রখর রৌদ্রে সাহেব হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং একটা গাছতলায় যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে জমাদারহাট আর কতদূরে আছে। আমি বলিলাম যে এখনও আর চার মাইল গেলে আমরা জমাদারহাট পাইব। সাহেব বলিলেন যে আমি ত অনেকদূর হাঁটিয়া আসিয়াছি এখনও তথায় যাইতে আরও চারি মাইল রাস্তা আছে বলিতেছ, উহা হইতেই পারে না। আমি বলিলাম যে আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এজন্যই আপনার বোধ হইতেছে আপনি অনেক রাস্তা আসিয়াছেন। আসুন আপনি চাকিবাবুর ঘোড়ায় চড়ুন আমি ঘোড়া দৌড়াইয়া যাইব না। আস্তে আস্তে পাশাপাশি হইয়া যাইব। আপনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া কষ্ট পাইবেন না। অনেক বুঝানর পরে সাহেব ঘোড়ায় উঠিলেন। এবং আমরা গল্প করিতে করিতে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে লাগিলাম। গল্পের মধ্যে প্রথমেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কথা উঠিল। কথা প্রসঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে আমার মত কি জানিয়া লইলেন। যাইতে যাইতে রাস্তার পার্শ্বে একটা বেগুনের ক্ষেত পড়িল। সাহেব বলিলেন এগুলা কি Brinjal অর্থাৎ বেগুন, I like them very much আমি উহা খাইতে খুব ভালবাসি। বেলা আন্দাজ তিনটার সময়ে আমরা জমাদারহাট পৌছিলাম। ঘোড়া চালাইয়া গেলে বেলা ১২টার মধ্যে আমাদের তথায় পৌছিবার সম্ভাবনা ছিল। সাহেবের জিনিষপত্র লইয়া ফকিরগঞ্জ হইতে তিনখান গরুর গাড়ী গিয়াছিল। সাহেব গরুর গাড়ীর ভাড়া দিবার সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ফকিরগঞ্জ হইতে জমাদারহাট পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীর ভাড়া কত। আমি বলিলাম প্রত্যেক গাড়ীর ভাড়া এক টাকা। সাহেব গাড়োয়ানদিগকে ১৲ টাকা হিসাবে ভাড়া দিয়া তিনজন গাড়োয়ানকে ২৲ টাকা হিসাবে ৬৲ টাকা

বক্‌সিস্ দিলেন। বলিলেন ইহারা দরিদ্র লোক। গাড়ীর ভাড়াটা গাড়ীর মালিক পাইবে। ইহারা মালিকের চাকর, ইহারা কি পাইবে? আমি বলিলাম ইহারা ইহাদের দৈনিক মজুরি পাইবে। সাহেব বলিলেন যে ইহারা দরিদ্র লোক, হয়ত ইহাদের স্ত্রী পুত্র আছে। ইহাদিগকে আমি ২৲ টাকা করিয়া বক্‌সিস্ দিলাম। পরদিন প্রাতে আমরা জমাদারহাটের উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়া লক্ষ্মীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে আরও দুইটা পাঠশালা ছিল। সাহেব আমাকে বলিলেন যে তুমি ঐ দুইটা পাঠশালা দেখিয়া লক্ষ্মীপুরে আইস। আমি হাঁটিয়া লক্ষ্মীপুরে যাই। ঐরূপ করাই স্থির হইল। সাহেব হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মীপুর গ্রামটা মেছ্‌পাড়ার জমিদারদিগের বাসস্থান। জমিদারদিগের সরিক অনেক। বড় তরফকে এগার আনার জমিদার বলিত ও ছোট তরফকে পাঁচ আনার জমিদার বলিত। বড় তরফের দেওয়ান ছিলেন শ্রীযুক্ত নবকুমার সমাদ্দার বি. এ,। আর ছোট তরফের দেওয়ান ছিলেন শ্রীযুক্ত বরদানাথ হালদার—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভাবীশ্বশুর ও বাসন্তীদেবীর এবং ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদারের পিতা। তৎকালে বাসন্তীর বয়স বড় জোর নয় বৎসর। বরদানাথ হালদার আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বড় তরফের তৎকালের জমিদার ছিলেন শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, উদ্ধবচন্দ্র চৌধুরী, ভদ্রেশ্বর চৌধুরী ও তাঁহাদের ভ্রাতা লোকনাথ চৌধুরীর কয়েকটী পুত্র। সুতরাং উহাঁরা চারি ভ্রাতা প্রত্যেকে এগার পয়সা রকমের মালিক। আমি উদ্ধববাবুর ৪টী পুত্রকে দেখিয়া আসিয়াছি সুতরাং উহাঁরা তের গণ্ডা তিন কড়া রকমের মালিক। ছোট তরফের বড় কর্ত্তার নাম ছিল তিলকরাম চৌধুরী ও ছোট কর্ত্তার নাম ভোলানাথ চৌধুরী। ইহাঁদের পিতার নাম ছিল পৃথ্বীরাম চৌধুরী। ইহাঁরই নামে গোয়ালপাড়া হাই-স্কুলের নাম করণ হইয়াছিল "পৃথ্বীরাম চৌধুরী হাই-স্কুল"। ভোলানাথ-

বাবু এই হাই-স্কুলটী স্থাপন করেন। এখন ঐ স্কুলটী গভর্ণমেণ্ট হাই-স্কুলে পরিণত হইয়াছে। তিলকরাম চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। যথা সময়ে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর বিষয়ে কিছু কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। তিলকরামবাবুর পুত্র সন্তান জন্মে নাই। একটী মাত্র কন্যা হইয়াছিল। আমার পেন্‌সন্ লওয়ার সময়ে আমি ঐ কন্যাটিকে পরিণীতা ও পুত্রদ্বয়ের জননী দেখিয়া আসিয়াছি। বরদানাথ হালদার একজন Self made man অর্থাৎ ইনি আপনার বুদ্ধিবলে, কার্য্যকুশলতায় ও প্রতিভায় বড়লোক হইয়াছিলেন। ইনি ঢাকা নর্ম্মাল্ স্কুল হইতে ত্রৈ-বার্ষিকী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বগুড়া বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। বগুড়ায় থাকাকালেই ইনি বাসন্তী দেবীর মাতাকে বিবাহ করেন। বাসন্তী দেবীর মাতা বালবিধবা ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম গোলোক পাঁড়ে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। বরদাবাবু বিক্রমপুর পরগনা-নিবাসী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বরদানাথের খুল্লতাত শ্রীনাথ হালদার মহাশয় একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র এইরূপে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করায় তিনি বড়ই অসন্তুষ্ট হন এবং বরদানাথের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি বোঝা ভার। বরদানাথ যখন বিজনীর রাণীর দেওয়ান, তখন তাঁহার খুল্লতাত শ্রীনাথ হালদার মহাশয়কে তাঁহার গোয়ালপাড়ার বাসায় থাকিতে দেখিয়াছি এবং তাঁহার পুত্র অনাথনাথকে বরাবরই বরদাবাবুর বাসায় থাকিতে দেখিয়াছি। বরদাবাবুর শ্বশুর মহাশয় গোলোক পাঁড়েকেও তথায় দেখিয়াছি। তখন তাঁহার পাঁড়ে উপাধি লুপ্ত হইয়া চক্রবর্ত্তী উপাধি হইয়াছে। বরদানাথ যখন গোলোক পাঁড়ের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ ও প্রস্তাব করেন, তখন পাঁড়ে মহাশয়ের একটী কুমারী কন্যা ছিল। পাঁড়ে মহাশয় বলেন যে আমার বিধবা কন্যার বিবাহ দিলে আমার জাতি যাইবে

এবং আমার কুমারী কন্যাকে কেহ বিবাহ করিবে না। এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় বরদানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষিতিনাথ ঐ কুমারী কন্যাটীকে বিবাহ করেন। বরদাবাবু পরে ডিব্রুগড় গভর্ণমেণ্ট হাই-স্কুলের হেড্ পণ্ডিত হন। তৎপরে গোয়ালপাড়া ট্রেনিং স্কুলের হেড মাষ্টার হন। তারপর লক্ষ্মীপুরের জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পৃথ্বীরাম চৌধুরী মহাশয়ের পেস্কার ও শেষে তাঁহার পুত্রদিগের দেওয়ান হন। সর্ব্বশেষে বিজনী ষ্টেটের ম্যানেজার হন। ইনি ইংরাজী বলিতে পারিতেন না। ইংরাজী সংবাদপত্র পড়িয়া পড়িয়া কতকটা ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। সাহেবদের অনেক কথা বুঝিতে পারিতেন কিন্তু ইংরাজী ভাষায় উত্তর দিতে পারিতেন না। যাক্, ধান ভানিতে শিবের গীত আসিয়া পড়িল, এ বিষয়ে এখন এই পর্য্যন্ত।

কর্ণেল মিচেল্ জমাদারহাট হইতে লক্ষ্মীপুরে পদব্রজে আসিয়া, আমি তথায় পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্বে তথাকার বিশ্রাম বাঙ্গলোয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যেহেতু আমি পথিমধ্যে আরও দুইটী পাঠশালা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। আমি বাঙ্গলোয় আসিবামাত্র কর্ণেল বাহাদুর বলিলেন যে বাঙ্গলোয় দুইটী প্রশস্ত কুঠরী আছে, আমি একটায় থাকি তুমি অপরটাতে থাক। তোমার কোন আপত্তি না থাকিলে তুমি আমার সহিত একত্রে ভোজন করিতে পার। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, মহাশয়, আমার কোন বিশেষ আপত্তি না থাকিলেও দেশাচারের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সমর্থ নহি। আর এক কথা আমরা উভয়ে এক বাঙ্গলোয় থাকিলে উভয়েরই অসুবিধা হইবে। আমি পায়খানায় গিয়া জল ফেলিয়া আসিব, গায়ের কাপড় খুলিয়া তেল মাখিয়া স্নান করিব। ইহাতে আমার মনে বিশেষ সঙ্কোচ হইবে ও আপনারও বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে। এখানকার দেওয়ান বরদাবাবু আমার বন্ধু, আমি তাঁহার বাসায় গিয়া থাকিব। এই বলিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া আমি বরদাবাবুর বাসার দিকে যাইতেছি এমন

সময়ে সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন একটা কথা শুনিয়া যাও। আমি এখানে আসিবামাত্রই জমিদার বাড়ী হইতে আমার জন্য একটা প্রকাণ্ড ভেট আসিয়াছিল। উহাতে চা'ল, মাখন, ঘৃত, শাক-সবজি, খাসি, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি বহুল পরিমাণে ছিল। আমি একজন উচ্চ-শ্রেণীর গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্, আঠার শত টাকা মাসিক বেতন পাই। মফঃস্বলে বাহির হইলে দৈনিক ৮৲ টাকা ভাতা ও মাইল প্রতি ॥০ আট আনা হিসাবে পাথেয় পাইয়া থাকি। আমি কেন ঐ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিব? আমি সমস্ত দ্রব্যই ফিরাইয়া দিয়াছি। কিন্তু পাছে জমিদারেরা মনে করেন যে ঐ সমস্ত দ্রব্য ফিরাইয়া দিয়া আমি তাঁহাদের অবমাননা করিয়াছি এই নিমিত্ত তাঁহাদের বাগানে জাত কয়েকটী কপি ও ফুল রাখিয়া দিয়াছি। তুমি উহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিবা যে আমার উদ্দেশ্য মন্দ নহে তাঁহারা যেন রাগ না করেন।

আমি সাহেবকে বলিলাম যে আমরা হিন্দুজাতি অতিথি-সেবক, আমাদের বাড়ীতে কোন অভ্যাগত অতিথি আসিলে তাঁহার সেবা ও সৎকারার্থে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করি। আপনি জমিদারদের বাসস্থানে অর্থাৎ তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। সুতরাং আপনি তাঁহাদের মাননীয় অতিথি। আপনার সেবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইবেন কেন? তাঁহারা আপনার নিকট অন্য কোন অসদুদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি পাঠান নাই। ঐ দ্রব্যগুলি রাখিলে আপনার কোন অবৈধ কার্য্য হইত না।

আমি বরদাবাবুর বাসায় গিয়া সাহেবের ঐ সমস্ত কথা বলিলাম। তিলকবাবুকেও পরে বলিয়াছিলাম। বরদাবাবুকে ইহাও বলিলাম শুনিয়া থাকিবেন আমি সাহেবের সঙ্গে আসিতেছি। আমি না আসা কাল পর্য্যন্ত আপনাদের অপেক্ষা করা উচিত্ ছিল। এত তাড়াতাড়ি ঐ সমস্ত দ্রব্য পাঠানর প্রয়োজন কি ছিল? সাহেব এ জেলায় নূতন

আসিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি ও ভাবগতিক জানিয়া কার্য্য করা উচিত ছিল। বরদাবাবু বলিলেন যে ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ডেপুটী কমিসনার-গণ ত ঐ সমস্ত দ্রব্য লইতে কখনও আপত্তি করেন নাই। আমি বলিলাম দাদা, সব সাহেবের রুচি ও প্রকৃতি একরূপ নহে। এটা আপনার মত বুদ্ধিমান্ লোকের জানা উচিত ছিল।

ডেপুটী কমিসনার কর্ণেল মিচেল্ সাহেব বাহাদুরের অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল। মায়া, দয়া, দাক্ষিণ্য ও ক্ষমাগুণ যথেষ্ট ছিল। তবে মানুষ একেবারে নির্দ্দোষ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারও কোন কোন বিষয়ে দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি ছিল। দয়া ও ক্ষমা গুণের পরিচয় নিম্নলিখিত দুইটী ঘটনায় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার একটী ভৃত্য তাঁহার বাক্স হইতে অনেকগুলি টাকা চুরি করিয়াছিল, তাহার চুরি ধরা পড়াতে তাহাকে ডাকাইয়া সাহেব বাহাদুর বলিলেন "তুই চুরি করিয়াছিস?" সে বলিল "হাঁ করিয়াছি" সাহেব বলিলেন "কাল বেলা ৮টার সময়ে যে ষ্টিমার যাত্রাপুর যাইবে সেই ষ্টিমারে চড়িয়া তুই বাড়ী যাইবি।" যদি ৮টার পরে তোকে এখানে দেখিতে পাই তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জেলে দিব। আমি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তা ত জানিস্। আমি তোকে জেলে দিতে পারি"। সে বলিল "হুজুর আমি সবই জানি তবে আমার হাতে একটি পয়সাও নাই কি লইয়া আমি দেশে যাইব? আমার রাস্তা খরচ লাগিবে, বাড়ী গিয়াও পাঁচ সাতদিন বসিয়া খাইতে হইবে"। সাহেব বাহাদুর বলিলেন "আমার এতগুলি টাকা চুরি করিয়াছিস সে টাকাগুলি কোথায় গেল"? তদুত্তরে সে বলিল "জুয়া খেলিয়া সে সমস্ত টাকা হারাইয়াছি"। সাহেব বলিলেন "তোর দেশে যাইতে কত টাকা লাগিবে" সে বলিল "প্রায় ১০৲ টাকা।" সাহেব তৎক্ষণাৎ দুইখানি ১০৲ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিলেন এই তোর রাস্তা খরচ ১০৲ টাকা ও বাড়ী গিয়া বসিয়া খাইবার জন্য ১০৲ টাকা। এই বলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন।

আর একটী ঘটনা এই সাহেবের বাঙ্গলোর ঠিক উত্তর দিকে গদাধর নামে একটী ক্ষুদ্র নদ ও তাহার মরা খাল ছিল। তিনি সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার বাঙ্গলোর সম্মুখে একখানি চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন। একজন জেলে প্রত্যহই বাঁশজাল পাতিয়া সেইখানে মাছ ধরিত। সাহেব দেখিতেন সে প্রতিদিন মাছ ধরিয়া কত টাকা উপার্জ্জন করে। একদিন সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে তুমি মাছ ধরিয়া প্রতিদিন কত পাও। সে বলিল, হুজুর ঠিক নাই। কোন দিন এক টাকা কোন দিন দেড় টাকা, বা কোন দিন বার আনা পাই। সাহেব বলিলেন তুমি রোজ আমাকে চারিটী করিয়া মাছ দিবা। আমি রোজ তোমাকে একটা করিয়া টাকা দিব। সে বলিল, হুজুর আমি রোজ চারিটা করিয়া মাছ ধরিতে হয়ত পারিব না। তাহার বিশ্বাস সাহেব চারিটা করিয়া বড় মাছ চান। সাহেব বলিলেন আমি চারিটা করিয়া মাছ চাই, তবে আঙ্গুলের মত ছোট চারিটা মাছ হইলেও তোমাকে রোজ এক টাকা করিয়া দিব। জেলে রোজ তাঁহাকে গুণতিতে ছোটই হক বা বড়ই হক চারিটা করিয়া মাছ দিয়া একটী করিয়া টাকা পাইত। আর মাছ ধরার সময় শেষ হইয়া গেলে যখন সে জাল উঠাইয়া নিজ গ্রামে চলিয়া গিয়াছিল, তখন সাহেব বাহাদুর তাহাকে ১০৲টী টাকা দিয়াছিলেন।

দুর্ব্বলতার পরিচয়

সাহেব যে সময়ে ধুব্ড়ীতে ডেপুটী কমিসনার ছিলেন সেই সময়ে বিজনীর রাজ্যে (জমিদারিতে) বিজনীর প্রজা-বিদ্রোহ হয়। রাজা কুমুদনারায়ণ ভূপ আত্মহত্যা করার পরে বিজনীর বড় রাণী সিদ্ধেশ্বরী দেবী জমিদারির অধিকারিণী হন। জীবনরাম ফুকন নামে তাঁহার একজন সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী বা মন্ত্রী ছিলেন। প্রজারা তাহাদের নানাবিধ অসুবিধার কারণ রাণী মহোদয়াকে জানাইবার জন্য রাণীর

তৎকালীন বাসস্থান ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী যোগীঘোপা নামক স্থানে সমবেত হইয়াছিল এবং রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিল। ইহাতে জীবনরাম ফুকন তাহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাহাদের উপর বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেন। প্রজারা ইহাতে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া চন্দ্রনারায়ণ শুভা নামক এক ব্যক্তিকে তাহাদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করে। বিজনীর ভূতপূর্ব্ব রাজা যিনি কুমুদনারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এই চন্দ্রনারায়ণ শুভাকে পোষ্যপুত্র লইবেন বলিয়া বিজনীর তৎকালীন রাজধানী ডুমুরিয়াতে আনেন। চন্দ্রনারায়ণ তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া বিধি অনুসারে দত্তক পুত্র হইতে পারেন না বলিয়া ইহাঁকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু ইহাঁর ভরণ-পোষণ-উপযোগী জায়গীর দিয়া ইহাঁকে ভূতপূর্ব্ব রাজা ডুমুরিয়াতে রাখেন। বিজনীর রাণী সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে প্রজারা কুমুদনারায়ণ ভূপের শাস্ত্রানুসারে বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া স্বীকার না করিয়া চন্দ্রনারায়ণকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে এবং বিদ্রোহ উপস্থিত করে। এই বিদ্রোহকে বারপাটগিরির হাঙ্গামা বলা হইত। এই বিদ্রোহের ফলে অনেক খুন জখম হয়। বিজনীর রাজধানী ডুমুরিয়াতে হাঙ্গামা হইবার সময়ে মতিয়া কেটেঙ্গা নামে একজন লোক জীবন ফুকনকে লক্ষ্য করিয়া একটা বর্ষা নিক্ষেপ করে। জীবন ফুকনকে রক্ষা করিতে গিয়া একজন রিসালদার বর্ষা বিদ্ধ হইয়া মারা যায় এবং রিসালদার মারা যাওয়াতে মতিয়ার উপরে পাশবিক অত্যাচার হয়। মতিয়া তাহার ফলে মরণাপন্ন হয় এবং তাহার একাধিক অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়। এই হাঙ্গামা লইয়া গুরুতর মামলা মোকর্দ্দমা হয়। জীবন ফুকনের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট্ জেনারল পল সাহেব পর্য্যন্ত ধুব্‌ড়ী গিয়াছিলেন। এই মোকর্দ্দমায় জীবন ফুকন অব্যাহতি পান। অব্যাহতি

পাওয়ার পরে আরও ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকেন। ঘর জ্বালানি, খুন, জখম বিস্তর হয়। এই সকল অত্যাচারের ফলে বারপাটগিরির বিদ্রোহ থামিয়া যায়। কর্ণেল মিচেল্ বাহাদুর দুই বৎসরের কিছু অধিক কালের জন্য ধুব্‌ড়ীতে ডেপুটী কমিসনারি করেন। ১৮৮৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি পেন্‌সন্ লইয়া বিলাতে চলিয়া যান। তৎপদে ক্যাপ্টেন্ এম্ এ, গ্রে, এম্, এ, ধুব্‌ড়ীতে আসেন। তিনি তাঁহার কার্য্যভার ক্যাপ্টেন গ্রেকে বুঝাইয়া দেওয়ার পরে আমাকে তাঁহার বাঙ্গলোতে ডাকিয়া পাঠান। আমি তাঁহার সহিত তাঁহার বাঙ্গলোতে দেখা করার পরে তিনি আমাকে বলেন যে I now see that Phukan (জীবন ফুকন) is the fountain head of all evils. অর্থাৎ বাবু আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি ঐ জীবন ফুকনই সমস্ত অনিষ্টের মূল। আমি তদুত্তরে বলি যে Sir, you have come to this conclusion too late, after you have made over charge of the District to your successor. Had you been pleased to put this Phukan to jail custody or Hajat as an under-trial prisoner in the Motia-Katenga case, even for a week, every thing would have gone well, and there would have been no troubles at all অর্থাৎ মহাশয়, আপনি এখন জেলার কার্য্যভার আপনার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করার পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আপনার এই ধারণাটা নিতান্ত অসময়ে হইয়াছে। যদি আপনি মতিয়া কেটেঙ্গার মোকদ্দমার সময়ে ঐ ফুকনকে এক সপ্তাহের নিমিত্তও হাজতে পাঠাইতেন, তাহা হইলে পরে কোন গোলমালই হইত না; আর খুন জখম ইত্যাদি কিছুই হইত না। সকল বিষয়েই শৃঙ্খলা রক্ষা হইত। আমার এই কথা শুনিয়া তিনি যথেষ্ট আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন Babu, every man has his failings, that Phukan, when an infant,

was a very lovely child. I used to pat and kiss him. I conld not have the heart to send him to jail. অর্থাৎ বাবু প্রত্যেক ব্যক্তিরই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা আছে, ঐ ফুকন বাল্যকালে বড়ই কমনীয় ছিল। আমি তাহাকে তখন বড়ই ভাল বাসিতাম ও আদর করিতাম। তাহাকে জেলে দিতে আমার হৃদয়ে বল আসে নাই। এখানে বলা আবশ্যক জীবন ফুকনের বাড়ী ছিল গৌহাটীতে। উঁহার পিতার নাম ছিল বলরাম ফুকন। ইনিও এককালে বিজনীর রাজের দেওয়ান ছিলেন। আসাম-প্রদেশের বর্ত্তমানকালে খ্যাতনামা অরুণরাম ফুকন ও তরুণরাম ফুকন তাঁহার সহোদর ভ্রাতা। কর্ণেল মিচেল্‌ও এক সময়ে গৌহাটীতে ছিলেন। সেই সময়েই জীবন ফুকনকে খুব ভাল বাসিতেন ও আদর করিতেন। এইটীই তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র দুর্ব্বলতার দৃষ্টান্ত।

কর্ণেল মিচেল্ বাহাদুর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার সময়ে অযাচিতভাবে আমাকে একখানি অতি উৎকৃষ্ট সার্টিফিকেট্ বা প্রশংসা পত্র দিয়া গিয়াছিলেন। এই আত্মকাহিনীর পরিশিষ্ট ভাগে উহা সন্নিবেশিত হইবে।

কর্ণেল মিচেল্ বাহাদুরের কার্য্যকালে অনেকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতে ক্ষান্ত হইব।

ধুব্ড়ীর ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার ক্ল্যান্সি সাহেবের সহিত আমার বিবাদ ও পরে মিলন।

কর্ণেল মিচেল্ বাহাদুর যখন গোয়ালপাড়া জেলার (ধুব্ড়ীর) ডেপুটী কমিসনার, তখন (D. J. Clancy) ডি, জে, ক্ল্যান্সি নামক একজন সাহেব ধুব্ড়ীর ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়াছিলেন। তখন ইনি পূর্ত্ত-বিভাগের একজন এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

পশ্চিমাঞ্চল হইতে ইনি আসাম-প্রদেশে অল্পদিন হইল আসিয়াছিলেন। ইনি ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার হওয়ায় ডেপুটী কমিসনারের পূর্ত্ত-বিভাগের সেক্রেটারী বা সম্পাদক ছিলেন এবং আমি স্কুল-ডেপুটী-ইনস্পেক্টর হওয়ায় ডেপুটী-কমিসনারের শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারী বা সম্পাদক ছিলাম। লোক্যাল্ বোর্ডের পূর্ত্ত-বিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। শিক্ষা-বিভাগের হিসাব প্রস্তুত করার ভার আমার উপর, আর চিকিৎসা-বিভাগের হিসাব প্রস্তুত করার ভার সিভিল্ সার্জ্জনের উপর। সকল বিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত হইলে, ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনস্থ লোক্যাল্ বোর্ডের অফিস হইতে একটী যৌথ বজেট প্রস্তুত হইয়া লোক্যাল্ বোর্ডের অনুমোদিত হইলে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইত। সুতরাং ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল্ সার্জ্জন ও স্কুল-ডেপুটী-ইনস্পেক্টর পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া বজেট প্রস্তুত করিতেন। ক্ল্যান্সী সাহেব নূতন লোক, কখনও বজেট প্রস্তুত করেন নাই এজন্য পরামর্শ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অফিসের একাউণ্ট্যাণ্ট শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্তর দ্বারা আমাকে ডাকিয়া পাঠান। ঐ দিন খুব বৃষ্টি হইতেছিল। আমি তাঁহার অনুরোধে বর্ষাতি পোষাকে আমার শরীর ও পরিচ্ছদ আবৃত করিয়া তাঁহার অফিসে যাই। শিববাবু আমাকে সাহেবের ঘরে যাইতে বলেন। আমি বর্ষাতি পোষাকটা রাখিয়া তাড়াতাড়ি আমার সাধারণ পোষাক পরিধান করিয়া তাঁহার ঘরে যাই। আমার মাথায় একটা cap (hat নহে) টুপি ছিল। এবং বলা বাহুল্য পায়েও জুতা ছিল। আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র আমার মাথায় টুপি ও পায়ে জুতা দেখিয়া সাহেব বাহাদুর বড়ই কুপিত হইয়া বলিলেন—I see you are very impertinent. You have come into my room with your hat and shoes on অর্থাৎ আমি তোমাকে বড়ই ধৃষ্ট বা অশিষ্ট দেখিতেছি, তুমি আমার ঘরে পায়ে জুতা ও মাথায় টুপি দিয়া আসিয়াছ। আমি বলিলাম

আসাম, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নহে এখানে কেহই বিশেষতঃ বাঙ্গালী ভদ্রলোকে জুতা ও টুপি খুলিয়া সাহেবদিগের ঘরে যান না। আরও একটা কথা আমার মাথায় এটা cap, hat নহে। Hat হইলে ইংরাজী শিষ্টাচারানুযায়ী আমি উহা মাথা হইতে নামাইয়া হাতে লইয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিতাম। Cap খুলিতে হয় না। সাহেব আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু আমাকে বসিবার জন্য আসন দিলেন না বা বসিতে বলিলেন না। আমিও তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলাম। তৎপর দিন এ বিষয়টী আমি কর্ণেল মিচেল্‌কে কৌশলক্রমে জানাইলাম। কর্ণেল বাহাদুর বলিলেন যে বাবু তোমাদেরও একটা দোষ আছে। তোমরা ইংরাজী পোসাক পর অথচ ইংরাজী শিষ্টাচারের প্রথা অনুসারে চল না। Hat মাথায় দিয়া তোমার ক্ল্যান্‌সি সাহেবের ঘরে যাওয়া উচিত হয় নাই। আমি বলিলাম আমার মাথায় যেটী ছিল সেটী cap, hat নহে, cap খুলিতে হয় না। কর্ণেল বাহাদুর বলিলেন আচ্ছা এ বিষয়ের মীমাংসা করা যাইবে। এ সব কথা তাঁহার এজলাসে অর্থাৎ কাছারিতে প্রকাশ্য বিচার-গৃহে হইয়াছিল। সেইদিনই অপরাহ্নে কর্ণেল বাহাদুর ক্ল্যান্‌সি সাহেবকে তাঁহার বাঙ্গলোয় ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহাকে বলেন যে তুমি ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের সহিত বড়ই অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ। তুমি আমার পূর্ত্ত-বিভাগের সেক্রেটারী এবং ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর আমার শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারি। তুমি গেজেটেড্‌ অফিসার, সেও গেজেটেড্‌ অফিসার। তোমার ও তাহার position বা পদ একই প্রকার। তবে তুমি কিছু বেশী বেতন পাও সে তোমার অপেক্ষা কম বেতন পায়; তোমাদের মধ্যে এই একমাত্র প্রভেদ। আমি তোমাকে পরামর্শ দিতেছি যে তুমি আগামী কল্যই তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবা, না করিলে আমি তোমার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট লিখিব। যাহা হউক তৎপর দিবসই ক্ল্যান্‌সি সাহেব আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপর দিন আমার

অফিসের সম্মুখে আমি দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় ক্ল্যান্‌সি সাহেব টেনিস্‌ খেলিতে যাইতেছিলেন আমাকে দেখিয়াই, আমার নিকট আসিয়া বলিলেন যে, বাবু গতকল্য তোমার সহিত আমার এমন কি হইয়াছিল যে তুমি উহা কর্ণেল মিচেল্‌কে জানাইয়াছ। আমি বলিলাম যাহা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণই ভদ্রতা বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়াই ক্ল্যান্‌সি সাহেব বলিলেন—Babu, don't mind. Let us forget and forgive. Let us be friends from to-day. এই বলিয়া করমর্দ্দন করিবার জন্য তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন। অর্থাৎ বাবু কিছু মনে করিও না, এস আমরা এসব কথা ভুলিয়া গিয়া ত্রুটি স্বীকার করি, আজ হইতে আমরা পরস্পরের বন্ধু হইলাম। এই বলিয়াই করমর্দ্দন করিবার জন্য তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন ও আমরা করমর্দ্দন করিলাম। এখানে বলা আবশ্যক সাহেবেরা বড়ই উদার প্রকৃতি। এই ঘটনার পর দিন হইতেই আমাদের মধ্যে বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল।

এই ঘটনাটা আদ্যোপান্ত তৎকালের "সঞ্জিবনী" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রামগোপাল খাঁ ধুব্‌ড়ীতে এক্‌ষ্ট্র্যা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার ছিলেন। এই ঘটনার পরদিনই কর্ণেল মিচেল্‌ রামগোপাল বাবুকে বলিয়াছিলেন—Ramgopal, did you hear that there was a row between the Deputy Inspector and Mr Clancy. What is Mr Clancy? He is born here, and educated at the Roorki College. I think the Deputy Inspector is better born and better educated than Mr Clancy. অর্থাৎ রামগোপাল শুনিয়াছ কি, যে ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর ও ক্ল্যান্‌সি সাহেবের মধ্যে একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। ক্ল্যান্‌সি সাহেব কি?

এই দেশে তাহার জন্ম ও রুড়কি কলেজে শিক্ষিত। আমি মনে করি ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর ক্ল্যান্‌সি সাহেব অপেক্ষা সদ্বংশজাত ও সুশিক্ষিত।

১৮৮৫ সনের এপ্রিল মাসে ধুব্‌ড়ীতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড

কর্ণেল মিচেল্ সাহেব যৎকালের ধুব্‌ড়ীর ডেপুটী কমিসনার, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৫ সনের এপ্রিল মাসে ধুব্‌ড়ীতে একটা ভয়ানক অগ্নি-কাণ্ড হইয়াছিল। বেলা ৩টার পরে ৪টার মধ্যে রামানন্দ সরকার নামে একটী লোকের বাড়ীতে প্রথমে আগুন লাগে। সেই অগ্নি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া ধুব্‌ড়ীর প্রায় সমস্ত গৃহই দগ্ধ করিয়াছিল। স্কুল বাড়ী, সার্কিট বাঙ্গলো ও সমস্ত ভাল ভাল বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছিল। গৃহদগ্ধ হওয়ায় প্রায় সমস্ত ভদ্রলোককেই পরিবার সহ রাস্তায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। ধুব্‌ড়ী সহরে তিন চারখানি বাড়ী ব্যতীত সমস্ত বাড়ীই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। সার্কিট বাঙ্গলোর নীচে গভর্ণমেণ্টের অনেকগুলি মহামূল্য পটগৃহ বা তাঁবু ছিল। সেগুলিও পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল।

অগ্নিকাণ্ড একটু প্রশমিত হইলে আমি আমার অফিসের কোন ক্ষতি হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছি এমন সময়ে কর্ণেল মিচেল্‌ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাহির হইয়াছেন। রাস্তায় তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। কর্ণেল মিচেল্ আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তখনই মাননীয় চিফ্ কমিসনার Elliot (ইলিয়ট) সাহেব বাহাদুরের নিকট তারে সংবাদ দিলেন যে ধুব্‌ড়ী সহর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের অনেক ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু আমি গভর্ণমেণ্টের ক্ষতির বিষয় ভাবিতেছি না। আমি ভদ্রলোকদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। চিফ্ কমিসনার বাহাদুর তখনই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তারে উত্তর দিলেন।

ইহাঁর সময়ে শিক্ষা-বিভাগের একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। এই ঘটনাটীর সহিত আমি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আমি ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর হইয়া ধুব্ড়ী আসিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ধুব্ড়ীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণের একটী Centre বা কেন্দ্র ছিল। ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরকেই উহার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে হইত। ইতিপূর্ব্বে প্রতি বৎসর নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বা ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে উক্ত পরীক্ষা গৃহীত হইত। ১৮৮৫ সনে এই পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষা ১৩ই এপ্রিল তারিখে প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়; এবং ক্রমাগত ৭।৮ দিন চলে। কয়েক বৎসর ঐ রূপে এপ্রিল মাসে প্রাতঃকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি গৃহীত হইয়াছিল। ধুব্ড়ীতে ঐ প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়ে মধ্য-ইংরাজী, মধ্য-বাঙ্গালা, উচ্চ-প্রাথমিক ও গুরু-ট্রেনিং পরীক্ষাও গৃহীত হইত। মধ্য-ইংরাজী, মধ্য-বাঙ্গালা, ও উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইতে হইলে, পরীক্ষার্থিদিগের যথাক্রমে নভেম্বর মাসের ১লা তারিখে, বয়স, ১৭, ১৫, ও ১৩, বৎসর হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু পরীক্ষার দিন ৫ মাস ১৩ দিন পিছাইয়া যাওয়াতে আমাদের স্কুল-ইনস্‌পেক্টর সাহেব একখানি সার্কুলার জারি করিয়া জানান যে ১৮৮৫ সণের ঐ সমস্ত বৃত্তি পাইবার উপযোগী বয়স হইল যথাক্রমে ১৭ বৎসর ৫ মাস ১৩ দিন, ১৫ বৎসর ৫ মাস ১৩ দিন ও ১৩ বৎসর ৫ মাস ১৩ দিন। পরীক্ষার্থিদিগের বয়স পরীক্ষা-গৃহেই একটী কমিটীর দ্বারা তাহাদের শরীরের গঠন প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্থির করিবার নিয়ম ছিল। জমাদারহাট নামক একটী উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে কয়েকটী ছাত্র উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল। কর্ণেল, মিচেল্, সিভিল্ সার্জ্জন ডাক্তার ডব্‌সন্ ও একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার বাবু রামগোপাল খাঁ এবং আমাকে লইয়া একটি কমিটী গঠিত হইয়াছিল। ঐ কমিটী, দুইটী ছাত্রের বয়স ১৩ বৎসর ৫ মাস ১৩দিন লিখিয়া

লইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে ও বৃত্তিপ্রাপ্ত বালকদিগের নামের তালিকা বাহির হইলে দেখি যে জমাদারহাটের ঐ দুইটী ছাত্র সমস্ত আসাম প্রদেশের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু তাহারা বৃত্তি পায় নাই। বিশেষ করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, যে সকল ছাত্রের বয়স ১৩ বৎসরের অধিক লিখিত হইয়াছিল তাহারা কেহই উচ্চ-প্রাথমিক বৃত্তি পায় নাই। এই দেখিয়াই আমার মনে হইল যে স্কুল-ইনস্পেক্টর সাহেবের অফিসের বড় বাবু তাঁহাদের অফিসের সার্কুলারের কথা মনে না করিয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ১৩ বৎসরের অপেক্ষা বেশী বয়স যাহাদের হইয়াছে সেই সমস্ত ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেন নাই।

স্কুল-ইনস্পেক্টর সি, বি, ক্লার্ক মহোদয়

এই সময়ে আসাম প্রদেশের স্কুল-ইনস্পেক্টর ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিশারদ্, পরম পণ্ডিত, সুবিজ্ঞ, পরমপ্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ বহুদর্শী, ঋষিকল্প, চিরকুমার মহোদয় সি, বি, ক্লার্ক। ইহাঁকে আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। যখন ইনি রাজসাহী-বিভাগের স্কুল-ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং যখন ইহাঁর অফিস দার্জ্জিলিংএ ছিল সেই সময়ে আমি কিছুদিনের জন্য ইহাঁর অফিসে দ্বিতীয় কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলাম। সুতরাং ইহাঁর প্রকৃতি জানিতাম। বাঙ্গালাদেশে শিক্ষা-বিভাগের সৃষ্টি হওয়ার সময় হইতে এ সময় পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ই, বি, কাউয়েল ও ইনস্পেক্টর সি, বি, ক্লার্কের সমকক্ষ ব্যক্তি শিক্ষা-বিভাগে কেহই আসেন নাই। একথা স্বর্গীয় এন্, এন্, ঘোষ মহাশয় তাঁহার পরিচালিত "ইণ্ডিয়ান্ নেসন্" (Indian Nation) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রসঙ্গক্রমে একবার লিখিয়াছিলেন। আমি আসাম গেজেটে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদিগের তালিকা দেখিয়াই কর্ণেল মিচেল্‌কে জানাই ও গেজেট দেখাইয়া বলি যে সম্ভবতঃ ইনস্পেক্টর

সাহেবের অফিসের ভ্রমের জন্য ঐ দুইটি ছাত্র বৃত্তি পায় নাই। কর্ণেল বাহাদুর উহা দেখিয়াই ঐ ছাত্র দুইটীর বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া একখানি খসড়া চিঠি আমাকে দেন। আমার অফিস হইতে আমার কেরাণী উহা নকল করিয়া ইনস্‌পেক্টর অফিসে পাঠাইয়া দেন। ইনস্‌পেক্টর অফিস হইতে উহার কোন উত্তরই আসে না। বহুদিন পরে কর্ণেল মিচেল্ বাহাদুরের সমভিব্যহারে আমি মফঃস্বলে যাই। পথের মধ্যে জমাদারহাট স্কুলটি ও দেখা হয়। আমি ঐ সময়ে ঐ দুইটী ছাত্রকে কর্ণেল বাহাদুরকে দেখাই এবং তাহাদের বৃত্তি না পাওয়ার কথা বলি। সাহেব বলেন ধুব্ড়ী ফিরিয়া গিয়া আমার চিঠির তাগিদ দিব। আমি মফঃস্বল হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে কর্ণেল বাহাদুর ধুব্ড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্কুল-ইনস্‌পেক্টর অফিসে তাগিদ্ দিয়া চিঠি লেখেন। সেই চিঠির উত্তরে ইনস্‌পেক্টর সাহেবের অফিস হইতে চিঠি আসে যে আপনারাই বালক দুইটীর বয়স বেশী লিখিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহারা বৃত্তি পাইবার উপযোগী হয় নাই। আমি কয়েকদিন পরে ধুব্ড়ী ফিরিয়া আসিয়া কর্ণেল বাহাদুরের সহিত তাঁহার এজলাসে দেখা করি। দেখা হইবা মাত্রই তিনি আমাকে ইনস্‌পেক্টর সাহেবের অফিস হইতে প্রাপ্ত চিঠিখানি দেখান। দেখাইয়া বলেন যে তোমারই দোষে বালক দুইটী বৃত্তি পায় নাই। তোমার বেতন হইতে টাকা কাটিয়া লইয়া উহাদিগকে বৃত্তি দিব। তুমি আর কিছুকাল অর্থাভাবে মাছ খাইতে পাইবা না। আমি বলি মাছ কেন, ভাতও খাইতে পাব না। এই বলিয়া আমি সার্কুলারখানি তখনই আনিয়া তাঁহাকে দেখাই এবং বলি যে আমার দোষ এই যে, ইনস্‌পেক্টর সাহেব আমার উপরস্থ কর্ম্মচারী ও আমি তাঁহার অধীন। সাহেব বাহাদুর সাকুলারখানি ভাল করিয়া পড়িয়া বলিলেন যে কোন্ তারিখে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল? আমি বলিলাম ১৩ই এপ্রিল। এই কথা শুনিয়াই তিনি অঙ্গুলিতে গণিয়া নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী

ও মার্চ্চ এই পাঁচ মাস হইল, তারপরে ১৩ই এপ্রিল হইল তের দিন, কাজেই ৫ মাস ১৩ দিন হইল। পরীক্ষার প্রথম দিনে ছাত্র দুইটীর বয়স ঠিক ১৩ বৎসর ৫ মাস ১৩ দিন লেখা হইয়াছিল। বলিলেন Nonsense, exact age অর্থাৎ ঠিক ঠাক বৃত্তি পাইবার বয়স। কি পাগলামি? আমি বলিলাম ঠিক ঠাক বয়স হইলেও বৃত্তি পাইতে পারে। আমার এই কথা শুনিয়া সাহেব বাহাদুর ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরের চিঠির উত্তর দিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিলেন You have wrongfully deprived the two boys of their scholarships অর্থাৎ আপনি নিতান্ত অবিচার ও অন্যায় করিয়া বালক দুইটীকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এই চিঠিখানি অফিসের বাবুরা গোপন করিয়া রাখিতে না পারিয়া ইনস্‌পেক্টর বাহাদুর সি, বি, ক্লার্ক মহোদয়কে দেখাইতে বাধ্য হন। ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর এই চিঠিখানি পাইয়াই সব বিষয়ই বুঝিতে পারেন; বুঝিয়া কি করেন পরে লিখিতেছি।

কর্ণেল মিচেল্ এই চিঠিখানি ঐরূপ কঠিন ভাষায় লেখাতে আমি বলিয়াছিলাম যে সব দোষই আমার ঘাড়ে পড়িবে। ইনস্‌পেক্টর সাহেব আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। তদুত্তরে তিনি বলেন তোমার দোষ কি? তুমি তাঁহার অধীন, আমি ত তোমার ইনস্‌পেক্টর সাহেবের অধীন নহি।

কিছু কাল পরে ইনস্‌পেক্টর বাহাদুর মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর পাহাড়ের উপর দিয়া পদব্রজে আসিয়া গারো-পাহাড় হইতে গোয়ালপাড়া জেলায় আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পার হইতে খেওয়ার ষ্টিমার যোগে ধুব্‌ড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি খেওয়া ঘাটে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত ছিলাম। তিনি নামিয়াই বলিলেন যে রামেশ্বর, আমি তোমাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ দাস নামে

তাঁহার অফিসের দ্বিতীয় কেরাণী উপস্থিত ছিলেন। কালীনারায়ণ-বাবুই আমাকে বলিয়াছিলেন যে ঐ রামেশ্বর ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। এই বলিয়াই বলিলেন রামেশ্বর You have written me all those strong letters. আমি যেন কিছুই জানি না, বলিলাম কোন্ কড়া চিঠির কথা বলিতেছেন? সাহেব বলিলেন about the upper-primary scholarships, আমি বলিলাম যে আমি আপনাকে ঐ বিষয়ে কোন চিঠিই লিখি নাই। সমস্ত চিঠিই কর্ণেল মিচেল্ লিখিয়াছেন। ইনস্‌পেক্টর সাহেব বলিলেন যে তুমি চিঠির খস্‌ড়া করিয়াছ, কর্ণেল মিচেল্ মাত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমি বলিলাম না, তিনি নিজেই খস্‌ড়া করিয়াছেন। সাহেব বলিলেন You are very cunning, you dictated and he wrote অর্থাৎ তুমি বড়ই চতুর, তুমি সমস্ত মুখে মুখে বলিয়া গিয়াছ, কর্ণেল লিখিয়া গিয়াছেন। আমি বলিলাম যে যদি তাহাই সত্য হয় তাহা হইলে উহা আমার গৌরবের বিষয়। আমি একজন বাঙ্গালী বলিয়া গিয়াছি আর কর্ণেল মিচেলের ন্যায় একজন উচ্চ-পদস্থ ইংরাজ আমার কথা মত সব লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কথার পরে ইনস্‌পেক্টর সাহেব বলিলেন যে, However, I have recommended two extra scholarships to your boys, অর্থাৎ সে যাহাই হউক আমি তোমার ঐ দুইটী বালকের নিমিত্ত দুইটী অতিরিক্ত বৃত্তি দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছি। আমি বলিলাম ধন্যবাদ। ইনস্‌পেক্টর সাহেব দুই তিন দিন ধুব্‌ড়ীতে ছিলেন। তিনি ধুব্‌ড়ীতে থাকা কালেই আসাম গেজেটে প্রকাশিত হইল যে ঐ দুইটী বালক মাসিক তিন টাকা হারে বৃত্তি পাইল এবং গেজেটে প্রকাশ হইবার তারিখ হইতেই দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি পাইবে। ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর আমাকে ঐ গেজেট খানি দেখাইয়া বলিলেন যে এখন তুমি সন্তুষ্ট হইলে ত? আমি বার বার ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে আপনি ইনস্‌পেক্টর ছিলেন বলিয়াই সুবিচার হইল।

গেজেটে উহা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ক্লার্ক সাহেব মহোদয়ের ধুব্ড়ীতে আসার পরদিনেই প্রাতঃকালে কর্ণেল মিচেলের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার বাঙ্গলোয় যাই, গিয়া বলি যে আপনি ঐ বৃত্তি সম্বন্ধে যখন শেষে ঐ কড়া চিঠিখানি লেখেন তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে সব দোষই আমার ঘাড়ে পড়িবে। ইনস্‌পেক্টর সাহেব আমাকে বলিয়াছেন যে আমি ঐ সকল কড়া চিঠি তাঁহাকে লিখিয়াছি। তিনি আমার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? সাহেব বলিলেন হাঁ, তোমার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সম্ভবতঃ তোমার চাকরী থাকিবে না। পরে হাসিয়া বলিলেন ক্লার্ক সাহেব কালই বিকালে আমার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে রামেশ্বর একজন নূতন ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কোন ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরই আমার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া চিঠি লিখিতে সাহস করেন নাই। রামেশ্বর একজন চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর হইয়া আমাকে আমার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছে এবং এক বৎসর কাল ব্যাপিয়া এই বিষয়ে লেখালেখি করিতেছে। সুতরাং সে প্রশংসার যোগ্য।

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে আমি হেড্‌মাষ্টার হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। কর্ণেল মিচেল্ এই সম্বন্ধে ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরকে বোধ হয় কিছু বলিয়াছিলেন। ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর ধুব্ড়ীর সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার পরে গৌরীপুর স্কুল দেখেন। যে দিন গৌরীপুর স্কুল দেখেন সেই দিন অপরাহ্নেই ষ্টিমারে উঠিয়া গোয়ালপাড়ায় যান। আমিও উহাঁর সঙ্গে গোয়ালপাড়ায় যাই। পরদিন প্রাতে গোয়ালপাড়ায় পৌছাই। গোয়ালপাড়ায় পৌছিয়া সাহেবকে সার্কিট বাঙ্গলোর সম্মুখে রাখিয়া আমি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সেনের বাসায় যাই। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি সার্কিট্ হাউসের চৌকিদার তখন সেখানে না থাকায় উহার দুয়ার

বন্ধ ছিল কাজেই সাহেব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বাহিরে বাহিরে বেড়াইতে ছিলেন। পাহাড় হইতে অনেক লতা, পাতা, ফুল ও ফল আনিয়াছিলেন। পাহাড়ের এবং ব্রহ্মপুত্র নদের ফটো তুলিয়া ছিলেন।

গৌহাটীর হেড্‌ মাষ্টার বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং ধুব্‌ড়ীর হেড্‌ মাষ্টার বাবু হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, পেন্‌সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করার আবেদন করায় দুইটী হেড্‌ মাষ্টারের পদ এই এই সময়ে খালি ছিল।

ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুর ধুব্‌ড়ীর হাই-স্কুল পরিদর্শন করিবার সময়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে একটী প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কোন ছাত্রই তাহার উত্তর দিতে পারে নাই। সাহেব বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে তোমরা পরে ঐ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আমাকে সার্কিট হাউসে দিয়া আসিও। কিন্তু ছাত্রেরা ঐ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া তাঁহাকে দিয়া আসে নাই। বিদ্যাপাড়া পাঠশালা দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ে সাহেব আমাকে বলিয়া ছিলেন যে ছাত্রেরা তাঁহার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই, তবে কি বুঝিব যে মাষ্টারেরাও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ? Am I to understand that the teachers themselves do not know it. এই কথা শুনিয়াই আমি বলি Sir, this is a very uncharitable remark on your part. Do you mean to say that the teachers are so mean and dishonest as to assist the boys to answer the question? অর্থাৎ মহাশয়, এই মন্তব্যটী আপনার পক্ষে বড়ই অনুদার, আপনি কি মনে করেন যে শিক্ষকেরা এত নীচ প্রকৃতি ও অসাধু যে তাঁহারা ছাত্রদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করিবেন বা উহার উত্তর বলিয়া দিবেন? সাহেব আমার এই কথা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন।

গৌরীপুর ধুব্‌ড়ী হইতে ৬ মাইল দূরে। সাহেবের সঙ্গে আমিও গৌরীপুর স্কুল দেখিতে যাই। সাহেবের ঘোড়া ও আমার ঘোড়া সঙ্গে গিয়াছিল। সাহেব ঘোড়ায় না উঠিয়া পদব্রজে গেলেন সুতরাং আমাকেও তাঁহার সহিত হাঁটিয়া যাইতে হইল। বেলা ৯ টার সময় ধুব্‌ড়ী হইতে রওনা হইয়াছিলাম। মার্চ্চ মাসের প্রখর রৌদ্রের তাপে, ফিরিবার সময়েও ঘোড়ায় চড়া হয় নাই। রৌদ্রের তাপে ১২ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া আমায় পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গেল। রাস্তার মধ্যে কোন স্থানে কোন গাছ বা লতা ছিল না, থাকিলে সাহেব ঐ সমস্ত দেখিবার জন্য আস্তে আস্তে হাঁটিতেন।

সাহেব হেড্‌ মাষ্টারি সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন যে তোমার নিজের কথা ছাড়িয়া দাও। সেকেণ্ড মাষ্টারদিগের মধ্যে কাহার ঐ পদ পাওয়া উচিত। আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিনের সেকেণ্ড মাষ্টার নওগাঁ স্কুলের কালীমোহন দাসের নাম করি। তাহাতে সাহেব বলেন He won't do অর্থাৎ তিনি ঐ পদের অযোগ্য। তৎপরে আমি কাছার স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার রজনীকান্ত বসুর নাম করি, তাহাতেও সাহেব বলেন He is weak in English অর্থাৎ তিনি ইংরাজী ভাষা ভাল জানেন না। তারপর আমি বলি ডিব্রুগড়ের সেকেণ্ড মাষ্টার হারানচন্দ্র দাশগুপ্ত ভাল ইংরাজী জানেন শুনিয়াছি। সাহেব আমাকে বলেন যে As regards your character and capacity I have no doubt but I doubt whether you will prove a successful Head Master, as you have left the line for a long time অর্থাৎ তোমার চরিত্র ও পারদর্শিতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই, তবে তুমি অনেকদিন শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিয়াছ এই নিমিত্ত তুমি হেড্‌ মাষ্টার হইয়া উক্ত কার্য্যে সফলকাম বা কৃতকার্য্য হইবে কি না সন্দেহ করি।

যেদিন আমরা গোয়ালপাড়ায় স্কুল দেখি, সেই দিন আসামের

মাননীয় একটীং চিফ্ কমিসনার বাহাদুর সার উইলিয়ম ওয়ার্ড গোয়াল-পাড়ায় আসেন। তিনিও স্কুলটী পরিদর্শন করেন। ঐ স্কুলটী তখন গোয়ালপাড়া লোক্যাল্ বোর্ডের সাহায্য-কৃত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। উহার অবস্থা ভাল ছিল না। যথেষ্ট আয় ছিল না, কাজেই কোন ভাল হেড্ মাষ্টারই ঐ স্কুলে অধিকদিন কার্য্য করিতেন না। গোয়ালপাড়া যখন জেলার সদর স্থান ছিল তখন ঐ স্থানেই গভর্ণমেণ্ট-হাই-স্কুল ছিল। ঐ স্কুল স্থাপন কালে গোয়ালপাড়ার জমিদারেরা চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। সেই চৌদ্দ হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট কাগজ এখনও স্কুলের তহবিলে গভর্ণমেণ্টের হাতে আছে। যে সকল জমিদার ঐ টাকা দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া মহকুমার মধ্যে বাস ও তাঁহাদের জমিদারিও ঐ মহকুমায়। গোয়ালপাড়া হইতে সদর স্থান ধুব্ড়ীতে আসার পরে স্কুলটীও গোয়ালপাড়া হইতে ধুব্ড়ী আসে এবং তদবধি উহার নাম ধুব্ড়ী হাই স্কুল হয়। আমি এই সমস্ত কথা ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরকে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া প্রার্থনা করি যে ঐ গোয়ালপাড়া মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টী গভর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে লন। ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুর সমস্ত বিষয় বেশ ভাল করিয়া অনু-সন্ধান করিয়া আমার প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং মাননীয় চিফ্ কমিসনার সাহেব স্কুল পরিদর্শন করা কালেই তাঁহাকে বলেন। চিফ্ কমিসনার বাহাদুরও ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলটীকে গভর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে লন।

গোয়ালপাড়া স্কুল দেখার পরে উহার নিকটস্থ ভাটিপাড়া নামে একটী পাঠশালা পরিদর্শন করা হয়। ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথের মধ্যে সব্ ইনস্পেক্টরের চাপরাসী কতকগুলি কমলালেবু আনিয়া ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরের সম্মুখে ধরিল। সাহেব বলিলেন ঐ গুলি কাহার জন্য আনিয়াছে। আমি বলিলাম আপনার জন্য। সাহেব বলিলেন আমি ত উহা চাই নাই, তবে কেন আনিল। আমি বলিলাম

যে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এখন কমলালেবু পাওয়া যায় কিনা সেই জন্যই আমি আনাইয়াছি। আপনি উহার মূল্য দিবেন, লউন। আমি জানিতাম সাহেব বাহাদুর কাহারও নিকট হইতে কোন উপঢৌকন লন না, সেই জন্যই দাম দিবার কথা বলিলাম। তখন সাহেব লইতে সম্মত হইলেন এবং সার্কিট হাউসে উহা পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমি চাপরাসীকে বলিয়া দিলাম যে সাহেবের প্রধান খানসামার নিকট হইতে দাম চাহিয়া আনিও।

সার্কিট হাউসে চৌকিদার উপস্থিত না থাকায় প্রথম দিন সাহেব ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ প্রবেশ করিতে পারেন নাই এবং সে জ্বালানি কাঠ আনিয়া না দেওয়ায় সাহেবের একবেলা আহার পর্য্যন্ত হয় নাই, তথাপি প্রস্থান কালে সাহেব তাহাকে তিন টাকা ও পানীওয়ালাকে তিন টাকা বক্‌সিস্‌ দিয়া গেলেন; এবং মেথরের জন্যও তিন টাকা রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু মেথর কয়েদি ছিল বলিয়া তাহাকে টাকা দিতে না পারায় সাহেব আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন।

প্রস্থানের কিছু পূর্ব্বে সাহেব আমাকে বলিলেন "Rameswar, I have made up my mind to give you a Headmastership. But you won't get Dhubri. You will have to go to Nowgang. Dhubri Headmastership will be offered to Babu Abhaya Charan Dass. M. A. in English, who has been strongly recommended for the Headmastership of Gauhati on Rs. 150 by Mr. Johnson, Commissioner of the Assam Valley Districts. But I won't do any injustice to anybody. Abhaya Charan Sarma, Headmaster of Cachar, who is the senior Headmaster on Rs. 100 will get the Headmastership of Gauhati on Rs. 150. The Headmaster of Nowgang Prasanna Kumar Sen will be transferred to

Cachar. In order to oblige Mr. Johnson, his nominee Abhoya Charan Dass will be posted to Dhubri and you will be posted to Nowgang. আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া উহাতে সম্মত হইলাম। কিন্তু সাহেবের অফিস হইতে কোন ক্লার্ক আমাকে লিখিয়া বলেন যে, কেন আপনি ডেপুটী ইনস্পেক্টরি ছাড়িয়া হেড্ মাষ্টার হইবেন; ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদের বেতন শীঘ্রই বাড়িবে। আমি ধাঁধায় পড়িয়া হেড্ মাষ্টার হইতে পরে অসম্মতি প্রকাশ করি। সুতরাং আমার কথা অনুসারে ডিব্রুগড়ের সেকেণ্ড মাষ্টার হারানচন্দ্র দাশগুপ্ত নওগাঁর হেড্ মাষ্টার হন এবং পর পর আরও দুইজন সেকেণ্ড মাষ্টার হেড্ মাষ্টার হন। এ দিকে ডেপুটী ইনস্পেক্টরের বেতন বাড়িল না। সুতরাং আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও রুদ্ধ হইল। অদৃষ্টের ফল কেহই খণ্ডাইতে পারে না। ঐ সময়ে হেড মাষ্টারের পদ গ্রহণ করিলে আমি প্রথম শ্রেণীর হেড্ মাষ্টার হইয়া ২০০৲ টাকা বেতন পাইতে পারিতাম এবং ১০০৲ টাকা পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে পারিতাম।

গোয়ালপাড়া হইতে আমরা উহার ছয় মাইল দূরে ডুবাপাড়ায় একটী পাঠশালা দেখিতে গিয়াছিলাম। ডুবাপাড়ার নীচে একটী ছোট নদী আছে। খেওয়ার নৌকায় উঠিয়া উহা পার হইতে হয়। সাহেব পার হইয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন পারানি কত দিতে হয়। আমি বলিলাম এক পয়সা মাত্র, এবং সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট পয়সা পায় না। সাহেব কিন্তু একটী টাকা খেউনিকে দিলেন, বলিলেন একটী টাকা দিলাম, আমাদিগকে পুনরায় পার করিয়া দিবার জন্য নৌকা লইয়া ঘাটে বসিয়া থাকিবে। আমি বলিলাম সে আমার জন্যই বসিয়া থাকে আজ ত আপনাকে দেখিয়াছে সে বসিয়া থাকিবেই থাকিবে।

গোয়ালপাড়া হইতে ডুবাপাড়া পর্য্যন্ত রাস্তার মধ্যে নানা প্রকার ফুল ফলের গাছ ও শালবন থাকায় সাহেব বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে

This part of the country is very rich. The road from Dhubri to Gouripur is a mere desert অর্থাৎ গোয়ালপাড়া হইতে এই পর্য্যন্ত রাস্তাটী বড়ই সুন্দর ও মনোহর। ধুব্‌ড়ী হইতে গৌরীপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটা মরুভূমি ভিন্ন কিছুই নহে। সাহেব অনেক লতা, পাতা, ফুল ও গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিয়া লইলেন, এবং রাস্তার মধ্যে মাঝে মাঝে বসিতে লাগিলেন। নানা বিষয়ে গল্প করিতে করিতে আমরা আসিতে লাগিলাম। সাহেব হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি রামেশ্বর, আমি পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিতে পারি কি না?" আমি বলিলাম "না, পারেন না" আমি দার্জ্জিলিংএ দেখিয়াছি আপনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রতিদিন তিন মাইল রাস্তা নীচের দিকে যাইতেন এবং সেই তিন মাইল আবার উপর দিকে আসিতেন। অনেক ফুল, ফল, লতা, পাতা গাছ-গাছড়া আনিতেন এবং সেই গুলি লইয়া কাজ করিতেন। তারপর অফিসের কাজ করিতেন। এক দিনও আপনাকে ক্লান্ত হইতে দেখি নাই। আজ ছয় মাইল প্রায় সমভূমিতে হাঁটিয়া আসিয়াছেন এবং ফিরিয়া যাইতেছেন। আজ আপনি ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিতেছি। এই কথা শুনিয়াই সাহেব বলিলেন যে তুমি ঠিক বলিয়াছ। A man must be true to his bread. I shall attain 55 in next September and I must then retire. অর্থাৎ মানুষের কাজ করিয়া পয়সা খাওয়া উচিত, ফাঁকী দিয়া পয়সা লওয়া উচিত নয়। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আমার বয়স ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইবে ঐ সময়ে আমি অবশ্যই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিব। প্রকৃত পক্ষে তাহাই করিয়াছিলেন। আসাম হইতে বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসার পরে ইনস্‌পেক্টরের পদ তখন খালি না থাকায়, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছু দিন অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াই সেপ্টেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য কর্ত্তব্য জ্ঞান! তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে বিলাতে যাইয়া তথায় তাঁহার যথেষ্ট কাজ করিবার মত কাজ

আছে। চৌদ্দ হাজার উদ্ভিদ্ পদার্থ তাঁহার হাতে আছে, সেই গুলির গবেষণা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটাইতে পারিবেন। প্রকৃত পক্ষে তাহাই করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্-বিদ্যার চর্চ্চায়, অনুশীলনে ও গবেষণায় তিনি উন্মত্তপ্রায় ছিলেন। নিম্নলিখিত বিবরণটী উহাই সপ্রমান করিবে। তিনি যখন আসামের সীমান্ত প্রদেশ সদিয়ার দিকে গিয়াছিলেন, তখন নানাবিধ উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ দিকে তখন ভয়ানক বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহার কাগজপত্র প্রায় সবই ভিজিয়া গিয়াছিল। ব্লটিং এর ন্যায় এক প্রকার কাগজ আছে; উহার মধ্যে গবেষনার্থ উদ্ভিদ্-পদার্থ সকল, যথা লতা পাতা ইত্যাদি রাখিয়া দিয়া ঐ সকলকে রক্ষা করিতে হয়। ঐ কাগজগুলি সবই ভিজিয়া গিয়াছিল। শিবসাগরে আসিয়া তথাকার ডেপুটী কমিসনার এণ্ডারসন্ সাহেবের বাঙ্গলোতে ছিলেন। তাঁহার উহিং নামক খাসিয়া ভৃত্য ঐ কাগজগুলি রাস্তার উপরে রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক করিবার জন্য বিছাইয়া দিয়াছিল। তিনি তখন শিবসাগরের কোন স্কুল পরিদর্শন করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বি, এল্ উকীল তাঁহার ভৃত্যের কথা গ্রাহ্য না করিয়া ঐ কাগজগুলির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। রাস্তার পার্শ্বের ড্রেণ্ দিয়াও তিনি যাইতে পারিতেন। উহিং স্কুলে গিয়া সাহেবকে বলে যে একজন উকীল তাঁহার কাগজের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া কতকগুলি কাগজ নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সাহেব শুনিয়াই উন্মত্তপ্রায় হইলেন। উহিংকে বলিলেন ঐ উকীল বাবুকে দেখাইয়া দিতে পারবি? সে বলিল পারব। সাহেব তাহার সঙ্গে আদালত গৃহের বারান্দায় আসিয়া অক্ষয়বাবুকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বলিলেন Are you in charge of the road অর্থাৎ আপনার হাতে কি রাস্তার কাজের ভার আছে? অক্ষয় বাবু বলিলেন, "না"। এই কথা শুনিয়াই তিনি অক্ষয়বাবুর গালে একটী চড় বসাইয়া দিলেন। অক্ষয়বাবুত অবাক হইয়া পড়িলেন। চারিদিক্ হইতে লোক-

জন ছুটিয়া আসিল। ডেপুটী কমিসনার এণ্ডারসন্ সাহেবের এজলাসে অক্ষয়বাবু সাহেবকে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। সাহেব অবাধে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ডেপুটী কমিসনার তখনই চিফ্ কমিসনার সাহেব বাহাদুরের নিকট এই ঘটনার বিষয় তারে জানাইলেন। চিফ্ কমিসনার বাহাদুর তারে ডেপুটী কমিসনারকে জানাইলেন যে দেখিবেন যেন কেহ ক্লার্ক সাহেবকে অপমান না করে। অক্ষয়বাবু সাহেবের নামে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা রুজু করিলেন। এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার লেফটেন্যাণ্ট্ ব্রাউনের উপর এই মোকর্দ্দমার বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছিল। বিচারে ক্লার্ক সাহেবের ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। অক্ষয়বাবু এক সময়ে ক্লার্ক সাহেবের ছাত্র ছিলেন। তিনি জানিতেন যে ক্লার্ক সাহেবের উদ্ভিদ্-বিদ্যার কোন বস্তু নষ্ট করিলে তাঁহার মনে কতদূর আঘাত লাগে, জানিয়াও ঐরূপ কেন ব্যবহার করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিতেছি না। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি ক্লার্ক সাহেব বাহাদুরকে বলিয়াছিলাম যে আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কেন এই কলঙ্ক হইল। তদুত্তরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে We, Englishmen do not exchange hot words, but at once come to blows. I gave him a slap just like a school-boy; why did he not return it to me? Why did he go to Court? অর্থাৎ আমরা ইংরাজেরা গালিগালাজ দিয়া ঝগড়া করি না। আমরা একেবারে চড়াচড়ি করি। আমি তাঁহার গালে বিদ্যালয়ের ছাত্রের মত একটা চড় দিয়াছিলাম। তিনি আমার গালে চড় দিলেন না কেন? তিনি কেন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন? একেই বলে বিষয়-বিশেষে উন্মত্ত হওয়া। সাহেব বলিতেন লোকে বলে আমি অবিবাহিত, প্রকৃতপক্ষে আমি উহা নহি। আমি উদ্ভিদ্-বিদ্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

কর্ণেল মিচেল্ সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত

করিব। একবার তাঁহার সহিত মফঃস্বলে যাই। গারোপাহাড়ের ঠিক নীচেই মোলাখাওয়া নামক স্থানে একটী সরকারী বিশ্রাম-বাঙ্গলো ছিল। সাহেব সেই বাঙ্গলোয় থাকেন আমি ও তাঁহার দুইজন কেরাণী নিকটস্থ থানায় থাকি। এই সময়ে কৃষ্ণহরি বরা নামে একজন নওগাঁ জেলা-নিবাসী আসামীয়া ভদ্রলোক থানার সব্‌ইনস্‌পেক্টর ছিলেন। সাহেব বাহাদুর গরম করা দুধ চায়ের সহিত খাইতে পারিতেন না এবং কোনরূপ বাজনা শুনিলে বড়ই বিরক্ত হইতেন কৃষ্ণহরি সাহেবের জন্ম যে দুধ আনাইয়া দিয়াছিলেন তাহা জ্বাল দেওয়া দুধ এবং প্রতি রাত্রিতেই নিকটস্থ গ্রামবাসি-গারোরা মদ খাইয়া বাজনা বাজাইত। আমাকে সাহেব ঐ সব বিষয় আমাকে বলায় আমি ভাল দুধের বন্দোবস্ত কৃষ্ণহরি-বাবুর দ্বারাই করাই এবং যাহাতে গারোরা রাত্রিতে বাজনা না বাজায় তাহার বন্দোবস্তও কৃষ্ণহরিবাবুর দ্বারাই করাই। সাহেব একদিন মোলাখাওয়া হইতে ১৬ বা ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী মাণিকারচর নামক স্থানে তথাকার থানা দেখিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে রাত্রি হইয়াছিল। মোলাখাওয়ার নীচে জিঞ্জিরাম নামক একটী নদী ছিল এবং এখনও আছে। ঐ নদীটি পার হইয়া আসিবার সময়ে ঘাটে ভাল বন্দোবস্ত না থাকায় সাহেব জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া পড়েন। এবং কাপড় চোপড়ে শিশির লাগায় সমস্ত ভিজিয়া যায়। ঐরূপে ভিজিয়া যাওয়াতে সাহেবের জ্বর হয়। জ্বর হওয়ার পরে আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং আমাকে বলেন যে আমার গায়ে হাত দিয়া দেখ কেমন শক্ত জ্বর হইয়াছে। আমি গায়ে হাত দিয়া দেখি যে ০৪ ডিগ্রি আন্দাজ জ্বর হইয়াছে। ঐ দিন ইংলিশ্‌ম্যান্‌ কাগজে বাহির হয় যে আসামের চিফ্‌ কমিসনারের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী রিডস্‌ ডেল্‌ সাহেব যুক্ত-প্রদেশের কোন এক স্থানে জ্বরে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি যুক্ত-প্রদেশের কোন এক বিভাগের কমিসনার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়াই সাহেব বড়ই বিচলিত হন; এবং আমাকে বলেন যে

কোন প্রকারে আমাকে কালই ধুব্‌ড়ী লইয়া যাইতে হইবে। আমি বলি তাহাই হইবে। আমাকে বলেন যে আমি হাঁটিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারিব না। আমাকে তবে কিরূপে লইয়া যাইবা? আমি বলি পাল্কী করিয়া লইয়া যাইব। সাহেব বলেন পাল্কী ও বেহারা কোথায় পাইবা? আমি বলি নিকটস্থ সুখচর গ্রামে গৌরীপুরের জমিদারের কাছারি আছে এবং তথায় একজন তহশিলদার আছেন। এখনি তাঁহাকে পরোয়ানা দিব যে কা'ল প্রাতে ভাল একখানি পাল্কী ও আটজন বেহারা চাই, সাহেবকে ধুব্‌ড়ী লইয়া যাইতে হইবে। এই কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন তবে তাহাই করিও। তহশিলদারের উপর পরোয়ানা দেওয়া হইল এবং পরদিন প্রাতে পাল্কী ও বেহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পরদিন সাহেবের জ্বর হইল না। সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে পাল্কী চড়িয়া একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ন্যায় আমি যাইতে ইচ্ছা করি না। কা'ল ভাল থাকিলে ঘোড়ায় চড়িয়াই যাইতে পারিব। এখানকার জ্বর একদিন অন্তর হয়, আমি বুঝিলাম, সাহেব কা'ল আবার জ্বর হইলেই অস্থির হইয়া পড়িবেন সুতরাং পাল্কী থানায় রাখিয়া বেহারাদিগকে যাইতে বলিলাম এবং বলিয়া দিলাম কা'ল প্রাতে তোমরা আবার ঠিক এই সময়ে আসিবা। পরদিন প্রাতে আবার সাহেবের জ্বর হইল, আবার আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে পাল্কীতেই যাইতে হইবে। তদনুসারে বন্দোবস্ত করা হইল। আমার ভাত রান্না হইতেছে এমন সময়ে বিশু নামে একজন চাপরাসী আসিয়া বলিল যে সাহেব পাল্কীতে উঠিয়াছেন; আপনাকে সঙ্গে যাইতে হইবে, আপনি শীঘ্র আসুন। আমার ভাত খাওয়া হইল না, তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খাইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া সাহেবের পাল্কীর সহিত আসিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গে আসাও নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, যেহেতু রাস্তায় পাগলা নামে একটী ছোট নদী ছিল। উহাতে তখন নৌকা চলিবার উপযুক্ত জল ছিল না। নদীতে জলও নিতান্ত কম ছিল না।

বেহারারা পাল্কী কাঁধে করিয়া জলে নামিলে পাল্কীতে জল উঠিত, সুতরাং আমি সঙ্গে না থাকিলে সাহেবকে ভিজাইয়া দিত। আমি সঙ্গে থাকিয়া বেহারাদিগকে পাল্কী মাথায় করিয়া জলে নামাইয়া দিলাম সুতরাং পাল্কীতে জল উঠিল না। বেলা প্রায় ১২টার সময়ে আমরা দক্ষিণ-শালমারা নামক একটী স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। ঐ স্থানে একটী সরকারী বিশ্রাম-বাঙ্গলো ছিল, ও গৌরীপুরের জমিদারের একটী কাছারিও ছিল। সেখানে চন্দ্রকুমার অম্বুলী নামে জমিদারের একজন তহশিলদারও ছিলেন। দক্ষিণ-শালমারার বাঙ্গলোয় আসিয়া দেখা গেল যে গারোহিলের বন-বিভাগের ডেপুটী কন্‌সার্‌ভেটার্‌ সেভি সাহেব ও আসাম-প্রদেশের ইনস্‌পেক্টর-জেনারল অফ্‌ সিভিল্‌ হস্‌পিটালস্‌ (Inspector-General of Civil Hospitals) ও আসাম-প্রদেশের স্যানিটারী কমিসনারও আছেন। এই দুই জন সাহেবকে তথায় পাইয়া কর্ণেল মিচেল্‌ একটু সুস্থ হইলেন। পরে শেষ বেলায় আমরা সেখান হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যার একটু পরে ধুব্‌ড়ীর অপর পারস্থ ফকিরগঞ্জ নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। ফকিরগঞ্জ হইতে খেওয়ার ষ্টিমারে উঠিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ধুব্‌ড়ী আসিতে হয়, কিন্তু ঐ ষ্টিমার বেলা ৪টার সময়ে ফকিরগঞ্জ ঘাট ছাড়ে। কর্ণেল মিচেল্‌ আমাকে রাস্তায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে ষ্টিমারত ছাড়িয়া গিয়াছে, এখন কেমন করিয়া ধুব্‌ড়ী যাওয়া ঘটিবে। আমি বলিলাম আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি। ষ্টিমারের কাপ্তেন এন্‌, পিটার সাহেবকে আমি পূর্ব্বেই চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছি যে, যে পর্য্যন্ত আমরা ঘাটে না পৌছি সে পর্য্যন্ত যেন ষ্টিমার ছাড়া না হয়। আমাদের জন্য তখনও ঘাটে ষ্টিমার ছিল। আমরা রাত্রিকালে ধুব্‌ড়ী পৌছিলাম। বেহারাদিগকে ১৬৲ টাকা দেওয়া হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মোলাখাওয়ায় আমার আহার হয় নাই। দক্ষিণ-শালমারায় পৌছিলে কালা সর্দ্দার নামে জমিদারের একজন

মুসলমান পাইক আমাকে বলিল যে তহশিলদার ব্রাহ্মণ, তাঁহার বাসাতেই আপনার আহারের বন্দোবস্ত হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম। বেলা প্রায় ১টার সময় তহশিলদার শালমারার পণ্ডিতকে ডাকাইয়া বলিলেন যে আমার বাসায় তোমাদের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরবাবুর আহারের ব্যবস্থা হয় নাই। তোমাদের বাবুর খাওয়ার জন্য তোমরা বন্দোবস্ত কর। পূর্ব্বোক্ত কালা সর্দ্দার নিতান্ত আক্ষেপের সহিত আসিয়া আমাকে ব্যাপারটা বলিল; এবং বলিল যে বাবু, আমি আপনার আহারের সমস্ত দ্রব্য দিতেছি। আপনি কাহারও দ্বারা পাক করাইয়া আহার করুন। এবং ইহাও বলিল যে ব্রাহ্মণ হইয়া এত অভদ্র হইতে পারে আমার এ বিশ্বাস ছিল না। আমি বলিলাম তুমি খাবার দ্রব্যাদি দিবা কেন? আমি এখনই তহশিলদারকে সাহেবের দস্তখতি পরোয়ানা দিতেছি, যে আমার রসদ্ বা খাদ্যদ্রব্যাদি উপস্থিত করুন। কালা সর্দ্দার পরোয়ানা দিতে দিল না। নিজেই খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া দিল। ঐ স্থানে রাস্তার মুহুরি একজন ব্রাহ্মণ তখন ছিলেন, তিনি পাক করিয়া দিলেন এবং আমার খাওয়া হইল। তহশিলদারের এই অভদ্রতার কথা কোনরূপে গৌরীপুর জমিদারের মন্ত্রী বা প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের ও দেওয়ানের কর্ণগোচর হয়। উহার ফলে তহশিলদার চন্দ্রকুমার অম্বুলী ঐ স্থান হইতে বদলি হইয়া একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্থানে যান এবং তাঁহার ৫৲ টাকা জরিমানা হয়।

মহাত্মা কর্ণেল মিচেল্ সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি। একবার বজেট্ মিটিংএর সময়ে ধুব্ড়ী হাসপাতালের মেথর তাহার বেতন বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। সিভিল্‌সার্জ্জন ডাক্তার ডব্‌সন্ উহার বিরুদ্ধে মত দেন। তাঁহার বিরুদ্ধ মত শুনিয়াই কর্ণেল মিচেল্ বলিলেন যে ডাক্তার ডব্‌সন্, আপনার জানা উচিত যে সিভিল্ সার্জ্জনের কার্য্য অপেক্ষা মেথরের কার্য্য রোগীদিগের

নিকট অধিক মূল্যবান্। সাধারণ সাহেবদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মত বড়ই প্রতিকূল ছিল। তিনি বলিতেন বিলাতে ইহাঁদের কাহারও ঘর বাড়ী নাই। ইহারা ভবঘুরে বা হাঘরে। They are homeless vagabonds. ধুব্ড়ীতে ম্যাক্‌নিল কোম্পানির একটা খুব বড় রকমের নানা প্রকার দ্রব্য ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার কারখানা ছিল। এই কারখানায় অনেক-গুলি সাহেব কর্ম্মচারী ছিলেন। ধুব্ড়ী বালিকা-বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কোন একজন সাহেব কর্ম্মচারীর নিকটে বালিকা-বিদ্যালয়ের চাঁদা চাহিয়াছিলেন। উক্ত সাহেব মাসিক ১৲ টাকা চাঁদা দিবেন বলিয়া চাঁদার বহীতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কর্ণেল মিচেল্ মাসিক ৫৲ টাকা চাঁদা দিতেন। তাঁহার নিকট চাঁদা আনিতে যাওয়ায় তিনি ঐ চাঁদার বহীতে উক্ত সাহেবের নাম ও চাঁদার হার দেখিয়া বলিলেন যে ঐ সাহেব নিজেই খাইতে পায় না উহার নিকট কেন চাঁদা আনিতে গিয়াছিলে? এরূপে চাঁদা সংগ্রহ করিলে আমি আর চাঁদা দিব না। তোমাদের স্কুল তোমরা নিজে চালাইতে পার না?

কর্ণেল মিচেল্ ১৮৮৬ সনের মার্চ্চ মাসে পেন্‌সন্ লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার কয়েক মাস পরে আমাদের ইনস্‌পেক্টর সি, বি, ক্লার্ক সাহেব আমাকে নওগাঁ জেলা-স্কুলের হেড্ মাষ্টারির পদে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। আসাম গভর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। গেজেট হইতে কেবল বাকী থাকে। আমার পদে যিনি ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর হইবেন স্থির হইয়াছিল তাঁহার জিনীসপত্রও ধুব্ড়ী আসিয়া পৌছে। কিন্তু আমি ধুবড়ী ছাড়িয়া নওগাঁয় যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরকে চিঠি লেখায় আর গেজেট হইল না। আমারও এবারে হেড্ মাষ্টার হওয়া ঘটিল না। আমার এই অদূরদর্শীতার ফলে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হইল। আমার নীচের তিনজন দ্বিতীয় শিক্ষক ক্রমে ক্রমে হেড্ মাষ্টার হইয়া গেলেন। আমি ঐ সময়ে হেড মাষ্টারের পদ গ্রহণ

করিলে ২৫০্ টাকার গ্রেড্ হইতে পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে পারিতাম।

কর্ণেল মিচেলের পরে মেজর এম, এ, গ্রে এম, এ, গোয়ালপাড়া জেলার একটিং ডেপুটী কমিসনার হন। পরে মেজর ম্যাক্‌সোয়েল্ স্থায়ীভাবে আসেন। তাঁহার পরে মিষ্টার গড্‌ফ্রে আই, সি, এস্, আসেন। তাহার পরে মেজর হেণ্ডারসন্ আসেন। ইহাঁদের সময়েও আমি বিলক্ষণ যশ ও প্রতিপত্তি সহকারে কার্য্য করি। ইহাঁদের প্রদত্ত সার্টিফিকেট্ গুলি পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে।

মেজর গ্রে

যৎকালে মেজর গ্রে ডেপুটী কমিসনার ছিলেন, তখনকার একটী ঘটনার উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক বোধ করি। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ধুব্‌ড়ীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার একটী সেণ্টার বা কেন্দ্র ছিল। ধুবড়ীতে রঙ্গপুর জেলার উলিপুর স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষা দিবার জন্য আসিত। এই সময়ে উলিপুরের স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন শ্রীমান্ রজনীকান্ত সরকার। ইনি আমার রঙ্গপুর স্কুলের ছাত্র ছিলেন। রঙ্গপুর স্কুলের কার্য্য করিবার সময়ে ইহাঁর ছাত্র-জীবনের কথা সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পুনরায় উহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

১৮৮৬ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য উলিপুর স্কুল হইতে ৫টী ছাত্র আসিয়াছিল। উহারা ধুব্‌ড়ীতে আসিয়া কাহারও কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিল যে আমাদের হেড্ মাষ্টার ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের ছাত্র। আমরা পুস্তক দেখিয়া লিখিলেও উনি আমাদিগকে কিছু বলিবেন না। ঐ ছাত্রদিগের মধ্যে হেমচন্দ্র রায় নামে একটী বড়ই ধূর্ত্ত ছাত্র ছিল। আর চারুচন্দ্র রায় নামে একটী শান্ত, শিষ্ট ও বুদ্ধিমান্ ছাত্র ছিল। চারু নামক ছাত্রটী, মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাহারবন্দ্ পরগণার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের পুত্র ছিল। আব হেম-

চন্দ্র হেড্ মাষ্টার রজনীবাবুর মামাশ্বশুর ছিল। এবারেও প্রাতঃকালে পরীক্ষা গৃহীত হইতেছিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে যে সব ছাত্র উলিপুর স্কুল হইতে পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল তাহারা মিছামিছি একখানি চিঠি লিখিয়া ইনস্‌পেক্টর সাহেব বাহাদুরের অফিসে জানাইয়াছিল যে উলিপুরের ছাত্রেরা পরীক্ষা-গৃহে পুস্তক দেখিয়া প্রশ্নের উত্তর লেখে। সুপারিন্টেডেন্ট ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর বাবু দেখিয়াও দেখেন না। এবারেও আসিয়া পরীক্ষা গৃহের অন্যতম গার্ড সিভিল্ সার্জ্জন ডাক্তার ডব্‌সন্‌কে এই বলিয়া চিঠি লেখে যে উলিপুরের ছাত্রেরা পুস্তক দেখিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে, এবারও দিতেছে। ডেপুটী কমিসনার গ্রে সাহেবকেও ঐরূপ একখানি চিঠি দিয়াছিল। ডাক্তার ডব্‌সন্ তাঁহার নামের চিঠিখানি ডেপুটী কমিসনারকে দেখান। প্রশ্নের উত্তরের কাগজগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া কভারের মধ্যে পুরিয়া মোহর করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইবার জন্য আমার ক্লার্ক পার্শ্বের একটী ঘরে বসিয়া থাকিতেন এবং আমার অফিসের কাজও করিতেন। একদিন ডেপুটী কমিসনার গ্রে সাহেব পরীক্ষা-গৃহে আসিয়া সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া আমার ক্লার্ককে কাজ করিতে দেখিয়া বলিলেন ইনি এখানে কেন? যে জন্য আমার ক্লার্ককে পার্শ্বের ঘরে রাখা হইয়াছিল তাহা বলায় সাহেব বাহাদুর বলিলেন যে "ডাক্তার ডবসন্ এরূপ একখানি চিঠি পাইয়াছেন যাহাতে লেখা আছে যে চারুচন্দ্র রায় নামক ছাত্রটী পুস্তক দেখিয়া প্রশ্নের উত্তর দেয়। ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর বা অন্য কোন গার্ড উহা ধরিতে পারেন না। আমি চারুর নাম শুনিয়াই বলিলাম যে সর্ব্বৈব মিথ্যা। চারু খুব ভাল ছেলে, সে তাহার কাগজ হইতে মুখই তোলে না। তাহার লেখার ধরণ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি এবং সে কিরূপ উত্তর দেয় দেখিবার জন্য আমি প্রায়ই তাহার টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি। সাহেব বাহাদুর আমাকে বলিলেন যাহাই হউক তুমি উহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবা। সাহেব আমাকে

এইরূপ উপদেশ দিয়া গোয়ালপাড়া মহকুমার অফিসগুলি পরিদর্শন করিবার জন্য সেই দিনই ষ্টিমারে উঠিয়া গোয়ালপাড়ায় চলিয়া গেলেন। পরদিন ইতিহাসের পরীক্ষা হইতেছিল। এদিন হেমচন্দ্র রায় নামক ছাত্রটী খাতা দেন, ব্লটিং দেন বলিয়া বার বার চীৎকার করিতে লাগিল। আমি বালিকা-বিদ্যালয়-গৃহে গুরু-ট্রেনিং পরীক্ষার্থী যে সমস্ত ছাত্র ছিল তাহারা কি করিতেছে দেখিবার জন্য যাইতেছি। বালিকা-বিদ্যালয়-গৃহটী ঠিক হাই-স্কুলের পরেই ছিল। আমি যেমন ঐ দিকে গিয়াছি অমনই আমার সব্‌ইনস্‌পেক্টর শ্যামাচরণ দত্ত আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন দেখিলাম। তিনি আমার নিকট পৌঁছিয়াই আমাকে বলিলেন যে ব্লটিং কাগজ সকলের মধ্যে একখানি চিঠি পাইলাম। চিঠিখানি সদ্যসদ্যই লেখা, উহা পরীক্ষা গৃহেরই লেই দিয়া আঁটা। আপনি আসিয়া দেখুন। হেমচন্দ্র রায়ও ঠিক এই সময়ে ব্লটিং দেন, ব্লটিং দেন বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। আমি আসিয়াই চিঠিখানি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম উহাতে লেখা আছে যে চারুচন্দ্র রায়ের ওয়াচ্‌ পকেটের মধ্যে রেজিষ্ট্রার-প্রদত্ত রসিদের মধ্যে ইংলণ্ডের ইতিহাসের একখানি পাতা আছে। রসিদ চাহিয়া লইলেই উহা পাইবেন। আমার মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ হইল, যে একজন ছাত্রের ওয়াচ্‌ পকেটের মধ্যে রসিদে জড়ান পুস্তকের পাতা থাকিলে অন্য কেহ কিরূপে জানিতে পারিবে। যাহাই হউক চারুর রসিদখানি দেখা আবশ্যক। পাছে অন্য কোন স্কুলের ছাত্রেরা কিছু মনে করে এই জন্য আমি প্রথমেই ধুব্‌ড়ী স্কুলের ছাত্রদিগের রসিদ দেখিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে চারুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার রসিদ চাহিলাম। তখন চারু নিজ মনেই লিখিতেছে। দুই তিনবার রসিদ চাহার পরে সে রসিদ বাহির করিয়া দিয়া আবার লিখিতে লাগিল। আমি রসিদখানি খুলিয়া দেখিয়া বাস্তবিকই উহার মধ্যে একখানি ইংলণ্ডের ইতিহাসের পাতা পাইলাম। উহাতে বিখ্যাত বিখ্যাত ঘটনার সন তারিখ দেওয়া ছিল। উহা

পাইয়াই আমি বলিলাম চারু তোমার রসিদের মধ্যে এ কি? চারু তখনও একাগ্রচিত্তে প্রশ্নের উত্তর লিখিতেছিল। প্রথমে কোন উত্তরই করিল না, পরে ধমক্ দেওয়ায় বলিল কি মহাশয়, আমি তাহাকে উহা দেখানতে সে বলিল যে আমি উহার কিছুই জানি না, কে আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আমার পকেটে এইরূপে উহা রাখিয়াছে। এদিন গার্ড ছিলেন ধুব্ড়ীর প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননাথ চৌধুরী। ইনি ইংরাজী জানিতেন না; পার্শি ও উর্দ্দূ জানিতেন। উর্দ্দূতেই আদালতে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম এবং ইহাও বলিলাম পরীক্ষার নিয়মানুসারে ছাত্রটীকে পরীক্ষাগৃহ হইতে বাহির করিয়াই দিতে হইবে, তবে আমার বিশ্বাস ছাত্রটী নির্দ্দোষী। ডেপুটী কমিসনার সাহেব সহরে উপস্থিত না থাকায় আমি লোক্যাল্‌বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান্ উকীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, মহাশয়কে তৎক্ষণাৎই পরীক্ষাগৃহে একবার আসিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলাম। ইত্যবসরে চারুকে তাহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষাগৃহে রাখিয়া দিয়া আমার সব্ ইনস্‌পেক্টরের সহিত বাহিরে পাঠাইয়া দিলাম। এবং উলিপুরের ছাত্রদিগের বাসা হইতে তাহাদের ইংলণ্ডের ইতিহাসগুলি আনিতে লোক পাঠাইলাম। ঐ ইতিহাসের পুস্তকগুলি দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইলাম যে হেমচন্দ্র রায়ের পুস্তকের ঐ পাতাখানি নাই। তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে হেমই চারুর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই চক্রান্ত করিয়াছে। বিষ্ণুবাবুকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলাম এবং তাঁহার সম্মতি লইয়া চারুকে পুনর্ব্বার পরীক্ষাগৃহে আনাইয়া তাহাকে অবশিষ্ট প্রশ্ন সমূহের উত্তর লিখিতে বলিলাম। ইহাও তাহাকে বলিলাম যে তোমাকে পরীক্ষাগৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ায় তোমার যে সময়টুকু নষ্ট হইয়াছে সেই সময়টুকু তোমাকে দেওয়া যাইবে। চারু পুনরায় লিখিতে লাগিল, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লেখা হইল। যে সময়টুকু

তাহার নষ্ট হইয়াছিল, তাহা আর তাহার লাগিল না। অন্যান্য ছাত্রদিগের সহিত উঠিয়া গেল। চারু বলিল যে ধুব্‌ড়ী বলিয়া এবং আপনি ছিলেন বলিয়াই আমি পুনরায় পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিতে পারিলাম। সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, আসাম-প্রদেশের স্কুল-ইনস্‌পেক্টর ও ডেপুটী কমিসনারকে জানাইলাম। গ্রে সাহেব সমস্ত শুনিয়া আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। যথা সময়ে পরীক্ষার ফল কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইলে দেখিলাম চারু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং হেম ফেল্ বা অনুত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার কয়েক মাস পরে আমি ধুব্‌ড়ী হইতে বাড়ী আসিতেছি এমন সময়ে চারুর সহিত আমার কুরিগ্রামে ট্রেনে দেখা হইল। চারু আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া আমার পায়ের ধূলা লইল এবং বলিল আপনার আশীর্ব্বাদে আমি ১০৲ টাকার একটী বৃত্তি পাইয়াছি। সর্ব্বত্রই সত্যের জয়।

মেজর ম্যাক্‌সোয়েল

ডেপুটী কমিসনার মেজর ম্যাক্‌সোয়েলের সময়েও আমি যশ ও প্রতিপত্তি সহকারে ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলাম। বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠাইবার সময়ে তিনি আমার কার্য্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাও পরিশিষ্ট ভাগে প্রদত্ত হইল।

জি গড্‌ফ্রে

ইহঁার পরে জি গড্‌ফ্রে আই, সি, এস্, ডেপুটী কমিসনার হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহঁার সময়ে গোয়ালপাড়া জেলার ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের পদ উঠিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে প্রত্যেক জেলায় এক একজন ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর ছিলেন, এখন দুই দুই জেলায় এক একজন করিয়া ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর হইলেন। আসাম-উপত্যকাস্থিত ছয়টী জেলায় তিনটী

ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের পদ হইল এবং সুর্ম্মা উপত্যকার জেলাদ্বয়ের একজন ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর হইলেন। অপার আসাম-বিভাগে অর্থাৎ লখিম্‌পুর ও শিবসাগর জেলায় একজন, মধ্য আসাম অর্থাৎ নওগাঁ ও দরং জেলায় একজন, এবং নিম্ন আসাম অর্থাৎ কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায় একজন এবং শ্রীহট্ট ও কাছার জেলায় একজন ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর হইলেন। সুতরাং শিবসাগব, নওগাঁ ও গোয়ালপাড়া জেলার ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরদিগকে (যাঁহারা চতুর্থ গ্রেড্‌ ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর ছিলেন) সব্‌ ইনস্‌পেক্টর হইতে হইল; কিন্তু কাহারও বেতন কমিল না। প্রথম গ্রেড্‌ ডেপুটী ইনস্‌পেক্টবের বেতন হইল ২০০৲ টাকা, দ্বিতীয় গ্রেডের ১৫০৲ টাকা ও তৃতীয় গ্রেডের ১২৫৲ টাকা; সুতরাং আমাকে এখন সব্‌ইনস্‌পেক্টব হইতে হইল। কিন্তু মধ্য আসাম-বিভাগের ডেপুটী ইনসপেক্টর এ সময়ে বিদায়ে থাকায় আমি অল্পদিনের জন্য মধ্য-আসাম-বিভাগেব ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের পদে একটিং ভাবে নিযুক্ত হইয়া তেজপুরে বদলী হইয়া গেলাম। আমি ১৮৮৩ সনের ১৪ই জুলাই হইতে ১৮৮৮ সনের ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত গোয়ালপাড়া জেলার ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলাম। তৎপরে ১৮৮৮ সনের ১১ই জুলাই হইতে ঐ সনের ১৬ই জুলাই পয্যন্ত ধুব্‌ড়ীর সব্‌ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করি। ১৭ই জুলাই হইতে ঐ সনের ১৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মধ্য-আসামের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টরের পদে একটিংভাবে কায্য করিয়াছিলাম। ঐ সময়ের জন্য ১০৬৷৵৮ হিসাবে মাসিক বেতন পাইয়াছিলাম। পবে ধুব্‌ড়ী ফিরিয়া আসিয়া ১৮৮৮ সনের ২০শে আগষ্ট হইতে ১৮৯১ সনের ৯ই জুলাই পর্য্যন্ত ধুব্‌ড়ীর সব্‌ ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করার সময়ে আর একটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিতে চাই। গোয়ালপাড়া মহকুমায় আগিয়া নামে একটী স্থান আছে। ঐ স্থানে একটী থানা ও একটী মধ্য-বঙ্গ-বিদ্যালয়

ছিল, এখানে একখানি গভর্ণমেণ্টের বিশ্রামাগারও ছিল। বিশ্রামাগারটী চাঙ্গ-বাঙ্গলো। এই স্থানটীতে ভয়ানক মশার উপদ্রব্। মশাগুলিও খুব বড় বড়, দিনের বেলায়ও মশার উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। প্রত্যেক বিশ্রামাগারেই এক একখানি বহী থাকে। উহাতে যিনি বিশ্রামাগারে অবস্থান করেন, তাঁহাকেই নিজ নাম, কয়দিন ছিলেন, চৌকিদার কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, বাঙ্গলোর অবস্থা ও বন্দোবস্ত কিরূপ ইত্যাদি লিখিয়া যাইতে হয়। আমি একদিন দেখি যে ঐ বহীতে গারোহিল জেলার বন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ফিসার সাহেব একটী মশার ছবি আঁকিয়া তাহার পেটের মধ্যে লাল পেনসিল দিয়া সে কতখানি রক্ত সাহেবের শরীর হইতে শোষণ করিয়া লইয়াছিল দেখাইয়াছেন; এবং লিখিয়া রাখিয়াছেন Wellpleased fine specimen of mosquito. অর্থাৎ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। মশার উৎকৃষ্ট নমুনা।

রাত্রিতে বিনা মশারিতে কোন মতেই এখানে শয়ন করা যায় না। দিনের বেলায়ও মশারী খাটাইয়া বসিয়া থাকিলে ভাল হয়। প্রত্যেক বিশ্রামাগারেই দুইটী করিয়া সুসজ্জিত কুঠরী থাকিত। অর্থাৎ চেয়ার, টেবিল্‌, খাট, গদি ইত্যাদি প্রত্যেক কুঠরীতেই থাকিত। সুতরাং এখানেও ঐরূপ বন্দোবস্ত ছিল। আমি একদিন ঐ স্থানের মধ্য-বঙ্গ-বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। ঐ বিদ্যালয়টী মেছ্‌পাড়ার জমিদারদিগের স্থাপিত। ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না। লোক্যাল্‌বোর্ডের মাসিক সাহায্য ছিল ২৫৲ টাকা; অবশিষ্ট ব্যয়ের টাকা মেছ্‌পাড়ার জমিদার বাবুরাই দিতেন। এখানকার হেড্‌পণ্ডিত ছিলেন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়। ইনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন এবং সস্ত্রীক এখানে বাস করিতেন। ইহাঁর ব্যবহার ও চরিত্র অতি চমৎকার ছিল। ইনি প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং ধর্ম্মের প্রকৃত অনুষ্ঠান করিতেন। বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করার পরে

থানায় ও ইহাঁর বাসায় বসিয়া বিশ্রাম ও সদালাপ করিতে করিতে প্রায় রাত্রি ১০টা হইয়া গিয়াছিল। রাত্রিতে আহারের ব্যবস্থা পণ্ডিত মহাশয়ের বাসাতেই হইয়াছিল। আমার চাপরাসী ও সহিসকে বাঙ্গলোয় পাঠাইয়া দিয়া সেখানে আমার বিছানা করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। ঐ রাত্রিতে ঐ বাঙ্গলোর একটি কুঠরীতে বিজনি ষ্টেটের ম্যানেজার লোগ্যান্‌ সাহেব ছিলেন। তিনি যে কুঠরীতে আমার বিছানা হইয়াছিল তাহার গদিটীও লইয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং আমার বিছানার খাটে গদি ছিল না। খাটের উপর আমার তোষকটী পাতিয়া মশারি খাটাইয়া আমার চাপরাসী আমার বিছানা করিয়া রাখিয়াছিল। খাটের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা অপেক্ষা আমার তোষকের দৈর্ঘ ও প্রশস্ততা কিছু কম থাকায় খাটের ব্যাটমের ফাঁক দিয়া মশা প্রবেশ করিয়া আমাকে কোনরূপেই নিদ্রা যাইতে দিল না। সুতরাং গদির অভাবটা বড়ই অনুভব করিতে হইল। কাজেই চৌকিদারকে ডাকিয়া গদি কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম। চৌকিদার জাতিতে গারো ছিল। সে বলিল কি হইয়াছে বাবু, চীৎকার কর্‌ছিস্‌ কেন? আমি বলিলাম গদি কোথায় গেল এনে দে। সে বলিল দুইটা গদিই সাহেব লইয়াছেন। আমি বলিলাম যে উহা হইতেই পারে না। সাহেব দুইটা গদি লইবেন কেন? তুই কোথায় রেখেছিস উহা এনে দে। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। লোগ্যান্‌ সাহেব তখন বলিলেন বাবু This is not the time to disturb a gentleman. অর্থাৎ কোন ভদ্রলোককে উত্যক্ত করিবার এ সময় নয়। আমি বলিলাম মশার কামড়ে আমার ঘুম হইতেছে না; কাজেই আমি চৌকিদারকে ডাকিতে বাধ্য হইয়াছি, উহাতে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে এজন্য আমি আন্তরিকই দুঃখিত। সাহেব তখন বলিলেন তোমার লোক পাঠাইয়া দাও আমি গদি দিতেছি। তখন গদি আনাইয়া খাটের উপর পাতিয়া আমি নিদ্রা অনুভব করিতে পারিলাম।

মধ্য-আসাম-বিভাগের একটিং ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে আমি ১৮৮৮ সনের ১৭ই জুলাই হইতে ঐ সনের ১৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মধ্য-আসামের একটিং ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলাম।

ধুব্‌ড়ীর সব্‌ ইনস্‌পেক্টর

সুতরাং ঐ সময়টা আমি ধুব্‌ড়ীতে ছিলাম না, পরে ধুব্‌ড়ী ফিরিয়া আসিয়া সব্‌ ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করি। সব্‌ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করার সময়ে কোন এক সময়ে গভর্ণমেণ্টের খাসমহল অর্থাৎ ইষ্টার্ণ-ডুয়ারের বিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করিতে যাই। তথায় কাকৃড়া গ্রাম নামক স্থানে একটী উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল; ঐ বিদ্যালয়ে পাঠশালার শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য একটী শ্রেণীও ছিল। আমি সিদ্‌লির রাজার তৎকালীন বাসস্থান বিদ্যাপুর হইতে কাকড়া গ্রামে যাইবার বন্দোবস্ত করি। তৎকালে সিদ্‌লির রাজা ছিলেন শ্রীযুক্ত বিষ্ণুনারায়ণ দেব। তাঁহার হাতীটি চাহিয়া লইয়া আমি কাকড়া গ্রামে যাই। ইতিপূর্ব্বেই কাকড়া গ্রামের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র রায়কে লিখিয়া জানাইলাম যে আমি অমুক দিন যাইব। আমার আহারের বন্দোবস্ত সেখানে করিয়া রাখিবেন। আমি যেদিন তথায় যাই তৎপূর্ব্বদিনে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টি হইলেই পাহাড়ে শুষ্ক-প্রায় নদীগুলি জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং কুজিয়া নামক একটী পাহাড়ে নদী জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়ায় হাতীর উপরে বসিয়া উহা পার হইবার উপায় ছিল না। কাজেই নৌকার প্রয়োজন হইল। দেখিলাম নদীতে একখানি নৌকা রহিয়াছে। আমি মাহুতকে ও আমার চাপরাসীকে বলিলাম যে হাতীর পিটের গদি নামাইয়া ঐ নৌকায় দাও এবং ঐ নৌকা করিয়া আমরা অপর পারে যাই। নৌকার মালিক কিছুতেই

তাহার নৌকায় হাতীর গদি উঠাইয়া নিতে চাহিল না। বলিতে লাগিল যে আমার নিজের নৌকা, খেওয়ার নৌকা নহে। কেন ইহাতে আমি আপনাকে উঠিতে দিব? আমি বলিলাম যে আমি তোমার নৌকায় উঠিয়া পার হইবই হইব। এই বলিয়া উহাতে জোর করিয়া উঠিলাম। তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি কোথায় যাইবেন এবং কি জন্য যাইবেন? আমি বলিলাম কাকড়া গাঁয়ে স্কুল দেখিতে যাইব। তখন সে বলিল আচ্ছা বাবু, আগেকার স্কুলের রামেশ্বরবাবু কোথায় গেল? আমি বলিলাম তুমি তাঁহাকে চেন? সে বলিল খুবই চিনি। আমি বলিলাম তুমি তাঁহার নাম শুনিয়াছ তাঁহাকে চেন না। সে বার বার বলিতে লাগিল আমি তাঁহাকে খুবই চিনি। রৌদ্র-নিবারণ জন্য আমার মাথায় একটী শোলার টুপি ছিল। আমি ঐটা খুলিলাম তখন সে আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল বাবু, তুমিই রামেশ্বর বাবু, তবে কেন আমার সঙ্গে ঐরূপ গোলমাল করিতেছিলে। এখন বেলা হয়েছে, এখন তোমার কাকড়া গাঁয়ে যাওয়া হবে না। আমার বাড়ী চল। চিড়ে, দৈ, গুড় আছে, ফলার করিবা। পরে কাকড়া গাঁয়ে যাইবা। আমি বলিলাম কাকড়া গাঁয়ে আমার খাবার বন্দোবস্ত আছে আজই স্কুল দেখিয়া বিদ্যাপুরে ফিরিয়া যাইব। সুতরাং তাহার আতিথেয়তা গ্রহণ করা হইল না। স্কুলটী দেখিয়া যখন অপরাহ্নে ফিরিয়া আসি, তখন দেখি ভুমেশ্বর পাহাড়ের গায়ে একটী বাঘ শুইয়া ঘুমাইতেছে। আমার মাহুতকে বাঘটী দেখাইলাম। মাহুত কাণে কালা ছিল। তাহার গায়ে হাত দিয়া খোঁচা মারিয়া তাহাকে বাঘটী দেখাইতে হইল। বাঘটা আমাদের খুব নিকটেই ছিল। একবার চক্ষু খুলিয়া আমাদিগকে দেখিল, তারপর আবার ঘুমাইতে লাগিল। মাহুত বলিল অন্যদিন আমাদের সঙ্গে বন্দুক থাকে আজ উহা নাই, কি করিব? আমি বলিলাম আমাদের প্রাণরক্ষা হইল এই যথেষ্ট, আর বাঘ মারিতে হইবে না।

ডেপুটী কমিসনার জি গড্‌ফ্রে

১৮৮৮ সনের প্রবেশিকা পরীক্ষা যৎকালে ধুব্‌ড়ীতে গৃহীত হয় সেই সময়ে গড্‌ফ্রে সাহেব ধুবড়ীর ডেপুটী কমিসনার। ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ডেপুটী কমিসনারদিগের কার্য্যকালে সমস্ত পরীক্ষার প্রশ্নের কাগজই ট্রেজারি গৃহে ট্রেজারি অফিসারের হস্তে থাকিত। ট্রেজারি অফিসার প্রতিদিন ট্রেজারি গৃহে যাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইবার ১৫ মিনিট পূর্ব্বে আমাকে প্রশ্নের কাগজগুলি দিয়া দিতেন। কিন্তু গড্‌ফ্রে সাহেব উহা না করিয়া প্রশ্নের কাগজগুলি নিজের বাঙ্গলোতে রাখিয়া দিলেন। প্রথম দিন প্রশ্নের কাগজগুলি তাঁহার বাঙ্গলোয় (সার্কিট্ হাউসে) আনিতে গিয়া দেখিলাম সাহেব কুলিডিপো দেখিতে গিয়াছেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইবার সময় অতীত হইতে চলিল। কিন্তু সাহেব সার্কিট্ হাউসে ফিরিলেন না। আমি সার্কিট্ হাউসে গিয়া সাহেবের আর্দ্দালিকে বলিলাম যে মেম্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর যে তাঁহার নিকট সাহেব কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন কিনা। সে বলিল সাহেব মেম্ সাহেবের নিকট কোন কাগজ রাখেন না এবং আজও রাখিয়া যান নাই। এদিকে পরীক্ষা আরম্ভ হইবার সময় অতীত হইয়া গেল। অগত্যা আমি আমার চাপরাসীকে কুলিডিপোতে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া ট্রেজারি বিল্ডিংএ দাঁড়াইয়া থাকিলাম। সাহেব আমার চাপরাসীর নিকট পরীক্ষার কাগজের কথা শুনিয়া সার্কিট্ হাউসে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ট্রেজারি বিল্ডিংএ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার উপর রাগ করিয়া বলিলেন যে তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় (Like a fool) ওখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? আমার অফিস্ ঘর হইতে কাগজ লইয়া যাও নাই কেন? আমি বলিলাম আপনার অফিস্ ঘরে কত মূল্যবান্ কাগজপত্র আছে, আমি কোন্ সাহসে আপনার অনুপস্থিতিকালে ও আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার অফিস্ ঘরে প্রবেশ করিব? আমি আর্দ্দালিকে বলিয়াছিলাম যে মেম্ সাহেবকে খবর দাও, হয়ত

তাঁহার নিকট কাগজ থাকিতে পারে। আর্দ্দালি সাহেবের ভয়ে বলিয়া ফেলিল যে বাবু ত এখানে আসেন নাই। আমি তাহার ঐ কথা শুনিয়াই বলিলাম যে He is a damned down right liar অর্থাৎ সে ভয়ানক মিথ্যাবাদী। আপনি মেম্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে আমি এখানে আসিয়াছিলাম কিনা? সাহেবের ধারণা ছিল যে তিনি তাঁহার টেবিলের উপরে কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাখিয়া যান নাই। আমার সাক্ষাতেই সাহেব তাঁহার পকেট্ হইতে অফিস্ বাক্সের চাবি বাহির করিয়া উহা হইতে কাগজ বাহির করিয়া দিলেন এবং আমার প্রতি যে অন্যায় রাগ প্রকাশ করিয়া আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়াছিলেন তাহার জন্য একটু অপ্রতিভও হইলেন। পরদিন হইতে মেম্ সাহেব কাগজ হাতে লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। ইনি ধুবড়ীতে ডেপুটী কমিসনার হইয়া আসার কয়েক মাস পরে আমি সব্‌ইনস্‌পেক্টর হই। যখন আমি ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর ছিলাম তখন আমি লোক্যাল্ বোর্ডের মেম্বার ছিলাম, কিন্তু এখন আর মেম্বার নহি। আমি উহার মেম্বার না থাকায় লোক্যাল্ বোর্ডের মিটিংএ উপস্থিত থাকিবার আমার আর অধিকার ছিল না। এজন্য শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের প্রশ্ন উঠিলে বোর্ডের কার্য্যের কতকটা অসুবিধা হইতে লাগিল। একদিন মিটিং হইয়া যাওয়ার পরে সাহেব আমাকে লোক্যাল্ বোর্ডের অফিসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন Why did you not grace the meeting with your presence? অর্থাৎ তুমি মিটিংএ উপস্থিত হইয়া উহার শোভা বর্দ্ধন কর নাই কেন? আমি বলিলাম আমি ত উহার এখন মেম্বার নহি। সাহেব বলিলেন সে কি? এই কথা বলার পরেই গভর্ণমেণ্টকে লিখিলেন যে সব্‌ইনস্‌পেক্টর বোর্ডের মেম্বার না থাকায় উহার কার্য্যের অসুবিধা হইতেছে। উহাকে মেম্বর করা হউক। পরে আসাম গেজেটে দেখিলাম আমি উহার মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছি; অথচ অন্য কোন স্থানের

কোন সব্‌ইনস্‌পেক্টরই লোক্যাল্‌ বোর্ডের মেম্বার হন নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায়, যে গড্‌ফ্রে সাহেবও আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন।

গড্‌ফ্রে সাহেব, কমিসনারের পদে উন্নীত হইয়া গৌহাটী বদলী হইয়া গেলে কিছুদিনের জন্য কেনেডি সাহেব ধুব্‌ড়ীর একটিং ডেপুটী কমিসনার হইয়া আসেন। পরে মেজার হেণ্ডারসন স্থায়ীভাবে ডেপুটী কমিসনার হন।

১৮৯১ সনের সেন্‌সস্‌ কার্য্যে চার্জ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হওয়া

ইঁহার সময়ে ১৮৯১ সনের (Census) আদম সুমারি হয়। আমি মাণিকারচর থানার অধীনস্থ স্থানের সেন্‌সস্‌ চার্জ্জ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হই। যেদিন মাণিকারচর থানার দিকে যাইতেছিলাম, সেইদিন একটী নূতন ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়ার কালে ঘোড়াটা ওঁচট খাইয়া পড়িয়া যায়। আমি উহার সম্মুখ দিকে পড়িয়া যাই। ঘোড়ার মাথাটা আমার পায়ের উপরে খুব জোরে পড়ায় আমার পায়ে খুব আঘাত লাগিয়াছিল; উহার ফলে আমি একমাস কাল পায়ে জুতা দিতে পারি নাই। অথচ ঘোড়ায় চড়িয়া আমাকে উভয় স্কুল ও সেন্‌সসের কার্য্য পরিদর্শন করিতে হইত। হেণ্ডারসন্‌ সাহেব একদিন আমার প্রদত্ত একটী রিপোর্টের উপর লিখিয়াছিলেন This Charge Superintendent works admirably well. অর্থাৎ এই চার্জ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অতি আশ্চর্য্যভাবে কার্য্য করিতেছে। ইঁহার প্রদত্ত সার্টিফিকেট্‌ পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইল। ইঁহারই কার্য্যকালে আমি কোহিমা-গভর্ণমেণ্ট-হাই স্কুলের হেড্‌ মাষ্টারের পদে একটিংভাবে নিযুক্ত হইয়া কোহিমা বদলী হইয়া যাই। আমাদের সেন্‌সস্‌ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন (Gait) গেট সাহেব। ইনি পরে বিহার ও উড়িষ্যার ছোট লাটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জলমগ্ন হওয়া

ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করিবার সময়ে আমি বর্ষাকালে নৌকায় ভ্রমণ করিতাম। একদিন নৌকায় বসিয়া নদী হইতে জল উঠাইয়া

স্নান করিতেছিলাম। নৌকার নগিগুলা উহার পার্শ্বে বাঁধা ছিল। উহার উপরে পা রাখিয়া নদী হইতে ঘটী করিয়া জল তুলিয়া মাথায় ঢালিতেছিলাম। নগিগুলা বান্ধার দড়ি হঠাৎ ছিঁড়িয়া যাওয়াতে আমি নদীর জলে পড়িয়া যাই। ঐ নদী বা নদের নাম ছিল গঙ্গাধর। আমি ১৬ হাত জলের তলে পড়িয়া গিয়াছিলাম। নদীর জলও বড়ই শীতল ছিল। মানুষ জলে ডুবিলেই একবার ভাসিয়া উঠে। আমি ভাসিয়া উঠিয়াই দেখিতে পাইলাম যে নগিগুলি আমার সম্মুখে ভাসিতেছে। আমি ঐ গুলি ধরিয়া মাঝিদিগকে বলিলাম নৌকা ঘুরাইয়া দিয়া আমাকে তুলিয়া লও। উহারা তাহাই করিল। আমি জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে রক্ষা পাইলাম। আমি সাঁতার জানিতাম না ও এখনও জানি না। শ্রীশ্রী৺ মঙ্গলময়ের কৃপায় রক্ষা পাইলাম।

১৮৯১ সালের মে মাসের শেষ ভাগে হঠাৎ এক দিন ডিরেক্টর উইল্‌সন্ সাহেব বাহাদুর আমাকে একখানি ডেমি অফিসিয়াল অর্থাৎ আধা সরকারী চিঠি লিখিয়া আমাকে জানান যে কোহিমা-হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী ১৮ মাসের বিদায় লইয়াছেন; সুতরাং ঐ কালের জন্য ঐ স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদ খালি হইয়াছে। তুমি ঐ ১৮ মাসের জন্য কোহিমায় যাইতে চাও কি না ফেরত ডাকে আমাকে জানাইবা। পূর্ব্বেও ডিরেক্টর্ সাহেব বাহাদুর আমাকে আর একবার কোহিমায় যাইতে বলিয়াছিলেন, সে বারে আমি যাই নাই। তৎপূর্ব্বে ১৮৮৬ সনে আমাকে নওগাঁ-হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করা ঠিক হইয়াছিল। সে বারেও আমি হেড্ মাষ্টারের পদ গ্রহণ করি নাই। তখন ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর, সুতরাং গেজেটেড্ অফিসার ছিলাম। এখন সব্ ইনস্‌পেক্টর ও নন্-গেজেটেড্ অফিসার হইতে বাধ্য হইয়াছি, সুতরাং এ কাজ আর ভাল লাগিতেছে না। যদি এবারেও হেড্ মাষ্টারের পদ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে চিরকালই সব্-ইনস্‌পেক্টর থাকিতে হইবে আর কোন উন্নতির আশা

থাকিবে না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া সেই দিনই ডিরেক্টর সাহেবকে জানাইলাম যে আমি ১৮ মাসের জন্য কোহিমায় যাইতে সম্মত আছি। তবে কোহিমায় যাইবার পূর্ব্বে একবার বাড়ী আসিতে চাই। এ জন্য ১২ দিনের অনুগ্রহবিদায় চাই। ১২ দিনের ছুটী মঞ্জুর হইল। ৪ঠা জুন হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত বিদায় লইয়া বাড়ী আসিয়া ১৬ই জুন কোহিমায় যাইবার জন্য ধুব্‌ড়ী গিয়াছিলাম। কোহিমা নাগা পাহাড়ের সদর স্থান, রেল রাস্তার নিকট নহে। তখন ধন্‌সিরিমুখ বা নিগ্রিটিং নামক ষ্টিমার-ষ্টেসনে নামিয়া গো-যানে উঠিয়া নীচুগার্ড পর্য্যন্ত যাইতে হইত এবং নীচুগার্ড হইতে পদব্রজে বা অশ্বারোহণে কোহিমায় যাইতে হইত। সুতরাং কোহিমায় যাওয়া বড়ই কষ্টকর ছিল। বিশেষতঃ জুন মাস বর্ষাকাল, যাওয়া আরও কষ্টকর।

মণিপুর রাজ্যে মাননীয় চিফ্ কমিসনার কুইন্‌টন্ ও ৪ জন উচ্চপদস্থ সাহেব নৃশংসভাবে হত হন।

আর এক কথা। ইতিপূর্ব্বে ১৮৯১ সনের ২৪ শে মার্চ্চ তারিখে মণিপুরে আসামের মাননীয় চিফ্ কমিসনার কুইন্‌টন্ সাহেব বাহাদুরকে মণিপুরের পলিটিক্যাল অফিসার (Grimwood) গ্রিম্‌উড সাহেবকে ৪২ নম্বর গুর্খা রেজিমেণ্টের অধিনায়ক কর্ণেল স্কিন্‌কে (Colonel Skene) ৪৩ নম্বর গুর্খা রেজিমেণ্টের লেফ্‌টেন্যাণ্ট সিম্পসন্ (Lieutenant Simpson) ও চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের পার্সন্যাল এসিষ্টাণ্ট কসিন্‌স (Cossins) সাহেবকে মণিপুরে অতি নৃশংসভাবে তথাকার লোকে হত্যা করিয়াছিল। কাজেই তখন মণিপুরের সহিত ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ চলিতেছিল। কোহিমা দিয়া মণিপুর যাইবার রাস্তা, সুতরাং তখন কোহিমায় যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। গো-যান পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছিল। এই সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমি ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য কোহিমায় যাইতে স্বীকার করিলাম।

বাড়ী হইতে যাইবার সময়ে আমাদের পাড়ার গন্ধবণিক জাতীয় পাঁচকড়ি দে নামক একজন যুবককে চাকরী করিয়া দিব বলিয়া আশা দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম। ধুব্‌ড়ী পৌছিয়া আমার অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য শ্যাম রাজবংশীকে ও পাঁচকড়ি দেকে সঙ্গে লইয়া ষ্টিমার যোগে ধন্‌সিরিমুখ রওনা হইলাম। যে ষ্টিমারে গিয়াছিলাম সেই ষ্টিমারে ডাক্তার ছিলেন কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বক্‌সি। সুতরাং ষ্টিমারে নানা প্রকারের সুবিধা পাইয়াছিলাম। ধুব্‌ড়ী হইতে যাইবার সময়ে ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একাউণ্ট্যাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দত্ত সুপারভাইজার প্রিচার্ড সাহেবের নামে একখানি চিঠি দিয়াছিলেন। প্রিচার্ড সাহেব এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান্‌। ইনি বড়ই ভদ্রলোক ছিলেন। প্রিচার্ড সাহেব এই সময়ে মণিপুরে যুদ্ধের জন্য আবশ্যক যে সকল জিনীস ষ্টিমারযোগে প্রেরিত হইতেছিল, সেই সমস্ত জিনীস রসদ্‌, ঘোড়া, খচ্চর, ইত্যাদি ধন্‌সিরিমুখ হইতে কোহিমায় পাঠাইবার নিমিত্ত ধন্‌সিরিমুখে সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। ধন্‌সিরিমুখে তাঁহার সহিত দেখা হইবামাত্র শিববাবুর লিখিত চিঠিখানি তাঁহাকে দিলাম। তিনি চিঠি দেখিয়াই বলিলেন যে আপনি এখানে নামিবেন না। এখান হইতে আপনার কোহিমায় যাওয়া সুবিধা হইবে না। আপনি নিগ্রিটিং ঘাটে নামিয়া সেখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া গোলাঘাটে যাইবেন। গোলাঘাটে ভড় কোম্পানির দোকানে উঠিবেন। ভড় কোম্পানীর বাবুরা বড়ই ভদ্রলোক। তাঁহারা আপনাকে কোহিমায় পাঠাইয়া দিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। সুতরাং আমি ধন্‌সিরিমুখে না নামিয়া নিগ্রিটিং গিয়া নামিলাম। নিগ্রিটিং ষ্টিমার-ঘাটের সব্‌ এজেণ্ট বাবু একজন বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি আমাকে বিলক্ষণ যত্ন করিলেন। নিগ্রিটিংএ আমার পূর্ব্বপরিচিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সব্‌-পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। বিজয়বাবুর সহিত ধুব্‌ড়ীতে অনেক দিন একত্রে ছিলাম। বিজয়বাবুর ও সব্‌ এজেণ্ট বাবুর যত্নে ও চেষ্টায় একখানি

গরুর গাড়ী পাইলাম। ঐ গাড়ীতে উঠিয়া গোলাঘাট রওনা হইলাম। সেই দিনই গোলাঘাটে পৌঁছিলাম। ভড় কোম্পানির দোকান গোলাঘাটের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দোকান। সাহেবদিগের ও ভদ্রলোকদিগের ব্যবহারোপযোগী যে সমস্ত দ্রব্য আবশ্যক তাহা প্রায় সমস্তই ঐ দোকানে পাওয়া যাইত। বিলাতী মদ ও বিলাতী খাদ্যদ্রব্যাদি (যাহাকে অয়েলম্যান-ষ্টোর বলে) অর্থাৎ টিনের মধ্যে সুরক্ষিত মাছ, মাংস, ফলের আচার, বিস্কিট, চকলেট ইত্যাদি সমস্তই ঐ দোকানে মিলিত। ঐ দোকানের মালিক ছিলেন কলিকাতা-নিবাসী তন্তুবায় জাতীয় ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার দাস। ইনি গৌহাটী স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ দত্তব জ্যেষ্ঠ পুত্রের শ্বশুর। মহেন্দ্রবাবু আমার একজন বন্ধু। এই দোকান প্রথমে স্থাপন করেন কালীকুমার বাবুর ভাগিনেয় অশ্বিনীকুমার ভড়। এজন্যই উহার নাম হইয়াছিল ভড় এণ্ড কোম্পানি। এই সময়ে এই দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন কৃষ্ণলালবাবু। ইনি কালীকুমারবাবুর একজন আত্মীয়। ভড কোম্পানির দোকানে যে কোন ভদ্রলোক অতিথি হইয়া গেলে অতি যত্নের সহিত গৃহীত হইতেন। অতিথি-সৎকারের জন্য ইঁহারা প্রসিদ্ধ। পরে কালীকুমারবাবু কোহিমাতেও ঐরূপ একখানি দোকান খুলিয়াছিলেন এবং নিজে একবার কোহিমায় গিয়া কয়েকদিন ছিলেন। ইনি অতি সদালাপী ও অতি সজ্জন পুরুষ ছিলেন।

গোলাঘাটে যাইয়া কোহিমায় যাইবার জন্য অর্থাৎ নীচুগার্ড পর্য্যন্ত যাইবার জন্য গো-যান পাওয়া গেল না। তিন দিন সেখানে অপেক্ষা করিয়া আমাকে বসিয়া থাকিতে হইল। পরে ২১ টাকায় একটী হাতী ভাড়া করা হইল। কৃষ্ণবাবুর চেষ্টাতেই হাতীটা পাওয়া গেল। ঐ হাতীতে উঠিয়া আমরা রওনা হইলাম। গোলাঘাট হইতে কোহিমা পর্য্যন্ত ২০ মাইল অন্তর এক একটী গভর্ণমেণ্টের বিশ্রামাগার ছিল এবং এখনও আছে। সুতরাং রাস্তায় থাকিতে কোন কষ্ট হইল না। গোলাঘাট

ছাড়িয়াই প্রথমে গরমপানী নামক বিশ্রামাগার পাওয়া গেল ; এই স্থানে উষ্ণ জলের একটী ঝরণা আছে, এই জন্যই ইহার নাম হইয়াছে গরমপানী। গরমপানী ঝরণার জলে গন্ধকের বেশ ঘ্রাণ পাওয়া যায়। ২০ মাইল অন্তর বিশ্রামাগারে থাকিয়া থাকিয়া কয়েকদিন পরে আমরা ডিমাপুরে পৌছিলাম।

ডিমাপুর

ইহার প্রাচীন নাম ছিল হিড়িম্বপুর। উহার অপভ্রংশে ইহার বর্ত্তমান নাম হইয়াছে ডিমাপুর। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচের মাতুলের নাম ছিল হিড়িম্ব। এই স্থানটী তাঁহার ও ঘটোৎকচের রাজধানী ছিল। অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি এই স্থানে এখনও দৃষ্ট হয়। ডিমাপুরের নীচেই একটী নদী আছে। নৌকাযোগে নদী পার হইয়াই কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। ইহাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল শ্রীমন্ত চৌধুরী। শ্রীমন্তবাবু পূর্ত্ত-বিভাগের সব্-ওভারসিয়ার ছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহিম চৌধুরী বহুকাল ধুব্ড়ীর ষ্টিমার এজেন্টের অধীনে কেরাণী ছিলেন। ডিমাপুরের সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকই তখন মণিপুরের যুদ্ধ ব্যাপারের নিমিত্তই বিশেষভাবেই এক এক কার্য্যে নিযুক্ত। বাবুদের সহিত দেখা হইবামাত্র ইহাঁরা আমাকে বলিলেন যে আমাদের এখানে আপনারা আহার করুন। আহার্য্য প্রস্তুত। আহারের পরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া নীচুগার্ড রওনা হইবেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখানে পৌছিতে পারিবেন। সুতরাং প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন পাইয়া বেশ পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা বিশ্রামের পরে নীচুগার্ড রওনা হইলাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেখানে পৌছিলাম। তথায় পূর্ত্ত-বিভাগের একজন মুহুরি ছিলেন—নাম বিহারীবাবু। বাড়ী হুগলী জেলার বিখ্যাত উত্তরপাড়া গ্রামে। তাঁহার থাকিবার বাসা ছিল এবং তাঁহার বাসার বাহিরে একখানি ছোট বাঙ্গলো ছিল। সেখানে পূর্ত্ত-বিভাগের কোন

কর্ম্মচারী আসিলে থাকিতে পাইতেন। সাধারণ ভদ্রলোকেরও তথায় থাকিবার জন্য কোন নিষেধসূচক আদেশ ছিল না। তবে এটী অন্যান্য বিশ্রামাগারের ন্যায় বড় ও সজ্জিত ছিল না। আমার হাতী সেখানে পৌছিবামাত্রই বিহারীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন হাতীতে কে আসিয়াছেন? আমার চাকর শ্যাম বলিল কোহিমা স্কুলের হেড্ মাষ্টার। বিহারীবাবু এই কথা শুনিবামাত্রই বলিলেন যে এই বাঙ্গলোতে তাঁহার থাকিবার জায়গা হইবে না। আমি হাতী হইতে নামিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম যে, কেন মহাশয় এখানে আমার জায়গা হইবে না? এটি সরকারী বাঙ্গলো। গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী মাত্রেরই এখানে থাকিবার অধিকার আছে। তিনি বলিলেন অবশ্যই আছে, কিন্তু হেড মাষ্টারকে এখানে থাকিতে দিতে আমি সম্মত নহি। আমি বলিলাম হেড্ মাষ্টারের অপরাধ কি? তিনি বলিলেন হেড্ মাষ্টার চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয় এখানে থাকিয়া বড়ই উৎপাত ও অত্যাচার করেন। তিন চারি দিন অনবরত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকেন বমি করিয়া ঘর ভাসাইয়া দেন; কাজেই হেড্ মাষ্টারকে এখানে থাকিতে দিতে চাহি না। আমি বলিলাম যে আমাকে থাকিতে দিয়া দেখুন আমি তাঁহার মত অত্যাচার ও উপদ্রব করি কি না। অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া বাঙ্গলোর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম।

চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সমস্ত বিষয়ই একবার বলিয়াছি। সুতরাং তাঁহার বিষয় আর এখানে বলিবার কিছু আবশ্যক নাই।

নীচুগার্ড হইতে কোহিমা পর্য্যন্ত রাস্তায় তখন হাতী বা গরুর গাড়ী চলিতে পারিত না। হয় পদব্রজে না হয় অশ্বারোহণে তখন নীচুগার্ড হইতে কোহিমায় যাইতে হইত। সুতরাং নীচুগার্ডে আমি আমার ভাড়াটিয়া হাতীটিকে বিদায় দিলাম। আমার জিনীস পত্র লইয়া যাইবার জন্য কুলির দরকার হইল। নীচুগার্ডে কুলি পাওয়া গেল না কাজেই

কুলির জন্য কোহিমায় ডেপুটী কমিসনার বাহাদুরকে চিঠি লিখিতে হইল। তিন চার দিন পরে কোহিমা হইতে ৫জন নাগা কুলি আসিল সুতরাং আমাকে চারি দিন নীচুগার্ডের বাঙ্গলোয় থাকিতে হইল। বিহারীবাবুও আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ইনি বড়ই কৃপণ ছিলেন তথাপি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে কিছু উচ্ছে, বেগুন প্রভৃতি তরকারী ও জঙ্গলী কয়েকটী আম দিয়াছিলেন।

ধুব্‌ড়ী হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বেই ধুব্‌ড়ীর ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একাউণ্ট্যাণ্ট্‌ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দত্ত, কোহিমার সব্‌-ওভারসিয়ার বাবু যাদবেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে আমার উপকারের জন্য একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন; সেই চিঠিতে নীচুগার্ড হইতে কোহিমায় আমার যাওয়ার জন্য একটী ঘোড়া পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। যাদবেন্দুবাবু দয়া করিয়া একটী ঘোড়া পাঠাইয়াছিলেন। ঐ ঘোড়াটী ফেরিমা নামক বিশ্রামাগার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া তথা হইতে কোহিমা যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গী পাঁচকড়ি দে ও আমার চাকর শ্যাম কুলিদিগের সঙ্গে হাঁটিয়া কোহিমায় যাত্রা করিল।

সপ্তম অধ্যায়।

কোহিমা

আমি প্রথমে কোহিমায় পৌছিলাম। আমার পৌছানর ঘণ্টা খানেক পরে পাঁচকড়ি ও শ্যাম কোহিমায় উপস্থিত হইল। যাদবেন্দু বাবুর বাসাতেই উঠিলাম। যাদবেন্দুবাবুর বাড়ী ২৪ পরগনার অন্তর্গত সুকচর গ্রামে। ইনি সপরিবারে কোহিমায় ছিলেন। ইঁহার সহিত ইঁহার মাসীমা ছিলেন। যাদবেন্দুবাবু আমার যথেষ্ট আদর করিলেন। আমার সহিত হিন্দু চাকর ছিল বলিয়া মাসীমা বড়ই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইলেন। বলিলেন এখন আর আমার পানের ও পাকের জন্য নালা হইতে জল আনিতে হইবে না। হেড্ মাষ্টারের চাকরই আনিয়া দিবে। তখন কোহিমায় অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী ভদ্র লোক ছিলেন। তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একাউণ্ট্যাণ্ট্। ইঁহার বাড়ী ২৪ পরগনায়। ইনি আমাদের শান্তিপুরের উড়িয়া গোস্বামীদিগের বাড়ীর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামীর ভগিনীপতি ছিলেন।

২। শ্রীযুক্ত যাদবেন্দু চট্টোপাধ্যায়—সব্ওভারসিয়ার।

৩। পূর্ণচন্দ্র দত্ত, ধুব্ড়ীর শিববাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র বাড়ী ঢাকা জেলায়, ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একজন কেরাণী।

৪। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দাস, ইঞ্জিনিয়ার অফিসের সেকেণ্ড ক্লার্ক বাড়ী নিজ কলিকাতায়।

৫। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ধর গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারির একাউণ্ট্যাণ্ট্।

৬। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন, ডেপুটী কমিসনার সাহেব বাহাদুরের অফিসের একজন ক্লার্ক। ইঁহার বাড়ী ঢাকা জেলায়।

৭। শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাড়ী শান্তিপুরের নিকট মালিপোঁতা গ্রামে। নন্দবাবু ডাক-বিভাগের ওভারসিয়ার ছিলেন।

৮। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একজন কেরাণী। বাড়ী শান্তিপুরে মতিগঞ্জের নিকটে, শান্তিপুর স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার নন্দবাবুর আত্মীয়।

৯। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্র, মিলিটারি পুলিসের হেড্ ক্লার্ক। বাড়ী পাবনা জেলায়।

১০। শ্রীযুক্ত শ্যামচাঁদ বসাক পোষ্টমাষ্টার, বাড়ী নিজ ঢাকা সহরে আমার একজন পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু।

১১। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাড়ী হুগলী জেলায়। ইনি সামান্য রকমের ঠিকাদারি করিতেন।

এতদ্ব্যতীত আর একজন বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহার বাড়ী দিনাজপুর জেলায়। ইঁহাকে লোকে নাগা ভট্টাচার্য্য বলিত। যেহেতু ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু নাগিনী লইয়া নাগাবস্তিতেই বাস করিতেন। সামান্য ঠিকাদারের কার্য্য করিতেন। একাউণ্ট্যাণ্ট্ গোপীমোহনবাবু ব্যতীত আর কেহই হিন্দুয়ানী করিয়া চলিতেন না। যাদবেন্দুবাবু, আশুবাবু ও নন্দবাবু পরিবারসহ ছিলেন। বিহারীবাবুর একটা নাগিনী গৃহিণী ছিল। গোপীমোহনবাবুর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইবামাত্রই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "সব রকম মাংসই খান ত"। পরে অনেক বাঙ্গালী কোহিমায় আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম পরে করিব। কোহিমার সকল বাঙ্গালীই যথেচ্ছাচারী ছিলেন তবে যাদবেন্দুবাবু একটু সাবধানে চলিতেন। প্রকাশ্যে বড় কিছু করিতেন না। কোহিমার সাহেবদিগেরও নাগিনী মেম্ ছিল। ডেপুটা কমিসনার, এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার, মিলিটারি পুলিসের কমাণ্ডাণ্ট সাহেব মোককচং মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সকলেই

সাহেব ছিলেন এবং সকলেরই নাগিনী মেম্ ছিল। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিসনার ম্যাকেব্ সাহেবের ঔরসজাত ও নাগিনীর গর্ভজাত একটী প্রায় ১০।১২ বৎসর বয়স্কা বালিকাও ঐ স্থানে ছিল।

কোহিমা হাই-স্কুলের হেড্মাষ্টার হওয়া

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি কোহিমা হাই-স্কুলে কোন কাজই ছিল না। নামে হাই-স্কুল, কাজে কোন প্রকার স্কুলই নয়। ছাত্রসংখ্যা খুবই কম। ছাত্রের মধ্যে মিলিটারি পুলিসের সিপাহীদিগের নামও রেজিষ্ট্রারিতে লেখা ছিল। শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন হেড্ মাষ্টার ও একজন ২৫৲ টাকা বেতনের শিক্ষক। ছাত্রের মধ্যে গুর্খা ও নাগার ভাগই বেশী। দুই চারিটী আসামীয়া ছিল। বাঙ্গালী মোটেই ছিল না। স্কুলের নিজস্ব ঘরও ছিল না। একখানি ভগ্ন চালা ঘরে স্কুলের কার্য্য হইত। যখন সি, বি ক্লার্ক সাহেব মহোদয় আসামের স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং মনিপুর পর্য্যন্ত ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন কোহিমার সব্-ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের বিশেষ অনুরোধে কোহিমার জন্য একটী হাই-স্কুল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথম হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত লম্বোদর বরা বি, এ, দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ সেনগুপ্ত একটিং হেড্ মাষ্টার। তৃতীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী। চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয় যখন কোহিমায় হেড্ মাষ্টার হইয়া যান, তখন তিনি শিবসাগর হাই-স্কুল হইতে পদ্মনাথ বড়ুয়া নামে একটী ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই পদ্মনাথই একমাত্র ছাত্র কোহিমা হাই-স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পরে এই পদ্মনাথ আসামীয়া ভাষায় অনেকগুলি পদ্য ও গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং একজন কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। যখন স্যার্ ব্যামফিল্ড্ ফুলার আসামের চিফ্ কমিসনার হইয়া যান তখন মধ্য-প্রদেশের দেশী কছরৎ বা ব্যায়াম

আসামে প্রচলন করিবার জন্য পদ্মনাথ বড়ুয়াকে ও শ্রীহট্ট জেলা স্কুলের ২য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার বি, এ, কে ঐ দেশী কছরৎ শিক্ষা করিবার জন্য ঐ প্রদেশে পাঠান। ইঁহারা ঐ ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া আসিয়া ঐ সম্বন্ধে ইংরাজী ও আসামীয়া ভাষায় পুস্তক লেখেন। পদ্মনাথ পরে তেজপুর গুরুট্রেনিং স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলেন এবং কালে ইনি আসাম কাউন্সিলের সদস্যও হইয়াছিলেন। এক সময়ে পদ্মনাথ আমার অধীনে তেজপুর হাই-স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষকের পদেও কাজ করিয়াছিলেন।

আমি কোহিমা যাওয়ার পরে যাদবেন্দুবাবু তাঁহার একটী পুত্রকে ও একটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোহিমায় লইয়া গিয়া স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। পরে ডেপুটী কমিসনার সাহেব বাহাদুরের অফিসের হেড্ ক্লার্ক ডিম্বধর দাস তাঁহার একটী পুত্রকে লইয়া গিয়া কোহিমা স্কুলে পড়িতে দেন; সুতরাং আমার কার্য্যকালে কোহিমা স্কুলে ২য় ও ৩য় শ্রেণী গঠিত হয়। আমাকে ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুর ১৮ মাসের জন্য কোহিমায় পাঠান, কিন্তু চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের ছুটী শেষ হওয়ার পরে পেন্সন্ লওয়ায় আমাকে কোহিমার ১৮৯১ সনের ১০ই জুলাই হইতে ১৮৯৩ সনের ১১ই নভেম্বর পর্য্যন্ত থাকিতে হয় অর্থাৎ দুই বৎসর চারি মাস কার্য্য করিতে হয়।

আমার সময়ে তিনজন নাগাবালককে ৪৲ টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করা হয় এবং কোহিমার পাঠশালার শিক্ষক রসেজু নাগাকে হাই-স্কুলে আনা হয় এবং ঐ পাঠশালাটি হাই-স্কুলের অন্তর্গত হয়। স্কুলের জন্য একটী প্রস্তরনির্ম্মিত বাড়ী প্রস্তুত করার প্রস্তাব মঞ্জুর হয় এবং আমার রিপোর্টে ও ডেপুটী কমিসনার সাহেব মহোদয়ের অনুমোদনে কোহিমা স্কুলটী হাই-স্কুল হইতে মধ্য-ইংরাজী স্কুলে অবনত হয়, যেহেতু কোহিমায় তখন হাই-স্কুলের কোন প্রয়োজনই ছিল না; কেবল গবর্ণমেণ্টের অর্থের অপব্যয় হইতেছিল। আমি কোহিমা হইতে নওগাঁ হাই-

স্কুলে বদলী হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত পদ্মনাথ বড়ুয়া কোহিমা মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার হইয়া যান। এবং আমি তাঁহাকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া আসি। আমি কোহিমায় যাইয়া আমার একজন ডিব্রুগড় স্কুলের ছাত্র দণ্ডীরাম দাসকে ২৫৲ টাকা বেতনের সেকেণ্ড মাষ্টার পাই। দণ্ডীরাম পরে পূর্ত্ত-বিভাগে একটী কার্য্য পাওয়ায় স্কুল ছাড়িয়া যায় এবং যে পাঁচকড়ি দেকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করাই। পরে শ্রীমৎ রায় নামে একজন গুর্খা কিছুদিন ঐ পদে কার্য্য করেন। অবশেষে আমি ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুরকে লিখিয়া এবং আমার নানা প্রকার অসুবিধা হইতেছে জানাইয়া আমাদের গ্রামের শ্রীমান্ জ্যোতির্ম্ময় সেনকে ঐ পদে নিযুক্ত করাই।

ক্রমে ক্রমে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক কোহিমায় উপস্থিত হন। মণিপুরের যুদ্ধের সময়েই নীচুগার্ড হইতে কোহিমা পর্য্যন্ত এমন কি মণিপুর পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচলের রাস্তা করার আবশ্যকতা গভর্ণমেন্টের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং এজন্য দুইজন অতিরিক্ত একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার ও একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ওয়ার্কস্ নিযুক্ত হন। ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন অফিসে অনেক কেরাণী, ওভারসিয়ার, সব্-ওভারসিয়ার, মহরার এবং ডাক্তার নিযুক্ত হন; সুতরাং অনেক বাঙ্গালী, আসামীয়া, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী ও খাসিয়া কোহিমায় আসিয়া উপস্থিত হন। আর যুদ্ধের রসদের বন্দোবস্ত করিবার জন্য এখানে কমিসেরিয়েট অফিস খুলিতে হয়। কোহিমা এখন প্রকাণ্ড সহরে পরিণত হয়। মণিপুর যুদ্ধের অবসান করিবার জন্য প্রত্যহই অনেক সমর-বিভাগের সাহেব কোহিমা দিয়া মণিপুর যাতায়াত করিতে থাকেন। গাড়ী চলাচলের রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য স্যাপার মাইনার্স নামক একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। ডিনামাইটের সাহায্যে বড় বড় পাহাড় ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

ইতিপূর্ব্বে একবার গাড়ী চলাচলের রাস্তা প্রস্তুত করার প্রস্তাব হইয়াছিল। একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার রলো সাহেব তিনলক্ষ টাকা

ব্যয়ে রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য একটী হিসাব দিয়াছিলেন। চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার তখন বলেন যে দেড় লক্ষ টাকার একটা এষ্টিমেট দেওয়া হউক। রলো সাহেব তাহাই দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি বলেন যে দেড়লক্ষ টাকায় উক্ত কার্য্য সমাধা করিতে হইলে যে যে স্থান দিয়া রাস্তা করিতে হইবে তাহা সম্ভবতঃ বর্ষার ধোয়াটে ভাঙ্গিয়া যাইবে। ফলে দেড়লক্ষ টাকার এষ্টিমেট মঞ্জুর হয় এবং কতক পরিমাণে রাস্তাও নির্ম্মিত হয় কিন্তু রলো সাহেবের কথাই সত্য প্রমাণ হয়। এক বর্ষার ধোয়াটেই সমস্ত রাস্তাই ধ্বসিয়া পড়িয়া যায় এবং অনর্থক গবর্ণমেণ্টের প্রায় লক্ষ টাকা অপব্যয় হয়। তারপরে কিছুকাল গাড়ী চলাচলের রাস্তা প্রস্তুত করার প্রস্তাব চাপা পড়িয়া থাকে। যখন মণিপুরে হাঙ্গামা হইল তখন গভর্ণমেণ্টের জ্ঞান হইল যে গাড়ী চলাচলের রাস্তা প্রস্তুত না করিলে আর চলিবে না। সুতরাং প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে গাড়ী চলাচলের রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইল। না ঠেকিলে গভর্ণমেণ্ট টাকা ব্যয় করেন না।

এখন যে সকল বাঙ্গালী কোহিমায় আসিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার পূর্ব্বপরিচিত ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে একজনের নাম শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মিত্র। ইনি ধুব্ড়ী লোকাল্ বোর্ডের অধীনে সব্-ওভারসিয়ার ছিলেন এবং এখন গভর্ণমেণ্টের অধীনে সব্-ওভারসিয়ার হইয়া কোহিমায় প্রেরিত হইলেন। আর একজন শ্রীবিজয়-বন্ধু লাহিড়ী। ইনি ধুব্ড়ী লোকাল বোর্ডের অফিসে একজন কেরাণী ছিলেন। এখন কোহিমার অন্যতম একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে কেরাণী হইয়া গিয়াছিলেন। আর একজন শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস। ইনিও ধুব্ড়ীতে পূর্ব্বে সব্-ওভারসিয়ার ছিলেন। বিজয়বন্ধু আমাদের বাসাতেই থাকিতেন।

একাউণ্ট্যাণ্ট গোপীমোহনবাবু অন্যত্র বদলী হইয়া যাওয়াতে তৎপদে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর রায় আসিলেন। কিছুদিন পরে ইনিও বদলী হইয়া যাওয়াতে শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য একাউণ্ট্যাণ্ট হইয়া

আসিলেন্। শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্র দত্ত স্থায়ী একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে হেড্ ক্লার্ক হইয়া আসিলেন। পরে শ্রীযুক্ত নীলারাম বড়ুয়া ঐ অফিসে আর একজন কেরাণী হইয়া আসিলেন। মাধবেন্দ্রবাবুর বাড়ী ডিব্রুগড়ে ও নীলারাম বাবুর বাড়ী গৌহাটীর নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পারে ছিল। কোহিমায় এখন নূতন নূতন লোক আসায় কোহিমার বাঙ্গালী ও আসামীয়া সমাজের হাওয়া ফিরিয়া গেল। এখন আর কেহ লোক দেখাইয়া যথেচ্ছাচার করিতে সাহস পাইতেন না। রাণীগঞ্জের নিকট নাচনপারল নামক একটী পল্লীর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস্, এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইয়া আসিলেন। নূতন কার্টরোডের লোকজনদিগের চিকিৎসার জন্য লাহোর মেডিক্যাল্ কলেজের ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ ঐ বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইয়া আসিলেন। অমৃতলাল বসু নামে আমার পূর্ব্বপরিচিত একব্যক্তি সব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইয়া আসিলেন। নদীয়া জেলার শ্রীযুক্ত শ্রীহরি মুখোপাধ্যায় সব্-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইয়া আসিলেন; কিন্তু ইঁহাকে কোহিমা হইতে অনেক দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠান হইয়াছিল। আমার বাসায় একজন নওগাঁ জেলা-নিবাসী আসামীয়া ব্রাহ্মণকে পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমরা ৪।৫ জনে একত্রে খাওয়া দাওয়া করিতে লাগিলাম। আগে কোন হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি কোহিমায় আসিলে থাকিবার স্থান পাইতেন না; এখন আমার বাসায় ব্রাহ্মণ পাচক ও হিন্দু চাকর থাকাতে অনেক গোঁড়া হিন্দুও আসিয়া আমার বাসায় উঠিয়া দুই চারি দিন থাকিবার সুবিধা পাইলেন। ক্রমে একজন সন্ন্যাসীকে পাইয়া আমরা একটা হিন্দু সভার প্রতিষ্ঠা করিলাম। কোহিমা এখন নূতন আকার ধারণ করিল। সৌভাগ্যের বিষয় সকল লোকেরই আমার প্রতি ভালবাসা জন্মিল। কোন কাজ করিতে হইলে আমার সহিত সকলেই পরামর্শ করিতেন। কোহিমায় দুর্গোৎসবের সময়ে মিলিটারী পুলিসের হিন্দু কর্ম্মচারিগণ ও রেজি-

মেণ্টের হিন্দুকর্ম্মচারিগণ মহা ধুমধামের সহিত পূজা করিতেন। নাচ, গান খুবই হইত। সাহেবরাও ঐ আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন। তবে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা হইত না। নবীনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য একাউণ্ট্যাণ্ট গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং ইহাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও দশকর্ম্মকরার জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। ইহাঁকে পাইয়া আমরা মহাষ্টমীর দিন মায়ের পূজা করিয়াছিলাম।

এ, ডব্লিউ ডেভিস্ নাগা হিলের ডেপুটী কমিসনার

আমি যখন কোহিমায় যাই তখন এ, ডবলিউ, ডেভিস্ (A. W. Davis) আই, সি, এস্, নাগা হিলস্ জেলার (কোহিমার) ডেপুটী কমিসনার ছিলেন। ইনি বিলক্ষণ শান্ত, শিষ্ট ও ভদ্রলোক ছিলেন। পরে ইনি দীর্ঘকালের জন্য বিদায়ে যাওয়াতে মোককৃচং মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ক্যাপ্তেন্ উড্ (Captain wood) ডেপুটী কমিসনার হইয়া আসেন। ডেভিস্ সাহেব পরে ইনস্‌পেক্টর-জেনারল অব পুলিস্ হইয়াছিলেন। আমার কোহিমা থাকা কালে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল।

কোহিমা হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে নীচের দিকে জুব্জা বলিয়া একটী স্থান ছিল ও এখনও আছে। এই স্থানে গিরিশচন্দ্র মজুমদার নামে নূতন কার্টরোডের একজন ওভারসিয়ার ছিলেন। ইনি আমার একজন বন্ধুর জামাতা ছিলেন। মফঃস্বলে যাইবেন বলিয়া বাহির হইয়াছেন এমন সময়ে ইনি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাঁহার অধীনস্থ একজন নাগাকুলি এই সংবাদটা আমাদিগকে কোহিমায় আসিয়া দিল। এই সংবাদ পাইয়াই আমরা মিলিটারি পুলিস-হাসপাতাল হইতে একখানি ষ্ট্রেচার খাট সংগ্রহ করিয়া আটজন নাগা কুলি দিয়া জুব্জায় পাঠাইয়া দিলাম; এবং গিরিশবাবুকে কোহিমায় আনাইলাম। প্রথমে যাদবেন্দুবাবুর বাসায় তাঁহাকে আনা হইল। সেখানে রাখিয়া

চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত হইবে না বলিয়া কেল্লার মধ্যে ডাকঘরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। কেল্লার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কাছারি, ট্রেজারি বা মালখানা, ডাকঘর ও মিলিটারি হাসপাতাল ছিল। এই সময়ে ডাক্তার বার্ড (উত্তরকালের কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক) কোহিমার রেজিমেণ্টের সার্জ্জন ছিলেন।

ডাক্তার বার্ডকে সংবাদ দিবামাত্রই তিনি রোগীকে দেখিতে আসিলেন। রোগীর নাম গিরিশ শুনিয়া তিনি রোগীর কাণের নিকট মুখ দিয়া গিরিশ গিরিশ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিছুতেই তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল না। গিরিশ কোনরূপ নেশা করিতেন কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন যে গিরিশ তামাক পর্য্যন্ত খায় না। নাসিকারন্ধ্র দিয়া তাঁহাকে ঔষধ সেবন করান ও তরল খাদ্য প্রদান করিতে হইত। এইরূপে ৫।৭ দিন গেল। হঠাৎ একদিন বেলা ১১ টার সময়ে গিরিশ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ঘরের দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়া বলিতে লাগিল যে দেওয়ালটা বাঁকা হইয়াছে। ঠেলিয়া সোজা করিয়া দাও। তারপর কয়েকদিন গিরিশ পাগলের মত হইয়া পড়িল। বার্ড সাহেবের সুচিকিৎসায় রোগী রোগমুক্ত হইল। এই সময়ে ডাক্তার বার্ড আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে যখনই তাঁহাকে ডাকা আবশ্যক হইবে তখনই তাঁহাকে ডাকিতে পারিব। ডাক্তার বার্ড মিলিটারী হাসপাতালের ডাক্তারকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে বাবুদের যখন যাহা আবশ্যক হইবে তখনই তিনি যেন উহা দেন। আর একটা ঘটনা এই আমাদের শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোহিমার ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একজন কেরাণী ছিলেন। তিনি আমার বাসার অতি নিকটেই অন্য বাসায় সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে অতিরিক্ত মদ খাইয়া অজ্ঞান হইয়া যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেন। ইঁহার স্ত্রীর বয়স খুবই কম ছিল এবং তখন সসত্ত্বা ছিলেন। মধ্যে মধ্যে ইঁহার প্রায়ই জ্বর হইত এজন্য ইঁহাদেরই আহারাদির

বিশেষ অসুবিধা হইত। আমাদের বাসায় পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম যে আশুবাবু আমাদের বাসায় খাইয়া যাইবেন এবং আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীর জন্য খাবার তাঁহার বাসায় দিয়া আসিবে। অবশ্য খোরাকি খরচ তিনি হিসাব মতন দিবেন। এইরূপে দুই তিন মাস গেল, হঠাৎ আশুবাবুর স্ত্রীর অত্যন্ত জ্বর হইল। তখন তিনি ৯ মাস সসত্বা। চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল। দুই তিনজন ডাক্তার বলিলেন যে গর্ভস্থ সন্তানটীকে নষ্ট করিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে নচেৎ রোগিনীর রোগমুক্ত হওয়া সম্ভবপর হইবে না।

এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন প্রমথবাবু বলিলেন যে আমি কিছুতেই গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহি। একদিন রোগিনীর রোগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইল। প্রমথবাবু আমাকে দুইটী ঔষধ দিয়া বলিয়া দিলেন যে ১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ দুইটী পাল্টাপাল্টি করিয়া সেবন করাইতে হইবে। তাহাই করিতে লাগিলাম; পরে এরূপ অবস্থা হইল যে রোগিনীর শরীরের তাপ পাওয়া দুষ্কর হইল। তখন প্রমথবাবু বলিলেন যে প্রসব-বেদনা না হইলে আর শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইবে না। এদিন মহালয়া। কোহিমায় তখন শীতও খুব বেশী। কোহিমায় ভাল ধাত্রী পাওয়া যাইত না। একজন চামারনী ধাই ছিল। তাহাকে আনিয়া রোগিনীর নিকট রাখা হইল। শুনিলাম রেজিমেণ্টের একজন জমাদারের স্ত্রী প্রসব-কার্য্যে খুব দক্ষ। রেজিমেণ্টের সুবেদার মেজর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র থাপার সহিত আমার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া ঐ জমাদারের স্ত্রীকে আনাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। জমাদার এই কথা শুনিয়া বলিল যে তাহার স্ত্রীকে বাঙ্গালীর বাসায় পাঠাইয়া দিবে

না। আবার মহেশ থাপাকে চিঠি লিখিলাম। তিনি তদুত্তরে জানাইলেন যে তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তিনি শীঘ্রই ঐ জমাদারের স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিতেছেন। খানিক পরে তাঁহার ঐ পুত্র, জমাদারের স্ত্রী ও অপর একটী সিপাহীর স্ত্রীর সহিত আশুবাবুর বাসায় আসিলেন। মহেশ থাপার পুত্রও রেজিমেণ্টের একজন জমাদার ছিলেন। আশুবাবু মাঝে একবার বাসায় আসিয়া আজ আবার মহালয়া বলিয়া যে পাত্রে আগুন জ্বলিতেছিল তাহাতে আর কয়েকখানি কাঠ দিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন জানিতে পারা গেল না। এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রমথবাবু ও আর ২ জন সব্-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন তথায় বসিয়াছিলেন। খানিক পরে ধাই চামারনী বলিয়া উঠিল যে বাবু একটা কি বাহির হইতেছে। এই কথা শুনিয়াই প্রমথবাবু বলিলেন দেখ কি বাহির হইতেছে। জমাদারের স্ত্রী হাত দিয়া দেখিল ও একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্তানটী কাঁদিল না। প্রমথবাবু সন্তানটীকে হাতে লইয়া আস্তে আস্তে তাহার গায়ে থাবড়া দিতে লাগিলেন, পরে সদ্যোজাত সন্তানটী কাঁদিয়া উঠিল। তখন প্রমথবাবু আমাকে বলিলেন যে দেখুন মাষ্টার মহাশয়, জীবিত সন্তানকে কি নষ্ট করা উচিত হইত? প্রসূতি তখন সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিলেন যে আমার বাক্স মধ্যে গরম কাপড়-চোপড় আছে; কিন্তু বাক্সর চাবি বাবুর কাছে। অনুসন্ধান করিয়া বাবুকে অন্য বাসায় পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে চাবি লইয়া গরম কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া প্রসূতিকে ও সন্তানকে দেওয়া হইল। পরদিন ডাক্তার বার্ড প্রমথবাবুর মুখে সমস্ত শুনিয়া আমাদের বাসায় আসিলেন। সন্তানটী তখন পর্য্যন্ত মলত্যাগ করে নাই বলায় ডাক্তার বার্ড আমাকে একটী কুইলপেন আনিতে বলিলেন এবং সন্তানটীকে হাতে লইয়া তাহার গুহ্যদ্বারে কুইলপেনটী প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিলেন যে মলদ্বার আছে। পরে মলত্যাগ করিবে। আশুবাবু খানিক পরে বাসায় আসিয়া বলিলেন যে মাষ্টার, আমার বাসায় ইংরাজী

বাজনা কেন ? ” ডাক্তার বার্ড আসিয়াছিলেন বলিয়া আশুবাবু এই কথা বলিলেন। আমি বলিলাম তোমার ছেলে হইয়াছে, আনন্দ উৎসব করিবার জন্য ইংরাজী বাজনা আনা হইয়াছিল। এই সময়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ আমার বাসায় ছিল। সে প্রসূতি ও প্রসূতের যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিল। সেই উহাদিগকে রীতিমত ঔষধ সেবন করাইত ও পথ্যাদি দিত। সে এই সব কাজে খুবই মজবুত। এই সময়ে কোহিমায় খুব বৃষ্টি হইতেছিল। আশুবাবুর ঘরখানির মধ্যে বৃষ্টির জল খুবই পড়িতে লাগিল। মিলিটারী পুলিস-হাসপাতাল হইতে একখানি ষ্ট্রেচার আনাইয়া তাহার উপরে প্রসূতিকে শোয়াইয়া আমরা কাঁধে করিয়া তাঁহাকে অন্য বাসায় লইয়া গেলাম। মাস খানেকের মধ্যে প্রসূতি বেশ সুস্থ হইলেন ও সন্তানটীও দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। দেশ হইতে ইলিশ মাছ টীনে করিয়া তেল ও লবণ দিয়া রক্ষিত করিয়া ডাকযোগে উহা কোহিমায় লইয়া গিয়া ঐ ছেলের অন্নপ্রাশন-কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল। আমি কোহিমা হইতে বদলী হইয়া যখন চলিয়া আসি তখন আশুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে হয়ত পূর্ব্বজন্মে আমি তাঁহার পিতা ছিলাম; নচেৎ এত যত্ন করিব কেন ? তিনি নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া আমাকে খাওয়াইয়া বিদায় দিয়াছিলেন। এই মেয়েটীর নাম ছিল শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী। মেয়েটী বড়ই শান্ত, সুশীলা ও শিষ্টা ছিলেন। ডাক্তার প্রমথবাবুর সহিত আশুবাবুর ভাল ভাব ছিল না। ডাক্তারবাবু কেবল আমার খাতিরেই এই মেয়েটীর জীবন-রক্ষার জন্য এত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই এই কথা বলিয়াছিলেন। আমাকে খাতির করার কারণ এই যে ডাক্তারবাবুর ইতিপূর্ব্বে একবার জ্বর হইয়াছিল; তাঁহার জ্বর হইলে তাঁহার চৈতন্য প্রায়ই লুপ্ত হইত। যেদিন জ্বর হইয়াছিল সেইদিন তাঁহার বাঙ্গলোয় আমি দেখা করিতে যাওয়ায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে মাষ্টার মহাশয়, আমার

জ্বর হইলে আমার সংজ্ঞা থাকে না। রাত্রিতে আসিয়া আমার নিকট আপনাকে থাকিতে হইবে। যদিও এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন পণ্ডিত অযোধ্যা-প্রসাদ তাঁহার বাঙ্গলোয় থাকিতেন। আমি সমস্ত রাত্রি একখানি চেয়ারে বসিয়া তাঁহার মাথায় অনবরত জলপটি দিয়াছিলাম। ডাক্তারবাবুর বাঙ্গলো আমাদের বাসা হইতে অনেক দূরে ও খটের মধ্যে ছিল।

আসামের চিফ্ কমিসনার ওয়ার্ড সাহেবের কোহিমায় গমন।

আমার কোহিমা থাকাকালে আসাম-প্রদেশের মাননীয় চিফ্ কমিসনার সার্ উইলিয়ম ওয়ার্ড একবার কোহিমায় গিয়াছিলেন। তখন দোলের উৎসবে সমস্ত কাছারি ও স্কুল বন্ধ ছিল। ঐ সময়ে বিলক্ষণ ভাবে বসন্ত রোগও দেখা গিয়াছিল; সুতরাং চিফ্ কমিসনার বাহাদুর কোহিমায় দুই একদিনের জন্যও অবস্থান করেন নাই। ডেপুটী কমিসনার ডেভিস্ সাহেবের বাঙ্গলোয় উঠিয়াছিলেন এবং তথা হইতে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কোহিমায় গিয়া তথাকার জলবায়ুর গুণে আমি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিলাম। সুতরাং আমার পূর্ব্বেকার চোগা-চাপকান্ আমার গায়ে লাগিত না। আমি অতি সাবধানে আমার পূর্ব্বেকার চোগা-চাপকান্ গায়ে দিয়া গিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হইতেছিল যে আমার চাপকান্ ফাটিয়া যাইবে এবং আমি অপ্রতিভ হইয়া পড়িব।

আসামের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার রাইট্ সাহেব

এই সময়ে আসাম-প্রদেশের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন রাইট্ সাহেব (Wrights)। ইনি বাতে পঙ্গু ছিলেন। অফিসেও যাইতে পারিতেন না। শিলংএ নিজের বাঙ্গলোতে একখানি আরাম কেদারায় সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকিতেন এবং উহাতেই শুইয়া শুইয়া কাগজপত্র স্বাক্ষর করিতেন। তবে খুব ভাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। হঠাৎ একদিন কোহিমার

ইঞ্জিনিয়ার অফিসে তাঁহার চিঠি আসিল যে তিনি অশ্বারোহণে শিলং হইতে বাহির হইয়াছেন এবং কোহিমা হইয়া মণিপুর পর্য্যন্ত যাইবেন। তিনি যে অশ্বারোহণে কোহিমায় আসিতেছেন এ কথা আমরা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি অশ্বারোহণে কোহিমায় আসিয়া পৌঁছিলেন। আমরা তাঁহাকে কোহিমায় প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এই সময় কোহিমায় খুব বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ডাক্তারী চিকিৎসায় বসন্ত রোগের কিছুই প্রতিকার করিতে পারে নাই। অনেকগুলি নাগা ও কয়েকজন আসামীয়া এই রোগে মারা গিয়াছিল। রাইট্ (Wright) সাহেব কোহিমায় উপস্থিত হইয়া বসন্ত রোগের প্রাবল্যের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহার উপশম জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। শুনিলেন ডাক্তারি চিকিৎসা হইতেছে। শুনিয়া বলিলেন উহাতে কোন সুফল হইবে না। কথায় কথায় শুনিলেন যে একজন সন্ন্যাসীও ঔষধ দিতেছেন। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বলিলেন যে ভাল সন্ন্যাসী হইলে রোগের প্রতিকার হইতে পারিবে। এই কথা বলিয়াই নিজে কিরূপে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন বলিতে লাগিলেন। বলিলেন যে আমি অন্যদিন যেমন আরাম কেদারায় পড়িয়া থাকি, রোগমুক্তির দিনও সেইরূপে পড়িয়া ছিলাম। হঠাৎ একজন উলঙ্গপ্রায় সন্ন্যাসী আমার বাঙ্গলোয় আসিয়া বারান্দায় আমি যেখানে ছিলাম সেইখানে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া ঠিক আমার সম্মুখে বসিল এবং একদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি ত তাহাকে এইরূপে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলাম। খানিকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী আমাকে বলিল "সাহেব তুমি এমন করিয়া পড়িয়া আছ কেন" আমি বলিলাম যে আমি বাতে পঙ্গু। আমার উঠিবার শক্তি নাই। সন্ন্যাসী বলিল তুমি উঠ দেখি। আমি বলিলাম আমি উঠিতে পারিব না। সন্ন্যাসী আমাকে ধমক দিয়া বলিল "তোমাকে উঠিতেই হইবে।" আমি ছড়িতে ভর

দিয়া উঠিলাম। সন্ন্যাসী বলিল ছড়িতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে না উহা ছাড়িয়া দাও। পরে আমাকে হাঁটিতে বলিল এবং ধমক দিয়া আমাকে হাঁটাইল; কোন ঔষধ দিল না। আমি হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। সন্ন্যাসী চলিয়া গেল আর তাঁহার দেখা পাইলাম না। এইরূপে আমি রোগমুক্ত হইলাম। এখন দেখিতেছ আমি ঘোড়ায় চড়িয়া শিলং হইতে বাহির হইয়া কোহিমায় আসিয়াছি এবং মণিপুর যাইতেছি। নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমার রোগের কিছুই উপশম হয় নাই। আশ্চর্য্য রোগমুক্তি!

আমি কোহিমা হাই-স্কুলে ১৮৯১ সনের ১০ই জুলাই হইতে ১৮৯৩ সনের ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত একটিং হেড্ মাষ্টার ছিলাম এবং এই কালের জন্য মাসিক ৯৫৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইয়াছিলাম। ১৮৯৩ সনের ৪ঠা মার্চ্চ হইতে ঐ সনের ১১ই নভেম্বর পর্য্যন্ত তৎকালের জন্য স্থায়ী হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলাম এবং এই সময়ের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা বেতন পাইয়াছিলাম। কোহিমা হাই-স্কুলের কার্য্যভার শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ. বড়ুয়াকে বুঝাইয়া দিয়া আমি কোহিমা পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী আসিবার জন্য রওনা হইলাম। ইতিপূর্ব্বেই তিন সপ্তাহের অনুগ্রহ-বিদায়ের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ১২ই নভেম্বর হইতে ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঐ বিদায়ও মঞ্জুর হইয়াছিল। এই বিদায়ান্তে নওগাঁ হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কথা ছিল। আমার মধ্যমা কন্যার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য এই বিদায় আবশ্যক হইয়াছিল।

আমি যখন কোহিমা ছাড়িয়া আসি, তখন নীচুগার্ড হইতে কোহিমা পর্য্যন্ত নূতন কার্টরোড বা গাড়ী চলার রাস্তা একপ্রকার হইয়া গিয়াছিল। কোহিমা ছাড়িবার দুইদিন পূর্ব্বে আমার ভৃত্য শ্যামকে আমার জিনীস-পত্র লইয়া গরুর গাড়ীতে নীচুগার্ড পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। পরে আমি ১২ই নভেম্বর তারিখে যাদবেন্দুবাবুর ঘোড়াটী চাহিয়া লইয়া উহাতে চড়িয়া নীচুগার্ডে ঐ দিন সন্ধ্যার পরে পৌছিয়াছিলাম। কেফাইতুল্লা

নামে আমার একটী ডিব্রুগড়ের ছাত্র তখন কোহিমায় পূর্ত্ত-বিভাগে কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার ঘোড়াটীও তিনি একদিনের জন্য আমাকে দিতে চাহিয়াছিলেন। দুইটী ঘোড়ার ডাক বসাইয়া আমার নীচুগার্ডে আসিবার কথা ছিল। কিন্তু আসিবার দিন তাঁহার ঘোড়াটী পাওয়া গেল না। পাহাড়িয়া রাস্তায় একটী ঘোড়ায় ২২।২৩ মাইল রাস্তা আসিতে হইলে ঘোড়ার খুবই কষ্ট হয়। এই জন্য দুইটী ঘোড়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কেফাইতুল্লার ঘোড়াটী না পাওয়াতে যাদবেন্দুবাবুকে বলিলাম তবে কি করিব? যাদবেন্দুবাবু অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, কোন বন্ধুর উপকার করিতে গিয়া যদি ঘোড়ার কষ্ট হইবে বলিয়া ঘোড়া না দিই তাহা হইলে এমন ঘোড়া রাখিয়া লাভ কি। আপনি আমার ঘোড়াটা লইয়া অনায়াসেই যাইতে পারেন। যাদবেন্দু-বাবুর ঘোড়াটী মণিপুরী-কষ্টসহিষ্ণু ঘোড়া ছিল, আকারেও কিছু বড় ছিল। ঐ দিন কোহিমা বাজারের গোপীঠাকুর নামে একজন দোকান-দারেরও ঘোড়ায় চড়িয়া নীচুগার্ডে আসিবার কথা ছিল। কিন্তু আহার করিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় গোপীঠাকুর আমার আগেই চলিয়া আসিলেন। আমি যাদবেন্দুবাবুর এই ঘোড়াটীতে পূর্ব্বে আর একদিন চড়িয়া পিফিমা নামে একটী বিখ্যাত নাগাবস্তি দেখিতে গিয়াছিলাম। সুতরাং ঘোড়াটার স্বভাব ও গতির বিষয় অবগত ছিলাম। যখন ঘোড়ায় উঠিয়া কোহিমা ছাড়ি তখন আস্তে আস্তে ঘোড়া হাঁটাইয়া লইয়া আসিতে লাগিলাম। উহা দেখিয়া কয়েকটী বন্ধু বলিলেন যে এইভাবে গেলে নীচুগার্ডে পৌছিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে এবং পাহাড়ে রাস্তায় বন্য হিংস্র জন্তু থাকায় বিপদের আশঙ্কাও বড় কম হইবে না। যাহা হউক মাইল খানিক রাস্তা আস্তে আস্তে আসার পরে ঘোড়াকে দ্রুত বেগে চালাইতে লাগিলাম। গোপীঠাকুর যদিও আমার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিলেন তথাপি মধ্য রাস্তায় আসিয়া তাঁহাকে ধরিলাম এবং খানিকপরে তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিলাম। নীচুগার্ড পৌছিতে

সন্ধ্যা অতীত হইয়া যাওয়াতে আমার ভৃত্য শ্যাম, আমি আসিতেছি কিনা দেখিবার জন্য খানিকদূর উপরে গিয়াছিল। নাচুগার্ড হইতে গো-যানে উঠিয়া তিনদিনে গোলাঘাটে পৌঁছিয়া ভড় কোম্পানির অতিথি হইলাম। এখানে পূর্ব্বকার গরুর গাড়ীখানি ছাড়িয়া দিলাম। এদিকে আমার কন্যার বিবাহের দিন নিতান্ত নিকট হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং গোলাঘাটে আর থাকিতে পারিলাম না। যেদিন গোলাঘাটে পৌঁছিয়াছিলাম সেই দিন রাত্রিতেই ভড় কোম্পানির একখানি ভাল গরুর গাড়ী লইয়া নিগ্রিটিং অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ীর গরু দুইটী খুবই ভাল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গাড়োয়ানটী মদ খাইয়া নেশায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার গাড়ী চালানর দোষে গাড়ীখানি অতি উচ্চ রাস্তা হইতে একটী ধান-ক্ষেতের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। ধান-ক্ষেতের মধ্যে জল ও কাদা ছিল। আমার জিনাসপত্রসহ গাড়ী সমেত ধান-ক্ষেতের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে আলো ছিল না তবে রাত্রিটা জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। আমরা ক্ষেতের মধ্যে পড়িয়া গিয়া উপরে উঠিবার রাস্তা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। চীৎকার করিতেছি, এমন সময়ে দুইটী ভদ্রলোক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "ভয় নাই আপনাকে উঠাইয়া দিতেছি, আপনার অন্বেষণেই আমরা এখানে আসিয়াছি। নিগ্রিটিংএর পোষ্টমাষ্টার বাবুর জন্য কয়েকটা দ্রব্য আপনার সহিত পাঠাইয়া দিব বলিয়া আমরা ভড় কোম্পানির দোকানে গিয়া শুনিলাম আপনি অল্প পুর্ব্বেই বাহির হইয়া আসিয়াছেন। এই জন্যই আপনার অন্বেষণে এই পর্য্যন্ত আসিয়াছি"। ইহাঁরা আমাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺ ভগবান্ আমাদিগকে বিপদ্ হইতে এইরূপে উদ্ধার করিলেন। আমার ভৃত্য শ্যাম, ভড় কোম্পানির দোকানে কৃষ্ণলালবাবুকে এই বিপদের সংবাদ দিবামাত্রই কৃষ্ণলালবাবু আর একজন ভাল গাড়োয়ান পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং আর দুইজন বলিষ্ঠ লোক পাঠাইয়া দিয়া গাড়ীখানি ধান-ক্ষেত হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

রাত্রিশেষে আমরা নিগ্রিটিং ঘাটে পৌছিয়া ষ্টিমারে উঠিয়া বাড়ী রওনা হইলাম এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম।

বাড়ী আসিয়া মধ্যমা কন্যার শুভবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সময়-মত নওগাঁয় পৌছিবার বন্দোবস্ত করিলাম। যাইবার জন্য দিন দেখিয়া যাত্রা করিয়া আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ কালীপদর বাড়ীতে আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েগণকে পাঠাইয়া দিলাম। এমন সময়ে শ্রীমান্ বিপিনবিহারী ইন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর দাসের কনিষ্ঠা ভগিনী বিনোদিনী মারা গেলেন। ইনি অনেক দিন অবধি ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন, এবং মৃত্যুর সময়ে তাঁহার দীদী শ্রীমতী সারদার বাড়ীতে ছিলেন। ইঁনি হঠাৎ মারা যাওয়াতে বিপিন ইন্দ্রের ছোট পিসীমা বলিলেন যে বাড়ীর একটা বৌ মারা গেল এ অবস্থায় আজ তোমাদের কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না। সুতরাং যাত্রা ভঙ্গ করিয়া আমাদের বাড়ী ফিরিতে হইল, এবং একটা আকস্মিক বিপদ আমাদের ঘাড়ে আসিয়া চাপিল। সম্প্রতি আমার মধ্যমা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে তখনও আমাদের বাড়ীতে দুই একটী কুটুম্বিনী আছেন। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা পীড়িতা সে একটী ঘরে শুইয়া আছে। আমার দ্বিতীয় পুত্র অমলের বয়স তখন আড়াই বৎসর তাহারও মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত। ডাক্তার কুঞ্জবাবুর ব্যবস্থামত তাহাকে তখন এট্‌কিন্স সিরাপ সেবন করান হইতেছিল। তাহার জন্য সন্ধ্যার পরে আমার স্ত্রী অন্য ঘরে দুধ গরম করিতে গেছেন; যে ঘরে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শুইয়াছিল সেই ঘরের দুয়ারের মাঝে একটী কেরোসিনের কুপি জ্বলিতেছিল। আমার দাদার ঘরে কয়েকটী স্ত্রীলোক গল্প করিতে-ছিলেন। আমার মেজ ও সেজ মেয়ে প্রভৃতিও আমার দাদার ঘরে ছিল। অমল তাহাদের নিকট গল্প শুনিতে যাইতেছিল। তখন শীতকাল। তাহার গায়ে জামা ও দোলাই ছিল। কেরোসিনের কুপির নিকট দিয়া যাইবার সময়ে তাহার গায়ের কাপড়ে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া উঠায় আমার স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, ঐ

বুঝি আমার ছেলে পুড়িয়া গেল। সকলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহার নিকটে আসিল। আমার দাদার স্ত্রী তাহার গায়ের কাপড় খুলিতে গিয়া তাড়াতাড়ি করাতে তাহার হাতের অনেকটা চামড়া উঠিয়া গিয়াছিল। আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। সেই দিন বিকালবেলা শুনিয়াছিলাম যে আমার প্রিয় সহাধ্যায়ী বিখ্যাত গায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় জামালপুর হইতে বাড়ী আসিয়াছেন। বহুকাল তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার গান শুনিবার নিমিত্ত আমার অন্যতম সহাধ্যায়ী হরিচরণ মিত্রের সহিত শান্তিপুরে পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ী গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম তিনি বাড়ী আসেন নাই, তবে চণ্ডচরণ চট্টোপাধ্যায় (ঝন্টু খুড়ো) বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী গিয়া শুনিলাম তিনিও বাড়ী আসেন নাই। আমরা তখন শ্যামচাঁদের মন্দিরে গেলাম। সেখানে কয়েকটা ভদ্রলোক তাস খেলিতেছিলেন। তাঁহাদের খেলা দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রিতে বাড়ী আসিব মাত্র আমার মাসতুত দাদা রমানাথ নাগ বলিলেন "রামেশ্বর বড় বিপদ, অমল খুব পুড়িয়াছে।" ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র শুনিলাম সে প্রলাপ বকিতেছে, বলিতেছে মাটির ঠাকুর, চারিটা মুখ ইত্যাদি। হরি মিত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। তিনি নারিকেল তেল ও চুণ একত্র করিয়া ফেনাইয়া দগ্ধ স্থানে দিতে বলিলেন। আমার দাদা ডাক্তার কুঞ্জবাবুকে ইতিপূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছিলেন। কুঞ্জবাবু তখন ময়রা পাড়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন ও গল্প করিতেছিলেন। দাদাকে বলিয়াছিলেন যে তুমি যাও আমি এখনই যাইতেছি। গল্প পেলে তিনি ত সহজে উঠিতেন না। আমি বাড়ী আসিয়াই দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কুঞ্জবাবুকে খবর দেওয়া হইয়াছিল কিনা। দাদা বলিলেন যে অনেকক্ষণ পূর্ব্বে তাহাকে সংবাদ দিয়াছি। তিনি ত এখনও এলেন না। ইতিমধ্যে ডাক্তার যাদববাবুর সহিত দাদার দেখা হইয়াছিল। দাদা তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই।

আমি পুনরায় দাদাকে কুঞ্জবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। কুঞ্জবাবু আসিয়াই বলিলেন "কেদার খুড়ো ত আমাকে বলেন নাই যে অমল এত বেশী পুড়িয়াছে।" ইতিপূর্ব্বে কুঞ্জবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রটী পুড়িয়া মারা গিয়াছিল। অমলের অবস্থা দেখিয়া কুঞ্জবাবুর মনে একটু ভয়ও হইল। এদিকে আমার বিদায়ও ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমি আরও কিছুদিনের বিদায়ের জন্য আমাদের ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুরের নিকট টেলিগ্রাফ করিলাম। ডিরেক্টার বাহাদুর নওগাঁয় আসিবেন বলিয়া শিলঘাট পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। আমার টেলিগ্রাম্ পাইয়া নওগাঁয় আসা বন্ধ করিলেন এবং আমাকে বিদায় দিলেন। ১৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমি বিদায়ে থাকিতে বাধ্য হইলাম। কুঞ্জবাবুর সু-চিকিৎসায় ছেলে ক্রমে ক্রমে ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। পরিবার সঙ্গে লইয়া নওগাঁয় যাওয়া বন্ধ করিতে হইল। একাকী যাইব স্থির করিলাম এবং যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া থাকিলাম। এদিন দাস্ত না হওয়ায় অমলের অবস্থা একটু খারাপ হইয়াছিল। প্রাতে কুঞ্জবাবু আসিয়া বলিলেন যে রামেশ্বর খুড়ো, তুমি আজই যাইবে নাকি? আমি বলিলাম যে যাইবার জন্য ত যাত্রা করিয়া বাহিরে রহিয়াছি। কুঞ্জবাবু বলিলেন যে তুমি যাইতেছ, একবার ডাক্তার যাদববাবুকে আনাইয়া অমলকে দেখাইলে ভাল হইত না? আমি বলিলাম তোমার ইচ্ছা হইলে এখনই যাদববাবুকে আনাইতে পার। যাদববাবুকে আনা হইল। তিনি দেখিয়া জোলাপ দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং ঘরে সুইট অয়েল ছিল তাহাই দিয়া জোলাপ দিলেন। জোলাপ দিয়া নীচে আসিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ছেলের ধনুষ্টঙ্কার হইবার আশঙ্কা নাই ত? যাদববাবু বলিলেন যে, কোন ডাক্তারই বলিতে পারেন না যে ধনুষ্টঙ্কার হইবে কিনা তবে এখন কোন ভয় নাই। তুমি তোমার চাকরীস্থলে যাইতে পার। আমি সেই দিনই চলিয়া গেলাম। আমার মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান প্রিয়নাথ সেনকে আমার সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম।

এখন ডিহিংঘাট নামে ব্রহ্মপুত্রের উপরে একটী নূতন ষ্টিমার-ষ্টেশন খোলা হইয়াছিল। নওগাঁর হাই-স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস উক্ত ঘাটে একখানি গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ গাড়ীতে উঠিয়া আমরা নওগাঁয় গেলাম। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামমোহন মিত্র বি, এ, সেকেণ্ড মাষ্টার কালীমোহন বাবুর হস্তে স্কুলের কার্য্যভার দিয়া তেজপুর হাই-স্কুলে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

নওগাঁ

নওগাঁ হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার হওয়া

২০শে ডিসেম্বর তারিখে আমি কালীমোহনবাবুর নিকট হইতে স্কুলের কার্য্যভার বুঝিয়া লইয়া হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নওগাঁর পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। প্রথম দিন তাঁহার বাসাতেই উঠিয়া আহারাদি করিয়া স্কুলে গেলাম। পরে স্কুলের বোর্ডিং হাউসের রেসিডেন্ট মাষ্টার ও স্কুলের ষষ্ঠ শিক্ষক শ্রীমান্ সঙ্গীরাম দাসের বোর্ডিং হাউসে থাকিবার ঘরে গিয়া কিছুদিনের জন্য থাকিলাম। নওগাঁয় আমি ইতিপূর্ব্বে সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলাম, সুতরাং নওগাঁর সকল ভদ্রলোকের সহিতই আমার আলাপ পরিচয় ছিল। এখন নিম্নলিখিত এই কয়েক ব্যক্তি নওগাঁয় নূতন আসিয়াছেন— পোষ্টমাষ্টার কেদার বাবু, ডেপুটী কমিসনার অফিসের হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। ইনি ইতিপূর্ব্বে গোয়ালপাড়া মহকুমার সব্ ডিভিসনাল অফিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। সুতরাং আমার পূর্ব্বপরিচিত। উকীল শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু বি, এল, সিভিল্ সার্জ্জনের কেরাণী শ্রীযুক্ত রজণীকান্ত সেন, ডেপুটী কমিসনার অফিসের একজন কেরাণী শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, পুলিসের একজন সব্-ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মজুমদার। ইনিও আমার পূর্ব্বপরিচিত। ইতিপূর্ব্বে ইনি অনেকদিন ধুব্ড়ী ও গোয়ালপাড়ার পুলিস সব্-ইনস্পেক্টর ছিলেন।

গভর্ণমেণ্ট মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কালনানিবাসী ডাক্তার কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এল, এম, এস্।

ইনি এখানে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছিলেন। লোক্যাল্ বোর্ডের ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসু।

বোর্ডিং হাউসে থাকাকালে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিয়নাথ বাজার হইতে একদিন একটা মিরগেল মাছ কিনিয়া আনিয়াছিল। আসামের হিন্দুগণ মিরগেল্ মাছ খায় না। সুতরাং বোর্ডিংএর ছেলেদের মনস্তুষ্টির জন্য মাছটা ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল এবং প্রিয়নাথকে লোকদেখান একটা ধমক দিয়া বলিয়াছিলাম যে তুমি কি মাছ চেন না? এ মাছ কি হিন্দুতে খায়?

পূর্ব্বে বলিয়াছি ধুব্ড়ী হাই-স্কুলের ভূতপূর্ব্ব চতুর্থ শিক্ষক মৌলভি মফিয়ৎ উল্লা সম্বন্ধে পরে দুই একটী কথা বলিব। ইনি এখন একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার হইয়া নওগাঁয় আসিয়াছেন। ইনি প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমার বাসায় আসিতেন। আমি পাকঘরে পাক করিতাম। বাহিরে বসিবার জন্য ইঁহাকে একখানি চেয়ার দিতাম, ও রাঁধিতে রাঁধিতে গল্প করিতাম।

১৮৯৪ সনে নওগাঁ হাইস্কুল হইতে ২টী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়া একটী দ্বিতীয় বিভাগে ও অপরটী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এ বৎসরের পরীক্ষার ফলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। যেহেতু ইহারা আমি নওগাঁয় হেড্ মাষ্টার হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮৯৫ সনে আমার সময়ে ৪টী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২টী দ্বিতীয় বিভাগে ও ১টী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এই বৎসরের পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পরেই আমি স্থায়ীভাবে হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইলাম।

নওগাঁ জেলা স্কুলে আমি কিঞ্চিদধিক ৬ বৎসর কাল হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলাম। এই ছয় বৎসরে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ ২৭টী ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম তন্মধ্যে ১৬টী উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ৪টী

প্রথম, ৯টী দ্বিতীয় ও ৩টী তৃতীয় বিভাগে। এই ১৬টী ছাত্রের মধ্যে ২টী ছাত্র আসামীয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

আমি যখন নওগাঁয় হেড্ মাষ্টার হইয়া যাই, তখন নওগাঁ হইতে ৬ মাইল দূরে পুরাণি-গুদাম নামক স্থানে ও নিজ নওগাঁ সহরে কালা আজারের বিলক্ষণ প্রাবল্য হইয়াছিল। আমার অনেক ভাল ভাল ছাত্র বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মারা পড়িয়াছিল। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছিল, এবং উহার অবস্থাও অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্কুলের প্রায় সমস্ত শিক্ষকই আমার পূর্ব্বপরিচিত ছিলেন; এবং ইহাঁদের সহিত যখন আমি দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম তখন একত্রে কার্য্য করিয়াছিলাম। সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালী-মোহন দাসের সহিত ধুব্ড়ী জেলা স্কুলে তিনমাসের কিঞ্চিদধিক কাল একত্রে কার্য্য করিয়াছিলাম। ষষ্ঠ শিক্ষক সঙ্গীরাম দাস আমার নওগাঁ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ছিলেন।

দুই মাস কাল বোর্ডিং হাউসে থাকার পরে রেভিনিউ সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ বিশ্বাসের বাসা বাড়ীটী ভাড়া লইয়া তথায় উঠিয়া গেলাম এবং কিছুদিন পরে তথায় পরিবার লইয়া গেলাম। আমার পরিবার সহ ডাক্তার কুঞ্জবাবুর পরিবারও নওগাঁয় গিয়াছিলেন। যৎকালে নওগাঁয় পরিবার লইয়া যাওয়া হয় তখনও অমলের হাতের পোড়া ঘা সম্পূর্ণরূপে ভাল হয় নাই এবং তখনও তাহার ম্যালেরিয়া জ্বর ক্ষান্ত হয় নাই। নওগাঁয় কালা আজার হইতেছে এ অবস্থায় অমলকে তথায় লইয়া যাওয়া উচিত কিনা ডাক্তার কুঞ্জবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে কোন স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করিলে সে তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে মুক্ত হইতে পারে। কুঞ্জবাবুর পরামর্শেই নওগাঁয় পরিবার লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

আমি যে সময়ে নওগাঁয় যাই সেই সময়ে আসাম-বঙ্গ-রেলপথ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। উক্ত রেলপথের পার্ব্বত্য অংশটী নওগাঁয় ও কামরূপ জেলায় পড়িয়াছিল। ছাপরমুখ নামক স্থানে একটী রেলওয়ের একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার অফিস স্থাপিত হইয়াছিল। রায় কালী-শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। শান্তি-পুরের হরিনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ বিভাগের ওভারসিয়ার্ ছিলেন এবং সাতগাছিয়া নিবাসী আমাদের গুরুকুলের শ্রীযুক্ত গৌরমোহন গোস্বামী মহাশয় পেন্‌সন্ লওয়ার পরে পুনরায় ক্যাসিয়ার বা খাজাঞ্চি হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। এখন ইনি নামের পরে আর গোস্বামী লিখিতেন না, মুখোপাধ্যায় লিখিতেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল। নিমাইচরণ বিশ্বাসের বাসায় কয়েকমাস থাকার পরে পশ্চিমপাড়ায় উকীল মতিবাবুর বাসার নিকটে একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার বলীনারায়ণ বরার ভ্রাতা হরনারায়ণ বরার প্রকাণ্ড বাসাটী আমি কিনিয়া লইয়া তথায় উঠিয়া গেলাম। ঐ বাসাটী না কিনিলে তখন আমার নওগাঁ থাকা বিশেষ অসুবিধা জনক হইত। আসাম-বঙ্গ-রেলপথের নওগাঁ জেলার অধীন পার্ব্বত্য অংশটীতে যাইতে হইলে নওগাঁ সহর ভিন্ন অন্য কোন স্থান দিয়া যাইবার উপায় ছিল না। ইঞ্জিনিয়ার, কণ্ট্রাক্টার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ নওগাঁ দিয়া ক্রমাগতই ঐ অংশে যাতায়াত করিতেন। আমাদের শান্তিপুরের বড় বড় কণ্ট্রাক্টার—কিশোরীমোহন গোস্বামী, মনোহর পাল, বংশীধর প্রামাণিক গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক, কালীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বয়ং ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বদাই ঐ অংশে যাইবার কালে আমার বাসায় ২ বা ১ দিন করিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে উঁহাদের জন্য হাতী ও গরুর গাড়ী সংগ্রহ করিয়া দিতে হইত। আমার বাসায় দুইখানি প্রকাণ্ড বাঙ্গলো, ঘোড়ার আস্তাবল, বাহিরে স্বতন্ত্র একখানি পাকঘর ও আর একখান বড় ঘর ছিল। সুতরাং উঁহাদের থাকিবার কোন অসুবিধা হইত না।

হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাতাঠাকুরাণী ও তাঁহার স্ত্রী ও গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী আমার বাসায় উঠিয়া একদিন করিয়া থাকিয়া ছাপরমুখে নিজেদের বাসায় গিয়াছিলেন। এই সময়ে আমি ১০০৲ টাকা মাত্র বেতন পাইতাম। ঐ অল্প বেতনে আমার ব্যয়বাহুল্য হওয়ায় কিছুতেই কুলাইত না। আমাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। আমার বাসায় প্রতিদিন প্রায় দশ সের করিয়া চাউল খরচ হইত। রাত্রি ১২টার পরেও হয়ত কোন অপরিচিত ভদ্রলোক আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন। আমার বাসা ভিন্ন নওগাঁয় অন্য কোন বাঙ্গালীর বাসায় থাকিবার পর্য্যাপ্ত স্থান না থাকায় আমার বাসাতেই প্রায় সকলকেই উঠিতে হইত।

এই রেল রাস্তাটী কেন যে ঐ পার্ব্বত্য অংশ দিয়া গিয়াছিল তাহার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এক সময়ে আসামের মাননীয় চিফ্ কমিসনার (Elliot) ইলিয়ট্ সাহেব বাহাদুর উত্তর কাছারের গঞ্জং মহকুমা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার টুর ক্লার্ক বলাগড়নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। হরিদাসবাবু তথায় যাইয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। সুতরাং চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের সহিত গঞ্জং পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতে পারেন নাই। চিফ্ কমিসনার বাহাদুর হরিদাসবাবুকে বলিয়া আসেন যে অমুকদিন আমি গোলাঘাটে থাকিব, তুমি ভাল হইয়া সেইদিন গোলাঘাটে যাইবা। হরিদাসবাবু ভাল হওয়ার পরে দেখিলেন যে নির্দ্দিষ্ট রাস্তা দিয়া আসিলে তিনি কিছুতেই নির্দ্দিষ্ট দিনে গোলাঘাটে পৌঁছিতে পারেন না। সুতরাং বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। গঞ্জং মহকুমার সব্-ডিবিসনাল্ অফিসার বেকার সাহেব হরিদাসবাবুকে বলিলেন যে যদি তুমি সাহস করিয়া অপরিচিত জাতির মধ্য দিয়া ও অজানা স্থান দিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তুমি নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই গোলাঘাটে পৌঁছিয়া চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের সহিত

মিলিত হইতে পারিবা। যে জাতির বাসস্থান দিয়া যাইবা সে জাতির ভাষা তুমি বুঝিতে পারিবা না; এবং তোমার কথাও তাহারা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু তিনটী কথাতেই তোমার কাজ চলিয়া যাইবে। কথা তিনটী এই—মহারাণী, দারোগা, দয়াং থানা। দয়াং থানা কাছার ও নওগাঁ জেলার সন্ধিস্থল। হরিদাসবাবু সাহস করিয়া ঐ অপরিজ্ঞাত রাস্তা দিয়া আসিতে প্রস্তুত হইয়া গঞ্জং হইতে নামিয়া কোন একটী নদীতীরস্থ স্থানে উপস্থিত হইলেন। বেকার সাহেব ঐ সব জাতির সর্দ্দারগণের নামে পরোয়ানা জারি করিয়াছিলেন। হরিদাসবাবু ঐ নদীতীরস্থ স্থানে আসিয়া ঐ তিনটী কথা বলিলেন। তিনজন লোক তাঁহাকে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় উঠাইয়া তাহাদের এলাকা হইতে অন্য এলাকায় পৌছাইয়া দিল। পর পর এক এক এলাকার লোক অন্য এলাকায় তাঁহাকে পৌছাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে তিনি নওগাঁয় আসিলেন। নওগাঁয় একদিন থাকিয়া গরুর গাড়ী করিয়া গোলাঘাটে নির্দ্দিষ্ট দিনের দুই দিন পূর্ব্বে যাইয়া পৌছিলেন। (Elliot) ইলিয়ট্ সাহেব বাহাদুর হরিদাসবাবুর মুখে ঐ সব স্থানের বিবরণ অবগত হইয়া আসাম-প্রদেশের মানচিত্রে লাল পেনসিল্ দিয়া একটা দাগ দিলেন। ঐ লালচিহ্নিত স্থান দিয়াই আসাম-বঙ্গ-রেলওয়ের পথ নির্ম্মিত হইল।

যে ছয় বৎসর নওগাঁ জেলা-স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলাম সেই ছয় বৎসর কাল পরম সুখে কাটাইয়াছিলাম। স্কুলের শিক্ষকদিগের সহিত আমার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। আমি যখন ইতিপূর্ব্বে এই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম তখন কোন বিশেষ কারণে পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর সহিত আমার একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল; কিন্তু এবারে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ প্রণয় জন্মিয়াছিল। তিনি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী হেড্ মাষ্টারদিগের কার্য্যকালে কাজে ফাঁকী দিতেন। কিন্তু এবার স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে এখন রামরাজ্য পাইয়াছি, আর

কাজে ফাঁকি দিব না। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার সময়ে অন্তরের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার তেলের ব্যবসায় ছিল। নওগাঁয় বৈদ্য ও কায়স্থবংশের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ঘানি গাছ ছিল ও তাঁহারা তেলের ব্যবসায় করিতেন। একবার কোন ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের তেলের ব্যবসায় আছে বলিয়া একখানি বেনামী চিঠি ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুরের নিকট লিখিয়াছিল। সাহেব বাহাদুর ঐ বেনামি চিঠিখানি পাইয়া যখন নওগাঁ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তখন ঐ চিঠিখানি আমাকে দেখান এবং প্রকৃত বিষয় জানিতে চান। এখানে বলা আবশ্যক যে বিশেষভাবে অনুমতি না লইয়া কোন শিক্ষকই কোন ব্যবসায় এমন কি গৃহ-শিক্ষকের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। আমি সাহেবকে স্পষ্টই বলি যে পণ্ডিত মহাশয় ৩০্ টাকা মাত্র বেতন পান, তাঁহার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে অনুমতি না দিলে তাঁহাকে একটী সিঁধ কাটী প্রস্তুত করিতে বলা আবশ্যক। সাহেব বলেন যে কাজটা অবৈধ হইতেছে। আমি বার বার অনুমতি দিবার আদেশ চাওয়ায় আমাকে বলেন যে আমি শিলংএ গিয়া আদেশ দিব। শিলংএ গিয়া তাঁহার হেড্ এসিষ্ট্যাণ্টকে দিয়া আমাকে একখানি চিঠি লিখিয়া জানান যে পণ্ডিত মহাশয়কে বলিবা যে, যেন তিনি তাঁহার তেলের ব্যবসায়টা তাঁহার স্ত্রীর নামে করেন। বোর্ডিংএর রেসিডেণ্ট মাষ্টার সঙ্গীরাম দাসের বিরুদ্ধে মিসিস্ ব্ল্যাক্‌ষ্টোন নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন ব্যক্তি সাহেবের নিকট একখানি দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল যে সে ছোটলোক, তাহাকে রেসিডেণ্ট্ মাষ্টারের কার্য্যে রাখা উচিত নহে। সঙ্গীরাম জাতিতে আহম ছিলেন। আমি সাহেবকে বলি যে আহমেরা এক সময়ে আসামের স্বাধীন রাজা ছিলেন। সুতরাং সেই বংশে জন্মিয়া সঙ্গীরাম ছোটলোক হইতে পারেন না। কাজেই সঙ্গীরাম সম্বন্ধে আর কোন কথা উঠে

নাই। অন্যান্য স্থানীয় বাঙ্গালী ও আসামীয়া ভদ্রলোকদিগের সহিতও আমার বিশেষ সদ্ভাব ছিল।

এই স্কুলে কার্য্য করিবার সময়ে যে কয়েকটী ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত উল্লেখ করা আবশ্যক। একবার টেষ্ট্ পরীক্ষা হইয়া গেলে, কোন ছাত্র-প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর-কাগজখানি কেহ বদলাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। উত্তরের কাগজগুলি স্কুলঘরের মেজেয় পোঁতা লোহার সিন্দুকের মধ্যে ছিল। এক রাত্রিতে কয়েকটী লোক স্কুল-ঘরের তালা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ কাগজখানি বদলাইয়া দিবার চেষ্টা করে। উকো দিয়া তালা কাটিয়া যেমন ঘরের দুয়ারের লোহার হুড়কো খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যায়, অমনি একটা শব্দ হওয়ায় চৌকিদার মধু জানিতে পারে। সে ঘরের বারান্দায় আসিয়া দেখে যে কয়জন লোক তথায় দাঁড়াইয়া আছে। সে উহাদিগের মধ্যে একজনের গায়ের আলোয়ান খানি ধরে। ঐ ব্যক্তি আলোয়ান খানি ফেলিয়া পলাইয়া যায়। পরদিন মধু প্রাতে আলোয়ানখানি লইয়া আমার বাসায় আসে। আমি ঐ আলোয়ানখানি লইয়া ধোপাদের বাড়ীতে যাইয়া ধোপার চিহ্ন দেখিয়া ঠিক করিতে পারি যে নওগাঁর একজন মুসলমান বন্দুকওয়ালার পুত্রের ঐ আলোয়ানখানি। স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক যোগেশ্বর মহান্তের সহিত পরামর্শ করিয়া চৌকিদার দ্বারায় থানায় এজাহার দেওয়াই। বন্দুকওয়ালার পুত্রকে পুলিসে ধরে ও তাহার হাজত হয়। পরে মোকর্দ্দমা উঠিলে কালীরাম চৌধুরী মহাশয় আমাকে তাঁহার এজলাসে ডাকিয়া পাঠান ও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমার স্কুলের কোন জিনীস চুরি গিয়াছে কিনা। আমি বলি কিছুই চুরি যায় নাই। আসামীকে সাবধান করিয়া দিয়া হাকিম তাহাকে মুক্তি দেন। এই মোকর্দ্দমায় তাহার প্রায় তিন শত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। হেড্ কনেষ্টবল্ পদ্মনাথ বরা একদিন আমার বাসায় আসিয়া বলেন যে যদি আমি মোকর্দ্দমার বিশেষ তদ্‌বির না করি

তাহা হইলে পদ্মনাথ কিছু বেশী টাকা পাইতে পারেন। আমি বলি যখন আমার কোন জিনীস চুরি যায় নাই, তখন আমি মোকর্দ্দমার কোন তদ্‌বিরই করিব না। শুনিয়াছিলাম পদ্মনাথ ১০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন।

৫ম শিক্ষক তুলসীরাম শর্ম্মার মৃত্যু হওয়ায় তৎপদে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ মিজিরুদ্দীন নামে একটী মুসলমান যুবককে নিযুক্ত করাই। স্কুলের মৌলবি ইংরাজী না জানাতে ছাত্রদিগের অনুবাদ দেখার অসুবিধা হইতেছিল এইজন্যই এই মুসলমান যুবকটীকে নিযুক্ত করা হয়। ইনি ডেপুটী কমিসনার অফিসে চাকরী পাইয়া বিদ্যালয় ছাড়িয়া গেলে, সাহাবুদ্দিন নামে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আমার একটী ছাত্রকে ঐ পদ দেওয়াই। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মৌলবী আব্দার রৌফ মৌলবীর পদে নিযুক্ত হন। ইঁনি ইংরাজী জানিতেন। তৃতীয় শিক্ষকের পদে প্রায়ই কেহই অধিক দিন থাকিতেন না। আমার ধুব্‌ড়ী স্কুলের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র দাশগুপ্ত এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য একটিং তৃতীয় শিক্ষক করা হয়। তিনি ঢাকা ট্রেনিং স্কুলে একটী চাকরী যোগাড় করিয়া চলিয়া যান। শ্রীমান্ অতুল ঢাকা হইতে বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন ওকালতী করেন। পরে মুনসেফ হন। ১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাসে ইনি পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অবসর গ্রহণকালে ইনি নোয়াখালির সব-জজ্ ছিলেন। অতুলচন্দ্র চলিয়া গেলে কিছুদিনের জন্য বি, এ, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ মৌলভী তায়েব আলি ঐ পদে কার্য্য করেন। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার্ অফিসে কেরাণী হইয়া তিনি চলিয়া গেলে বি, এ, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ সেন কিছুদিন তৃতীয় শিক্ষকতা করেন। তারপরে শ্রীহট্ট জেলা স্কুল হইতে তথাকার পঞ্চম শিক্ষক শ্রীযুক্ত আনন্দ-বিহারী দাশগুপ্ত ঐ পদে বদলী হইয়া আসেন। তাঁহার নিজের দোষেই

তিনি পুনরায় শ্রীহট্ট জেলা স্কুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, কাছাড় হইতে তৃতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন।

আমি যখন পশ্চিম-পাড়ার বড় বাসায় ছিলাম তখন ফরেষ্ট রেঞ্জার শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটিং একষ্ট্রা-এসিষ্ট্যাণ্ট্ কন্‌সারভেটার হইয়া নওগাঁ ফরেষ্ট বা বন-বিভাগের কর্ত্তা হইয়া আসেন। ইনি অনেকদিন আমার বাসার বাহিরের ঘরে বাস করিয়াছিলেন। ইনি অন্যত্র বদলী হইয়া গেলে, শ্রীহট্টবাসী শ্রীযুক্ত তারাকিশোর গুপ্ত, নওগাঁ বন-বিভাগের কর্ত্তা হইয়া আসেন। নীলকান্তবাবু বহুকাল পরে শ্রীহট্ট জেলার বন-বিভাগের কর্ত্তা হন ও একষ্ট্রা ডেপুটী কন্‌সার-ভেটারের পদে নিযুক্ত হন এবং রায় সাহেব উপাধি পান। শ্রীহট্টে বদলী হইবার পূর্ব্বে ইনি গারোহিল জেলার বন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাঁর বাড়ী ছিল ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেহালা গ্রামে। ইহাঁর সহিত আমার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। পরে ইহাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা আবশ্যক হইবে।

আমি নওগাঁ থাকাকালে শান্তিপুরের ডাব্‌রেপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস নওগাঁ জেলার রহাকেন্দ্রের স্কুল-সব্-ইনস্‌পেক্টর ছিলেন মধ্যে মধ্যে ইনি আমার বাসায় আসিতেন। পরে নওগাঁয় বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন এবং আমার পূর্ব্বপাড়ার শেষ বাসার নিকট একটী বাসা প্রস্তুত করিয়া অনেক দিন ছিলেন। আমি নওগাঁয় বদলী হইয়া আসার কিছুদিন পরে স্যার্ হেনরী কটন্ আসাম-প্রদেশের মাননীয় চিফ্ কমিসনার হন। ইনি আমার কার্য্যকালে দুইবার নওগাঁ জেলায় পরিভ্রমণ করিতে আসেন এবং আমার স্কুল পরিদর্শন করেন। ইনি কথায় কথায় ঠাট্টা তামাসা করিতে বড়ই ভালবাসিতেন এবং বেশ সকলের সহিত মিশিতেন। ঠাট্টা বিদ্রূপের উপযুক্ত উত্তর

পাইলে বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। ইনি স্কুল-পরিদর্শনকালে ছাত্রদিগের নাম জানিতে চাহিতেন। আমি ছাত্রদিগের নাম এবং তাহাদের অভিভাবক-গণের নাম পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বলিতে পারায় তিনি বলিয়াছিলেন যে তুমি ছাত্রদিগের অভিভাবকগণেরও নাম জান, এটী বড়ই ভাল। নওগাঁ স্কুলে আমার নিজের কোন পুত্র পড়ে কিনা জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিয়াছিলাম যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে পড়ে। জানিতে চান ছেলেটী কেমন, আমি বলি Not so intelligent অর্থাৎ তত বুদ্ধিমান্ নহে। এই কথা শুনিয়াই বলেন not so intelligent as the father অর্থাৎ বাপের মত বুদ্ধিমান্ নহে। আমি তদুত্তরে বলি বাপ বুদ্ধিমান্ হইলে শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিতেন না। বিদ্যালয় পরি-দর্শন করিয়া তিনি পরিদর্শন বহিতে আমার সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন পরিশিষ্ট ভাগে উহা প্রদত্ত হইবে।

সুবিশাল ব্রিটিশসাম্রাজ্যাধিশ্বরী অশেষ গুণালঙ্কৃতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার ৬০ বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়াতে হীরক-জুবিলি নামে আনন্দোৎসব উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থান হইতে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। নওগাঁ মিউনিসিপ্যালিটী যে অভিনন্দন দিতে চাহিয়াছিলেন তাহার রচনা করার ভার মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রামদুর্ল্লভ মজুমদার বি, এল, মহাশয়ের উপরে দেওয়া হইয়াছিল। আর সমস্ত জেলা হইতে যে অভিনন্দন দিবার কথা ছিল তাহার রচনা করার ভার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ উপাধিধারী মিশনারী শ্রীযুক্ত জন্‌সন্ সাহেবের ও আমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছিল। কথা ছিল আমরা দুইজনে পরামর্শ করিয়া উহা রচনা করিব। ঐ উদ্দেশ্যে আমি ২।৩ দিন মিশনারী সাহেব মহোদয়ের বাঙ্গলোতে গিয়া-ছিলাম। কিন্তু মিশনারী সাহেব মহোদয় পরে আমাকে বলিলেন যে এস আমরা দুইজনে পৃথক পৃথক ভাবে অভিনন্দন রচনা করি। অনেকেই যাহার রচনা অনুমোদন করিবেন সেইটীই গৃহীত হইবে। সুতরাং

পৃথক পৃথক ভাবে আমরা অভিনন্দন রচনা করিলাম। অনেকেই আমার রচনাই গ্রহণ করিলেন, ভাষার উৎকর্ষ জন্য নহে—ভাবের উৎকর্ষ জন্য মিশনারী সাহেব সাম্রাজ্ঞীকে যে চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন আমি সে চক্ষে করি নাই। তিনি তাঁহার দেশের লোক ও স্বজাতি বলিয়া তাঁহার গুণাবলির বর্ণনা করিয়াছিলেন। আর আমি রাজভক্ত-প্রজার চক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য ও সদ্‌গুণাবলির প্রশংসা করিয়াছিলাম; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে দৈব-বিড়ম্বনায় আমরা আনন্দ উৎসব করিতে পারিলাম না। এই দৈব বিড়ম্বনা ১৮৯৭ সনের ১২ই জুন তারিখের প্রচণ্ড ভূমিকম্প। যাহাতে গারো পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আসাম-প্রদেশ প্রায় বিদ্ধস্ত হইয়া গিয়াছিল, যাহাতে মহামূল্য জীবন নষ্ট হইয়াছিল, যাহাতে সুসজ্জিত সৌধাবলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যেখানে নদী ছিল, সেখানে জলশূন্য মরুভূমি হইয়াছিল; উচ্চ ভূমি, নদী, খাল বিলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই দিন মহরমের শেষ দিন ছিল। তাজিয়া সকল বাহির হইবার কথা ছিল। সমস্ত সরকারী অফিস আদালত ও বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ ছিল। সুতরাং আমরা সকলে নিজ নিজ বাসায় ছিলাম। হেড্ ক্লার্ক কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় তাস খেলা হইতেছিল। আমি তাঁহার বাসায় বসিয়া খেলা দেখিতে ছিলাম। আমার চাকরকে বলিয়া দিয়াছিলাম সে যেন আমাকে ঐ স্থান হইতে ডাকিয়া লইয়া আমার সহিত ঢাকাই পটিতে গিয়া কোন কোন দ্রব্য লইয়া আসে। বেলা প্রায় ৫ টার সময়ে সে ঐ বাসায় গিয়া আমাকে ডাকিল। আমি তথা হইতে বাহির হইয়াছি মাত্র, এমন সময়ে ভয়ানক কম্পন আরম্ভ হইল। আমি রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, বসিয়া পড়িলাম। অল্প পরে আমার বাসার দিকে ছুটিলাম। বাসায় যাইবার সময়ে দেখিলাম যে একটী ছোট রাস্তা ধনুকের মত বক্র হইয়া গিয়াছে। একটী নিম্নস্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে। আমার

বাসায় গিয়া দেখি যে আমার বাসায় তুইদিকে মাটী ফাটিয়া জল বাহির হইতেছে। বাসায় থাকা নিরাপদ্ নহে মনে করিলাম। কেবল ক্যাস্ বাক্সটী হাতে লইয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে ও আমার স্ত্রীকে লইয়া বাসার সমস্ত জিনীসপত্র যেখানে যাহা ছিল সেই স্থানেই রাখিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেলাম। দেখিলাম সকল লোকই মাঠের দিকে ছুটিতেছে। সন্ধ্যা হইল। কম্পন সমভাবেই হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিই নওগাঁর সমস্ত লোকজন ঐ মাঠের মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইল। রাত্রি আন্দাজ ১০ টার সময়ে আমি নিকটস্থ একটি গাড়োয়ানের খালি গাড়ীখানি মাঠের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েগণকে শোয়াইয়া রাখিলাম। কেহ কিছুই খাইতে পাইল না। তুই তিন দিন থাকিয়া থাকিয়া কম্পন হইয়াছিল। নওগাঁর ভাল ভাল বাড়ী ভগ্ন ও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার সাহেবের বাঙ্গলো হইতে আরম্ভ করিয়া সার্কিট্ হাউস্ পর্য্যন্ত একটী চারি পাঁচ হাত গভীর গর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হাই-স্কুলের প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যের চারিটী নূতন কুঠরীর মধ্য দিয়া একটা প্রকাণ্ড গভীর গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল। কেবল বড় চালা ঘর খানি ঠিক ছিল। উহার মেজের ও ভিতের তলায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর বসান ছিল। এই নিমিত্ত ঐ ঘরটীর পাকা দেওয়ালগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ডেপুটী কমিসনার সাহেবের বাঙ্গলোটী ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত আসাম প্রদেশেরই এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। বিশেষতঃ নওগাঁ ও কামরূপ জেলার। শিলংএর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট ও ক্ষতি হইয়াছিল। লোকে ধনে প্রাণে নষ্ট হইয়াছিল।

নওগাঁর অধিকাংশ ভদ্রলোকের বিশ্বাস ছিল যে আমি টেষ্ট পরীক্ষার প্রশ্ন বড় কঠিন করি এবং উত্তরের কাগজ দেখিয়া কম নম্বর দিই। লোকের এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস দূর করিবার জন্য ১৮৯৯ সনের টেষ্ট পরীক্ষা নিজে না করিয়া তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ

কে ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণের পরীক্ষক নিযুক্ত করি। হরিবাবু চারিটী ছাত্রকে ঐ বিষয়ে পাস করেন, কিন্তু আমি বলি যে মহম্মদ মসিন্ নামক ছাত্রটী ইংরাজীতে কাঁচা আছে, সে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইলে নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইয়া আসিবে। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে ছাত্রেরা প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেই, আমি ঠিক বলিতে পারিতাম কোন্ কোন্ ছাত্রের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্ভব। হরিচরণবাবু বলিলেন যে মসিন্ ত বেশ ভাল উত্তর দিয়াছে, সুতরাং আমি ৪টী ছাত্রকেই পরীক্ষার্থ পাঠাইব মনে করিলাম। প্রথম শ্রেণীতে বৃন্দাবন গোস্বামী বলিয়া একটী ছাত্র ছিল। সে গণিতে বেশ পাকা ছিল কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে সে বড়ই কাঁচা ছিল। তাহাকে পাঠাইব না স্থির করিয়াছিলাম। তাহার খুড়া শ্রীযুক্ত গুণহাস গোস্বামী রহা-তহশিলের তহশিলদার ছিলেন এবং এক সময়ে আমার ছাত্রও ছিলেন। ইনি সাহেব পটাইতে বেশ ভালরূপই জানিতেন। ইনি ইহাঁর ভ্রাতুস্পুত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। আমি উহাকে পরীক্ষার্থ পাঠাইবনা শুনিয়াই ডিরেক্টর সাহেবের নামে টেলিগ্রাম করেন। ঠিক এই সময়ে ডিরেক্টার উইল্‌সন্ সাহেব বঙ্গ-প্রদেশে বদলী হন; এবং তৎপদে বিখ্যাত গণিত-শাস্ত্রবিদ্ ডাক্তার বুথ্ আসাম-প্রদেশে যান। ডাক্তার বুথ্ ঐ টেলিগ্রামের কোন উত্তরই দেন না। তাঁহার নিকট হইতে উত্তর না পাইয়া ডেপুটী কমিসনার ও পুলিস সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট সাহেবদিগকে ধরেন। ডেপুটী কমিসনার সিভিলিয়ান ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও তিনি আমাকে এই বিষয়ে অনুরোধ করা অন্যায় মনে করিয়া আমাকে অনুরোধ করেন নাই। কিন্তু পুলিসের গর্ডন্ সাহেবের সে বুদ্ধি ও জ্ঞান ছিল না। তিনি আমাকে একদিন বেলা ৯ টার সময় ডাকিয়া পাঠান। তিনি যে জন্য ডাকিয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিয়া ছাত্রদিগের যে ফরম পূর্ণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট

আবেদন করিতে হয় সেই ফরম একখানি সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার বাঙ্গলোয় গেলাম। সাহেব প্রথমে অন্য কথা পাড়িলেন, পরে বলিলেন যে বাবু, বৃন্দাবনকে পরীক্ষার্থ পাঠাইতে তোমার আপত্তি কি? আমি বলিলাম সে ইংরাজী সাহিত্য ভাল জানে না এই জন্য তাহাকে পাঠাইতে পারি না। ফরমখানি দেখাইয়া বলিলাম যে এই ফরমে আমাকে লিখিতে হইবে যে সকল বিষয়ে তাহার উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। যখন তাহার ইংরাজীতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই তখন আমি কেমন করিয়া ঐ ফরমখানি স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইব। তাহাতে সাহেব বলিলেন যে তুমি লিখিয়া দিতে পার যে ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাহার উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। আমি বলিলাম যে এ কথা লিখিলে রেজিষ্ট্রার মহোদয় তাহার আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া ফেরত দিবেন। তথাপি সাহেব আমাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পরে গুণহাস গোস্বামী বন-বিভাগের কর্ত্তা তারাকিশোরবাবুকে ধরেন। তারাকিশোরবাবু তাঁহাকে বলেন যে অন্য কাহাকেও ধরিয়া তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না। কাজেই গুণহাস একদিন আমার বাসায় আসিয়া বলেন যে বৃন্দাবনকে পাঠাইতেই হইবে। আমি তদুত্তরে বলি যে তুমি ত সাহেবদিগের মধ্যে সকলকেই ধরিয়াছ এখন আমার নিকট কেন আসিয়াছ? বৃন্দাবনকে এ বৎসর পাঠাইলে কোন ফল হইবে না। আগামী বৎসরে সে প্রথম বিভাগে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবে। তখন গুণহাস আমার পা জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। আমি বলিলাম গুণহাস তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান। তুমি আমার পা ধরিও না। গুণহাস বলিলেন যে আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও আপনার ছাত্র। আমি প্রথমে আপনার নিকট না আসিয়া নিতান্তই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। এক সময়ে আপনার ছাত্র ছিলাম, এখনও আমার পাছায় আপনার বেতের দাগ আছে, না হয় এখন আর কয়েক ঘা বেত আমার পাছায় লাগাইয়া

দেন। বেত লাগাইয়া দিয়া বৃন্দাবনকে পাঠাইয়া দেন। আমি বলিলাম আমার বিশ্বাস বৃন্দাবন কিছুতেই ইংরাজী সাহিত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। তথাপি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহাকে পাঠাইয়া দিতে সম্মত হইলাম। কিন্তু পক্ষপাতীত্ব করিতে পারিব না বলিয়া ইংরাজী সাহিত্যে টেষ্টে ফেল আরও তিনটী ছাত্রকে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখিলাম যে তিনটী ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে বলিয়াছিলাম সেই তিনটীই উত্তীর্ণ হইয়াছে। মসিন্ ও অপর চারিটী ছাত্র অর্থাৎ পাঁচটী ছাত্রই ইংরাজীতে ফেল হইয়াছে। তিনটী উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে ১টী প্রথম বিভাগে ও অপর ২টী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ৮টী ছাত্রের মধ্যে এ বৎসর ৫টী ছাত্র ইংরাজীতে ফেল হইয়াছিল, যাহা আমার কার্য্যকালে আর কখনই হয় নাই। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছিল। পর বৎসরে অর্থাৎ ১৯০০ সালে বৃন্দাবন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

একটী কথা আছে যে অমঙ্গলের মধ্য দিয়াও মঙ্গল আসে। আমার স্কুলের ১৮৯৯ সালের পরীক্ষার ফল তাহাই প্রমাণ করিয়াছিল।

ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্

ডাক্তার বুথ্ নূতন ডিরেক্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। আমার সহিত তাঁহার কোনরূপ জানা শুনা ছিল না। আমি হেড্ মাষ্টার হইবার পূর্ব্বে ডেপুটী ইনস্পেক্টর ছিলাম। তাঁহার মনে এই বিশ্বাসটী বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে আমি ভাল ইংরাজী জানি না। এই জন্যই ৮ জন ছাত্রের মধ্যে ৫ জন ইংরাজীতে ফেল হইয়াছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নওগাঁ হাই-স্কুল পরিদর্শন করিতে বা আমাকে পরীক্ষা করিতে আসেন। ভূমিকম্পে স্কুল-গৃহের উৎকৃষ্ট ৪টি কুঠরী ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তখন স্কুলের কার্য্য নানা স্থানে হইতেছিল। কয়েকটী শ্রেণী স্কুলের বড় চালাঘরে, কয়েকটী ব্যায়ামগৃহে ও কয়েকটী বাঙ্গালা স্কুলের

ঘরে বসিতেছিল। ব্যায়াম গৃহের একটী শ্রেণীতে বসিয়াই সাহেব আমাকে বলিলেন যে আমি এবারে তোমার স্কুলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিতে আসি নাই। ভূমিকম্পে স্কুলগৃহের কিরূপ ক্ষতি হইয়া গিয়াছে এবং এখন কিরূপ নূতন গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে দেখিতে আসিয়াছি এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ৮ জন ছাত্রের মধ্যে ৫ জন কেন ইংরাজী সাহিত্যে ফেল হইয়াছে এইটী বিশেষ করিয়া জানিতে আসিয়াছি। এই কথা বলিয়াই তিনি স্কুলের বড় চালাঘরের বারান্দায় গেলেন এবং কেন ৫ জন ছাত্র ইংরাজীতে ফেল হইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে টেষ্ট্ পরীক্ষার ফল যেরূপ হইয়াছিল তাহা বহী হইতে দেখাইলাম এবং বলিলাম আমি যে তিনটী ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে বলিয়াছিলাম সেই তিনটীই উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিরূপে বৃন্দাবন গোস্বামীকে পাঠাইয়া দিবার জন্য পুলিস সাহেব ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে এবং ডেপুটী কমিসনার কর্ত্তৃক পরোক্ষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম তাহাও বলিলাম। ডাক্তার বুথ্ বলিলেন যে চিফ্ কমিসনার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও অনুপযুক্ত ছাত্রদিগকে তোমার পাঠান উচিত হইত না। আমি বলিলাম যে ডেপুটী কমিসনার ও পুলিস সাহেবকে অসন্তুষ্ট করিয়া আমার নওগাঁয় থাকা চলিতে পারে না। তাঁহারা যদি অন্যায় করিয়াও আমাকে একদিনের জন্য হাজতে পাঠান, তাহা হইলেও আমাকে হাজতে যাইতে হইবে। আপনি শিলংএ থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। একথাও বলিলাম যে, যখন বৃন্দাবন গোস্বামীকে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম তখন পক্ষপাতীত্ব না করিয়া যে যে ছাত্র টেষ্টে ইংরাজীতে ফেল হইয়াছিল তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ৫ জন ইংরাজীতে ফেল হইবে জানিয়াই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ডাক্তার বুথ্ তৎপরে বারান্দায় পাচালি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং নানাবিষয়ে আমার সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল গল্প করিলেন। ডাক্তার বুথ্ গণিত ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কখনও পরীক্ষা

করিতেন না। সুতরাং কয়েকটী শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া পরিদর্শন কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। পরিদর্শন কার্য্য শেষ হইলে তিনি যে দিন নওগাঁ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন সেইদিন প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সার্কিট্ হাউসে গিয়াছিলাম। সাহেব তখন তথায় ছিলেন না। টুর-ক্লার্ক শ্রীযুক্ত দুর্গাধর বরকটকী তখন সার্কিট্ হাউসে ছিলেন। তিনি বলিলেন সাহেব এখন বেড়াইতে গিয়াছেন; আপনি বেলা ১টার পরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি আমাকে এ কথাও বলিলেন যে আপনার সম্বন্ধে সাহেবের মত ও ধারণা অতি উৎকৃষ্ট। তিনি স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছেন যে হেড্ মাষ্টার খুব ভাল ইংরাজী জানে তবে কেন এতগুলি ছাত্র ইংরাজীতে ফেল হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না। বেলা ১টার পরে বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সাহেব বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলোকবাবুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন যে পণ্ডিত মহাশয়, আপনার বিদ্যালয়টী এ প্রদেশের বঙ্গ-বিদ্যালয়ের মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। পরে আমাকে বলিলেন "হেড্ মাষ্টার, আমি দেখিলাম যে তুমি বেশ ভাল ইংরাজী জান। লিখিতে বা বলিতে তোমার একটীও ভুল হয় না। আমি যেরূপ ইংরাজী বলি তুমিও সেইরূপ শুদ্ধ ইংরাজী বলিতে পার। তবে তোমার এতগুলি ছাত্র কেন ইংরাজীতে ফেল হইয়াছে আমি কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমি বলিলাম যে এতগুলি ছাত্র ইংরাজীতে ফেল হইবে আমি ত জানিয়াই উহাদিগকে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলাম। আমি ত সমস্ত বিষয়ই আপনাকে বলিয়াছি। এই দিন হইতেই আমার প্রতি সাহেবের ধারণা অন্যরূপ হইয়া গেল। এই সকল কথার পরে আমি বলিলাম যে আমার স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস ১৬ বৎসর সেকেণ্ড মাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে গণিত এবং ইতিহাস ও

ভূগোল শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই ১৬ বৎসরের মধ্যে কোন ছাত্রই ঐ দুই বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয় নাই। তাঁহার অপেক্ষা অল্প দিন সেকেণ্ড মাষ্টারী করিয়াছেন এমন ৩ জন সেকেণ্ড মাষ্টার ক্রমে ক্রমে হেড্ মাষ্টার হইয়া গিয়াছেন। কালীমোহনবাবুর বয়সও ৫২।৫৩ বৎসর হইয়া গিয়াছে। মানুষের উন্নতির আশা না থাকিলে তাহার কাজ করিতে স্ফূর্ত্তি হয় না। হয় তাঁহাকে হেড্ মাষ্টারী দিন না হয় পেন্‌সন্ দিন। সাহেব বলিলেন "সে কি, লোকটা ১৬ বৎসর সেকেণ্ড মাষ্টারী করিতেছেন তথাপি হেড্ মাষ্টার হইতে পারেন নাই।" আমি বলিলাম "না"। তবে এ কথা সত্য ইনি ইংরাজী তত ভাল জানেন না। যে স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ভাল ইংরাজী জানেন সেই স্কুলে ইঁহাকে হেড্ মাষ্টার করিয়া পাঠাইতে পারেন। সাহেব বলিলেন যে এখন ত হেড্ মাষ্টারী খালি নাই। আমি বলিলাম যে আপনি আপনার স্মারক বহীতে কালীমোহনবাবুর নাম লিখিয়া লউন। হেড্ মাষ্টারী খালি হইলে তাঁহাকে হেড্ মাষ্টারী দিবেন। সাহেব লিখিয়া লইলেন। আমি জানিতাম ডিব্রুগড় জেলা-স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত কেশবনাথ ফুকন ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর হইবেন; এবং তথাকার সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ইংরাজী ভাল জানেন। পরে আমি বলিলাম যে আমি এই কালা-আজারের আবাসস্থল নওগাঁয় প্রায় ৬ বৎসর আছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অন্যত্র বদলী করুন। সাহেব ইহাতেও সম্মত হইলেন।

আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়াই কালীমোহনবাবুকে বলিলাম যে পোষাক প্রস্তুত করুন; শীঘ্রই হেড্ মাষ্টার হইবেন। হেড্ মাষ্টারের করণীয় কার্য্যগুলি এখন হইতে করিতে শিখুন। কালীমোহনবাবু কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এই সময়ের কিছু দিন পরে ডিরেক্টার সাহেবের অফিস হইতে একখানি চিঠি আসিল যে কোন শিক্ষকের কোনরূপ ব্যবসায় থাকিলে এমন কি গৃহ-

শিক্ষকের কার্য্য থাকিলেও সাহেবের বিশেষ অনুমতি না লইয়া কেহই কোন ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। যে যে শিক্ষকের কোন ব্যবসায় বা গৃহ-শিক্ষকতা ছিল সকলকেই অনুমতি দেওয়া হইল।

কালীমোহনবাবুর সুদী কারবার ছিল। তাঁহাকে অনুমতি দেওয়াই-লাম না; পরন্তু তাঁহাকে বলিয়া দিলাম যে যাহার যাহার নিকটে আপনার টাকা পাওনা আছে সব আদায় করিয়া লউন। নচেৎ এখান হইতে বদলী হইলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সকলের অনুমতি আসিল অথচ কালীমোহনবাবুর অনুমতি আসিল না জানিয়া তাঁহার বিদুষী ও পরোপকারিণী পত্নী শ্রীমতী চিন্ময়ী দাস বিশেষ দুঃখিতা হইলেন; এবং আমার স্ত্রীকে বলিলেন "সে কি, হেড্ মাষ্টারের সহিত ত সেকেণ্ড মাষ্টারের বিশেষ সৌহৃদ্য আছে। দুই জন ত প্রায়ই সর্ব্বদাই একত্রে থাকেন। এরূপ অবস্থায় সেকেণ্ড মাষ্টার সুদী কারবার করিবার অনুমতি পাইলেন না কেন? আমি আমার স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম যে তোমার দীদীকে বলিও যে ইহার কারণ পরে জানিতে পারিবেন। সেকেণ্ড মাষ্টারের স্ত্রী প্রসবকার্য্যে সিদ্ধহস্তা ছিলেন এবং কাহারও প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলেই ও তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী পাঠাইলেই তিনি যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়া প্রসব করাইয়া আসিতেন। ইহাঁর নিকটে ও উকীল শ্রীযুক্ত রামদুর্ল্লভ মজুমদারের স্ত্রী শ্রীমতী সুশীলাবালা মজুমদারের নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী। ইহাঁদের দয়া, মমতা, উপকারিতা ও সৌজন্য জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। বিশেষ আত্মীয়ের অপেক্ষাও ইহাঁরা আমাদের আত্মীয়া ছিলেন। সকল সময়েই ইহাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি।

ডাক্তার বুথ্ পরিদর্শন করিয়া যাওয়ার মাস দুই পরে আসাম গেজেটে প্রকাশিত হইল যে ডিব্রুগড় জেলা-স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত কেশব-নাথ ফুকন দরং জেলার ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইলেন এবং তৎপদে

নওগাঁ জেলা-স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া ডিব্রুগড়ে বদলী হইলেন। ইহাঁর মাসখানিক পরে গেজেটে প্রকাশ হইল যে আমি তেজপুর জেলা-স্কুলের হেড্ মাষ্টারের কার্য্যে বদলী হইলাম, এবং তেজপুর হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামমোহন মিত্র বি, এ, শিবসাগর জেলা-স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইলেন।

আমি যে ৬ বৎসরকাল নওগাঁ জেলা-স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলাম সেই সময়ের জন্য নওগাঁ Assamese Text-Book Commitee বা আসামীয়া ভাষার পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচনী সভার সভ্য ছিলাম এবং পাঁচ বৎসরকাল নওগাঁ মিউনিসিপ্যাল কমিটীর কমিসনার ছিলাম ও ভাইস চেয়ারম্যান উকীল শ্রীযুক্ত রামদুর্ল্লভ মজুমদার বি, এল, এর অনুপস্থিতি কালে ভাইস্ চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়াছিলাম।

কোন এক সময়ে আসাম-উপত্যকা জেলা সমূহের কমিসনার জি, গডফ্রে সাহেবের সহিত আসামীয়া ভাষা সম্বন্ধে নওগাঁর সার্কিট্ হাউসে আমার কথোপকথন হয়। আমি বলি যে আসামীয়া ভাষা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভাষা নহে। বাঙ্গালা ভাষার রূপান্তর মাত্র। তাহাতে কমিসনার সাহেব বাহাদুর বলেন যে তাহা হইলে তুমি ফরাসী ভাষাকেও ইংরাজী ভাষার রূপান্তর বলিতে পার। যখন আমাদের আসামীয়া ভাষা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন পার্শ্বের ঘরে তাঁহার পেস্কার শ্রীযুক্ত দুলাল-চন্দ্র চৌধুরী বসিয়াছিলেন ও আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। তিনি এই কথা তাঁহার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আসাম-প্রদেশের তৎকালের মাননীয় চিফ্ কমিসনার স্যার উইলিয়ম ওয়ার্ড বাহাদুরের নিকটে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া লেখেন যে হেড্ মাষ্টার রামেশ্বর সেন বাঙ্গালী ও নওগাঁর পাদ্রী রেভারেণ্ড মুর আসামীয়া ভাষার পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচনী সভার সভ্য হইতে পারেন না। চিফ্ কমিসনার বাহাদুর শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার উইল্‌সন্ সাহেবকে

চিঠি লিখিয়া জানিতে চান যে একজন বাঙ্গালীকে ও আর একজন সাহেবকে কেন ঐ সভার সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে। আসামের ডিরেক্টার সাহেব চিফ্ কমিসনার সাহেব বাহাদুরের এই সম্বন্ধে চিঠি পাওয়ার কিছুদিন পরে নওগাঁয় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এ সম্বন্ধে কি উত্তর দেওয়া যায়। আমি তাঁহাকে বলি যে মুর সাহেব আসামীয়া ভাষায় পবিত্র বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছেন, উহা হইতে বুঝিতে হইবে তিনি আসামীয়া ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং আমি যখন ডেপুটী ইনস্পেক্টর ছিলাম তখন আসামীয়া ভাষায় উচ্চমানের পরীক্ষা দিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি সহকারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। ঐ পরীক্ষার ফল ১৮৮৫ সনের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের আসাম গেজেটের ১০ম পৃষ্ঠায় ৭নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুর আমার কথামত কৈফিয়ৎ দেন; এবং চিফ্ কমিসনার সাহেব বাহাদুর ঐ কৈফিয়ৎ পাইয়া সন্তুষ্ট হন। এ বিষয়ে আর কাহারও কখনও কোন আপত্তি হয় নাই।

আমি যে ৬ বৎসরকাল নওগাঁ জেলা-স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলাম; সেই সময়ে নওগাঁয় ডেপুটী কমিসনার ছিলেন যথাক্রমে ম্যাক্রেন, আর বথ্নট্, লীজ, গ্রনিং ও কেনেডি সাহেব। প্রথম ৪ জন সিভিলিয়ান ছিলেন ও কেনেডি সাহেব পূর্ব্বে কিছুকাল সৈনিক-বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। ম্যাক্রেন ও গ্রনিং সাহেব বড় কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। পূর্ব্বে সময় নির্দ্দিষ্ট না করিয়া ইহাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারা যাইত না। আর বথ্নট্ সাহেব অনেকগুলি ভাষা জানিতেন এবং সদাশয় লোক ছিলেন, কিন্তু কার্য্য করিতে চাহিতেন না। কেনেডি সাহেব বিশেষ জনপ্রিয় ও অমায়িক লোক ছিলেন। ইহাঁর সহিত প্রায় যখন তখন দেখা করিতে পারা যাইত। সময়ে সময়ে ইনি স্নান করার পরেই গেঞ্জি গায়ে দিয়াও আমার সহিত গল্প করিতেন। দুঃখের বিষয় ইনি ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি কালা-আজারে আক্রান্ত হইয়া অকালে

নওগাঁয় প্রাণ হারান। ইহাঁর সমাধি দিবসে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী ও আসামীয়া ভদ্রলোক মাত্রেই সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া সমাধি কার্য্যে যোগদান করিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমি ইচ্ছা করিয়া নওগা হইতে বদলী হওয়ায় নওগাঁর ভদ্রলোক মাত্রেই দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং অনেকেই বলিয়াছিলেন যে আমাদিগকে অনর্থক দুঃখ দিয়া গেলেন ইহার জন্য মনস্তাপ করিতে হইবে। উহাঁদের অভিসম্পাত আমার উপরে বিলক্ষণ কার্য্য করিয়াছিল। আমি তেজপুরে যাইয়া সুখী হইতে পারি নাই। বিলক্ষণ শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক কষ্ট পাইয়াছিলাম। সে সকল বিষয় যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হওয়ার পরে আমি নওগাঁ জেলা-স্কুলের নূতন দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মেশ্বর গোস্বামীকে বিদ্যালয়ের কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া তেজপুরে যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। আমি যখন এই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম তখন ধর্ম্মেশ্বর গোস্বামী মহাশয় তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। সুতরাং আমার পরিচিত। ইনি মধ্যে তেজপুর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে বদলী হইয়াছিলেন এবং সেখানে কয়েক বৎসর ছিলেন। এখন দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হইয়া আবার নওগাঁয় আসিয়াছেন। ইহাঁর বাড়ী নওগাঁয় এবং ইনি জখলা-বান্ধা সত্রের গোস্বামী।

নওগাঁয় আমার নিজের বাসা ছিল। সুতরাং আমি গ্রীষ্মাবকাশ কালটা নওগাঁয় কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু কোন স্থানে কোন বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিয়া উহার কার্য্যভার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিয়া তথায় থাকিলে পূর্ব্বের ন্যায় খাতির থাকে না বলিয়াই আমি গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যেই চলিয়া আসিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি মাস খানেকের জন্য একবার মধ্য-আসামের একৃটিং ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়া তেজপুরে গিয়াছিলাম। সুতরাং তেজপুরের ভদ্রলোকদিগের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল, কেবল একষ্ট্রা-এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত নৃত্য-

গোপাল চট্টোপাধ্যায় বি এল, মহাশয়ের সহিত ইতিপূর্ব্বে কখনও পরিচয় হয় নাই। নৃত্যগোপালবাবুর বাড়ী ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত শ্যামনগরে। ইনি বড় অমায়িক ও সদাশয় ছিলেন। পরে ইহাঁর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমার আত্মীয় শ্রীমান্ জ্যোতির্ম্ময় সেন ডেপুটী কমিসনারের অফিসে এখানে এখন চাকরী করিতেছিলেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া গ্রীষ্মাবকাশের বন্ধের সময়ে তেজপুরে আসিলে কোন অসুবিধা হইবে না মনে করিয়া তেজপুরে এই সময় আসা কর্ত্তব্য মনে করিয়া আসিলাম।

নবম অধ্যায়

তেজপুর

তেজপুর হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টার হওয়া

তেজপুর সহরটী ক্ষুদ্রাকারের হইলেও দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোহর। এই সহরের দুইধার দিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত আছে। সহরের নিকটেই পাহাড় ও স্বাভাবিক বন আছে। কৃত্রিম হ্রদ ও কৃত্রিম দ্বীপও আছে। পদ্মপুকুর বলিয়া একটী বৃহৎ পুকুর আছে। পদ্মফুল ফুটিলে, উহার শোভা অতি মনোহারিণী হয়। ঐটী প্রকৃত-পক্ষে পুকুর নহে। ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাত। ঐ খাতের উপর দিয়া কয়েকটী পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া উহাকে পুকুরে পরিণত করা হইয়াছে। যখন কর্ণেল গ্রে, এখানে ডেপুটী কমিসনার ছিলেন তখন এই সহরটীকে তিনি আরও সুন্দর ও মনোহর করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রে সাহেব যখন যে সহরে ডেপুটী কমিসনার থাকেন তখনই তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। ধুব্ড়ীকেও ইনি সুন্দর ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া গিয়াছিলেন। তেজপুর সহরটী দেখিতে যেন একখানি সুন্দর ছবি। অনেক সাহেবের মুখে শুনিয়াছি যে একাধারে বৃহৎ নদী, পর্ব্বত, পাহাড় ও সুন্দর স্বাভাবিক বন, ভারতবর্ষের অন্য কোন সহরে নাই। তেজপুরের বর্ত্তমান ডেপুটি কমিসনার মেজর কোলও তেজপুর সহরকে আরও সুন্দর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি একটী সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন; এবং এখনও উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহার নামেই ঐ উদ্যানের নাম হইয়াছে কোল পার্ক অর্থাৎ কোল উদ্যান। এই উদ্যানটী তেজপুর হাই-স্কুলের বাড়ীর পূর্ব্বধারে। স্কুল বাড়ী ও উদ্যানের মধ্যে একটী কৃত্রিম হ্রদ মাত্র

ব্যবধান। স্কুল বাড়ীর দুই ধারে ডুরাণ্ডা নামক গাছ দিয়া সুন্দর বেড়া করিয়া দিয়াছেন। রুচি-বিজ্ঞানে ইহাঁর বিলক্ষণ তীক্ষ্ণ জ্ঞান ও দৃষ্টি আছে। লোকটীও অতি মিষ্টভাষী, সদাশয় ও মহদন্তঃকরণ। দেখিতেও অতি সুন্দর ও সুশ্রী। ইহাঁকে দেখিলেই, ইহাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইতে হয় এবং ইহাঁকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতে প্রবৃত্তি হয়। ইহাঁর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা এখন বলিতে রহিল।

তেজপুর জেলা-স্কুলের আমার পূর্ব্ববর্ত্তী হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামমোহন মিত্র বি, এ, ঐ স্কুলের কার্য্যভার দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু বি, এ, কে দিয়া গ্রীষ্মাবকাশের বন্ধে বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রবাবুও বন্ধের সময়ে বাড়ী গিয়াছিলেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে রামমোহনবাবু আমার অবগতি ও সুবিধার জন্য একখানি বহীতে কতকগুলি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া বীরেন্দ্রবাবুর হস্তে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

আমি নওগাঁ হইতে আসিবার পূর্ব্বে আমার আত্মীয় জ্যোতির্ম্ময় সেনকে চিঠি লিখিয়া একটী ভাল বাসা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম। তদনুসারে তাঁহার বাসার নিকটে হেড্ মাষ্টার চন্দ্রমোহন গোস্বামীর পুত্র শরদিন্দু গোস্বামীর বাসাটী আমার জন্য ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাসাটীতে অনেকগুলি বড় বড় ঘর ছিল। স্থানও যথেষ্ট ছিল। একটী ফুলবাগান ছিল এবং একখানি ছোট চালাঘরের মধ্যে একটী পাতকুয়াও ছিল। আমি যেদিন তেজপুরে আসি সেই দিন ষ্টিমার ঘাটে বিদ্যালয়ের চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুক্ত আনন্দহরি বসাক চৌকিদার প্রহ্লাদ সিং সহ কয়েকখানি গরুর গাড়ী লইয়া উপস্থিত ছিলেন। আনন্দহরিবাবুর বাড়ী নিজ ঢাকা সহরে এবং লোকটি বেশ শান্ত, শিষ্ট ও পরোপকারী ছিলেন। চৌকিদার প্রহ্লাদ সিং খুব ভাল লোক ছিল এবং আমার সুবিধার জন্য অনেক কাজ কর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তেজপুরে আসিয়া আমি সুখী হইতে পারি নাই। শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক কষ্ট যথেষ্ট পাইয়াছিলাম। তেজপুরে জলের কষ্ট খুবই বেশী। কাছারির নিকট একটী ইন্দারা আছে। হয় সেই ইন্দারা হইতে স্নান, পান, পাক ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য জল আনিতে হয়, নয় ব্রহ্মপুত্র হইতে আনিতে হয়। আমার বাসা যেখানে ছিল সেখান হইতে ইন্দারার জল লওয়াই সুবিধাজনক ছিল। আমি যখন তেজপুরে যাই তখন গ্রীষ্মকাল, ভয়ানক গরম। সুতরাং স্নানের জন্য অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জলের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি তেজপুরে পৌছিয়াই, চাকরের ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। বাসায় যে পাতকুয়াটী ছিল তাহার জলেই স্নান করিতে লাগিলাম। উহার জলটা খুব ঠাণ্ডা ছিল। অধিক পরিমাণে ঐ জল ব্যবহার করায় আমার জ্বর হইল। পাগলা-গারদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস আমার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন পায়খানা হইতে আসিবার সময় আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। বাসায় কান্নাকাটি উঠিল। আমার বাসার সম্মুখের বাসায় লোক্যালবোর্ডের একাউণ্ট্যাণ্ট্ শ্রীযুক্ত শিবেশ্বর দাস ও তাঁহার ভ্রাতা উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাস বি, এল, বাস করিতেন। শিবেশ্বরবাবুর বিধবা ভগিনী, আমাদের বাসায় কান্না শুনিয়া ছুটিয়া আমাদের বাসায় আসিলেন। এই সময়ে তেজপুরের সিভিল্ সার্জ্জন উদার-হৃদয় ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা বিদায়ে ছিলেন। নওগাঁর এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বসু তখন তেজপুরের একৃটিং সিভিল্ সার্জ্জন। তিনি পাগলা-গারদের ডাক্তার গিরিশবাবুর বাসাতেই থাকিতেন। নারায়ণবাবু আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি ও গিরিশবাবু উভয়েই আমাকে দেখিতে আসিলেন। নারায়ণবাবু আমার রোগ পরীক্ষা করিয়া গিরীশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কি রোগের চিকিৎসা করিতেছেন। গিরীশবাবু বলিলেন সাধারণ জ্বরের চিকিৎসা

করিতেছি। নারায়ণবাবু বলিলেন সে কি গিরীশ, ইঁহার যে ডবল্ নিউমোনিয়া হইয়াছে। সুতরাং ঔষধের পরিবর্ত্তন হইল, বুকে পুল্টিশ দিবার বন্দোবস্ত হইল। আমার পুত্রেরা তখন সকলে অল্প বয়স্ক। সুতরাং পাড়ার ভদ্রলোকগণ ও আমার আত্মীয় জ্যোতির্ম্ময় আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। উকীল মহেন্দ্রনাথ দাঁ বি, এল, হাকিম নৃত্যগোপালবাবু, উকীল মনোমোহন লাহিড়ী বি, এল, প্রভৃতি ভদ্রলোক মাত্রেই আমার সংবাদ লইতে লাগিলেন। উকীল মনোমোহন আমার ছাত্র। পাড়ার শিবেশ্বরবাবু, চন্দ্রকান্তবাবু ও তাঁহাদের ভগিনী, আমার এই আকস্মিক পীড়া ও বিপদের সময়ে যথেষ্ট পরিশ্রম, চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। উহাঁরা সকলে মিলিত হইয়া এত যত্ন ও চেষ্টা না করিলে আমার রোগমুক্ত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল।

মাসাধিককাল কষ্ট পাওয়ার পরে ভাল হইয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু তখনও দুর্ব্বলতা যায় নাই। আমার দ্বিতীয় পুত্র অমলেরও ম্যালেরিয়া জ্বর হইল। হাকিম নৃত্যগোপালবাবুর ও উকীল মহেন্দ্রবাবুর হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসায় সেও অনেকদিন ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করিল। কালা-আজারের আবাস-স্থল নওগাঁয় সাড়ে ছয় বৎসর থাকা কালে আমার বা আমাদের ছেলে মেয়েগণের কাহারও কোন পীড়া হয় নাই। অথচ স্বাস্থ্যকর স্থান তেজপুরে আসিয়া আমি সাজ্ঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইয়া পড়িলাম। এবং আমার ছেলে মেয়েগণেরও ক্রমে ক্রমে সকলেরই পীড়া হইতে লাগিল। পরে তাহাদের পীড়ার কথা, চিকিৎসার ও স্থান পরিবর্ত্তনের বিষয় বলিব।

আমি তেজপুরে আসিয়াই নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ডেপুটী কমিসনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। তাঁহার বাঙ্গলো পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ছিল। শরীরে একটু বল পাওয়ার পরে একদিন অতি কষ্টে ছড়িতে ভর দিয়া তাঁহার বাঙ্গলোয় যাইয়া তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে পীড়ার জন্যই তাঁহার সহিত এতদিন দেখা করিতে পারি নাই। আজ অতি কষ্টে আসিয়াছি। ডেপুটী কমিসনার মেজর কোল আমার পীড়ার কথা শুনিয়া বলিলেন যে তুমি আরও কয়েকদিন পরে শরীরে যথেষ্ট বল পাইলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে কোন দোষ হইত না; মেজর কোল যতদিন তেজপুরে ছিলেন ততদিনই আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি তেজপুর হইতে বদলী হইয়া গেলে কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক আমার অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং আমাকে নানা প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সকল কথা পরে বলিব।

গ্রীষ্মাবকাশের পরে দ্বিতীয় শিক্ষক বীরেন্দ্রবাবু বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবার জন্য একদিন আমার বাসায় আসিলেন। আমি তখনও খুব দুর্ব্বল। ভদ্রতা করিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম যে দেখুন আমার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইয়া গিয়াছে। আমার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে। আমার এ বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা পোষাইবে না। আপনি তরুণ ও সুশিক্ষিত যুবক। আপনি মনে করিবেন যে আপনিই যেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আপনার উপর বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে চাই। আমি কেবল প্রথম শ্রেণীতে পড়াইয়াই আমার সমস্ত করণীয় কার্য্য করা হইল মনে করিতে পারি এরূপভাবে আপনি কার্য্য করিবেন। বীরেন্দ্রবাবু বি, এ, ছিলেন এবং আসাম-প্রদেশের মধ্যে অন্যান্য প্রধান শিক্ষকগণ অপেক্ষা তাঁহার পিতা শ্রীহট্ট জেলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার বসু অধিক বেতন পাইতেন; এবং তিনি তাঁহার পিতার খাতিরে বি, এ, পাস করিয়াই একেবারে দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে বিলক্ষণ অহঙ্কার ছিল। আমি যে ভদ্রতার খাতিরে বিনয় করিয়া তাঁহাকে এতগুলি কথা বলিয়াছিলাম তাহা না বুঝিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে

আমি বি, এ, নহি, সুতরাং তত যোগ্য প্রধান শিক্ষক নহি। এই ধারণা লইয়াই তিনি আমার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্যভার বুঝিয়া লই, তখন তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী হেড্ মাষ্টার রামমোহনবাবুর একখানি নোট বুক আমাকে দিয়া বলিয়াছিলেন যে এই নোট-বুকের যে কয়েকখানি পাতা সূতা দিয়া একত্র করিয়া বাঁধা আছে ঐ পাতাগুলিতে রামমোহনবাবুর ব্যক্তিগত কতকগুলি বিষয় লিখিত আছে, ঐগুলি আপনি দেখিবেন না। আমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐগুলি কিছুকাল দেখি নাই। বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করার পরে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে প্রায় সকল হাই-স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারেরা প্রথম দুই শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং প্রধান শিক্ষক ঐ দুই শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দেন। আপনি কি প্রথম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিবেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন এবারকার প্রথম শ্রেণীতে তত ভাল ছাত্র নাই, এ বৎসর আমি প্রথম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি না। আগামী বৎসরে দিব। রামমোহনবাবু বলিয়া গিয়াছেন যে চতুর্থ শিক্ষক আনন্দহরিবাবু গণিত ভাল জানেন, তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতে বলিয়া গিয়াছেন। আমি বলিলাম যে যদি আপনি প্রথম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা না দেন তাহা হইলে আমাকেই উহা শিক্ষা দিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী হেড্ মাষ্টার রামমোহনবাবু গণিত ভাল জানিতেন, এজন্য তিনিই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতেন। যদি আমি প্রথম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা না দিয়া চতুর্থ শিক্ষক আনন্দহরিবাবুকে উহা শিক্ষা দিবার ভার দিই তাহা হইলে সকল লোকেই মনে করিবে যে আমি গণিত জানি না। সুতরাং আমি নিজেই প্রথম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলাম। আমি যখন দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম তখন প্রথম দুই বা তিন শ্রেণীতে বরাবরই গণিত শিক্ষা দিতাম। তবে ১৮৮৩ সনের জুলাই মাস হইতে অর্থাৎ ডেপুটী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত

হওয়ার পর হইতে প্রায় ৭ বৎসরকাল গণিত শিক্ষা দিই নাই। কোহিমা হাই-স্কুলে প্রথম শ্রেণী ছিল না কাজেই উহা সেখানে শিক্ষা দিতে হয় নাই। এখন গণিত শিক্ষা দিতে প্রথম প্রথম একটু বাধ, বাধ, বোধ হইতে লাগিল। আর, আর এক কথা আমি এ পর্য্যন্ত চশমা ব্যবহার করি নাই। এখন বীজগণিত শিক্ষা দিবার কালে শক্তিবাচক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যাগুলি দেখিতে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। কাজেই এখন চশমা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম। গণিত শিক্ষা দিতে লাগিলাম এবং পূর্ব্বের অভ্যাস ফিরিয়া পাইলাম। একথা এখানে বলা আবশ্যক যে দ্বিতীয় শিক্ষক বীরেন্দ্রবাবু গণিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন না।

তেজপুর জেলা-স্কুলেও তৃতীয় শিক্ষক ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এক সময়ে রজনীকান্ত ঘোষ নামে বি, এ, ফেল একজন তৃতীয় শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বে ডিব্রুগড় জেলা-স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। আসাম-প্রদেশের নিম্ন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া ইনি সব্ ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছিলেন। কাছার জেলায় কার্য্য করার সময়ে ইনি হঠাৎ উন্মত্ত পাগল হইয়া যান। সুতরাং তাঁহার সে চাকরী যায়। তখনও উহাঁর নাম শিক্ষা-বিভাগের অন্তর্গত ছিল। বহুকাল বিদায়ে থাকার পরে উনি পুনরায় শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিতে আসেন। বিদায় হইতে আসার পরে প্রথমে তাঁহাকে গৌহাটীতে ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্তের অধীনে ক্লার্কের পদে নিযুক্ত করা হয়। গিরিশবাবু তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করায় তাঁহাকে তেজপুর জেলা-স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে ডাক্তার বুথ্ নিযুক্ত করিয়া পাঠান। রজনীবাবু বেশ ভাল শিক্ষক ছিলেন। যখন তিনি প্রকৃতিস্থ থাকিতেন তখন তিনি খুবই ভাল শিক্ষক। কয়েক মাস আমার অধীনে তৃতীয় শিক্ষকতা করার পরে আবার হঠাৎ একদিন পাগল হইয়া পড়েন। প্রথমে তাঁহাকে পাগলা-গারদে দিতে বাধ্য হই। তাঁহার একটী ভাই রঙ্গপুরে কানুনগো ছিলেন। তাঁহাকে চিঠি লেখাতে তিনি একজন

লোক পাঠাইয়া দেন। ঐ লোকসঙ্গে তাঁহাকে তাঁহার দেশে পাঠাইয়া দিই। রজনীবাবু পাগল হওয়ার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত অনেকে একটিং তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্য করেন। এক সময়ে হেড্ মাষ্টার 'প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, কিছুদিন একটিং তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। পরে শ্রীহট্ট জেলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রনাথ আদিত্য বি, এ, স্থায়ীভাবে তৃতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন। পঞ্চম শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় গোয়ালপাড়া গভর্ণমেণ্ট-মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় পঞ্চম শিক্ষক হইয়া আসেন। ইহাঁর বাড়ী বলাগড়ের নিকট কালীয়াগড়ে। ইনি বহুদিন আমার অধীনে লক্ষ্মীপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং কয়েক বৎসর ধুব্ড়ীতে স্কুল সব্-ইনস্পেক্টর ছিলেন। অতিরিক্ত শিক্ষক ছিলেন আসামবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ শর্ম্মা বি, এ, ফেল। ষষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত ভূরাম ভুয়াঁ। তেজপুরের নিকটেই একটী পল্লীতে ইহাঁর বাড়ী। পণ্ডিত ছিলেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার। ইনি সিতি বা ধবল রোগগ্রস্থ ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র না থাকাতে মৌলভি ছিলেন না।

দ্বিতীয় শিক্ষক বীরেন্দ্রবাবু ক্রমশঃই নানা বিষয়ে আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আমাদের স্কুলের ছুটীর তালিকাতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে একদিন ছুটী ছিল এবং তাহার দিনও ধার্য্য ছিল। কিন্তু আসামীয়া ভদ্রলোক মাত্রেই বিশেষতঃ মহান্তগণ একবাক্যে বলিলেন যে ঐ দিন বিদ্যালয় বন্ধ না রাখিয়া তার পরদিন বন্ধ রাখিলেই ভাল হয়। তাঁহাদের ইচ্ছা ও মতানুসারে আমি পরদিন বন্ধ দিলাম। আমাদের ডিরেক্টার অফিসের তালিকার ছুটীর দিনে বিদ্যালয়ের কার্য্য রীতিমত হইল। বীরেন্দ্রবাবু ঐ দিনে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন না, বা উপস্থিত না হইবার কারণও লিখিয়া জানাইলেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতনের বিল বীরেন্দ্রবাবুই করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়

বীরেন্দ্রবাবুর মনের ভাব জানিতেন। পণ্ডিত মহাশয় মাসের শেষদিনে আমাকে বলিলেন যে তাঁহার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, যেন বেতনের বিলখানি ১লা তারিখেই হয় এবং সেই দিনই যেন বেতন পাওয়া যায়। আমি বলিলাম এবারে বিল আমি নিজেই করিব। আমি নিজে বিল প্রস্তুত করিলাম এবং বীরেন্দ্রবাবু আমাকে না জানাইয়া জন্মাষ্টমীর সময়ে যে দিন স্কুলের কার্য্য হইয়াছিল সেইদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হওয়ায় বিলে তাঁহাকে ঐ দিন বিনা বিদায়ে অনুপস্থিত দেখাইয়া তাঁহার একদিনের বেতন কর্ত্তন করিলাম। বেতন লইবার সময়ে তিনি চৌকিদার প্রহ্লাদ সিংকে বলিলেন তাঁহার টাকা কম কেন? চৌকিদার আমাকে ঐ কথা বলাতে, আমি বলিলাম যে তিনি বিনা বিদায়ে একদিন অনুপস্থিত ছিলেন। এজন্য এক দিনের বেতন কাটা গিয়াছে। উত্তোরত্তর তাঁহার সহিত আমার মনো-মালিন্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। আমি বাধ্য হইয়া ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্‌কে জানাইলাম যে দ্বিতীয় শিক্ষক বীরেন্দ্রবাবুর সহিত আমার বনিতেছে না, হয় তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করুন, নয় আমাকে স্থানান্তরিত করুন। তাঁহার অবাধ্যতার ও ধৃষ্টতার কয়েকটী নিদর্শনও ঐ চিঠিতে দিলাম। ডাক্তার বুথ্‌ আমার এই চিঠি পাইয়াই তাঁহার হেড্‌ এসিষ্ট্যান্ট্‌ শশিমোহনবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন যে রামেশ্বর বীরেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছে পূর্ব্ববর্ত্তী হেড্‌ মাষ্টার রামমোহনবাবুও ঐরূপ অভিযোগ অনেকবার করিয়াছিলেন কিন্তু আমি রামমোহনবাবুকে ঝগড়াটে বলিয়া জানিতাম। এজন্য ঐ বিষয়ে কিছু করি নাই। কিন্তু রামেশ্বরকে আমি শান্ত ও শিষ্ট প্রকৃতির লোক বলিয়া জানি। যখন রামমোহনবাবুর ও রামেশ্বরের অভিযোগ ঠিক একই প্রকার, তখন বীরেন্দ্রই নিশ্চয়ই দোষী। দেখ কোন্‌ হাই-স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের বেতন সর্ব্বাপেক্ষা কম, সেই বিদ্যালয়ে বীরেন্দ্রকে তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত কর। যোরহাট হাই-স্কুলের

তৃতীয় শিক্ষকের বেতন তখন ৪০৲টাকা ছিল। ঐ পদে তাঁহাকে অবনত করার জন্য ডাক্তার বুথ্ আদেশ দিতে উদ্যত হইলেন। শশীবাবু তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া সে দিন আদেশ দিতে নিরস্ত করিলেন। শশীবাবু বীরেন্দ্রবাবুর পিতা শ্রীহট্ট জেলা-স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার বসুর বন্ধু ও একস্থানের লোক। এজন্য বীরেন্দ্রর পক্ষ অবলম্বন করিয়া অনেক কথাই বলিলেন কিন্তু ডাক্তার বুথ্ সে সব কথা শুনিলেন না। ৪০৲ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত করিলে অতি কঠোর শাস্তি হয়, শশীবাবু বুঝাইয়া বলায় বুথ্ সাহেবের আদেশ হইল যে ৬৫৲ টাকা বেতনে বীরেন্দ্রকে যোরহাটের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে বদলী করা হইল। এবং যোরহাটের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত রায়কে তেজপুর হাই-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে ৭৫৲ টাকা বেতনে দেওয়া হইল। বীরেন্দ্রর ১০৲ টাকা বেতন কমিয়া গেল ও অপেক্ষাকৃত অসুবিধার স্থানে তাঁহাকে যাইতে হইল। চন্দ্রকান্তবাবুর ১০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল এবং ইনি ভাল স্থানে আসিলেন। চন্দ্রকান্ত-বাবু বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাড়ী রাজসাহী জেলায় এবং হেড্ মাষ্টার চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা। ইনি বি, এ, ফেল হইলেও ইংরাজী সাহিত্যে ও গণিতে ইহাঁর বেশ দখল ছিল। লোকটীও বিশেষ শান্ত শিষ্ট। ইহাঁর সহিত কাজ করিয়া আমি বেশ সুখ পাইয়াছিলাম। বীরেন্দ্রর বদলীর আদেশ পাওয়ায় পরে, আমি রাম-মোহনবাবুর নোট বুকের সূতা দিয়া গাঁথা পাতাগুলি খুলিয়া দেখি যে ঐ পাতাগুলিতে বীরেন্দ্রর সমস্ত দোষের কথা লেখা রহিয়াছে। যে দিন ডাকে বীরেন্দ্রর বদলীর চিঠি আসে সেই দিন প্রাতঃকালে আমি হাকিম নৃত্যগোপালবাবুর বাসায় বেড়াইতে গিয়া দেখি যে বীরেন্দ্র সেখানে ম্লান মুখে বসিয়া রহিয়াছেন ও নৃত্যগোপালবাবুকে কি বলিতেছেন। আমি তখন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আমার চিঠি পড়িয়া সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। ডাক্তার

বুথ্ ১ বৎসরের বিদায়ে যাওয়াতে প্রথিরো সাহেব তাঁহার পদে আসামের ডিরেক্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সকল হাই-স্কুলের ভিন্ন ভিন্ন সহকারী শিক্ষকদিগের বেতন সমান হইয়াছিল। সুতরাং বীরেন্দ্রর বেতনও ৭৫্ টাকা হইয়াছিল; এবং শশীবাবুর চেষ্টায় বীরেন্দ্র ধুব্ড়ী হাই-স্কুলে বদলী হইয়াছিলেন। ডাক্তার বুথ্ বিদায়ান্তে ফিরিয়া আসিয়া ধুব্ড়ীতে উঠিয়া দেখেন যে বীরেন্দ্র ধুব্ড়ীতে আসিয়াছেন। তিনি বীরেন্দ্রর উপর এতই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে ধুব্ড়ীতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি এখানে কেন? বীরেন্দ্র বলিলেন প্রথিরো সাহেব তাঁহাকে এখানে বদলী করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়াই ডাক্তার বুথ্ বলিলেন যে আমি তোমাকে তোমার দোষের জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম। তমি আমার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া এখানে আসিয়াছ। আমি তোমাকে এখনই মৌখিক আদেশ দিতেছি যে তুমি সপ্তাহকাল মধ্যে পুনরায় যোরহাটে যাইবা। আমি শিলংএ গিয়া লিখিত আদেশ দিব। কার্য্যে তাহাই হইয়াছিল। বীরেন্দ্র পরে সব্-ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছিলেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে সব্-ডেপুটী হওয়ার অল্পকাল পরেই তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। বীরেন্দ্র যোরহাটে বদলীর আদেশ পাইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার লঘু পাপে গুরুদণ্ড আমি কেন করাইলাম। আমি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে আপনার শাস্তি হইবে আমি মনে করি নাই। তবে যখন আপনার সহিত আমার বনিতেছিল না তখন আমরা উভয়ে একত্রে থাকিতে ইচ্ছা করি নাই; এবং এই জন্যই ডাক্তার বুথ্কে লিখিয়াছিলাম।

১৯০০ সনের ১৮ই জুন হইতে ১৯০৪ সনের ১৯শে জুন পর্য্যন্ত আমি তেজপুর হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলাম। ঠিক ৪ বৎসর ১ দিন এই স্কুলে ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে অনেক ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

আমি তেজপুর স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই দেখি যে প্রথম

শ্রেণীতে মোটে ভাল ছাত্র নাই। সুতরাং ১৯০১ সনের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ভাল ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটী ভাল ছাত্র ছিল, তাহার নাম বিষ্ণুচন্দ্র মজুমদার। এই ছাত্রটীর পিতা গোয়ালপাড়ায় মোক্তারি করিতেন। তেজপুরের পুলিস ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেনের বাসায় এই ছাত্রটী থাকিত, ও শশীবাবুর মামাত ভাই ছিল। শশীবাবু আমার বহুকালের পরিচিত বন্ধু। ইহাঁকে আমি প্রথমে গোয়ালপাড়া জেলার আগমনী থানাতে হেড্ কনেষ্টবলের কার্য্য করিতে দেখিয়াছিলাম। বিষ্ণুচন্দ্র বেশ বুদ্ধিমান্ ছিল। ডিরেক্টার ডাক্তার বুথের বিশেষ অনুমতি লইয়া ইহাকে আমি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে ১৯০১ সনের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পাঠাই এবং প্রথম শ্রেণী হইতে ২টী ছাত্রকে পাঠাই। ৩ জনেই উত্তীর্ণ হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রটী ও প্রথম শ্রেণীর ১টী ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় এবং অপর ছাত্রটী তৃতীয় বিভাগে হয়।

বিষ্ণু বৃত্তি পাইবার উপযোগী হইলেও, দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়াছে বলিয়া ডাক্তার বুথ্ তাহাকে বৃত্তি দেন না। এই সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি হওয়ার পরে বুথ সাহেব বিদায়ে গেলে, প্রথিরো সাহেবের কার্য্যকালে ইহার বিষয় বিবেচনা করিয়া চিফ্ কমিসনার সার্ হেনরি কটন্ ইহাকে একটী দশটাকার বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার বৃত্তি পাইবার গেজেট্ প্রায় ছয় মাস পরে হয় সুতরাং এ ছয়মাস পরে গৌহাটীর কটন্ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। আমার পরামর্শে এ ইহার বৃত্তি ডিব্রুগড় বেরি হোয়াইট্ মেডিক্যাল্ স্কুলে পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। ইহার পক্ষে শাপে বর হইয়া দাঁড়াইল। দুই বৎসরের স্থলে ৪ বৎসরের বৃত্তি হইল। চারি বৎসরের শেষে বিষ্ণু মেডিক্যাল্ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে সব্-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছিল।

১৯০২ সনে প্রথম শ্রেণীতে নয়টী ছাত্র ছিল। সকলকেই প্রবেশিকা

পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছিল। একটী প্রথম বিভাগে, তিনটী দ্বিতীয় বিভাগে ও পাঁচটী তৃতীয় বিভাগে। যে ছাত্রটী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল সেটী আসাম-প্রদেশের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং ২৫৲ টাকার একটী প্রাদেশিক বৃত্তি পাইয়াছিল। ইহার নাম ছিল শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত। কৃষ্ণনগরের বর্ত্তমান উন্নতিশীল উকীল শ্রীমান্ খগেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া একটী ১০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়াছিল, এবং ভূপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নামে আর একটী ছাত্র ১০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়াছিল। প্রফুল্ল ও ভূপেন্দ্র উভয়েই ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায়ের ভাগিনেয় ছিল। প্রফুল্ল ও খগেন্দ্র সম্বন্ধে এখানে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

প্রফুল্ল সম্বন্ধে কথা এই যে প্রফুল্ল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেও তাহার বৃত্তি পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। আসামে বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে বৃত্তি পাইতে হইলে তাহাদের পিতা বা অভিভাবকগণের আসামে দীর্ঘকাল থাকা আবশ্যক। প্রফুল্ল বরাবরই তাহার মাতুল ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায়ের সহিত বাস করিতেছিল। তাহার মাতাও বরাবরই ডাক্তার অতুলবাবুর বাসাতেই থাকিতেন। প্রফুল্লর পিতাও অনেকদিন ডাক্তার অতুলবাবুর বাসাতেই ছিলেন; তিনি কোন কাজকর্ম্ম করিতেন না। তাঁহার মৃত্যু হইলে প্রফুল্ল তাহার মাতুল অতুলবাবুর অন্নে প্রতিপালিত হইতেছিল। দেশে তাহার খুড়া ছিলেন। তাহার খুড়ার বাড়ীতে প্রফুল্ল কখনও আসে নাই বা থাকে নাই। আইন অনুসারে প্রফুল্লর খুড়াই তাহার অভিভাবক। মাতুল ডাক্তার অতুলবাবু আইন অনুসারে তাহার অভিভাবক হইতে পারেন না। সুতরাং প্রফুল্লের অভিভাবক আসামে না থাকায় প্রফুল্ল আসাম-প্রদেশের বৃত্তি পাইতে পারে না। আমার পুর্ব্ববর্ত্তী হেড্ মাষ্টার রামমোহনবাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রফুল্লকে বৃত্তি

পাইবার অধিকার দেওয়াইতে পারেন নাই। আমি যখন তেজপুর হাই-স্কুলে হেড্ মাষ্টার হইয়া যাই, তখন প্রফুল্ল দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল। তাহাকে দুই চারিদিন দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছিল সে বিলক্ষণ মেধাবী ছাত্র। অন্য কোন অন্তরায় না থাকিলে সে নিশ্চয়ই বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত ছাত্র। আমি ডাক্তার অতুলবাবুকে একদিন কথায় কথায় বলিলাম যে প্রফুল্ল যাহাতে বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিলে ভাল হয় না? অতুলবাবু বলিলেন হেড্ মাষ্টার রামমোহনবাবু বিস্তর যত্ন ও চেষ্টা করিয়া এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন নাই। আমি বলিলাম যে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব যে কিছু করিতে পারি কি না। তবে আমি যেরূপ বলিব সেইরূপ কার্য্য আপনাকে করিতে হইবে। অতুলবাবু হাসিয়াই আমার কথা উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে উহাকে বৃত্তি পাইবার অধিকারী করিবই করিব। আসামে প্রত্যেক স্কুলেই ছাত্রদিগের এক একখানি স্কলার্স রেজিষ্টার আছে। উহাতে ছাত্রদিগের প্রত্যেক পরীক্ষার ফল, স্বভাব, আচরণ, চরিত্র প্রভৃতি লিখিত থাকে; এবং প্রত্যেক মাস শেষ হইলেই উহা ছাত্রের অভিভাবকের নিকটে পাঠাইয়া দিয়া উহাতে তাঁহার স্বাক্ষর লইতে হয়। এ পর্য্যন্ত ঐ বহীতে অতুলবাবুই অভি-ভাবকরূপে স্বাক্ষর করিতেছিলেন। আমি এখন উহাতে অতুলবাবুর স্বাক্ষর না লইয়া প্রফুল্লর মাতার স্বাক্ষর লইতে লাগিলাম; এবং তাঁহাকে দিয়া আসামের ডিরেক্টার সাহেবের নিকট একখানি আবেদন পত্র পাঠাইলাম। উহার মর্ম্ম এই:—প্রফুল্লর মাতা লিখিতেছেন যে, আমি একজন পর্দ্দানশীন বাঙ্গালী ভদ্র মহিলা। বাঙ্গালী ভদ্রমহিলারা কখনও কোন অপরিচিত ভদ্রলোককে চিঠি লেখেন না। আমি বৈদ্যকুলসম্ভূতা এবং আমার বিবাহ একজন কুলীন দরিদ্র বৈদ্য সন্তানের সহিত হওয়ায় আমি কখনও আমার স্বামীগৃহে যাই নাই বরং আমার

স্বামী তাঁহার জীবনের মধ্যে অনেক সময় আমার ভ্রাতা ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে ও বাসায় বাস করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। আমার দেবরদিগের সহিত আমার কখনও দেখাশুনা পর্য্যন্ত হয় নাই। আমার পুত্র প্রফুল্ল বরাবরই আমার সহিত আমার ভ্রাতার অন্নে প্রতিপালিত ও তাঁহার অর্থে শিক্ষিত হইতেছে। এ অবস্থায় আমার ভ্রাতাকে আমার পুত্রের অভিভাবিকা বলিয়া স্বীকার না করিলেও আমাকে তাহার অভিভাবিকা বলিয়া স্বীকার করা উচিত। যদি আমি পর্দ্দানশীন ভদ্র মহিলা না হইয়া, সাধারণ দোকানী পসারী হইতাম, তাহা হইলে ত আমাকে আমার পুত্রের অভিভাবিকা বলিয়া স্বীকার করিতে হইত? আমি ভদ্রমহিলা বলিয়াই কি আমার বুদ্ধিমান্ পুত্রটি বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হইবে? আমার বিনীত প্রার্থনা যে আমাকে আমার পুত্রের অভিভাবিকা বলিয়া অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করিয়া লউন। ডাক্তার বুথ এই আবেদনখানি পাইবামাত্র প্রফুল্লর মাতাকে তাহার অভিভাবিকা বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রফুল্লকে বৃত্তি পাইবার অধিকার দিলেন। তখন ডাক্তার অতুলবাবু বলিলেন যে আপনি ত অতি উত্তম যুক্তি দিয়াছিলেন। প্রফুল্ল বৃত্তি পাইবে না বলিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িত না। এখন হইতে বিশেষ যত্ন সহকারে পড়িতে লাগিল। প্রফুল্ল প্রকৃতই বিলক্ষণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ইংরাজী সাহিত্যে তাহার বিশেষ দখল ছিল। তাহাকে পড়াইবার সময়ে সে এরূপ সব প্রশ্ন উপস্থিত করিত যে লায়ব্রারির অনেক পুস্তক ঘাঁটিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত। তাহার সমস্ত প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিবার জন্য আমাকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইত এবং তজ্জন্য কলিকাতা হইতে কয়েকখান নূতন পুস্তকও লায়ব্রারির জন্য কিনিতে হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব দ্বিতীয় শিক্ষক বীরেন্দ্রবাবু প্রফুল্লকে কতকটা বিগড়াইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। নূতন দ্বিতীয় শিক্ষক চন্দ্রকান্তবাবু আসিয়া ছাত্রদিগকে বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতে

লাগিলেন। একদিন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় লেখাইয়া দিতেছিলেন। তিনি যাহা যাহা লিখিয়া লইতে বলিয়াছিলেন তাহা প্রফুল্লর জানা ছিল। প্রফুল্ল ঐ সকল লিখিয়া না লইয়া মিছামিছি কাগজের উপর পেন্‌সিল্ ঘুরাইতেছিল এবং তাহার সহাধ্যায়িগণকে বলিতেছিল "লেখ লেখ।" চন্দ্রকান্তবাবু উহা বুঝিতে পারিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন যে প্রফুল্ল এইরূপ ব্যবহার করিতেছে। আমি আর এ বিদ্যালয়ে কার্য্য করিতে চাই না। আমাকে অন্যত্র বদলী করাইয়া দেন। আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়াই, দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়া প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কেন সে ঐ সমস্ত লিখিয়া লইতেছে না? প্রফুল্ল বলিল ঐ সকল অমুক পুস্তকে আছে আমার উহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। আমি বলিলাম তোমার ঐ সমস্ত জানা থাকিলেও যখন তোমার শিক্ষক লিখিয়া লইতে বলিতেছেন তখন তুমি লিখিয়া লইতে বাধ্য। আমার সহিত প্রফুল্ল তর্ক করিতে আরম্ভ করায় আমি তাহার গালে ঠাস করিয়া একটী চড় বসাইয়া দিয়া তাহাকে বলিলাম যে তুমি বিদ্যালয় হইতে এখনই দূর হও। এমন অবাধ্য ছাত্রকে বিদ্যালয়ে রাখিতে চাই না। প্রফুল্ল তাহার শ্রেণী হইতে বাহির হইয়া বাসায় চলিয়া গেল। বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে আমি বাসায় আসার পরে অতুলবাবুর মাতাঠাকুরাণী আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন যে বাবা, আজ প্রফুল্লকে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছ কেন? আমি তাঁহাকে সব কথাই বলিলাম এবং ইহাও বলিলাম যে তাহার গালে একটা চড়ও বসাইয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন আরও ৫টা চড় দাও তবে আর কিছু করিও না। অতুল এখন স্থানান্তরে রহিয়াছে। আমি বলিলাম আপনি অনর্থক চিন্তা করিতেছেন কেন? সে যখন অতুলের ভাগিনেয় তখন আমারও ভাগিনেয়। তখন তিনি বলিলেন তবে প্রফুল্লকে কাল স্কুলে পাঠাইয়া দিব ত? আমি বলিলাম "অবশ্যই দিবেন"।

ডাক্তার অতুলবাবু তখন আবর অভিযানে সৈন্যদল সহ মণিপুর দিকে ছিলেন। অতুলবাবুর বাসা আমার বাসার খুবই নিকটে ছিল। তাঁহার মাতা সর্ব্বদাই আমার বাসায় আসিতেন এবং আমাকে তাঁহার নিজের পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

তেজপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রফুল্লই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ছিল। তাহার গালে চড় দেওয়াতে অন্যান্য ছাত্রগণ বলিতে লাগিল যে নূতন হেড্ মাষ্টার দেখিতে ভাল মানুষ, কিন্তু আসল কাজে খুবই দঢ় (দৃঢ়)। সকল ছাত্রই এখন হইতে সায়েস্তা হইয়া গেল।

প্রফুল্ল সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল তাহা সমস্তই বলিলাম এখন খগেন্দ্র গাঙ্গুলী সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিতে চাই। খগেন্দ্রর পিতা যোগীন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী (এখন রায় বাহাদুর) আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। আমি যখন ডিব্রুগড় হাই-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম সেই সময়ে যোগীনবাবু রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে সব্ ওভারসিয়ার হইয়া ডিব্রুগড়ে আসেন। ইঁহার বাড়ী নদীয়া জেলার বীরনগর বা উলার সন্নিহিত বাঘরাল গ্রামে এবং ইঁহার মামার বাড়ী বাঘআঁচড়ায়। একই জেলার এবং খুব নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক হওয়ায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ ভালবাসা ও সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। পরস্পরে বহুকাল বিচ্ছিন্ন থাকার পরে আমি তেজপুরে বদলী হইয়া আসার কিছুদিন পরে যোগীনবাবু শ্রীহট্ট হইতে তেজপুরে বদলী হইয়া আসিলেন এবং তেজপুর হাই-স্কুলের বাড়ীর খুব নিকটেই ইঁহার বাসা হইল। ইনি তেজপুরে আসায় খগেনও ইঁহার সহিত তেজপুরে আসিয়া প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। খগেন বেশ বুদ্ধিমান্ ছেলে ছিল। তবে পড়াশুনায় খুব বেশী মন দিত না। টেষ্ট পরীক্ষায় খগেন গণিতে ফেল হইল। যোগীনবাবুর মনে ধারণা হইয়াছিল যে দ্বিতীয় শিক্ষক চন্দ্রকান্তবাবু খগেনকে অন্যায় করিয়া গণিতে ফেল করিয়াছেন। যোগীনবাবু আমাকে বলিলেন যে খগেনের গণিতের প্রশ্নের

উত্তরগুলি তোমাকে পুনরায় দেখিতে হইবে। আমি বলিলাম না, তাহা করা যাইতে পারে না। উহা শুনিয়া তিনি বলিলেন তবে নুতন প্রশ্ন দিয়া তাহাকে পুনরায় পরীক্ষা করা হউক। আমি বলিলাম যে তাহাও করা যাইতে পারে না। উহা করিলে আমার দ্বিতীয় শিক্ষককে অপমান করা হইবে। তখন যোগীনবাবু বলিলেন তবে কি খগেন এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না? আমি বলিলাম পারিবে। সে গণিতে ফেল হইলেও তাহাকে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দিব। যোগীনবাবু আর কিছু বলিলেন না। গণিতে সে টেষ্ট্ পরীক্ষায় ফেল হইলেও প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই বৎসর প্রথম শ্রেণীতে ৯টী ছাত্র ছিল। সকলকেই পরীক্ষা দিতে পাঠাইয়াছিলাম এবং সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সকলকেই পাঠাইয়া দিবার একটী কারণ ছিল। কারণটী এই:—

প্রথম শ্রেণীতে মন্মথ ঘোষ নামে একটী ছাত্র ছিল। ছেলেটী মোটেই বুদ্ধিমান্ ছিল না। তবে শিষ্ট, শান্ত ও পরিশ্রমী ছিল। ইহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ ঘোষ। জাতিতে গোপ। বাড়ী ২৪ পরগণা জেলায়। ইনি পূর্ত্ত-বিভাগের সব্ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিদায় লইয়াছিলেন। ইহাঁর বাসা আমার বাসার নিকটে ছিল। ইহাঁর সহিতও আমার বহুদিনের আলাপ পরিচয় ছিল। আমি আসাম-প্রদেশের অনেকগুলি স্থানে ছিলাম সুতরাং অনেকের সহিতই আমার আলাপ পরিচয় ও সদ্ভাব ছিল। ইহাঁর তিন চারিটী পুত্র ছিল। এইটিই সকলের ছোট। ইহাঁর কোন পুত্রই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই। এমন কি পরীক্ষার্থ প্রেরিতও হয় নাই। রাজকৃষ্ণবাবু এক দিন আমাকে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, ভাই আমার এমনই দুরদৃষ্ট যে একটা ছেলেকেও প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়াইতে পারিলাম না। তোমার সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ। তুমি যদি

দয়া করিয়া আমার এই বোকা ছোট ছেলেটাকে পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে আমার মনের ক্ষোভ যাইবে। বলিতে পারিব যে একটা ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল। উত্তীর্ণ না হইলেও দুঃখিত হইব না। রাজকৃষ্ণবাবুর এই কথাগুলি শুনিয়া আমার মনে বড়ই দুঃখ হওয়াতে আমি তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছিলাম যে মন্মথকে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দিব। কিন্তু মন্মথকে পাঠাইতে হইলে সকল ছাত্রকেই পাঠাইতে হয়। নয় এক বৎসর পরীক্ষার ফল মন্দ হইবে এই মনে করিয়াই সকল ছাত্রকেই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। খগেনকে পাঠাইয়া দিব ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন সকলের সাক্ষাতেই বলিলাম যে এ বৎসর প্রথম শ্রেণীর সকল ছাত্রকেই পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দিব। দ্বিতীয় শিক্ষক চন্দ্রকান্তবাবু ইহা শুনিয়া বড়ই রাগ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে এখন আপনার পেন্‌সন্ লইবার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে এখন পরীক্ষার ফল মন্দ হইলেও আপনার কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু পরীক্ষার ফল মন্দ হইলে বিশেষতঃ আমি যে যে বিষয়ে শিক্ষা দিই তাহাতে অধিক সংখ্যক ছাত্র অকৃতকার্য্য হইলে আমার আর হেড্ মাষ্টার হইবার কোন আশাই থাকিবে না। আমি বলিলাম যে আপনি অনর্থক চিন্তা করিবেন না। এখনও পরীক্ষা হইবার দুই মাস সময় আছে। এই দুই মাস খুব পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা দেন। মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় ও ইচ্ছায় সব ছাত্রই উত্তীর্ণ হইবে। সকলেই বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। ছাত্রদিগকে প্রতিদিন লিখিত প্রশ্ন দিয়া তাহাদের উত্তর শুদ্ধ করিয়া দিয়া ঐ গুলি অভ্যাস করাইতে লাগিলাম। ভগবানের ইচ্ছায় সকলেই উত্তীর্ণ হইল। খগেন প্রবেশিকা পরীক্ষায়, ইতিহাসে খুব কম নম্বর পাইয়াছিল; ভূগোলে সে কিছু বেশী নম্বর পাওয়ায় পাস করিতে পারিয়াছিল।

১৯০৩ সনে তিনটী ছাত্রকে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলাম। তিনটীই উত্তীর্ণ হইয়াছিল। একটী দ্বিতীয় বিভাগে ও দুটী তৃতীয় বিভাগে।

১৯০৪ সনে তেরটী ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে ছয়টী মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল, দুটী দ্বিতীয় বিভাগে ও চারটী তৃতীয় বিভাগে। এ বৎসরে অনেক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলই অসন্তোষজনক হইয়াছিল। সাহেবদিগের মধ্যে একটী বিশ্বাস আছে যে ১৩ সংখ্যাটী ভাল সংখ্যা নহে। ইহাঁরা ১৩ জন লোক এক সঙ্গে ভোজন করেন না। ১৩ জন লোক এক সঙ্গে কোন স্থানে যান না। ঐ ১৩ সংখ্যাটী আমার পক্ষেও প্রতিকূল হইয়াছিল।

১৯০০ সনের ১৯শে নভেম্বর তারিখে আসামের মাননীয় চিফ্ কমিসনার সার্ হেন্‌রী কটন্ তেজপুর হাই-স্কুল পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্ট ভাগে প্রদত্ত হইবে। আমার সম্বন্ধে তিনি বেশ ভাল মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাঁর শিক্ষা-বিভাগের প্রতি বিলক্ষণ সদয় দৃষ্টি ছিল; এবং বিদ্যালয় সমূহের ডিরেক্টার বা ইনস্‌পেক্টরগণ যেরূপ ভাবে ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন ইনিও ঠিক সেই ভাবেই পরীক্ষা করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইনি ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন; এবং উপযুক্ত উত্তর পাইলে বেশ সন্তুষ্টও হইতেন। ইনি বিলক্ষণ কৌতুকপ্রিয়ও ছিলেন। তেজপুর হাই-স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভূগোলের পরীক্ষা করিতে করিতে ইনি ছাত্রদিগকে মানচিত্রে আমেরিকার অন্তর্গত টর্কি দেখাইতে বলিলেন। আমেরিকা মহাদেশে টর্কি বলিয়া অবশ্য কোন স্থান নাই। ছেলেরা ত তাহার প্রশ্ন শুনিয়াই অবাক। ছেলেরা উহা দেখাইতে পারিল না। ডেপুটী কমিসনার কোল সাহেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কটন্ সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কোল, তুমি কি উহা দেখাইতে পার"? তিনি বলিলেন "না"। পরে আমাকে বলিলেন "রামেশ্বর, তুমি উহা দেখাইতে পার?" আমি বলিলাম, "সম্ভবতঃ পারি"। বলিলেন দেখাও দেখি, উহা কোন্ স্থানে। আমি পেরুদেশ দেখাইয়া বলিলাম যে এইটাই আমেরিকা

দেশের টর্কি। ইংরাজী টর্কি শব্দের একটী বাঙ্গালা অর্থ পেরু নামক এক প্রকার পক্ষী; সুতরাং পেরুই আমেরিকা মহাদেশের টর্কি। তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যখন এসিয়ায় ও ইউরোপে টর্কি আছে তখন আমেরিকায় উহা থাকিবে না কেন?

কটন্ সাহেব বাহাদুরের এই পরিদর্শনই শেষ পরিদর্শন। তিনি কিছুদিন পরেই পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিবেন ঠিক হইয়া গিয়াছিল।

তেজপুরবাসীরা এইবারে তাঁহাকে অভিনন্দন দিয়া শেষ বিদায় দিতে ইচ্ছা করিয়া টাউনহলে একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। টাউনহলটী বেশ সাজান হইয়াছিল। রাস্তার দুই ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত কদলী বৃক্ষ লাগাইয়া ও উহাতে ফুলের মালা ও লতাপাতা দিয়া সাজান হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্রবৃন্দসহ টাউনহলে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য অনেক গণ্য মান্য ভদ্রলোকও সভায় উপস্থিত হইয়া উহার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তেজপুর হাই-স্কুলের একটী অল্প বয়স্ক ছাত্র টাউনহলের মধ্যে একখানি বেঞ্চেতে বসিয়াছিল। এমন সময়ে একটী মাড়োয়ারী ধনী লোকের পুত্র সভাগৃহে আসিল। স্কুলের সেই ছোট ছেলেটীকে বেঞ্চ হইতে উঠাইয়া দিয়া এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিসনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী ঐ বেঞ্চেতে সেই মাড়োয়ারী বালকটীকে বসাইয়া দিলেন। স্কুলের ছেলেটীকে আর কোন স্থানে বসাইয়া দিলেন না। ছেলেটী কাঁদ কাঁদ হইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উঠিয়া গেল। আমার মনে বড়ই দুঃখ হইল। আমি স্কুলের ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম যে যদি তোমাদের আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকে তাহা হইলে সকলেই একযোগে, কোনরূপ গোলমাল না করিয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয় গৃহে চলিয়া যাইবা। শিক্ষকগণও ছাত্রদিগের সহিত চলিয়া যাইবেন। আমার এই কথা শুনিবামাত্র সমস্ত ছাত্রই টাউনহল পরিত্যাগ

করিয়া বিদ্যালয়ের দিকে চলিল। কয়েক জন দুষ্ট ছাত্র আমাকে বলিল যে যদি আপনি অনুমতি দেন তাহা হইলে রাস্তার দুই ধারে লাগান কলাগাছ গুলি উঠাইয়া ফেলাইয়া দিয়া যাই। আমি বলিলাম কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিও না। এই ব্যাপার লইয়া একটা জল্পনা কল্পনা হইতে লাগিল। এমন সময়ে ডাক্তার অতুলবাবু আসিয়া আমাকে অনুরোধ করিয়া ছাত্রগণসহ টাউনহলে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া বসিবার জন্য উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত আসন দিলেন। এই ঘটনার খানিক পরে কটন্ সাহেব বাহাদুর টাউনহলে আসিয়া অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন। এইদিন হইতে হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী আমার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য অন্যান্য আসামীয়া দুষ্ট লোকের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন; এবং প্রতিশোধও লইয়াছিলেন। উহা পরে বর্ণিত হইবে।

তেজপুর হাই-স্কুলে অনেকগুলি বয়স্ক ছাত্র ছিল। তাহারা লেখা-পড়া এককালেই করিত না, দুষ্টামি করিয়া বেড়াইত। আমাদের শিক্ষা-বিভাগের একটি বিধিতে নির্দ্দিষ্ট ছিল যে যদি ১৪ বৎসর বয়স হইলে কোন ছাত্র চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিতে না পারে বা পর পর দুই বৎসর পরীক্ষা দিয়া ফেল হইয়া পরবর্ত্তী উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে না পারে তাহা হইলে তাহাকে আর বিদ্যালয়ে রাখা হইবে না। ঐ বিধি অনুসারে আমি কয়েকজন ঐরূপ ছাত্রের নাম কাটিয়া দিই। ইহাতে আমার বিরুদ্ধে ডেপুটী কমিসনার সাহেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হয়। তখন ডেপুটী কমিসনার ছিলেন সিভিলিয়ান্ ডি, এইচ, লিজ্ সাহেব। তিনি, কেন আমি ঐ সমস্ত ছাত্রের নাম কাটিয়া দিয়াছি, জানিতে চাহিয়া আমাকে চিঠি লেখেন। আমি তাঁহার চিঠির উত্তরে যে বিধি অনুসারে উহা করিয়াছি তাহা জানাই এবং ঐ বিধিটি দেখাইয়া দিই। লিজ্ সাহেব অতি বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ঐ বিধি দেখিয়া আমাকে আর কিছু বলেন না; কিন্তু কয়েকজন লোক তাঁহার নিকটে যাইয়া

বলেন যে ঐ বিধি অনুসারে এ পর্য্যন্ত কোন হেড্ মাষ্টার কখনও কোন ছাত্রের নাম কাটিয়া দেন নাই। উহার কোন কার্য্যকারিতা নাই। সাহেব তাঁহাদিগকে বলেন তোমরা আমাকে দেখাইয়া দাও যে ঐ বিধিটি পরে অন্য কোন বিধির দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহারা তাহা দেখাইতে পারেন না। সুতরাং তিনিও আমাকে আর কিছু বলেন নাই। পরে এই লিজ্ সাহেব বাঙ্গালা দেশের বর্দ্ধমান্-বিভাগের কমিসনার হইয়াছিলেন এবং অবসর গ্রহণ কালে লাট সাহেবের রেভিনিউ মেম্বর ছিলেন।

রাধাকান্ত হাজারিকা নামে একটী দুষ্ট ছেলেকে তাহার বিশেষ কোন অন্যায় আচরণের জন্য ডিরেক্টার সাহেবকে লিখিয়া বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিই। তাহার বয়স প্রায় ২১।২২ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু তাহার স্কলার্স রেজিষ্টার অনুসারে তাহার বয়স তখন ১৮ বৎসর।

এই সকল কারণে কতকগুলি দুষ্ট লোক আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিল। এই সকল দুষ্ট লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী আমাকে অপমান করিবার জন্য ক্রমাগতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নিউমোনিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আমি বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। থানারপুকুরের পূর্ব্বধারে রাস্তার অপর পার্শ্বে আগরওয়ালাদের বাসাটী ভাড়া করিয়া ঐ বাসায় উঠিয়া আসিয়াছিলাম। পরে বাসাটী কিনিয়াও লইয়াছিলাম। বাসাটী সদর রাস্তার ধারে এবং উহাতে একখানি বেশ বড় ঘর ও আরও তিন চারিখানি ঘর ছিল। আরও এক সুবিধা হইল এই বাসার ঠিক গায়ে ও ঠিক পূর্ব্বদিকে গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্তর বাসা ছিল। আমি যখন নওগাঁ হাইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম তখন গুরুনাথবাবু নওগাঁ গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন

এবং তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী স্বর্ণলতা দত্ত নওগাঁ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। যখন আমি মধ্য-আসাম-বিভাগের একটিং ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়া যাই তখনও ইহাঁরা নওগাঁয় ছিলেন এবং আমার অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। বহুকাল হইতেই আমাদের সহিত ইহাঁদের খুব সদ্ভাব ছিল। আমাদের সুতরাগড়ের ৺বামাচরণ মল্লিকের পৌত্রী ও ৺কালাচাঁদ মল্লিকের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ব্রজবালা ও তাঁহার জামাতা ও কন্যাও আমার বাসার অতি নিকটে অন্য বাসায় বাস করিতেছিলেন। আপদে বিপদে ইহাঁদের নিকটে বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিলাম।

১৯০২ সনে আমার তৃতীয়া কন্যা দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া খুবই ভুগিতেছিল। দেশে তাহার চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা হয় নাই, এবং তাহাকে যত্ন করিবার জন্যও দেশে কেহই ছিল না। শ্রীমান্ ললিতমোহন ইন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তখন ললিতের বৈষয়িক অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল ছিল না। ঐ সনের গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শরদিন্দুকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে তেজপুরে লইয়া গিয়াছিলাম। দৌলতগঞ্জে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাও ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল এবং আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা ধীরেন্দ্রকুমার ইন্দ্রও উদরি রোগে ভুগিতেছিলেন। তখন আমার তেজপুরের বাসায় কাহারও বিশেষ কোন পীড়া ছিল না। আমার তৃতীয়া কন্যা তেজপুরে যাওয়ার পরে একটু অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে সেইখানে লইয়া যাওয়ার পরে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বর হইল।

ঐ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আসাম-পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশন গৌহাটীতে হইয়াছিল। আমি ঐ সভার একজন সভ্য ছিলাম; সুতরাং ঐ সময়ে আমাকে গৌহাটীতে আসিতে হইয়াছিল। আমি যখন তেজপুর ছাড়িয়া গৌহাটীতে আসি তখন আমার তৃতীয়া কন্যাকে ভালই দেখিয়া আসিয়াছিলাম। গৌহাটীতে ২।৩

দিনের মধ্যেই সভার কার্য্য শেষ হইবে মনে করিয়াছিলাম কিন্তু উহার কার্য্য শেষ হইতে ৫।৬ দিন লাগিল। আমি গৌহাটী হইতে তেজপুরে যে রাত্রিতে ফিরিয়া আসি সে রাত্রিতে বৃষ্টি হইতেছিল এবং আকাশ বিলক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আমার চাকর আমাকে ষ্টিমার ঘাট হইতে আনিতে গিয়াছিল। সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বাসায় সকলে ভাল আছে ত? সে বলিল ভাল আছে। কিন্তু বাসায় আসিয়া দেখিলাম আমার তৃতীয়া কন্যা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল তাহার মৃত্যু নিকট। আমি বাসায় না থাকায় তাহার চিকিৎসারও বিশেষ ভাল বন্দোবস্ত হয় নাই। তখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। আমার অনুপস্থিতি কালে গুরুনাথবাবুর স্ত্রী ও ৺বামাচরণ মল্লিকের পৌত্রী আমার তৃতীয়া কন্যার যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। তাহারা যত্ন করিলেও কোন সুফল হয় নাই। আমি গৌহাটী হইতে ফিরিয়া আসার পরে তৃতীয় দিবসে আমার ঐ কন্যাটী মারা গেল। আমি ফিরিয়া আসার পরে তাহার আর মোটেই সংজ্ঞা লাভ হয় নাই। তেজপুরে এক জ্যোতির্ম্ময় সেন ভিন্ন আর কেহ আমার স্বজাতি ছিল না। তাহার সৎকার-কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব এই চিন্তাতেই আমি আকুল হইলাম। নিকটেই জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় নামে বিক্রমপুরনিবাসী একটী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার আফিমের দোকান ছিল। তিনি ষ্ট্যাম্প কাগজও বিক্রয় করিতেন এবং তেজপুরে তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তিও ছিল। তাঁহাকে বলায় তিনি বলিলেন আপনি ভাবিতেছেন কেন? যদি কেহ না যায় আমি ব্রাহ্মণ হইলেও আপনার তৃতীয়া কন্যার শবদেহ বহন করিয়া শ্মশান ঘাটে লইয়া যাইব। বাস্তবিকই আমাকে কিছু করিতে হইল না। কয়েকজন বৈদ্য ও কায়স্থ বন্ধু আসিয়া সকল বিষয়েরই বন্দোবস্ত করিলেন। আমার স্কুলের দপ্তরী, বোর্ডিং হাউসের চাকর ও আমার বাসার চাকরও সঙ্গে গেল। শ্মশান

ঘাটের নিকটেই একটা আম গাছ কেনা হইল। স্কুলের দপ্তরী, বোর্ডিং হাউসের চাকর ও আমার বাসার চাকর গাছ কাটিয়া কাঠ প্রস্তুত করিয়া দিল। শবদাহ করা শেষ হইল। তাহার মৃত্যু সংবাদ আমাদের বাড়ীতে দিলাম। অনেক দিন পরে আমার সম্বন্ধী শ্রীমান্ বিপিনবিহারী ইন্দ্রকে তাহার মৃত্যু সংবাদ দিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। বুদ্ধিমান্ বিপিন তদুত্তরে লিখিলেন যে তেজপুরের বিপদের কথা জানিলাম এবং সম্ভবতঃ আপনি এখানকারও বিপদের কথা এতদিন জানিয়া থাকিবেন। আমি বিষম চিন্তায় পড়িলাম। তখন আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা কঠিন রোগে ভুগিতেছিল। চিঠিখানি স্কুলে বসিয়া পাইলাম এবং ভাবিলাম হয় আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা মারা গিয়াছে নয় জামাতার মৃত্যু হইয়াছে। চিঠিখানি পড়িয়াই পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম যে যদি আমার জামাতার মৃত্যু না হইয়া কন্যার মৃত্যু হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি সুখী হইব। এই চিঠি পাইয়াই দাদাকে টেলিগ্রাম করিলাম এবং তাহার উত্তরে জানিলাম যে ১৩০৯ সনের ২৬শে আশ্বিন তারিখে অর্থাৎ ১৯০২ সনের অক্টোবর মাসে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা দুর্গাপূজার বিজয়ার দিনে দৌলত-গঞ্জে মারা গিয়াছে। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে রাস্তায় দাদার টেলিগ্রাম পাই। টেলিগ্রামখানি পাইয়া পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেনের বাসায় প্রায় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত থাকিয়া বাসায় আসিলাম। বাসায় আসিয়া বলিলাম তোমরা সকলে ভাত খাও, আমি শশীবাবুর বাসায় খাইয়া আসিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আমি শশীবাবুর বাসায় কিছুই খাই নাই। পরদিন অতি প্রত্যূষে গুরুনাথবাবুর স্ত্রীকে ও ব্রজবালাকে আমাদের বাসায় ডাকিয়া আনিয়া আমার স্ত্রীকে এই নূতন নিদারুণ শোকের সংবাদ দিলাম। প্রায় এক মাসের মধ্যেই ২টী কন্যা মারা গেল; এবং ছেলেটী ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে লাগিল। ঠিক এই বিপদের সময়ে হাকিম কৃষ্ণ চৌধুরী আমার কিসে অনিষ্ট করিতে পারিবেন তাহার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অথচ আমার

তৃতীয়া কন্যা মারা যাওয়ার পরদিনেই একৃজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার লালা ব্রিজমোহনলাল আমার বাসায় আসিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার শ্রীধর ও বিদ্যাধর নামে দুইটী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উপযুক্ত পুত্র মারা গিয়াছিল। একটী বিসূচিকা রোগে এলাহাবাদে ও অপরটী ঐ রোগে গৌহাটীতে।

আমার এই সমস্ত বিপদের সময়ে ডেপুটী কমিসনার মেজর কোল্ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। মঙ্গলদৈ মহকুমার সব্-ডিভিসনাল্ অফিসার সিভিলিয়ান এফ্ ডবলিউ ষ্ট্রং সাহেব জেলার একটিং ডেপুটী কমিসনার হইয়া তেজপুরে আসিলেন।

হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী ইতিপূর্ব্বে মঙ্গলদৈ মহকুমার দ্বিতীয় অফিসার বা হাকিম ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত ইঁহার বেশ জানাশুনা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র এই সুযোগে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি চক্রান্ত করিয়া শ্রীযুক্ত হরবিলাস আগরওয়ালাকে ও শ্রীযুক্ত ভবানী-কান্ত শর্ম্মাকে একদিন বোর্ডিং হাউসে পাঠাইয়া দিলেন। এই দুটী ভদ্রলোকই বৃদ্ধ ও তেজপুরের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক কিন্তু ঘোর বাঙ্গালী-বিদ্বেষী ছিলেন। ইঁহারা বোর্ডিং হাউস দেখিয়া উহার অপরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য দোষের উল্লেখ করিয়া একটিং ডেপুটী কমিসনার ষ্ট্রং সাহেবকে একখানি চিঠি লেখেন। উঁহাদের সহিত বিদ্যালয়ের কোন সম্বন্ধই ছিল না। অথচ অযাচিতভাবে, কৃষ্ণচন্দ্রের পরামর্শে ও প্ররোচনায় এই চিঠিখানি লেখেন। ষ্ট্রং সাহেব এই চিঠিখানি পাইয়াই কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করেন; এবং বোর্ডিং হাউস দেখিতে আসিবেন স্থির করেন। আমি তেজপুর হাই-স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বোর্ডিং হাউসের দুর্দ্দশা দেখিয়া ১৯০০ সনের নভেম্বর মাসে ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্ সাহেবকে সমস্ত অবস্থা এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে উহার উন্নতি সাধন হইবে জানাইয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। ঠিক ২ বৎসর অতীত হইতে চলিল উহার কোন উত্তরই পাই নাই। ১৯০২

সনের ১৭ই নভেম্বর তারিখে বেলা ৯ টার পরে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র পাইলাম। ঐ পত্রে লেখা ছিল যে আজ বেলা ৯টার সময়ে একটিং ডেপুটী কমিসনার ষ্ট্রং সাহেব বোর্ডিং হাউস পরিদর্শনে যাইবেন। আপনি ঐ সময় তথায় উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু চিঠিখানি ৯টার পরে আমার হস্তগত হইয়াছিল। আমি তখনও স্নান আহার করি নাই। চিঠিখানি পাইয়াই তাড়াতাড়ি করিয়া পোষাক পরিয়া বোর্ডিং হাউসে গেলাম। উহা আমার তৎকালের বাসার খুব নিকটেই ছিল। যাইয়াই দেখি যে সাহেব বোর্ডিং হাউসের খুব নিকটেই আসিয়াছেন। বোর্ডিং হাউসের নানাস্থানে জঙ্গল আদি পড়িয়াছিল ও পায়খানাও খুবই অপরিষ্কার ছিল। সাহেব উহার ঐ অবস্থা দেখিয়া ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অনেক কথাই বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিবেন। আমি বলিলাম বোর্ডিংএর এই জঘন্য অবস্থার জন্য আমি কোনরূপে দায়ী নহি। তথাপি সাহেব বলিতে লাগিলেন যে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিবেন। আমি বলিলাম যে আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আপনার রিপোর্টে আমার বিশেষ কিছু অনিষ্ট হইবে না। আসামপ্রদেশে তেজপুর ছাড়া আরও আটটী গভর্ণমেণ্টের হাই-স্কুল আছে। আপনার রিপোর্টের ফলে উহার কোন একটীতে আমি বদলী হইয়া যাইব; এ ছাড়া আমার আর কিছুই হইবে না। হয়ত তেজপুর অপেক্ষা ভাল স্থানে বদলী হইয়া যাইব। সাহেবের রাগ কিছুতেই কমিল না। আমাকে আদেশ দিলেন যে বোর্ডিং হাউসের ছাত্রগণকে লইয়া সেইদিন বেলা ২টার সময়ে কাছারিতে তাঁহার খাস কামরায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এই আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্নান করিয়া যথা সময়ে স্কুলে গেলাম। স্কুলে গিয়া আমি বোর্ডিং হাউস সম্বন্ধে ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্‌কে ও তেজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহার নকল

লইয়া আমার স্কুলের চৌকিদারকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাহেবের খাস কামরাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সাহেব সেখানে বসিয়া আছেন এবং হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীও তথায় একখানি বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন।

আমাকে একাকী সেইখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সাহেব একটু রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে তোমার বোর্ডিং হাউসের ছাত্রগণ কোথায়? আমি বলিলাম তাহাদিগকে আনি নাই। আরও বলিলাম যে আমি ফৌজদারী মোকর্দ্দমার আসামী নহি যে ছাত্রগণ আমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিবে। সাহেব আমার এই কথা শুনিয়া আরও রাগান্বিত হইয়া বলিলেন যে বাবু, তুমি মনে করিও যে তুমি ডেপুটী কমিসনারের সহিত কথা কহিতেছ। আমি তদুত্তরে বলিলাম যে ডেপুটী কমিসনার বাহাদুরকে ও একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিসনার বাহাদুরকে (ঠাট্টার ছলে) যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমি বলিতেছি যে আমি আমার ছাত্রগণকে সাক্ষ্য দিবার জন্য এখানে অবশ্যই আনিব না। সাহেব আমার তেজ দেখিয়া বলিলেন যে তবে আমার বাঙ্গলোয় উহাদিগকে লইয়া আইস। আমি বলিলাম যে তাহাও আমি অবশ্যই করিব না। আমার ছাত্রগণকে কাছারিতে কিম্বা আপনার বাঙ্গলোয় লইয়া আসিলে আমি সাধারণ লোকের নিকট অবজ্ঞাত হইব। আমি কিছুতেই তাহাদিগকে স্কুলের বা বোর্ডিং হাউসের বাহিরে আনিব না। সাহেব বলিলেন তবে কি হইবে? আমি বলিলাম আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি স্কুলে বা বোর্ডিং হাউসে যাইয়া তাহাদিগকে যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সাহেব তখন বলিলেন তবে কাল প্রাতঃকালে স্কুলে যাইয়া আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব। বাহিরে কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহারা সাহেব ও আমার মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল সবই শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে হেড্ মাষ্টার কাপুরুষ নহে বাপের বেটা। তারপর দিন

সাহেব বাহাদুর প্রাতে স্কুলে আসিলেন। আমি ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্‌কে ১৯০০ সনের নভেম্বর মাসে বোর্ডিং হাউস সম্বন্ধে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহার নকল ও তেজপুরের মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহার নকল এবং ঐ সম্বন্ধে আর আর যে চিঠি পত্র ছিল সবই দেখাইলাম। বোর্ডিং হাউসের ছাত্রগণকে সাহেব আর ডাকিতে বলিলেন না। আমাকে বলিলেন যে আমার সহিত আমার খাস কামরায় এস। আমি ডাক্তার বুথ্‌কে ডেমি অফিসিয়াল বা আধা সরকারী চিঠি লিখিব। হাকিম কৃষ্ণ চৌধুরী সঙ্গে ছিলেন তিনিও সঙ্গে গেলেন। সাহেব ডাক্তার বুথ্‌কে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পত্রখানি লিখিয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। আমি কতকটা ন্যাকা সাজিয়া কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীকে চিঠিখানি দেখিতে দিয়া বলিলাম কৃষ্ণবাবু আমি সাহেবের সব লেখা পড়িতে পারিতেছি না। আপনি এই এই স্থান পড়িয়া সাহেব কি লিখিয়াছেন আমাকে বলিয়া দেন। বলা বাহুল্য যে ডেমি অফিসিয়াল চিঠি সাহেবরা অপর কাহাকেও পড়িতে দেন না অথচ আমাকে দিলেন। সাহেব ঐ চিঠিতে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন যে হেড্‌ মাষ্টার যখন বোর্ডিং হাউসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন উহার অপরিচ্ছন্নতার জন্য তিনিই দায়ী এই মনে করিয়া আমি তাঁহার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। কিন্তু হেড্‌ মাষ্টার কতকগুলি চিঠি পত্রের নকল আমাকে দেখানতে আমি আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম। এ বিষয়ে হেড্‌ মাষ্টারের কোন দোষই নাই ইত্যাদি অনেক কথা। সাহেবের ঐ চিঠির নকল পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী এবারেও আমার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না বটে কিন্তু কি করিয়া যে আমার অনিষ্ট সাধন করিবেন সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তেজপুর হইতে "বস্তি" নামে একখানি আসামীয়া

সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইতে আরম্ভ করিল। উহার লেখার দ্বারা বাঙ্গালী-বিদ্বেষ আরও বাড়িতে লাগিল। তেজপুর ট্রেনিং স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বড়ুয়া ও হাই স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ শর্ম্মা প্রচ্ছন্নভাবে উহাতে লিখিতে লাগিলেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহের কাগজেই আমার বিরুদ্ধে কোন না কোন কথা বাহির হইতে লাগিল। ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্ ইতিপূর্ব্বেই আমাকে ধুবড়ী হাই-স্কুলে বদলী করিবেন মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার বিরুদ্ধে সম্বাদ-পত্রে আলোচনা হইতেছিল দেখিয়া আমাকে বদলী করেন নাই; যেহেতু ঐ সময় আমাকে বদলী করিলে লোকে মনে করিতে পারিত যে সম্বাদপত্রের আন্দোলনের জন্যই হেড্ মাষ্টারের বদলী হইল।

তেজপুরে আমার তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু ও দেশে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পরেই আমি ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্কে একখানি চিঠি লিখি যে প্রায় এক মাসের মধ্যেই আমার দুটী কন্যার মৃত্যু হইয়াছে এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী তেজপুরে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। তাহার চিকিৎসার্থ তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া আবশ্যক। অতএব আমাকে দুই মাসের বিদায় দিলে ভাল হয়। ঐ চিঠির উত্তরে ডাক্তার বুথ্ আমাকে জানান যে এ সময়ে তোমাকে বিদায় দিলে তোমার মানসিক অবস্থা ভাল না হইয়া বরং মন্দই হইবে। সুতরাং তোমাকে বেশী দিনের ছুটী দিব না। তুমি ১০ দিনের ছুটী লইয়া তোমার পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিতে পার। কাজেই সেইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। আমার পরিবারস্থ সকলকেই কলিকাতায় রাখিয়া আসিয়া আমি আমার দ্বিতীয় পুত্রসহ তেজপুরে রহিলাম।

কিছু দিন পরে সিভিলিয়ান্ পি, ই, ক্যামিয়েড্ সাহেব তেজপুরে একটিং ডেপুটী কমিসনার হইয়া আসিলেন। আবার কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী আমার অনিষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক দিন আমি ক্যামিয়েড্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাঙ্গলোর

দিকে যাইতেছি এমন সময়ে সামান্য বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আমি পোষ্ট অফিসের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে গিয়াই দেখি যে কৃষ্ণচন্দ্র ঐ স্থানেই আছেন। কৃষ্ণচন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইতেছেন"? আমি বলিলাম "ডেপুটী কমিসনারের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি"। তিনি বলিলেন "আমিও যাইতেছি, ভালই হইল, চলুন এক সঙ্গে যাই।" ক্যামিয়েড্ সাহেবের সহিত দেখা হইবামাত্রই তিনি আমাকে বলিলেন তুমি বাঙ্গালী, তোমার কি দেশে চাকরী জুটে নাই আসামে আসিয়াছ? আমি বলিলাম যখন আমি ১৮৭৮ সনে আসামে প্রথম আসিয়াছিলাম তখন আসামে শিক্ষিত লোক্ খুব অল্পই ছিল। একজন মাত্র বি, এ, ছিলেন. তাঁহার নাম জগন্নাথ বড়ুৰা। তাঁহাকে লোকে বি, এ, জগন্নাথ বলিত। আর ছিলেন চারি জন বিলাত ফেরত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। একজন আনন্দীরাম বড়ুৰা, সুপ্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান্, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলীনারায়ণ বরা ইঞ্জিনিয়ার, তৃতীয় ব্যক্তি সার্জ্জন মেজর শিবরাম বরা ও চতুর্থ ব্যক্তি সার্জ্জন মেজর জালনুরালি। তখন দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, কোন শিক্ষিত আসামীয়া ভদ্রলোক ছিলেন না। এখন যত আসামের, বি, এ, এম, এ, ও বি, এল প্রভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতেছেন ইহাঁরা হয় আমার ছাত্র, নয় আমার মত অন্য কোন বাঙ্গালীর ছাত্র। তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন যে আমিও উহাঁর ছাত্র। সাহেব বলিলেন "কৃষ্ণবাবু তোমার ছাত্র নাকি"? আমি বলিলাম "যদি ইনি দয়া করিয়া আমার ছাত্র বলিয়া স্বীকার করেন তবে ইনিও আমার ছাত্র"। আমি একথাও বলিলাম যে ১৮৭৮ সনে আসামের তৎকালীন স্কুল ইনস্পেক্টর ডাক্তার মার্টিন্ আমাকে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া ডিব্রুগড় হাই-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। এই দিন এইরূপ ভাবেই তাঁহার সহিত আলাপ হইল।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ডাক্তার বুথ্ এক বৎসরের বিদায় লইয়া চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার স্থলে ডিরেক্টারের কার্য্য করিবার জন্য অধ্যাপক প্রথিরো সাহেব আসিয়াছিলেন। ইনি ১৯০২ সনের ২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তেজপুর হাই-স্কুল পরিদর্শন করিয়া এবং ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাঁর মন্তব্যের মর্ম্ম পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে।

ইহাঁর কার্য্যকালে তেজপুর হাই-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত রায়কে গৌহাটী স্কুল-সব্-ইনস্পেক্টরের পদে বদলী করিবার আদেশ হইয়াছিল এবং তৎপদে স্কুল-সব্-ইনসপেক্টর শ্রীযুক্ত শশিধর বরকাকতিকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শশিধর বরকাকতি দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য তেজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি আমার উপযুক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ দ্বিতীয় শিক্ষক চন্দ্রবাবুকে ছাড়িয়া দিয়া তৎপদে বরকাকতিকে লইতে ইচ্ছা না করিয়া চন্দ্রকান্তবাবুকে বলিলাম যে এই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তাঁহার সব্-ইনস্পেক্টরের কার্য্যে যাওয়া উচিত নহে; এবং বরকাকতিকে বলিলাম যে ১৭।১৮ বৎসর ডেপুটী ও সব্-ইনস্পেক্টরের কার্য্য করার পরে তাঁহার দ্বিতীয় শিক্ষকতা করা ভাল লাগিবে না, বিশেষতঃ তিনি এক সময়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে আমার অপেক্ষা অধিক বেতন পাইতেন। এখন আমার অধীনে কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইবে। উভয়কেই এই ভাবে বুঝাইয়া ডেপুটী কমিসনারকে মধ্যস্থ রাখিয়া এই বদলী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। শশিধর বরকাকতি তেজপুরের দ্বিতীয় শিক্ষক হইলে তাঁহাকে দিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য করাইতে পারিতাম না; বরং আসামীয়া ও বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্বেষ ভাব আরও বাড়িয়া যাইত।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে কলিকাতায় রাখিয়া প্রসিদ্ধ কবিরাজ গুপ্তপল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীচরণ রায়গুপ্ত এবং বিক্রমপুর নিবাসী কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্তের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া নীরোগ

করিতে না পারিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়া আমার সহাধ্যায়ী প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র এম, বি, এর পরামর্শ লইয়া এবং তাঁহার সাহায্যে তাহাকে মধুপুরে পাঠাইয়া দিই। তাহার সহিত আমার স্ত্রীকে, দুটী ছোট ছেলেকে, একটী ছোট মেয়েকে এবং আমার মধ্যমা কন্যাকেও পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী ও আমার বিধবা ভগিনীও তথায় তাহার সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। মধুপুরের জলবায়ুর গুণে এবং ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্রের পরামর্শ অনুযায়ী চলিয়া সে বিনা চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইয়াছিল। ডাক্তার বিপিনবাবু এই সময়ের বহুপূর্ব্বেই এলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী ছাড়িয়া দিয়া একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথ্ হইয়াছিলেন।

একটিং ডেপুটী কমিসনার ষ্ট্রং সাহেবের আধা-সরকারী চিঠি পাইয়া ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্ তেজপুরের বোর্ডিং হাউসের সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯০০ সনের নভেম্বর মাসে বোর্ডিং হাউস সম্বন্ধে যাহা যাহা করা আবশ্যক বলিয়াছিলাম ১৯০২ সনের নভেম্বর মাসের চিঠিতেও একটিং ডেপুটী কমিসনার ষ্ট্রং সাহেবও সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন। এখন সেই সমস্ত করাই স্থির হইল এবং সেইরূপ কার্য্য আরম্ভ হইল। ষ্ট্রং সাহেবের অভিপ্রায় অনুসারে বোর্ডিং হাউসের রেসিডেন্ট্-মাষ্টারের পদে একজন আসামীয়া শিক্ষককে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, ডিরেক্টার ডাক্তার বুথেরও মত হইল।

অতিরিক্ত শিক্ষক চন্দ্রনাথ শর্ম্মার অধীনে বোর্ডিং হাউস রাখা স্থির হওয়ায়, তাঁহার বাসের জন্য বোর্ডিং হাউসের নিকট জমি কিনিয়া বাসা প্রস্তুত হইতে লাগিল। আসামের হাই-স্কুল সমূহের বোর্ডিং হাউসের অবস্থা ভাল নয় জানিয়া, তৎকালের মাননীয় চিফ্ কমিসনার সার্ ব্যাম্‌ফিল্‌ড্ ফুলার ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্‌কে চিঠি লিখিলেন যে বোর্ডিং হাউসে কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে হেড্ মাষ্টারদিগকে তজ্জন্য দায়ী করিতে হইবে। গ্রীষ্মাবকাশের বন্ধে আমি আমার জ্যেষ্ঠ

পুত্রের নিকটে মধুপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া ডাক্তার বুথের ঐ মর্ম্মে একখানি চিঠি পাইয়া তথা হইতে তাঁহাকে এই বলিয়া একখানি চিঠি লিখিলাম যে যদি তিনি আমাকে বোর্ডিং হাউসের জন্য দায়ী করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বোর্ডিং হাউসের নিকটে গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে আমার জন্য বাসা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। কেন না আমি বোর্ডিং হাউস হইতে অনেক দূরবর্ত্তী স্থানে নিজের বাসায় থাকিয়া বোর্ডিং হাউসের ছেলেরা রাত্রিতে কি করে না করে জানিতে পারিব না। সুতরাং তাঁহাদের অন্যায় আচরণের জন্য আমি কিছুতেই দায়ী হইব না। ডাক্তার বুথ্ আমার এই চিঠিখানি মাননীয় চিফ্ কমিসনারের নিকটে প্রেরণ করাতে চিফ্ কমিসনার বাহাদুরের আদেশ হইল যে আমাকেই বোর্ডিং হাউসের রেসিডেন্ট্ মাষ্টার করিতে হইবে এবং আমার বাসোপযোগী বাসা তাহার নিকট প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। আমি তেজপুরে ফিরিয়া আসার পরে একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার আমার সহিত পরামর্শ করিয়া আমার বাসোপযোগী বাসা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর অভীষ্ট এবারেও সিদ্ধ হইল না। ক্রমে আমার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্ তেজপুর স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বলিলাম। তিনি বলিলেন তোমাকে ধুবড়ী বদলী করিব স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু "বস্তি" কাগজে তোমার বিরুদ্ধে লেখা বাহির হইতেছে এ অবস্থায় তোমাকে বদলী করিলে লোকে মনে করিবে যে "বস্তির" লেখাতেই তোমাকে বদলী করা হইয়াছে এজন্য তোমাকে এখন বদলী করিব না। আরও এক বৎসরকাল তোমাকে এখানে রাখিব। "বস্তিতে" ট্রেনিং স্কুলের হেড্ মাষ্টার পদ্মনাথ বড়ুয়া ও হাই-স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষক চন্দ্রনাথ শর্ম্মা আমার বিরুদ্ধে লিখিতেছেন বলায় এবং মধ্য-আসামের ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র দাশগুপ্ত আমার

এই কথা সত্য বলিয়া প্রকাশ করায় ডাক্তার বুথ্ বলিলেন যে উহাদিগকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত করিতেছি। কিছুদিন পরে অতিরিক্ত শিক্ষক চন্দ্রনাথ শর্ম্মাকে গৌহাটী হাই-স্কুলের সপ্তম শিক্ষকের পদে বদলী করার আদেশ আসিল এবং তথাকার সপ্তম শিক্ষক তেজপুরের অতিরিক্ত শিক্ষক হইয়া আসিলেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ শর্ম্মা গৌহাটী স্কুলের সপ্তম শিক্ষকের পদে যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া তেজপুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে একটী চাকরীর যোগাড় করিলেন। কিন্তু পুলিস অফিসে না গিয়া বসিয়া রহিলেন। ঠিক এই সময়ে গোয়ালপাড়ার স্কুল সব্-ইনস্পেক্টর শশিধর বরকাকতি কোন গুরুতর অপরাধে সস্পেণ্ড হইলেন। চন্দ্রনাথ এখন আমার নিকটে আসিয়া অতি বিনীতভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে আপনি দয়া করিয়া আমার অনুকূলে ডাক্তার বুথ্কে লিখিলেই আমি ঐ পদটী পাইতে পারি। আমি প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে কখনই ইচ্ছা করি নাই। আমি তাঁহার অনুকূলে ডাক্তার বুথ্কে লেখায়, তিনি ঐ পদ পাইয়াছিলেন এবং কালে এসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টরও হইয়াছিলেন। তেজপুর ট্রেনিং স্কুল উঠিয়া যাওয়ায় পরে ঠিক এই সময়ে পদ্মনাথ বড়ুয়া তেজপুর হাই-স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে যোরহাট হাই-স্কুলে বদলী হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কোনরূপে আমার কিছু অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। কিন্তু জানি না কাহার পরামর্শে পূর্ব্বোক্ত রাধাকান্ত হাজারিকা—যাহাকে ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্কে লিখিয়া স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলাম—১৯০৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে তেজপুরের বাজারে আমাকে অকস্মাৎ আক্রমন করে। তখন বেলা অপরাহ্ণ ৬টা। আমি বাজারের মধ্যে মাছ কিনিতেছিলাম। আমার সহিত হাই-স্কুলের পঞ্চম শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। তিনিও মাছ

কিনিতেছিলেন। রাধাকান্ত একগাছি বেত হাতে করিয়া হঠাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার মুখে, বুকে ও পিঠে তিন চার বার ঐ বেত দিয়া আঘাত করিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। কালীপ্রসন্নবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন যে, রাধাকান্ত হেড্ মাষ্টারকে বেত দিয়া আঘাত করিয়া ঐ পলাইয়া যাইতেছে। অনেকেই শুনিল কিন্তু কেহই তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া গেল না। বলা বাহুল্য যে বাজারের মধ্যে তখন যে সকল লোক ছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আসামীয়া। দুই, তিনটী মাত্র অল্প বয়স্ক বাঙ্গালী তখন ঐ স্থানে উপস্থিত ছিল। রাধাকান্তের খুড়া পুলিস সব্-ইনস্পেক্টর রত্নকান্ত হাজারিকাও তখন ঐ বাজার মধ্যে উপস্থিত ছিল। আমি প্রথমে থানায় গিয়া জানাইয়া উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দার নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। মহেন্দ্রবাবু আমাকে পরামর্শ দিলেন যে এখনই আপনি ডেপুটী কমিসনার ক্যামিয়েড্ সাহেবের নিকট যাইয়া সমস্ত বিষয় বলুন গে। ক্যামিয়েড্ সাহেব তখন ক্লব্ ঘরে ছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার মেম্‌ও ছিলেন। আমি এক টুকরা কাগজে কয়েকটা কথা লিখিয়া দিয়া উহা ক্লব্ ঘরে পাঠাইয়া দিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সাহেব মেম্‌সহ বাহিরে আসিলেন ও সমস্ত বিষয় জানিলেন। সাহেব আমাকে রাধাকান্তর বিরুদ্ধে তৎপর দিনই ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম যে রাধাকান্ত তেজপুর ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া যাইবে তাহাকে ওয়ারেণ্ট করা হউক। সাহেব বলিলেন সে কোথায় পলাইয়া যাইবে? তাহার খুড়া রত্নকান্ত পুলিস সব্-ইনস্পেক্টর আছে; সে উহাকে হাজির করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। সাহেবের উপদেশানুসারে ফৌজদারী আইনের ৩২৫ ধারা অনুসারে মোকর্দ্দমা রুজু করা হইল। তেজপুরের সমস্ত বাঙ্গালী উকীলই আমার পক্ষে উকীল হইলেন। কোন বাঙ্গালী উকীলই রাধাকান্তর উকীল হইলেন না। ডালিমচন্দ্র বরা নামে একজন আসামীয়া উকীল তাহার উকীল হইলেন। মোকর্দ্দমার

বিচারের দিনে কিজ্ সাহেব নামে একজন ব্যারিষ্টার্ তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন ইনি তেজপুরে ব্যারিষ্টারী করিতেন। পরে ইনি কলিকাতার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন। এই সময়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেওয়ানী আদালত সকল বন্ধ থাকায় আমার প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাঁ, তাঁহার কলিকাতাস্থ হরিঘোষের ষ্ট্রিটের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মোকর্দ্দমার শুনানির দিনে তিনি তেজপুরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মহেন্দ্রবাবু তেজপুরে উপস্থিত না থাকায়, আমি ক্যাম্বিয়েড্ সাহেবকে বলিয়াছিলাম যে মহেন্দ্রবাবু তেজপুরে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমার শুনানি বন্ধ রাখিলে ভাল হয়। তাহাতে সাহেব আমাকে বলেন যে বাবু, তাহা হইলে এই মোকর্দ্দমার বিচারের ভার আমার নিজ হস্তে না রাখিয়া হাকিম কৃষ্ণবাবুর উপর বিচারের ভার দিব। কৃষ্ণবাবুর হাতে মোকর্দ্দমা পড়িলে আসামীর কোন শাস্তি হইবে না, মনে করিয়া বলিলাম, যে তবে মহেন্দ্রবাবু না আসিলেও আপনি মোকর্দ্দমার বিচার করিতে পারেন। ২৮শে অক্টোবর তারিখে মোকর্দ্দমার বিচার হয়। সাহেবের খাস কামরাতে বিচার হইয়াছিল। সাহেব আসামী রাধাকান্ত হাজরিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার বয়স কত? সে স্কলার্স রেজেষ্টারিতে তাহার যে বয়স লেখা ছিল তাহাই বলিল অর্থাৎ ১৮ বৎসর বলিল। সাহেব ২২ বৎসর লিখিয়া লইলেন। তাহার স্কলার্স রেজেষ্টারিতে Conduct বা আচরণের ঘরে লেখা ছিল bad অর্থাৎ মন্দ, কিন্তু Character বা চরিত্রের ঘরে লেখা ছিল fair অর্থাৎ মধ্যম প্রকার।

ব্যারিষ্টার কিজ্ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এরূপ অসামঞ্জস্য মন্তব্য তুমি কেন লিখিয়াছ? আমি বলিলাম যে যদি আপনি Conduct ও Character র শব্দদ্বয়ের অর্থের পার্থক্য না জানেন তবে ভাল অভিধান দেখুন গে। আমার পক্ষে

আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র মনোমোহন লাহিড়ী বি, এল (আজকাল রায় বাহাদুর) ও উকীল চন্দ্রকান্ত দাস বি, এল উপস্থিত ছিলেন। এদিকে হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী আইনের পাতা উল্টাইতেছিলেন; এবং বলিতেছিলেন যে সাহেব কি অনর্থক বিচার করিতেছেন। বালক অপরাধীর প্রথম অপরাধ বলিয়া কয়েক ঘা বেত আসামীকে দিয়া ছাড়িয়া দিলেই হয়। কিন্তু সাহেব বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিচার করিয়া আসামী রাধাকান্ত হাজরিকার এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ টাকা জরিমানা করিলেন। জরিমানার টাকা না দিলে আরও এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জরিমানার টাকা আদায় হইলে, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাকে দিতে হইবে। সাহেবের বিচার দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন যে অতি কঠোর শাস্তি হইল। ক্যামিয়েড্ সাহেব তাঁহার রায়ে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন যে এটী হেড্ মাষ্টারকে অপমান করা নয়; এটী আসামীয়া ও বাঙ্গালীর বিদ্বেষভাব-প্রণোদিত মোকর্দ্দমা। শুনিয়াছি আমাকে আক্রমণ করার কথা ক্যামিয়েড্ সাহেবের মেম্ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে ক্যামিয়েড্, ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী প্রকাশ্য স্থানে অপমানিত ও প্রহারিত হইয়াছেন ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? তদুত্তরে সাহেব বলিয়াছিলেন যে ইহার উপযুক্ত প্রতীকার করা হইবে। জরিমানার ১০০৲ টাকা আদায় হইয়াছিল এবং আমি উহা পাইয়াছিলাম।

আসাম উপত্যকা জেলা সমূহের দায়রা জজ্ ফিলিমোর সাহেব বি, এ, সিভিলিয়ানের নিকট এই মোকর্দ্দমার আপীল হইয়াছিল। আপীলের বিচার শিবসাগরে হইয়াছিল। শিবসাগরের দুইজন প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বি, এল, ও শ্রীযুক্ত প্রমোদকিশোর রায় বি, এল, আমার পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জজের বিচারে আপীল ডিস্মিস্ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে কোন উকীলই আমার নিকট হইতে একটী পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। সেসনের আপীলের

বিচার যে কোন জেলায় হইতে পারিত। সব জেলাতেই আমার পক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য প্রধান প্রধান উকীল ইচ্ছুক ছিলেন। শিবসাগরের উকীল অক্ষয়বাবুকে তেজপুরের উকীল মহেন্দ্রবাবু চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহার ফিজ কত টাকা পাঠাইতে হইবে। তদুত্তরে অক্ষয়বাবু মহেন্দ্রবাবুকে লিখিয়াছিলেন যে কি পাগলামীর কথা? হেড্ মাষ্টারকে একখানা ওকালতনামা লিখিয়া পাঠাইয়া দিতে বলিবেন। ক্যাম্বয়েড্ সাহেবের ও জজ্ ফিলিমোর সাহেবের রায়ের নকল পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে।

আমার তৃতীয়া কন্যা যে দিন ও যে সময়ে তেজপুরে মারা গিয়াছিল, সে দিন ও সময়টা পঞ্জিকা মতে প্রতিকূল থাকায়, ত্রিপাদ দোষ পাইয়াছিল। এই নিমিত্ত সে বাসাটা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া পর পর তিনটী বাসায় আমার দ্বিতীয় পুত্রসহ বাস করিয়াছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ম্যালেরিয়া ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ায় পরে আমি পুনরায় তেজপুরে পরিবার লইয়া গিয়াছিলাম। এবারে পরিবারসহ বোর্ডিং হাউসের রেসিডেন্ট্ মাষ্টারের জন্য যে বাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই বাসায় বাস করিয়াছিলাম।

কোল্ উদ্যানের ঠিক সম্মুখে ও কৃত্রিম হ্রদের এই পার্শ্বে স্কুলের চৌকিদারের পাক করিবার জন্য একখানি দোচালা ঘর ছিল। এই ঘরখানি উদ্যানের সম্মুখে থাকায় উহার সৌন্দর্য্যের হানি হইতেছিল। কোল্ সাহেব আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন "হেড্ মাষ্টার, তোমার স্কুলের এই ঘরখানি ঐ স্থানে থাকায় উদ্যানটীর শোভা ও সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমি মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়ে ঐ ঘরখানি বাঙ্গালা-স্কুলের প্রাঙ্গনে উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি কি বল? বাঙ্গালা-স্কুলের ও হাই-স্কুলের বাড়া পরস্পরের খুব নিকটেই ছিল। আমি সাহেবকে বলিয়াছিলাম, যে আমাদের স্কুলের বিধির মধ্যে লিখিত আছে যে চৌকিদার সর্ব্বদাই স্কুলঘরে উপস্থিত থাকিবে

কথনও অন্যত্র যাইতে ও থাকিতে পারিবে না। ঐ বিধি অনুসারে উহার ঘর অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। আপনি এই জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে যদি ঐ ঘরখানিকে চৌকিদারের পাক ঘর না বলিয়া শিক্ষকদিগের বিশ্রামের ঘর বলা যায় এবং আপনি যদি আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন তাহা হইলে একখানি সুন্দর ঘর ঐ স্থানে নির্ম্মিত হইতে পারে। তিনি উহাতে সম্মত হইলেন এবং কয়েক মাস মধ্যেই ৬০০৲ টাকা ব্যয়ে একখানি সুন্দর ক্ষুদ্র ঘর ঐ স্থানে প্রস্তুত হইল।

স্কুলের দুই ধারে সাহেব ডুরাণ্ডা গাছ দিয়া সুন্দর বেড়া দিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটী প্রথমে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মার্চ্চ মাসের ২০শে বা ২১শে তারিখে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্‌স্বরূপে সাহেব ঐ কার্য্যটীর জন্য ৭৫৲ টাকার একখানি বিল করিয়া আমার নিকটে টাকা চাহিয়াছিলেন। আমি সাহেবের সহিত দেখা করিয়া বলিলাম যে আমার স্কুলের তহবিলে ঐ কার্য্যের জন্য কোন টাকা নাই। আমি কোথা হইতে টাকা দিব? সাহেব বলিলেন যে মিউনিসিপ্যালিটীর ঐ বেড়া দিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে। টাকা না দিলে মিউনিসি-প্যালিটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। আমি বলিলাম টাকা মঞ্জুর করিয়া আনিবার একটী উপায় আছে। আপনার মিউনিসিপ্যালিটীর ঐ বিলখানি আমাদের ডিরেক্টার সাহেবের অফিসে আপনার হাত দিয়া পাঠাইয়া দিই। আপনি ডেপুটী কমিসনারস্বরূপ ঐখানি পাঠাইয়া দেন এবং ঐ টাকাটী যে শিক্ষা-বিভাগ হইতে দেওয়া উচিত আপনি জোর করিয়া লিখুন তাহা হইলেই এই মার্চ্চ মাসের মধ্যেই টাকা মঞ্জুর হইয়া আসিবে এবং আমি বিল প্রস্তুত করিয়া টাকা ট্রেজারি হইতে লইয়া মিউনিসিপ্যালিটীকে দিতে পারিব। সাহেব বলিলেন উহাতে অনেক সময় লাগিবে। মার্চ্চ মাসের মধ্যে টাকা পাওয়া কঠিন হইবে। যাহা হউক আমার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করা হইল এবং সত্বরই টাকা

মঞ্জুর হইয়া আসিল। ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটীকে টাকা দেওয়া হইল।

কোল্ সাহেব দিল্লি হইতে যে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং একখানি সার্টিফিকেট্ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহার নকল পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে। তেজপুর হাই-স্কুলে আমি চারি বৎসরকাল হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলাম। এই চারি বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ ২৮ জন ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম তন্মধ্যে ২১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। একজন প্রথম বিভাগে, ৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ও ১২ জন তৃতীয় বিভাগে, শতকরা ৭৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। যে ছাত্রটী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সেটী আসাম-উপত্যকা জেলার মধ্যে প্রথম এবং সমস্ত প্রদেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল।

দশম অধ্যায়।

ধুব্ড়ী

ধুব্ড়ী হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টার হওয়া।

তেজপুরে আমি নানা প্রকারে কষ্ট পাইয়াছিলাম ও জালাতন হইয়াছিলাম। অবশেষে আমার ইচ্ছানুসারে ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্ আমাকে ধুব্ড়ীতে বদলী করিয়াছিলেন। তেজপুর হাই-স্কুলের কার্য্যভার আমি দ্বিতীয় শিক্ষক চন্দ্রকান্তবাবুকে ১৯০৪ সনের ১৯শে জুন তারিখে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম; এবং ২২শে জুন তারিখে ধুব ড়ীতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। ধুব ড়ী হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তেজপুর হাই-স্কুলে বদলী হইয়াছিলেন। ধুব্ড়ী আমার পুরাতন পরিচিত স্থান। উহাকে আমার দেশ বলিলেও দোষ হয় না। এবারে ধুব্ড়ী আসিয়া অনেকগুলি পুরাতন বন্ধুকে আর দেখিতে পাইলাম না। ইঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—রামগোপাল খাঁ বি, এল, একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার। ইনি আর এ জগতে ছিলেন না। বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এল, উকীল, ইনি এখন দুরারোগ্য রোগে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ছিলেন। কিছুদিন পরে কলিকাতাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। উকীল প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরি আর এ জগতে ছিলেন না। জমিদারগণের মধ্যে মেছপাড়ার পাঁচ আনির বড়-কর্ত্তা তিলকরাম চৌধুরীও এখন আর বর্ত্তমান ছিলেন না। পর্ব্বতজোয়ারের আট আনির জমিদার হরেন্দ্র-

নারায়ণ চৌধুরী ও ঐ ষ্টেটের তিন আনির জমিদার গোবিন্দনারায়ণ চৌধুরী, গৌরীপুর রাজের মন্ত্রী মহেশচন্দ্র লাহিড়ী, সিদলির রাজা বিষ্ণুনারায়ণ দেব, সব্‌ওভারসিয়ার প্রসন্নকুমার মুন্সী ও আরও কয়েক জন বন্ধু এখন আর এ জগতে ছিলেন না। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে এবার নূতন বন্ধুস্বরূপ পাইলাম। উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বি,এল, আমার পূর্ব্ববন্ধু স্বর্গীয় ব্রজনাথ বসু উকীলের ভ্রাতা, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল, নিশিকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল, কেদারনাথ গুহ উকীল, যামিনীকান্ত বসু বি, এল, আমার পূর্ব্ববন্ধু রজনীকান্ত বসুর পুত্র; এবং বামাচরণ গাঙ্গুলী উকীল বি. এল। পর্ব্বতজোয়ারের স্বর্গীয় জমীদার হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর স্থলে তাহার পিতৃমাতৃহীন শিশুপুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে পাইলাম। ইনি এখন ইঁহার গৃহ-শিক্ষক ও দেওয়ান শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ সেন ও উঁহাদের বহুকালের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চৌধুরী সহ ধুব্‌ড়ী হাই-স্কুলের অতি নিকটে ইহাদের নিজ বাসায় বাস করিতেছিলেন। দেওয়ান নরেন্দ্রনাথ সেন আমার নওগাঁ স্কুলের ছাত্র। সুরেন্দ্র এখন নিতান্তই ছেলেমানুষ, ইনি দুধ খাইতে মোটেই ভালবাসিতেন না। কিন্তু দৈ ইঁহার প্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। ইঁহার একটী পিত্তলের গোপালমূর্ত্তি ছিল। প্রত্যহ গোপালের পূজা করিবার সময়ে বর চাহিতেন যে সব গাই গরু বলদ হইয়া যাউক তাহা হইলে আর দুধ খাইতে হইবে না। যদি আমরা জিজ্ঞাসা করিতাম তাহা হইলে দৈ কোথায় পাইবা? তখন বলিতেন যে বলদের পেট হইতেই দৈ বাহির হইয়া আসিবে। আর মেছ্‌পাড়ার স্বর্গীয় জমিদার তিলকরাম চৌধুরীর স্থলে ধুবড়ীতেই পাইলাম তাঁহার বিধবা পত্নীকে। ইনি তখন ইঁহার একমাত্র কন্যা ও জামাতা শ্রীমান্ বিপ্রনারায়ণ দেব বি,এ, সহ দুইটী অতি অল্প বয়স্ক দৌহিত্র লইয়া ধুব্‌ড়ীতে বাস করিতে-ছিলেন। জামাতা বিপ্রনারায়ণ দেব কোচবিহার রাজবংশসম্ভুত। পরে ইঁহাদের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

ধুবড়ীতে এবার আমার বাসা হইয়াছিল হাই-স্কুলের বাড়ীর ঠিক সম্মুখে ও পশ্চিমদ্দিকে। আমার বাসা ও স্কুলের বাড়ীর মধ্যে একটী মাত্র সদর রাস্তা ব্যবধান। বিজনিহল, বালিকা বিদ্যালয় ও ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরও আমার বাসার খুব নিকটে ছিল। পূর্ণিয়া জেলা-নিবাসী হিরামন সা নামে একটী বৃদ্ধকে স্কুলের চৌকিদার পাইলাম। এ জাতিতে হালুইকর এবং বিশেষ বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। এই ব্যক্তি আমার নানা প্রকারে উপকার করিয়াছিল।

আমি ১৯০৪ সনের ১২শে জুন তারিখে ধুবড়ী হাইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বড়ুবার নিকট হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। শিক্ষকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই আমার পূর্ব্বপরিচিত। দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বড়ুবা এফ, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ও বহুদিনের শিক্ষক। তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন বি, এ, ফেল। ইনি গণিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে অপটু ছিলেন। চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দে এফ, এ, ফেল। ইনি পূর্ব্বে আমার অধীনে নওগাঁ স্কুলে চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। পঞ্চম শিক্ষক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র কর্ম্মকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। যষ্ঠ শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভগবান্‌চন্দ্র পাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিকী শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে ইঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন লাহিড়ী বিদ্যারত্ন। ইনি ইংরাজী জানিতেন এবং এফ, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলা-নিবাসী ইংরাজী জানা একজন মৌলভিকেও পাইয়াছিলাম। ধুবড়ীতে আসিয়া কাহারও সহিত আমার কোন দিন কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই। এখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বলিয়া এ প্রদেশের নূতন নাম হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্গদেশের অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে এখন হাকিমী ও অন্যান্য সরকারী কার্য্যে পাইয়াছিলাম। তারাপ্রসন্ন আচার্য্য বি, এল্, নামে একজন

বাঙ্গালা দেশের সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এখন ধুব্ড়ীতে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাঁর সহিত আমার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। আমরা দুইজনে প্রত্যহই প্রাতে একসঙ্গে বেড়াইয়া বেড়াইতাম। ধুব্ড়ী আসিয়া আমার একটী নূতন কার্য্য হইয়াছিল—হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করা। যে কোন সময়ে বিদ্যালয়ের সময়বাদে যে কেহ আমার নিকটে আসিলে ঔষধ পাইতেন। বাড়ী বাড়ী গিয়াও রোগীকে দেখিয়া আসিতাম। রাত্রি ৩ বা ৪ ঘটিকার সময়েও আবশ্যক হইলে ঔষধ দিতাম এবং রোগীকে তাহার বাড়ীতে গিয়া দেখিয়া আসিতাম। তেজপুরের উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-নাথ দাঁর নিকট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ পাইয়াছিলাম।

আমার এবারে ধুব্ড়ী আসার কিছুদিন পূর্ব্বে এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি, এল তেজপুর হইতে ধুব্ড়ী বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। আর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আসিয়াছিলেন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বিশ্বাস। ইনি কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও কার্য্যদক্ষতাগুণে সাধারণ কনষ্টেবল হইতে আরম্ভ করিয়া শেস জীবনে প্রথম শ্রেণীর পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে দুই একটী কথা লিখিব।

ধুব্ড়ীর সমস্ত ভদ্রলোকের নিকট হইতেই বিপদে আপদে যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিলাম। মধ্যে একবার আমার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল। উহারা দুইজনে প্রায় দুই মাস কাল ঐ জ্বরে ভুগিয়াছিল। এই সময়ে বিদ্যালয়ের তখনকার ও তাহার পূর্ব্বসময়ের ছাত্রগণ তাহাদিগের অভিভাবকগণ এবং অন্যান্য হৃদয়বান্ ভদ্রলোকেরা উহাদিগের সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধ খাওয়ান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করিয়াছিলেন। উহাদের জন্য আমাদিগকে কিছুই করিতে হয় নাই। এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন লিংডো সাহেবও যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন

করিয়া উহাদের চিকিৎসা করিয়া উহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ধুব্ড়ীতে আমার বহুকালের বন্ধু লোক্যাল্ বোর্ডের ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত সুখময় ঘোষ ও পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন থাকায় আমার কখনও কোন বিষয়ে অভাব হয় নাই। ইহাঁরা দুইজনে আমার সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও নিজ জন ও আত্মীয় ছিলেন।

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা সম্বন্ধে এখানে দুই একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। এক সময়ে শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র ভৌমিক নামে এক ব্যক্তি তাঁহার নিজ বাড়ী পাবনা জেলার কোন পল্লী হইতে তাঁহার কন্যা, জামাতা ও আর একটী লোকসহ ধুব্ড়ী আসিতেছিলেন। যখন তিনি দেশ হইতে বাহির হন তখন তাঁহার দেশে ভয়ানক বিসূচিকা রোগের প্রাবল্য ছিল। ষ্টিমারে উঠিয়া তাঁহার সঙ্গের লোকটী ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। জামাতাটীও ঐ রোগে আক্রান্ত হন। ধুব্ড়ী আসিয়া জামাতাটীকে চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে দেওয়া হয়। তথায় জামাতাটীও মারা যান। শরৎবাবু তাঁহার কন্যাসহ তাঁহার পরিচিত একটী ভদ্রলোকের খালি বাসায় উঠেন। মেয়েটী তখন সসত্ত্বা ছিল। এই বাসায় উঠিয়াই শরৎবাবুও ঐ ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইলেন। ধুব্ড়ীর স্বাধীন ব্যবসায়ী ডাক্তার প্রসন্নকুমার সেন তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। শরৎবাবু গৌরীপুরের রাজার দক্ষিণশালমারার তহশিলদার ছিলেন। সেখানে যাইবেন বলিয়াই ধুব্ড়ী আসিয়াছিলেন। গৌরীপুরে সংবাদ দেওয়াতে তথা হইতে ঈশ্বরবাবু নামে একজন হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার উহাঁর চিকিৎসার্থ আসিয়াছিলেন। ধুব্ড়ী হাই-স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় আমাকে সংবাদ দেওয়াতে আমি শরৎবাবুকে দেখিতে গেলাম। ডাক্তার প্রসন্নবাবুর সহিত গৌরীপুর হইতে প্রেরিত ডাক্তার ঈশ্বরবাবুর চিকিৎসা বিষয়ে মতের অমিল হইতে লাগিল। অথচ আমার সহিত বেশ মিল হইতে লাগিল। আমরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া শরৎবাবুর চিকিৎসা করিতে

লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে ইনি একটু ভাল হইলেন। একটু ভাল হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এখন আপনি কেমন আছেন? তখন তাঁহার বেশ জ্ঞান হইয়াছিল ও একটু সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। আমার কথা শুনিয়া শরৎবাবু বলিলেন যে আমাকে আপনি, আপনি বলিবেন না, আমি এক সময়ে আপনার ছাত্র ছিলাম। তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে আরও অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলাম। ক্রমে তিনি রোগমুক্ত হইলেন। রোগমুক্ত হইয়া অন্নপথ্য পাওয়ার পরে হাসপাতালে তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহাকে জানিতে দিলাম। মেয়েটী সসত্ত্বা ছিল বলিয়া এই নিদারুণ শোক-সংবাদ তখন তাহাকে দেওয়া হইল না।

আর একদিন রাত্রি ৩টার সময়ে মোক্তার লালমোহন দের বাসা হইতে সংবাদ আসিল যে তাঁহার একটী চারি বৎসর বয়সের ছেলের খুব কঠিন পীড়া হইয়াছে। তখনই তাঁহার বাসায় গিয়া ছেলেটীর শয্যার পার্শ্বে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পরে আমার মনে হইল যে ছেলেটীর ডিপ্‌থিরিয়া রোগ হইয়াছে। লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কে চিকিৎসা করিতেছেন"? শুনিলাম অক্ষয়বাবু নামে একজন হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন। অক্ষয়বাবুকে ডাকিতে বলিলাম। তাঁহার বাসা খুব নিকটেই ছিল। তিনি আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কি রোগের চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি বলিলেন সে সর্দ্দিজ্বরের চিকিৎসা করিতেছি। আমি বলিলাম যে আমার সন্দেহ হইতেছে যে ছেলেটীর ডিপ্‌থিরিয়া হইয়াছে। আমার নিকট ঐ রোগের ঔষধ নাই। আপনার নিকটে থাকিলে ঐ রোগের ঔষধ দিন। অক্ষয়বাবু আমার কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন আপনি চিকিৎসার কি জানেন। অগত্যা আমি নীরব হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে লালমনিহাটের রেলওয়ের এসিষ্ট্যান্ট্ সার্জ্জন ডাক্তার বনমালী মুখোপাধ্যায় তার পরদিন প্রাতে তাঁহার আত্মীয় উকীল বামাচরণবাবুর বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে

ডাকিয়া ছেলেটীকে দেখানতে তিনিও বলিলেন যে তাহার ডিপ্‌থিরিয়া হইয়াছে এবং সেই সময়ে তাঁহার সহিত ডিপ্‌থিরিয়া রোগের একটী ইন্‌জেকসন্‌ও ছিল। তখন ঐ ইন্‌জেকসন্‌টী দেওয়া হইল এবং কলিকাতা হইতে ঔষধ আনাইবার বন্দোবস্ত হইল। ভগবানের কৃপায় ছেলেটী বহুদিন রোগভোগের পরে নীরোগ হইল। আর একদিন রাত্রি ৪টার সময়ে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দত্তর বাসা হইতে সম্বাদ আসিল যে তাঁহার একটী শিশুকন্যা অত্যন্ত পীড়িতা। মহেশবাবু আমার বহুকালের বন্ধু। সম্বাদ পাইয়াই তাঁহার বাসায় গেলাম। যাইয়াই দেখিলাম যে মেয়েটীর ক্রুপ (কাশরোগ বিশেষ) হইয়াছে। তাঁহার বাসার নিকটেই এসিষ্ট্যাণ্ট্‌ সার্জ্জন ডাক্তার লিংডোর এবং মহিলা ডাক্তারের বাসা। হাসপাতালও খুবই নিকটে। তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনা হইল। রোগনির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ হইল না। ডাক্তার লিংডো বলিলেন "ঐ রোগের প্রকৃত ঔষধ তাঁহার হাসপাতালে নাই। ঐ রোগের হোমিওপ্যাথিক্‌ ঔষধও তখন আমার নিকটে ছিল না। ডাক্তার লিংডো বলিলেন যে কলিকাতা হইতে ঔষধ আনাইতে পারিলে চিকিৎসা হয়। ঔষধের মুল্যও প্রায় ৪০৲ টাকা হইবে। আমি বলিলাম কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিলেও ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঔষধ ধুব্‌ড়ী আসিয়া পৌছিবে না। কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে এই রোগে সময়মত উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে না পারিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রোগী মারা যায়। হাসপাতালে যে ঔষধ ছিল তাহাই ডাক্তার লিংডো দিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মেয়েটী মারা গেল।

কলিকাতা ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ বসুর ভ্রাতা গোপালচন্দ্র বসু ধুব্‌ড়ীর ইঞ্জিনিয়ার অফিসে চাকরী করিতেন। তাঁহার বিসূচিকা রোগ হইল। আদ্যনাথবাবু তাঁহার সাজ্যাতিক পীড়ার সম্বাদ পাইয়া ধুব্‌ড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগীর বিলক্ষণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া নিজে চিকিৎসা করিলেন না।

আমাদিগকে চিকিৎসা করিতে বলিলেন। রোগীর এরূপ অবস্থা হইয়া পড়িল যে তাঁহার গায়ে বেড্ সোর ঘা হইতে আরম্ভ করিল। কিছুতেই তাঁহাকে ভাল করা গেল না। ৪ বা ৫ দিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি মারা পড়িলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মণিমোহন বসু তখন ধুবড়ী হাই-স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছিল, এবং টেষ্ট্ পরীক্ষা দিয়া উহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ধুবড়ীর প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণকে গৌহাটী যাইয়া পরীক্ষা দিতে হইত। ভাইস্ চ্যান্সলার সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধরিয়া মণিমোহনের পরীক্ষা কলিকাতাতেই গৃহীত হইয়াছিল এবং সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ডাক্তার আদ্যনাথ বসু আমাদের ডাক্তার কুঞ্জবাবুর সহাধ্যায়ী ছিলেন।

হিন্দু মুসলমান যে কোন জাতির বাড়ী হইতে সম্বাদ আসিলেই আমি রোগী দেখিতে যাইতাম এবং আমার সাধ্যানুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতাম।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হইলে আমি নানা প্রকার বিদ্রোহসূচক কাগজ ও চিঠিপত্র পাইতে লাগিলাম। সোনার বাঙ্গালা বলিয়া একখানি কাগজ একদিন পাইয়া উহা ডেপুটী কমিসনার মেজর হাউয়েলের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি আবার শিলংএ উহা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় উহার অনুবাদ করা হইয়াছিল। উহা লইয়া অনেক গোলমালও হইয়াছিল।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরে বিদেশী দ্রব্যবর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন-কল্পে বিলক্ষণ চেষ্টা হইয়াছিল। ধুবড়ী স্কুলের ছেলেরা বিদেশী চুরট ও অন্যান্য দ্রব্য ঢাকাইপটির ব্যাপারীদের ঘর হইতে আনিয়া প্রায় ২৫০৲ টাকা মূলের দ্রব্য পুড়াইয়া দিয়াছিল। ঢাকাইপটির ব্যাপারীরা তাহাদের বিদেশী দ্রব্যাদি পোড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিলেও ছেলেদের নামে কোন মোকর্দ্দমা করে নাই ও তাহাদের প্রতি

কোন অত্যাচারও করে নাই। এই সময়ে অশোকাষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করা বিধান ছিল। দ্বারবঙ্গের মহারাজা রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কামাখ্যাদর্শনে যাইতেছিলেন। অষ্টমীর দিনে ব্রহ্মপুত্রে স্নান ও তর্পণ করিবার জন্য তিনি একদিন ধুব্ড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। স্কুলের ছেলেরা তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিয়াছিল যে ঢাকাইপট্টির ব্যাপারীদিগকে তাহারা এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। ব্যাপারীদিগের ক্ষতির টাকা দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। মহারাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ক্ষতির পরিমাণ কত টাকা? তাহারা বলিয়াছিল ২৫০৲ টাকা। মহারাজা তাহাদিগকে ঐ ২৫০৲ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন।

ধুব্ড়ী স্কুলের ছাত্রেরা স্বদেশী ব্যাপারে বিলক্ষণই লাগিয়াছিল। কিন্তু সাহেবেরা জানিতেন যে ধুব্ড়ীর ছেলেরা কিছুই অন্যায় আচরণ করিতেছিল না।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বেই সার্ ব্যাম্‌ফিল্ড্ ফুলার আসাম-প্রদেশের চিফ্ কমিসনার ছিলেন। তাঁহার সহিত আসামের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ্ সাহেবের অনেক বিষয়ের মতভেদ হইত; এজন্য ডাক্তার বুথ্ আসাম-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গপ্রদেশে আসিয়া রাজসাহী বিভাগের ইনস্‌পেক্টর হইয়াছিলেন। আবার যখন রাজসাহী বিভাগ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগসহ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম-প্রদেশে সংযুক্ত হইবার প্রস্তাব হইল, তখন ডাক্তার বুথ্ রাজসাহী বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া বিহারে চলিয়া গিয়াছিলেন। আসাম-শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার ঠিক পূর্ব্বেই ইনি ধুব্ড়ী পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে The staff on paper looks weak, but it is very efficient, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বিদ্যাবুদ্ধি কাগজে হীন দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকগণ বিলক্ষণ কার্য্যক্ষম ও কার্য্যদক্ষ। কথায় কথায় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে বাবু, আমি এপর্য্যন্ত বলিতে

পারি যে আমি কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই। এই কথা শুনিয়াই আমি বলিয়াছিলাম যে তবে কি আপনি এই প্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন? বলিলেন "হাঁ"। ইতিপূর্ব্বে একবার আমি ধুব্ড়ী হাই-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বড়ুয়াকে খাঁটি আসামে বদলী করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত ব্রজবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে ধুব্ড়ী প্রকৃতপক্ষে আসাম দেশ নহে; উহা বাঙ্গালা দেশ। ধুব্ড়ীতে আসামীয়া ভদ্রলোক না থাকাতে তাঁহাকে নানা বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তিনি খাঁটি আসামে বদলী হইতে চান। ডাক্তার বুথ্কে এই বিষয়ে অনুরোধ করায় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে ব্রজবাবুকে কোথায় বদলী করিবেন? আমি গৌহাটী, তেজপুর, নওগাঁ, যোরহাট, শিবসাগর ও ডিব্রুগড় স্কুলের নাম করায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে ব্রজবাবু কোন বিদ্যালয়েই দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য চালাইতে পারিবেন না। তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে তাহা হইলে ধুব্ড়ীতেই বা তিনি কিরূপে কাজ চালাইবেন? তাহাতে আমাকে বলিয়াছিলেন যে তুমি যে কোন লোক লইয়া কাজ চালাইতে পার আমি জানি। সুতরাং এ বিষয়ে আমি তাঁহাকে আর কিছুই বলিতে পারি নাই।

ডিরেক্টার হালওয়ার্ড

ডাক্তার বুথের পরে নামজাদা হালওয়ার্ড সাহেব তাঁহার পদে ডিরেক্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি যখন কটক কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন কোন স্বাধীন রাজার পুত্রকে বেত মারিয়াছিলেন। যখন ঢাকায় ছিলেন তখন কোন কনষ্টেবলকে প্রহার করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর কার্য্যকালে আমার বয়স ৫৫ বৎসর ৬ মাস হইয়াছিল। ৫৫ বৎসর বয়সের পরে আমি স্বপদে থাকিবার জন্য এক বৎসর অতিরিক্ত সময় পাইয়াছিলাম; আর ছয় মাস পরেই আমার

পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিবার কথা, কিন্তু তখন অবসর গ্রহণ করিলে আমার কিছুতেই চলে না ; যেহেতু তখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী ডিব্রুগড় বেরি-হোয়াইট মেডিক্যাল স্কুলে পড়িতেছিল ও দ্বিতীয় পুত্রটী কটন কলেজে পড়িতেছিল। তখন পেন্‌সন্ লইলে সংসারের ব্যয় চালাইয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যয় কিছুতেই চালাইতে পারিতাম না। এজন্য হয় আর ২ বৎসর স্বপদে থাকিবার জন্য অতিরিক্ত সময় আমাকে দেওয়া হউক, নয় তখনই আমাকে অবসর দেওয়া হউক বলিয়া আমি ডিরেক্টার সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এই সময়ে ধুবড়ীর ৬ মাইল দূরবর্ত্তী গৌরী-পুরের রাজার স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদ খালি হইয়াছিল। আমি ঐ পদপ্রার্থী হওয়ায় আমাকে গৌরীপুর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই ঐ স্কুলে যাইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই জন্যই আমি তখনই অবসর চাহিয়াছিলাম। আমাকে অবসর না দিলে আরও দুই বৎসরের অতিরিক্ত সময় পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু নূতন ডিরেক্টার হালওয়ার্ড সাহেব আমার ঐ চিঠির কোন উত্তরই তখন পর্য্যন্ত দেন নাই। হালওয়ার্ড সাহেব ১৯০৬ সনের ১০ই জানুয়ারী তারিখে ধুবড়ী হাই-স্কুল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বেই তিনি বিদ্যালয়ের হিসাবপত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ট্রেজারিতে টাকা জমা দিবার চালান অন্যান্য স্কুল হইতে তিনখানি করিয়া প্রস্তুত করিবার প্রথা ছিল। একখানি চালান গভর্ণমেণ্টের হিসাবরক্ষক একাউণ্ট্যাণ্ট্ জেনারলের অফিসে ট্রেজারি হইতে যাইত, একখানি চালান স্কুলের মাসিক হিসাবসহিত ডিরেক্টার অফিসে যাইত এবং তৃতীয় চালানখানি স্কুলের হিসাবসহিত রক্ষিত হইত। কিন্তু ধুবড়ীর ট্রেজারির একাউণ্ট্যাণ্ট্ তিনখানি চালান সহি করিতে আপত্তি করায় আমি এই বিদ্যালয়ে আসিবার পূর্ব্বেই দুইখানি করিয়া প্রস্তুত হইত।

কাজেই একখানি চালান স্কুলে থাকিত না। হালওয়ার্ড সাহেব হিসাব পরীক্ষা করিবার সময়েই বলিলেন যে কেন তোমার ঐ চালান নাই? আমি উহার কারণ বলাতে আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন তুমি এই সব টাকা জমা দিয়াছ তাহার প্রমাণ কি? আমি বলিলাম ট্রেজারিতে একখানি স্বতন্ত্র বহী আছে উহাতে প্রত্যেক মাসে শিক্ষাবিভাগ হইতে ট্রেজারিতে কত টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে তাহা লেখা আছে। আপনি ঐ বহীখানি আনাইয়া আমার হিসাবের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারেন। তখনই ডেপুটী কমিসনারকে চিঠি লিখিয়া ঐ বহীখানি আনাইয়া আমার হিসাবসহিত মিল করিলেন।

পরে আর এক কথা উঠিল। স্কুলের ছাত্রদিগকে দেশী কছরৎ-বা দেশী ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা ঐ ব্যায়াম না করিতেও পারে। উহাদের ইচ্ছার উপরে উহা নির্ভর করে। সাহেব বলিলেন কোথা ঐ বিধি আছে। আমি বলিলাম শিক্ষা-বিভাগের বিধিপুস্তকে উহা লিখিত আছে। ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ঘোষ সঙ্গে ছিলেন। তিনি ঐ বিধিপুস্তক দেখিয়া বলিলেন যে উহাতে ঐরূপ বিধি নাই। জগৎবাবু হাই-স্কুলের ঐ বিধি না দেখিয়া মধ্য-বঙ্গ ও মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের বিধি দেখিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম উহা ঐ পুস্তকে লিখিত আছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে যে—উহারা ঐ ব্যায়াম শিক্ষা করিবে কি না করিবে। আমি জগৎবাবুর হস্ত হইতে ঐ বিধিপুস্তকখানি লইয়া সাহেবকে উহা তখনই দেখাইয়া দিলাম। সাহেব বলিলেন যে তুমি আমার সহিত তর্ক করিতেছিলে। আমি বলিলাম যে আমি আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর সহিত তর্ক করিব কেন? আমি আপনাকে কেবল যুক্তিমাত্র দেখাইতেছিলাম। তারপর সাহেব কয়েক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে উহাদিগের উচ্চারণ ভাল নহে। আমি বলিলাম

যে আমি এই স্কুলে আসিবার পূর্ব্বে উহাদের উচ্চারণ আরও খারাপ ছিল। যেহেতু আমার পূর্ব্ববর্ত্তী হেড্‌ মাষ্টারগণ সকলেই পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক ছিলেন। সাহেব বলিলেন যে তোমার উচ্চারণ কি ভাল? আমি বলিলাম যে আমি তাহা কিরূপে বলিব? সাহেব বলিলেন যে তুমি মিশনারি কলেজে পড়িয়াছিলে তোমার উচ্চারণ ভাল হইবার কথা। আমাকে দুই বৎসরের অতিরিক্ত সময় দিবার কথাপ্রসঙ্গে কোন উত্তরই দিলেন না। আমি বলিলাম যে আমি গৌরীপুর স্কুলের হেড্‌ মাষ্টারের কার্য্য পাইয়াছি। আমায় একটা ঠিক কথা বলুন, আমাকে সময় দেওয়া হইবে কিনা। জিজ্ঞাসা করিলেন যে গৌরীপুর এখান হইতে কতদূর। আমি বলিলাম ছয় মাইল। শুনিয়া বলিলেন ধুব্‌ড়ীর খুবই নিকটে। আর কিছুই বলিলেন না। স্কুল পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্য পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে।

ধুব্‌ড়ী স্কুল পরিদর্শন করিয়া সাহেব রংপুর চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাকে চিঠি লিখিলাম। তাহারও কোন উত্তর দিলেন না। এদিকে গৌরীপুর স্কুলের সেক্রেটারী আমাকে ঐ স্কুলে যাইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য বারবার চিঠি লিখিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি সাহেবকে তাঁহার নোওয়াখালির ঠিকানায় টেলিগ্রাম করিলাম। ঐ দিন সাহেব নোয়াখালিতে ছিলেন না। ময়মনসিংহে ছিলেন। ঐ দিন লাট ফুলার সাহেব বাহাদুরও ময়মনসিংহে ছিলেন। তাঁহাকে আমার ঐ টেলিগ্রাম দেখানতে তিনি বলিলেন যে ধুব্‌ড়ীর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হেড্‌ মাষ্টার? তাঁহাকে এই বিষম গোলযোগের সময়ে ছাড়িয়া দিতে পারা যায় না। তাঁহাকে দুই বৎসরের অতিরিক্ত সময় দেওয়া হউক। সুতরাং আমাকে ধুব্‌ড়ীতেই থাকিতে হইল। আমার গৌরীপুর যাওয়া ঘটিল না।

১৯০৬ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আসাম-উপত্যকা ও পার্ব্বত্য

জেলা সমূহের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জে. আর. ব্যারো বি, এ, মহোদয় ধুবড়ীর হাই-স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আসাম-প্রদেশে স্কুল ইনস্পেক্টরের পদ ছিল না। এখন দুইটী স্কুল ইনস্পেক্টরের পদের সৃষ্টি হইল—একটী আসাম-উপত্যকা ও পার্ব্বত্য জেলা সমূহের জন্য, অপরটী শুর্ম্মা উপত্যকা বা শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার জন্য। ব্যারো সাহেব আসাম-উপত্যকায় আসিলেন এবং যোরহাটে তাঁহার অফিস হইল। ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এবং যখন এই পদে নিযুক্ত হন তখন ইঁহার বয়স ২৫ বা ২৬ বৎসর মাত্র। শ্রীহট্ট মুরারি-চাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার বসু এম, এ, শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার স্কুল ইনস্পেক্টর হইলেন এবং তাঁহার অফিস হইল শ্রীহট্টে। মুরারিচাঁদ কলেজের সহিত তখন গভর্ণমেণ্টের কোন সংস্রব ছিল না। প্রমোদবাবু এক সময়ে ১২৫৲ টাকা বেতনে স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদ পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি উহাও পান নাই। এক সময়ে প্রমোদবাবুর পিতা স্যার ব্যামফিল্ড্ ফুলারের অধীনে চাকরী করিয়াছিলেন। তাঁহার খাতিরে প্রমোদবাবু এখন ৫০০৲ টাকা বেতনে স্কুল ইনস্পেক্টর হইলেন। আসাম-উপত্যকা ও পার্ব্বত্য জেলার ইনস্পেক্টর ব্যারো সাহেব বাহাদুর অতি ভদ্র, বিনয়ী ও পরম পণ্ডিত লোক ছিলেন। আমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইবামাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি কতদিন শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেছি। আমি বলিলাম ৩৩ বৎসর শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেছি। এই কথা শুনিবামাত্রই বলিলেন যে বাবু আমি শিক্ষা-বিভাগে এই নূতন প্রবেশ করিয়াছি। আমি এ বিভাগের কোন কাজই জানি না। আপনাদের ন্যায় বৃদ্ধ হেড্ মাষ্টারদিগের নিকট আমার অনেক বিষয় শিক্ষা করিবার আছে। আমি বলিলাম যখন আমি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী, তখন আপনি যখন যে কোন বিষয় জানিতে চাহিবেন তখনই উহা আমি অতি আহ্লাদসহকারে

আপনাকে জানাইয়া দিব। ঠিক এই সময়ে আসাম-শিক্ষাবিভাগের কোন কোন পরীক্ষা ধুব্ড়ীতে গৃহীত হইতেছিল। ঐ সকল পরীক্ষার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। কোন্ দিন কোন্ বিষয়ে পরীক্ষা হইবে তাহার তালিকা আমি পাইয়াছিলাম। কিন্তু পরীক্ষকদিগের নাম ও ঠিকানার তালিকার কাগজ তখনও আমার হস্তগত হয় নাই। প্রশ্নের কাগজ সমস্তই ডেপুটী কমিসনারের নামে আসিয়াছিল এবং ঐ সমস্ত কাগজ ট্রেজারিতে ট্রেজারি অফিসারের হস্তে ডবল তালা দেওয়া সিন্দুকের মধ্যে বদ্ধ ছিল। পরীক্ষা গ্রহণ-সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না; তবে প্রশ্নের উত্তর-গুলি কোথায় পাঠাইতে হইবে তাহা ঠিক করিবার উপায় ছিল না। সাহেবকে ঐ কথা জানাইলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়া আমাকে না বলিয়াই যোরহাট অফিস হইতে ঐ সমস্ত কাগজ পাঠাইয়া দিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া অনেকগুলি টাকা অনর্থক ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। আমি এই বিষয় জানিতে পারিয়া সাহেবকে বলিলাম যে তাঁহার অফিসে টেলিগ্রাম করিলেও ত ঐ কাগজগুলি ২।৩ দিনের পূর্ব্বে ধুব্ড়ী আসিয়া পৌঁছিবে না। পরীক্ষকদিগের নাম ও ঠিকানা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা পরীক্ষার্থিদিগের প্রশ্নের উত্তরগুলি ট্রেজারি অফিসারের হস্তে দিয়া ট্রেজারির সিন্দুকের মধ্যে নিরাপদ করিয়া রাখিতে পারিব। সাহেব আমার কথা শুনিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। সাহেবের অফিসের বাবুদের দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা পরীক্ষা সম্বন্ধের অন্যান্য সমস্ত কাগজ-পত্র ডেপুটী কমিসনারের নামে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু পরীক্ষকদিগের নাম ও ঠিকানার কাগজগুলি ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নামে পাঠাইয়া-ছিলেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর মফঃস্বলে থাকায় ঐ কাগজগুলি তাঁহার বাসায় আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে ঐ কাগজগুলি তাঁহাদের বাসায় নাই। ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ঘোষ, নূতন ডেপুটী ইনস্পেক্টর হওয়ায়

এসমস্ত বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এ সময়ে তাঁহার মফঃস্বলে থাকা উচিত হয় নাই। তিনি পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পরে ধুব্‌ড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

ইনস্‌পেক্টর সাহেব প্রথম শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমাকে বলিলেন যে আপনি প্রত্যহ যে ভাবে পড়াইয়া থাকেন, আজও সেইভাবে পড়ান: মনে করুন আমি যেন এখানে নাই। আমি মনে করিলাম যে এই ছেলেমানুষ ইনস্‌পেক্টর সাহেবটা আজ আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহিতেছেন। যাহা হউক আমি পড়াইতে লাগিলাম, ইনি বসিয়া পড়ান শুনিতে লাগিলেন। আমার পড়ান শেষ হইলে আমি যে ভাবে পড়াইয়াছিলাম সেইভাবে ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রায় সব শ্রেণীগুলি পরীক্ষা করিলেন। বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল বলিয়াই উঁহার ধারণা হইয়াছিল। পরিদর্শনের পরে ভালই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার মর্ম্মও পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে।

ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর সম্বন্ধে উঁহার ধারণা ভাল হয় নাই। এই ব্যারো সাহেবই পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের মধ্যে আমার কার্য্যকালে অনেকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। আমার চেষ্টাতে দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বড়ুয়া গৌহাটী কটন্ কলেজিয়েট স্কুলে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। তৎপদে কাছার জেলা স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছিলেন। তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে উন্নত হইয়া শ্রীহট্ট জেলা স্কুলে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। তৎপদে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় বি, এ, আসিয়াছিলেন। বিপিনবাবুর গণিতে ও ইংরাজী সাহিত্যে বেশ জ্ঞান ছিল। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, চতুর্থ শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন

চক্রবর্ত্তী বি, এ, কে আমি চেষ্টা করিয়া ২০৲ টাকা বেতনে সপ্তম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। ইনি ইহাঁর খুড়া ও ভ্রাতার সহিত অনেকদিন হইতেই ধুব্‌ড়ীতে ছিলেন। ধুব্‌ড়ী হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে ইনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ধুব্‌ড়ীতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ডিরেক্টার সার্প সাহেব

ডিরেক্টার হালওয়ার্ড সাহেব বঙ্গপ্রদেশে ফিরিয়া আসার পরে লাটসাহেব সার্ ব্যামফিল্ড্ ফুলার বাহাদুরের ইচ্ছামত মধ্য-প্রদেশ হইতে এচ, সার্প এম, এ, কে আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার করিয়া আনা হইয়াছিল। ইনি অক্সোলিয়ান ছিলেন ও বেশ কাজের লোকও ছিলেন; কিন্তু বড়ই কড়া লোক ছিলেন। ইনি লঘুপাপে শিক্ষকদিগকে গুরুদণ্ডে দাণ্ডত করিতেন। ইহাঁর সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত কোন বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ বাধিয়াছিল। ইনি পরে গভর্ণর জেনারলের অধানে শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

ইনি ১৯০৭ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ধুব্‌ড়ী হাই-স্কুল পরিদর্শন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগকে নানা বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাঁর মন্তব্য পরিশিষ্ট-ভাগে প্রদত্ত হইবে।

ইহাঁর কার্য্যকালে নিয়ম হইয়াছিল যে ছাত্রদিগের সমস্ত বৎসরের অনুবাদ, শ্রুতলিপি প্রভৃতি লেখার বহীগুলি রাখিয়া দিতে হইবে। ইনস্পেক্টর বা ডিরেক্টার স্কুল পরিদর্শনে আসিলে উহা তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে। কোন বিষয়ের কোন অর্থপুস্তক ও ছাপান নোট ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

ঐ সমস্ত অনুবাদ ও শ্রুতলিপির বহী প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষকের শুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। উহাতে কোনরূপ অশুদ্ধি বাহির হইলে শিক্ষকগণ দায়ী হইবেন এবং কঠোর শাস্তি পাইবেন। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদ বহীতে একটী অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছিল। উহা দেখিয়াই সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই অনুবাদ কোন্ শিক্ষক শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যদিও আমার বিশ্বাস ছিল যে নূতন দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উহা শুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন তথাপি আমি তখন বলিলাম বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া আমি ঐ সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু বলিতে পারিব না। সাহেব বলিলেন, অনুসন্ধান করিয়া উহার ফল আগামী কল্য আমাকে জানাইবা। আমি বলিলাম তাহাই করিব। আমি শুনিয়াছিলাম যে রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের কোন শ্রেণীতে শ্রুতলিপি সম্বন্ধে একটী অশুদ্ধি বাহির হইয়াছিল। যে শিক্ষক ঐ শ্রুতলিপি শুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি মালদহ জেলা স্কুল হইতে রাজসাহীতে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বেতন ২৫৲ টাকা বর্দ্ধিত হইবার কথা ছিল এবং ঐ ২৫৲ টাকা হারে তাঁহার বেতন ১৩ মাস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পাইবার কথা ছিল। এই অশুদ্ধটি বাহির হওয়ায় তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইল না ও তাঁহার উন্নতি স্থগিত রহিল। বাসায় আসিয়া দ্বিতীয় শিক্ষক কান্তিবাবুকে সমস্ত বিষয়ই জানাইলাম। তিনি আমায় বলিলেন যে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে মারিতে হয় মারুন। আমি তাঁহার নাম করিলে সাহেব নিশ্চয়ই তাঁহাকে তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত করিতেন। আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। চতুর্থ শিক্ষক রসিকবাবু বি. এল, পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং গ্রীষ্মাবকাশের পরেই ওকালতি করিতে আরম্ভ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম যে প্রকারান্তরে কান্তিবাবুর দোষটা তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাই নচেৎ কান্তিবাবুকে রক্ষা করিতে পারিব না। অথচ তিনি

যখন শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন তখন তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না। তিনি আমায় বলিলেন যে আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে সার্কিট্ হাউসে গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অনুসন্ধানের ফল জানিতে চাহিলে আমি বলিলাম যে এই বৎসরে, দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদ দ্বিতীয় চতুর্থ ও সপ্তম শিক্ষক দেখিয়া শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হইতেছে চতুর্থ শিক্ষকের অসাবধানতায় ঐ ভুলটী রহিয়া গিয়াছে। চতুর্থ শিক্ষক বি, এল, পাস করিয়াছেন। গ্রীষ্মাবকাশের পরেই তিনি ওকালতী আরম্ভ করিবেন। সাহেব শুনিয়া বলিলেন তোমার চতুর্থ শিক্ষক এখন কোথায়? আমি বলিলাম বারান্দায় বসিয়া আছেন। সাহেব বলিলেন তাঁহাকে ডাক। তাঁহাকে সম্মুখে লইয়া গেলে, সাহেব তাঁহাকে বলিলেন "তুমি বি, এল পাস করিয়াছ, কখন ওকালতী আরম্ভ করিবা?" তিনি বলিলেন "যে আগামী জুলাই বা আগষ্ট মাসে"। সাহেব বলিলেন তুমি গ্রীষ্মাবকাশের বেতনটা লইতে চাও দেখিতেছি। তিনি বলিলেন "নিশ্চয়ই।

আমি ধুবড়ী হাই-স্কুলে ১৯০৪ সনের ২০শে জুন হইতে ১৯০৮ সনের ১৪ই জুন পর্য্যন্ত হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলাম। ১৯০৮ সনের ১৫ই জুন হইতে পেন্সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছি। অবসর গ্রহণকালে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর হেড্ মাষ্টার ছিলাম। কেন আমাকে এই সময়ে পেন্সন্ লইতে হইয়াছিল তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

আমার সময়ে ধুবড়ী হাই-স্কুল হইতে চারি বৎসরে ৩০টী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২২টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ৪টী প্রথম বিভাগে, ৮টী দ্বিতীয় বিভাগে, ও ১০টী তৃতীয় বিভাগে। শতকরা ৭৬.৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

নওগাঁ হাই-স্কুল হইতে শতকরা ৬২.৭ ও তেজপুর হাই-স্কুল হইতে শতকরা ৭৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এই তিন স্কুল হইতে গড়ে ৭১.২৬

জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল। আমি ধুব্‌ড়ীতে যে চারি বৎসর হেড্‌ মাষ্টার ছিলাম সেই সময়ে স্থায়ী ডেপুটী কমিসনার ছিলেন মেজর হাউয়েল ও টি, ই, ইমারসন্‌ সিভিলিয়ান। আমার পেন্‌সন্‌ লইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে, টি, ই, ইমার্‌সন্‌ সাহেব বরিশাল হইতে ধুব্‌ড়ী আসিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে দুইজন একটিং ডেপুটি কমিসনারও ছিলেন। আমার উপরে মেজর হাউয়েলের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল। কোন বিষয়ে আমাকে কিছু হঠাৎ বলিতে হইলে তিনি স্বয়ং আমার বাসার সম্মুখে আসিয়া আমাকে ডাকিতেন। ইনি এক দিন ধুব্‌ড়ী হাই-স্কুল পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের পরে নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লাট সাহেব সার্‌ ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার ১৯০৫ সনের ২রা ডিসেম্বর তারিখে প্রাতঃকালে ধুব্‌ড়ী হাই-স্কুল পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে। পঞ্চম শ্রেণীর বালকদিগকে দেশী কস্‌রতে পরীক্ষা করিয়া এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাহাদিগকে দশটাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। লাট সাহেব ধুব্‌ড়া হাই-স্কুল পরিদর্শন করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে হেড্‌ মাষ্টার, তুমি স্কুলের নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবা এবং উহাতে আমার আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবা।

১লা ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে তাঁহার "ব্রহ্মকুণ্ড" নামক জাহাজে ডাকিয়া পাঠান। আমাকে দেখিয়া বলেন যে হেড্‌ মাষ্টার, তুমি তোমার ছাত্রগণকে দমনে রাখিতে পারিয়াছ জানিয়া আমি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। তোমার স্কুলে কি স্বদেশী আন্দোলন আছে? আমি বলিলাম "আছে বটে, কিন্তু অসাধুভাবে নহে।"

আমাকে এখন যে পেন্‌সন্‌ লইতে কেন হইল তাহার বিবরণ নিম্নে

সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরে পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষতঃ বরিশাল জেলায় রাজনৈতিক আন্দোলন ঘোরতর ভাবে হইয়াছিল। বরিশাল জেলার পিরোজপুর সাহায্যকৃত হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ-চন্দ্র সেন বি,এ, ছাত্রদমনে ও অন্যান্য লোকের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়া লাট সাহেব সার্ ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদবাবু অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন, সুতরাং লাট সাহেবের অপ্রিয় ব্যক্তিদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ও সুযোগও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। ইনি ইঁহার কার্য্যের পুরষ্কার স্বরূপ ৫০ বৎসর বয়সের সময়ে গভর্ণমেণ্টের অধীনে কোন ভাল চাকরী পাইবার আশা করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন একটা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডেপুটী কলেক্টরের পদ পাইবেন, কিন্তু তাঁহাকে ঐ পদ না দিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১০০৲ টাকা বেতনে স্কুল সব্-ইনস্‌পেক্টরের পদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদবাবু এই প্রস্তাব জানিতে পারিয়া গভর্ণমেণ্টকে লেখেন যে তাঁহার এই বয়সে তিনি স্কুল সব্-ইনস্‌পেক্টরের কার্য্য করিতে অক্ষম। ঠিক এই সময়ে আমার দ্বিতীয় এক্সটেন্‌সন্ বা দ্বিতীয়বার স্বপদে রাখিবার জন্য যে দুই বৎসর অতিরিক্ত সময় প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা ১৯০৮ সনের ১৪ই জুন তারিখে শেষ হইবার কথা; সুতরাং এই সুযোগে আমাকে পেন্‌সন্ দিয়া ক্ষীরোদবাবুকে আমার পদে নিযুক্ত করা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। আমি এ কথা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া আর এক বা দুই বৎসর স্বীয় পদে থাকিবার জন্য চেষ্টা করি নাই, তবে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার সার্প সাহেববাহাদুর আমাকে অন্য উপায়ে চাকরীতে রাখিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে গৌরীপুরের রাজা শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য আসাম-উপত্যকার কমিসনার সাহেব বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন যে শিক্ষাবিভাগ হইতে একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দেন। ঐ কর্ম্মচারী

তাঁহার তৎকালের বেতন ও তাহার উন্নতি হইবার সময় আসিলে যে বেতন পাইবেন তাহা তাঁহাকে দিবেন। ডিরেক্টার সার্প সাহেব আমাকে গৌরীপুর রাজার পুত্রের শিক্ষক মনোনীত করিয়া লেখেন যে ধুব্‌ড়ী হাই-স্কুলের সুযোগ্য হেড মাষ্টারের পেন্‌সন্ লইবার সময় হইয়াছে। তাহাকে তাহার বর্ত্তমান কালের বেতন দিয়া তিনি লইতে পারেন। তবে তিনি গভর্ণমেণ্টের চাকরীতে আর ৬ মাস কাল থাকিতে পারিলে তাঁহার বেতন ২০০৲ টাকা হইবার কথা। ৬ মাসের পরে তাঁহাকে ঐ ২০০৲ টাকা হারে বেতন দিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ১৯০৬ সনের জানুয়ারী মাসে গৌরীপুর হাইস্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আমার তথায় যাইবার কথা ছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আমাকে দুই বৎসরের জন্য সময় দিয়া আমাকে ধুব্‌ড়ী হাই-স্কুলে রাখিয়াছিলেন। আমি গৌরীপুর স্কুলে যাইতে পারি নাই। গৌরীপুরের রাজার ও তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা রাণী ভবানিপ্রিয়ার আমাকে লইবার বিলক্ষণ ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের দেওয়ানের বিশেষ আপত্তিতে লইতে পারেন নাই। দেওয়ান শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, ডিরেক্টার সার্প সাহেবকে লেখেন যে তাঁহারা রাজপুত্রের শিক্ষকের জন্য একজন যুবা ব্যক্তিকে চান। ঐ যুবা ব্যক্তির অশ্বারোহণে, শিকারে, ও নৃত্যগীতাদিতে দক্ষ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং আমি ঐ পদ পাইলাম না। গৌরীপুরের হেড্ মাষ্টারি গ্রহণ না করাতেই দ্বিজেন্দ্রবাবু আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এই জন্যই আমাকে লন নাই। সুতরাং আমাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইল।

এই সময়ের কিছু দিন পূর্ব্বে ইমার্‌সন্ সাহেব ধুব্‌ড়ীর ডেপুটী কমিসনার হইয়া আসিয়াছিলেন। আমাকে পেন্‌সন্ দিয়া অবসর দেওয়া হইবে তিনি এপর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে আমি ১৯০৮ সনের ৪ঠা মে তারিখে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বলি যে হয়ত তাঁহার সহিত

আমার এই শেষ সাক্ষাৎ। তিনি এই কথা শুনিয়াই আমাকে বলিলেন "তুমি এ কথা বলিতেছ কেন ?" আমি বলিলাম যে আগামী ১৫ই জুনে আমাকে পেন্‌সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি আমার তখন বয়স কত জানিতে চাওয়ায় আমি বলিলাম যে ৫৮ বৎসর। তিনি আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন যে তোমার মুখ দেখিয়া ত তোমার এত বয়স হইয়াছে বুঝা যায় না। তিনি বলিলেন তুমি এখনই একখানি আবেদনপত্র আমার হাত দিয়া পাঠাও ও উহাতে লিখ যে তুমি এখনও চাকরীতে থাকিতে চাও। আমি বলিলাম যে সবই ঠিক ঠাক হইয়া গিয়াছে। আমাকে ১৫ই জুন তারিখে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে ; তথাপি তিনি ছাড়িলেন না। আমাকে দিয়া তখনই ঐ মর্ম্মে একখানি আবেদনপত্র লেখাইয়া লইলেন এবং উহার উপরে এই কয়টী কথা লিখিয়া ডিরেক্টার অফিসে পাঠাইয়া দিলেন। Forwarded. Strongly recommended. The applicant is quite fit for the extention and is still capable of doing much useful work. অর্থাৎ পাঠাইয়া দেওয়া গেল। বিশেষভাবে সুপারিস্‌ করা গেল। আবেদনকারী অতিরিক্ত সময় পাইবার জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইনি এখনও অনেক কাজের মত কাজ করিতে সক্ষম। আমার এই আবেদনপত্র তাঁহার মন্তব্যসহ ডিরেক্টার সাহেবের হস্তগত হইল। কিন্তু তখন সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল। আমার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নামটী কেবল গেজেটে প্রকাশিত হইতে বাকি ছিল। গ্রীষ্মাবকাশের বন্ধের মধ্যেই আমার স্থলে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি, এ, নিযুক্ত হইয়া ধুবড়ীতে আসিবেন গেজেটে প্রকাশ হইল। শুনিয়াছি এই গেজেটখানি পাইয়া ইমার্‌সন্‌ সাহেবের মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল এবং বলিয়াছিলেন যে, কি আমার সুপারিস্‌ অনুসারে কার্য্য হইল না ? ডিরেক্টার সার্প সাহেব সব বন্দোবস্তই করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন আর

উহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। কাজেই একটিং লাট সাহেব সার্ চার্লস্ বেলি সাহেব বাহাদুরকে সমস্ত বিষয় জানাইতে বাধ্য হইলেন। লাট সাহেব বাহাদুর বলিলেন যে এখন সব বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, এখন আর আমি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। ডিরেক্টার সার্প সাহেব ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া আমাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। ঐ চিঠিখানির নকল পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে।

এদিকে সুতরাগড়ের নদীয়া মহারাজার হাই-স্কুলের অবস্থা তখন বিলক্ষণ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অর্থাভাবে শিক্ষকেরা সময়-মত বেতন পাইতেন না। হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দাস বি. এ, কার্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রহ্মশাসননিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ,ও কার্য্য ছাড়িয়া দিবেন জানাইয়া-ছিলেন। ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। স্কুল-ম্যানেজিং কমিটীর তিনজন মেম্বর শ্রীযুক্ত পাঁচগোপাল ইন্দ্র, কালিদাস বিশ্বাস, ও রামগোপাল আস আমাকে একখানি চিঠি লেখেন যে, আপনি পেন্সন্ লইয়া আসিয়া গড়ের স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করুন। আপনাকে এখন মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে বেতন দিব। আপনি ২৫৲ টাকা বেতন পাইলেও স্কুলের প্রধান কর্ম্মচারী হইবেন। আপনার উপরে স্কুলের ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। তখন সম্পাদক ছিলেন রামগোপাল মুন্সী মহাশয়। গড়ের স্কুলের উপরে আমার একটা বিশেষ আন্তরিক টান ছিল। এই চিঠিখানি প্রভাসচন্দ্র নন্দীর হাত দিয়া লেখা কিন্তু শ্রীযুক্ত পাচুগোপাল ইন্দ্র, কালিদাস বিশ্বাস ও রামগোপাল আস উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আমি উহাঁদের কথামত গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়া স্কুলের ছাত্রগণকে পড়াইতে লাগিলাম। লালবিহারী মুস্তফিও পড়াইতে লাগিলেন। পরে শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভবানী বি, এ, কে পাইয়া উহারা তাঁহাকে হেড্ মাষ্টারের

পদে ৭০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন। আমাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নামে ৭০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু আমাকে ২৫৲ টাকা হারে বেতন দিতে লাগিলেন। পরে আমার প্রতি তত ভাল ব্যবহার করেন নাই, এমন কি ঐ চিঠিখানিতে তাঁহাদের যে স্বাক্ষর ছিল তাহা তাঁহাদের স্বাক্ষর নহে বলিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে আমাকে সহকারী হেড্‌ মাষ্টার বা সোজা কথায় সেকেণ্ড মাষ্টার করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এই স্কুল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এখন সম্পাদক রামগোপাল মুন্সী মহাশয় জীবিত ছিলেন না। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস এখন স্কুলের সম্পাদক হইয়াছিলেন।

আমি গ্রীষ্মাবকাশের পরে ধুব্‌ড়ী যাইয়া ১৫ই জুন তারিখে অবসর গ্রহণ করি। ঐ সময়ে ডেপুটী কমিসনার ইমারসন্‌ সাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করায় তিনি আমাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে বরিশাল জেলা স্কুলের ও ব্রজমোহন কালেজের ছাত্রগণ তাঁহাকে বড়ই জ্বালাতন করিয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ধুব্‌ড়ীতে আমি হেড্‌ মাষ্টার থাকিলে তিনি তথাকার ছাত্রবৃন্দকর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত হইতেন না। নূতন হেড্‌ মাষ্টার ক্ষীরোদবাবুকে তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার সময়ে সাহেব বাহাদুরের শান্তিলাভের আশা খুবই কম ছিল।

আমার ধুব্‌ড়ী হইতে আসিবার সময়ে মেছ্‌পাড়ার স্বর্গীয় জমিদার তিলকরাম চৌধুরির স্ত্রী ও তাঁহার জামাতা শ্রীমান্‌ বিপ্রনারায়ণ দেব বি, এ, আমাকে ধুব্‌ড়ীতে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিলকবাবুর শিশু দৌহিত্র ও ভাবি উত্তরাধিকারীর গৃহশিক্ষক করিয়া আমাকে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন তখন আমাকে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতন দিবেন; সপরিবারে বাস করিবার উপযোগী একটী বাসা দিবেন এবং অন্য ভাবেও সাহায্য করিবেন। আমাকে রাখিবার জন্য তাঁহাদের এত চেষ্টা করিবার একটী কারণও ছিল। আমি ঐ শিশুটির

চিকিৎসা করিয়া আমাশয় রোগ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলাম। সিভিল সার্জ্জন পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসা করিয়াও তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই। আমি থাকিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় উহাঁরা একটু দুঃখিতও হইয়াছিলেন। আমাকে একটী ওয়াচ্ ঘড়ী উপঢৌকন দিয়াছিলেন। আমি চিকিৎসা করিয়া কিছু লই না বলায় উহাঁরা বলিয়াছিলেন যে চিকিৎসা করার পুরস্কার দিতেছেন না। তিলকবাবুর সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল বলিয়া তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ তাঁহার ব্যবহৃত ঘড়ীটি আমাকে দিতেছেন। অগত্যা আমি উহা লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ঘড়ীটি রদারহাম নির্ম্মিত ঘড়ী। উহার তৎকালের মূল্য প্রায় ২০০৲ টাকা ছিল। ঘড়ীটি আমি আজ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেছি।

আমি হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতেই আসাম প্রদেশের মধ্যইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থি ছাত্রদিগের ইংরাজী অনুবাদ ও রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম এবং ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ের পরীক্ষক ছিলাম। কেবল প্রথমবারে মধ্যবঙ্গ, ও মধ্যইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার মৌখিক অঙ্কের পরীক্ষক হইয়াছিলাম।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বিশ্বাস সম্বন্ধে পরে দুই একটী কথা বলিব। সে কথাগুলি এই—রাসবিহারীবাবু ধুব্ড়ীতে বদলী হইবার পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। সার্ ব্যাম্ ফিল্ড্ ফুলার লাট সাহেব হইয়া ফরিদপুর পরিদর্শনে যাইলে তথায় ষ্টেসন্ হইতে তাঁহার মালপত্র সার্কিট্ হাউসে তুলিবার জন্য একটী কুলিও পান নাই। কনষ্টেবল দিয়া তাঁহার মালপত্র তুলিতে হইয়াছিল এই জন্যই রাসবিহারীবাবুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধুব্ড়াতে বদলী করেন। রাসবিহারীবাবু পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেও ঘোর স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ধুব্ড়ীতে আসার পরে একটী বৈদ্যের পুত্র কতকগুলি

স্বদেশী ছবি কলিকাতা হইতে লইয়া গিয়া ধুবড়ীতে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ঐ ছবিগুলিতে ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব-প্রকাশক অনেক বস্তু ছিল। ধুবড়ী থানার দারোগাবাবু ঐ ছবিগুলি ছেলেটীর দোকান হইতে লইয়া গিয়া রাসবিহারীবাবুকে দেখান। রাসবিহারীবাবু ঐ ছেলেটীকে তাহার বাঙ্গলোয় ডাকাইয়া লইয়া গিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন যে এরূপ ছবি আর আনিও না। ছবিগুলি রাখিয়া দিয়া তাহার ফ্রেম ও কাচগুলি ছেলেটীকে ফেরত দিয়াছিলেন এবং ছবিগুলির মূল্যও তাহাকে দিয়াছিলেন।

একদিন রাত্রিতে ধুবড়ীর বিজনী হলে বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ মুকুন্দ-দাসের যাত্রাগান হইয়াছিল। ঐ যাত্রাগানে স্বদেশী আন্দোলনের সমস্ত বিষয়ই সুন্দররূপে বর্ণিত ও গীত হইয়াছিল। রাসবিহারীবাবু সমস্ত রাত্রি ঐ যাত্রা শুনিয়াছিলেন। ঐ যাত্রার গান শুনিবার জন্য শ্রীহট্টদেশীয় একজন মুসলমান একষ্ট্রাএসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিসনার উপস্থিত ছিলেন। ইনি ঐ সমস্ত গানে ইংরেজ-বিদ্বেষভাব প্রকাশ আছে মনে করিয়াছিলেন; এবং মুকুন্দদাসকে বলিয়াছিলেন যে আপনাদের যাত্রাগানের বহীখানি আমাকে দেন। মুকুন্দদাস বলেন যে আমাদের একখানি মাত্র বহী আছে। উহা দিলে আমাদের কিছুতেই চলিবে না। সুতরাং বহীখানি একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিসনার বাহাদুর পান নাই। কিন্তু একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিসনার বাহাদুর ডেপুটী কমিসনার মেজর হাউয়েলকে বলেন যে গানগুলি ভয়ানক ইংরাজ-বিদ্বেষসূচক গান মেজর হাউয়েল রাসবিহারীবাবুকে ডাকিয়া লইয়া ঐ সকল গান ইংরাজ-বিদ্বেষসূচক কিনা জিজ্ঞাসা করেন। রাসবিহারীবাবু বলেন যে আমি নিজে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ঐ গানগুলি শ্রবণ করিয়াছিলাম। ঐগুলি ইংরেজ-বিদ্বেষসূচক নহে। ইহাও বলেন যে একষ্ট্রাএসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিসনার শ্রীহট্ট-নিবাসী ও জাতিতে মুসলমান। তিনি আমাদের পৌরাণিক বৃত্তান্তের মর্ম্ম কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং

তাঁহার মতের কোন মুল্যই নাই। বলা বাহুল্য মেজর হাউয়েল অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে এক কালেই হস্তক্ষেপ করেন নাই।

তেজপুরের ঘটনা বর্ণনাকালে বলিয়াছি যে আসাম-প্রদেশের তদানীন্তন মাননীয় চিফ্ কমিসনার সার হেন্‌রী কটন্ পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া তেজপুরবাসিরা তাঁহাকে অভিনন্দন দিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে বলিয়াছিলেন যে আমি বিলাত হইতে পুনরায় আর একবার ভারতবর্ষে আসিব। তবে সরকারী বা বেসরকারী কাজে আসিব কিনা এখন তাহা বলিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে তিনি আর একবার আমাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। এবারে কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং আসাম-প্রদেশে যাইয়াও আমাদিগের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়া আসামে আসিয়াছিলেন তখন আমি ধুব্‌ড়ীতে। বলা বাহুল্য যে তিনি সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন। ধুব্‌ড়ীতে রেলষ্টেশনে নামিয়াই তিনি গৌহাটী যাইবার জন্য ষ্টিমারঘাটে যাইবেন কথা ছিল। ধুব্‌ড়ীবাসিরা তাঁহাকে সাদরে রেলওয়ে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। ধুব্‌ড়ীর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল, উকীল আমাকে বলিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও পতাকা হস্তে করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবে। আপনি উহাদিগকে তথায় যাইতে অনুমতি দিবেন। এখন লাট্ সাহেব ফুলারের রাজ্য। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপার লইয়া এখন তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। সুতরাং মহামতি কটন্ সাহেবকে এরূপ ধুমধামের সহিত অভ্যর্থনা করা তখনকার কোন সাহেবেরই ইচ্ছা ছিল না। আমি উপেন্দ্রবাবুকে তাঁহার প্রস্তাবের উত্তরে বলি যে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন বিদ্যালয়ের বাহিরে থাকে তখন তাহারা তাহাদের পিতা বা অভিভাবক-

গণের আদেশ অনুসারে চলিতে পারে। তখন কোন কার্য্য করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষকের অনুমতি আবশ্যক করে না। আপনারা ইচ্ছা করিলে তাহাদের হস্তে পতাকা দিয়া তাহাদিগকে রেলওয়ে ষ্টেসনে লইয়া যাইতে পারেন ; এজন্য আমার অনুমতি বা সম্মতি আবশ্যক করে না। সুতরাং ছাত্রগণ পতাকা হস্তে কটন্ সাহেব বাহাদুরকে রেলওয়েষ্টেসনে সাদরে ও সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিল। বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্বে কটন্ সাহেব বাহাদুর রেলওয়েষ্টেসনে পৌঁছিয়াছিলেন। তথায় অপেক্ষা করিবার জন্য তাঁহার যথেষ্ট সময়ও ছিল না। যেহেতু ট্রেণ আসার অল্প পরেই গৌহাটী অভিমুখে ষ্টিমার ছাড়িয়া যাইবার কথা। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ধুব্‌ড়ীর কোন সাহেবই ষ্টেসনে বা ষ্টিমার ঘাটে যান নাই। ডাক্তার সাহেব ইহাঁর আগমনের অল্প পূর্ব্বেই কুলি ডিপোয় যাইয়া কুলিদিগকে পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। ডেপুটী কমিসনার মেজর হাউয়েল্ পূর্ব্বরাত্রিতে মফঃস্বল হইতে ধুব্‌ড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এদিন তিনি ধুব্‌ড়ীতে থাকিলেও ষ্টেসনে উপস্থিত হন নাই। সরকারী কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে আমরা তিন জনমাত্র উপস্থিত ছিলাম—একষ্ট্রাএসিষ্ট্যান্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, পুলিস ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন ও আমি। কটন্ সাহেব বাহাদুর নৃত্যগোপালবাবুকে দেখিয়াই বলিলেন যে নৃত্যগোপাল, তুমি ধুব্‌ড়ীতে বদলী হইয়া আসিয়াছ। আমি অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তোমাকে ধুব্‌ড়ীতে বদলী করিবার প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন যে রামেশ্বর, তুমিও ধুব্‌ড়ী আসিয়াছ ? তোমরা বেশ ভাল আছ ত ? মেজর হাউয়েলকে না দেখিয়া বলিলেন তিনি কি মফঃস্বলে আছেন ? নৃত্যগোপালবাবু বলিলেন তিনি মফঃস্বলে ছিলেন বটে, গত রাত্রিতে ধুব্‌ড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া বলিলেন তাঁহাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইও। কটন্

সাহেব বাহাদুর গৌহাটীতে পৌঁছিলেও তথাকার কোন সাহেবই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। গৌহাটীতে যাইয়া তাঁহার তথাকার ডেপুটী কমিসনারের বাঙ্গলোয় অবস্থিতি করিবার কথা ছিল; কিন্তু ডেপুটী কমিসনার সাহেব বাহাদুর তাঁহার গৌহাটী পৌঁছিবার পূর্ব্বদিনে গৌহাটী ছাড়িয়া ৬ মাইল দূরে গিয়া তাম্বুতে বাস করিতেছিলেন। কটন্ সাহেব বাহাদুর গৌহাটী হইতে ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন আর কোন স্থানে যান নাই।

নওগাঁর কথা বলিবার কালে বলিয়াছি যে বন-বিভাগের একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কন্সারভেটার্ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে পরে কিছু বলিব। এখন উহা বলিতেছি। আমার ধুব্ড়ী আসিবার কিছু কাল পূর্ব্বে ইনি গারোহিল জেলার বন বিভাগের কর্ত্তা হইয়া গারোহিল জেলার সদর স্থান টুরায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে গারোহিল যাইতে হইলে ধুব্ড়ী হইয়া যাইতে হয়; সুতরাং নীলকান্তবাবু মধ্যে মধ্যে আমার ধুব্ড়ীর বাসায় আসিতেন এবং দুই এক দিন থাকিতেন। একবার বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে গারোহিলে ফিরিয়া যাইবার সময়ে পাল্কী চড়িয়া আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন। ভয়ানক জ্বর হওয়ায় ষ্টেসন হইতে হাটিয়া আমার বাসায় আসিতে পারেন নাই। তখন কলিকাতায় বিলক্ষণ প্লেগ হইতেছিল। তাঁহার জ্বরের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে খুব ভয় হইল। এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বামাচরণ কর্ম্মকারকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম। বামাচরণবাবু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন যে তাঁহার নিউমোনিয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন চাকর আমার বাসায় ছিল। তাঁহার পীড়ার অবস্থা দেখিয়া বলিলাম যে কলিকাতায় সম্বাদ দিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ও জ্যেষ্ঠপুত্র নিশিকান্তকে আনাইব কিনা? তিনি বলিলেন—না। কলিকাতায় সম্বাদ দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আপনাদের চেষ্টা ও যত্নে ভাল হইব। কিছুতেই কলিকাতায় সম্বাদ দিতে দিলেন না। অনেক যত্ন, চেষ্টা, সেবা ও শুশ্রূষায় প্রায় এক মাস কাল পরে রোগমুক্ত হইলেন। রোগমুক্ত হইবার পরে কলিকাতায় সম্বাদ দেওয়া হইয়াছিল। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর এইরূপ বিশ্বাস থাকা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

বহুকাল বিদেশে থাকার পরে দেশে আসিয়া অন্যায় জেদের বশবর্ত্তী ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত কয়েকজন লোকের চক্রান্তে স্বজাতিবৃন্দের নিকট হইতে যে নিগ্রহ, নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা পাইয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করিয়া আর পুরান কথা নূতন করিয়া তুলিতে চাই না। সুতরাং এই আত্মকাহিনী এইখানেই সমাপ্ত করিলাম।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

আমি ১৮৭৮ সনের ৯ই এপ্রিল তারিখ হইতে ১৯০৮ সনের ১৪ই জুন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর এক মাস ছয় দিন চাকরী উপলক্ষ্যে আসাম-প্রদেশে ছিলাম। সুতরাং আসাম-প্রদেশ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার অধিকার আমার আছে। সেই কথাগুলি সংক্ষেপে এখানে বলিতেছি। এই প্রদেশের নাম আসাম হইল কেন? "আসাম" শব্দের দুইটী ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয়। কেহ কেহ বলেন "অসম" শব্দ হইতে "আসাম" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রদেশটী পর্ব্বত ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ; সুতরাং অসম অর্থাৎ সমতল ক্ষেত্র নহে। কেহ কেহ বলেন এই প্রদেশের বিজেতা আহম্ জাতির নাম হইতে প্রদেশের নাম হইয়াছে আসাম। আসাম-বাসীরা দন্ত্য "স" এর উচ্চারণ "হ্" এর ন্যায় করে। "আহম্" অর্থে অসম বুঝায় অর্থাৎ যে জাতির সমান বা সমকক্ষ অন্য কোন জাতি নাই। আহমেরা শ্যাম দেশ হইতে আসিয়া এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া নিজেদের হস্তগত করিয়াছিলেন এবং সদীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া গোয়ালপাড়া জেলার বিজনী-রাজ্য পর্য্যন্ত ইহাঁদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আহমেরা বলেন যে, তাহারা ইন্দ্রদেবতা হইতে সম্ভূত। যে সময়ে বঙ্গদেশের নিম্নপ্রদেশ সমূহ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিল, তখনও আসাম সুসভ্যদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত; মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাব্যের বর্ণিত অনেক ঘটনাই আসামপ্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। রুক্মিণীহরণ ও উষাহরণ আসামেই হইয়াছিল। কামরূপ জেলার পূর্ব্ব নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। কামরূপ জেলার বর্ত্তমান সদর স্থান গৌহাটীর

নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটী পাহাড়ময় স্থান আছে। উহার নাম অশ্বক্রান্তা অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীকে হরণ করিয়া আনিবার সময়ে এই স্থানে তঁাহার রথের অশ্ব ক্লান্ত হইয়াছিল বলিয়া এখানে কিছুদিন বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন মহাবল ভগদত্ত। ঐ যুদ্ধে তাঁহার যে হস্তী হত হইয়াছিল তাহার সমাধি হইয়াছিল একটী পাহাড়ের নিম্নদেশে। ঐ পাহাড়টাকে এখনও হাতীমুড়ার পাহাড় বলে। পাণ্ডবেরা বনবাসকালে প্রাগ্জ্যোতিষপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। যে স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন সেই স্থানে একটী শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ শিবলিঙ্গটীকে পাণ্ডুনাথ বলে এবং ইহাঁর নামে ঐ স্থানের নাম হইয়াছে পাণ্ডুনাথ। ঐ স্থানের উত্তরে আর যান নাই, এজন্য উহার উত্তরভাগকে পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ বলে। গৌহাটী হইতে শিলং যাইবার রাস্তার ধারে (রাস্তা হইতে অনেকটা দূরে) একটী মনোরম স্থান আছে উহার নাম বশিষ্ঠাশ্রম। এটী একটী তীর্থস্থান। ডিমাপুর (হিড়িম্বপুর) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচের ও তাঁহার মাতুল হিড়ম্ব রাক্ষসের রাজধানী ছিল। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন মণিপুরে বভ্রুবাহন জননী চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং নাগকন্যা উলূপীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং তৃতীয় পাণ্ডব নাগাপাহাড় ও মণিপুরে গিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ তেজপুরে যাইয়া বাণরাজ-পুত্রী উষাকে হরণ করিয়াছিলেন। বাণরাজার রাজধানীর নাম ছিল শোণিতপুর। আসামবাসীরা শোণিত বা রক্তকে তেজ বলে। শোণিতপুরকেই আসামবাসীরা তেজপুর বলে। তেজপুরে এখনও উষার মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয়।

শোণিতপুরের যে স্থানে মহাদেবের সহিত যদুবংশীয় বীরগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সে যুদ্ধক্ষেত্রও আসামবাসীরা এখনও দেখাইয়া দেয়। তেজপুর সহরের বহির্ভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারিটী মন্দির ও তাহাদের

মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও একটী প্রকাণ্ড মন্দির ও একটী প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ঐ স্থানে দৃষ্ট হয়। তেজপুর থাকা কালে শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষ্যে আমি সপরিবারে ঐ স্থানে যাইয়া রাত্রিতে কয়েকবার পূজা দিয়া আসিয়াছিলাম। দুর্গাবাড়ীর অল্প দূরে উষার মন্দির ছিল। চাঁদ সদাগরের কীর্ত্তিরও চিহ্ন আসামে দৃষ্ট হয়। গোয়ালপাড়া জেলার বিলাসীপাড়া গ্রামের অনেক উত্তরে একটী স্থান ও একটী পাহাড় আছে, উহাকে চাঁদর ডিঙ্গা বলে। ঐ স্থানে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যপোত ব্রহ্মপুত্র নদমধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছিল। একখানি প্রকাণ্ড নৌকা (ডিঙ্গী) কাত হইয়া পড়িলে যে ভাবে থাকে ঐ পাহাড়টীর আকৃতি ঠিক ঐরূপ। নিজ্ ধুব্‌ড়ী সহরে নেতোধোপানীর প্রস্তরনির্ম্মিত বিশালঘাটের ধ্বংশাবশেষ এখনও রহিয়াছে। ধোপাবুড়ী হইতেই ধুব্‌ড়ী নামের উৎপত্তি।

গোয়ালপাড়া মহকুমায় শ্রীসূর্য্যের পাহাড় প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। ঐ সকল পাহাড়ে অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান্ রহিয়াছে।

গোয়ালপাড়া সহরের প্রায় সোজাসুজি ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পার্শ্বে যোগীধোপা বলিয়া একটী স্থান আছে। ঐ স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের তটের উপরে একটী পাহাড় আছে, উহার গায়ে অনেকগুলি ধোপা অর্থাৎ একজন মানুষ দাঁড়াইতে, বসিতে ও শুইতে পারে এমন কতকগুলি মনুষ্যকর্ত্তৃক কর্ত্তিত স্থান আছে। লোকে বলে যে, উহার মধ্যে যোগিগণ বাস করিতেন। এই জন্য উহার নাম হইয়াছে যোগীধোপা। গোয়ালপাড়া মহকুমার আগিয়া থানার ৩।৪ মাইল দূরে খেনমহরা নামক পল্লীর নিকট শোভাচল নামক পাহাড়ের উপরে টুকুরেশ্বরীর মন্দির দর্শনযোগ্য। প্রবাদ ঐ স্থানে সতীদেবীর বাম উরু পতিত হইয়াছিল।

ডিব্রু নদীর ধারে একটী গড় ছিল, এখনও একটী ক্ষুদ্র গড় আছে, এই জন্য ইহার নাম হইয়াছে ডিব্রুগড়।

নিজ শিবসাগর সহরে আহম্ রাজাগণের রাজধানী ছিল। উহার পূর্ব্ব নাম ছিল 'রঙ্গপুর'। শিবসাগর নামে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর তটে বর্ত্তমান সহরটী অবস্থিত বলিয়াই উহার নাম হইয়াছে শিবসাগর। নওগাঁ জেলার সদরস্থান পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল, তাহার নাম এখন হইয়াছে পুরাণিগুদাম। বর্ত্তমান সদরস্থান নূতন হইাছে বলিয়া উহার নাম হইয়াছে নওগাঁ (নূতন গ্রাম)।

আসামের অধিকাংশ ভদ্রলোকই একেশ্বরবাদী। ইহাঁদিগকে মহাপুরুষিয়া বলে। ইহাঁরা দেব দেবীর মূর্ত্তির পূজা করেন না। কেবল নাম গান করেন। যে ঘরে নাম-কীর্ত্তন হয়, তাহাকে নামঘর বলে। আসামের ধর্ম্ম-সংস্কারক মহাপুরুষের নাম ছিল শঙ্করদেব বা শঙ্করদেও। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং বড়পেটা অঞ্চলে ইহাঁর বাস ছিল। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক পুরুষ; তবে চৈতন্যদেবাপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপে ও পুরীতে চৈতন্যদেবের সহিত অনেক সময় কাটাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের নিকট দীক্ষা লইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করদেব বয়সে বড় বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে মন্ত্রশিষ্য করেন নাই।

চৈতন্যদেবের কোন পর্ষদের সহিত যুক্তি ও পরামর্শ করিয়া ইনি একদিন অতি প্রত্যূষে জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যপ্রভু অতি প্রত্যূষে মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথমূর্ত্তি দর্শন করিতেন। শঙ্করদেব ভূমিতলে পড়িয়াছিলেন, পর্য্যাপ্ত আলোকাভাবে শ্রীচৈতন্যপ্রভু তাঁহার শরীরের উপরে যাইয়া পড়েন। তাঁহার শরীরের উপরে পদক্ষেপ করিবা মাত্রই "রাম রাম" বলিয়া উঠেন। শঙ্করদেব ঐ "রাম রাম" শব্দই তাঁহার দীক্ষা মন্ত্র হইল বলিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আসামীয়া ও উড়িয়াদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এমনকি অনেক উড়িয়া শব্দ

আসামীয়া শব্দ হইয়া পড়িয়াছে। মহাপুরুষিয়া দল ছাড়া আর একটী দল আছে, তাহাকে চৈতন্যপন্থী বলে।

শিমলা মালিপোঁতার ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণও আসামে যাইয়া অনেক শিষ্য-সেবক করিয়াছেন। আমরা ইহাঁদিগকে এখানে আসামে ভট্টাচার্য্য বলি। ইহাঁরা আসামে যাইয়া গোস্বামী হইয়াছেন। আসামে অনেক শিষ্য-সেবক ও কামরূপ জেলায় অনেক জমিদারীও করিয়াছেন। ইহাঁরা গৌহাটীতে বাস করেন। ইহাদের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ শাক্ত, তবে অধিকাংশই বৈষ্ণব।

. গৌহাটীর প্রকৃত আসামীয়া নাম গুবাহাটী (গুবাক) অর্থাৎ যে হাটে সুপারি বিক্রয় হইত। এটী কামরূপ জেলার সদর স্থান। এই সহর হইতে কামাখ্যা পাহাড় প্রায় ৩ মাইল দূরে, কামাখ্যা পাহাড়ে কামাখ্যা দেবীর, ভুবনেশ্বরীর ও দশমহাবিদ্যার মন্দির আছে। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও সুন্দর। ছিন্নমস্তার মন্দির নাই। কামাখ্যা একটী হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ স্থান। এখানকার পাণ্ডারা অন্যান্য তীর্থস্থানের পাণ্ডাদিগের ন্যায় দুরন্ত ও অর্থলোলুপ নহেন। আসামের মহান্ত ও গোস্বামিদিগের বাসস্থান বা ধর্ম্মোপদেশ দিবার স্থানকে সত্র বলে। আসাম প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অনেকগুলি সত্র আছে, তন্মধ্যে শিবসাগর জেলার মাজুলী বা আউনিয়াহাটী সত্রই সর্ব্বপ্রধান। এখানকার গোস্বামী বা গুরুদেবকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করিতে হয়। আমি যে সময়ে আসামে ছিলাম সেই সময়ের আউনিয়াহাটীর সত্রাধিকারি-গোস্বামি মহাশয় পরম পণ্ডিত ও পরম ভাগবত ছিলেন। ইহার মান-সম্ভ্রমও যথেষ্ট ছিল। স্বয়ং লাটসাহেবও ঐ সত্রে যাইয়া ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। আসামের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেকরই পূর্ব্ব বাসস্থান শিবসাগর জেলায়।

APPENDIX

I am glad to certify that Babu Rameswar Sen is a very able and hard-working teacher, and justly deserves the popularity he has always enjoyed with his pupils whom I have known to carry in their minds a great regard and esteem for him both during the time they are taught by him and after. This in my opinion is the best assurance a teacher can have of his merits being acknowledged and the best testimony the public can have of his superior parts, his great experience as a teacher, and above all his fitness to be entrusted with the noble and responsible charge of educating their children. I have been acquainted with Babu Rameswar in the official-way for a period of more than nine months during the time I had charge of examining now and then the junior classes of this High School and of reporting their general progress from time to time in their respective subjects of study. It is but justice to remark that the pupils of Babu Rameswar, though too many for a single class and teacher (being nearly forty and fifty in each class) have always shewn a fair progress in the subjects taught them, and that this in the case of best boys of the classes, has even been marvellous indeed.

The High School, (Sd.) TARAPADA GHOSHAL.
RANGPORE, *Offg. Second Master.*
November 15, 1877.

Good, hard-working, conscientious, willing to please and very intelligent.

(Sd.) SIVADAS BHATTACHARYYA.

25th February 1878. *Head Master, Maldah Zila School.*

Babu Rameswar Sen is a hard-working teacher and is always in earnest in his work. Under the revised scheme of establishment, a graduate has been appointed as 2nd master on Rs. 75 and Rameswar Babu is, I understand, to act as 3rd master on his present pay Rs. 50 a month. I hope later on he will be provided with another post on an increased pay.

(Sd.) KHETRA CHANDRA CHATTERJI.

18th June 1880. *Secy., D. S. Committee, Lakhimpur.*

Babu Rameswar Sen is an active, painstaking young man. I always found him a useful officer of the school.

(Sd.) SRINATH SEN.

22nd January 1882. *Head Master, Dibrugarh High School.*

Babu Rameswar Sen, although he served a short time under me, gave me every satisfaction by the due and concientious discharge of his duties. The Babu really takes interest and pleasure in his work. He is intelligent, active and possesses an excellent character. I entertain a high opinion of the officer and am of opinion that he is fully competent for a Headmastership. He is highly spoken of by the Inspector of Schools and I found him possessed of those. I really regret to part with him.

(Sd.) RAM MOHAN MITRA.

30th April 1882. *Head Master, Dhubri High School.*

I entertain a very high opinion of Babu Rameswar Sen for his efficiency and devotedness to his work. I part with him with regret.

(Sd.) HARAN CHANDRA CHATTERJI.
4th July 1883. *Head Master, Nowgong High School.*

The Deputy Inspector Babu Rameswar Sen is energetic and hard-working and the Board have every confidence in him. The Goalpara-Sub-Inspector, Mohiram Das, does his duty well and gives satisfaction.

DHUBRI, (Sd.) T. B. MICHELL, LT.-Colonel.
12th May 1885. *Deputy Commissioner, Goalpara.*

As I am now leaving the district and retiring from the service, I wish to record my sense of good service performed by Babu Rameswar Sen, Deputy Inspector of Schools, during the two years, he has served under me. He is zealous and hard-working, has at all times been anxious to give me his best advice and I have never had cause to regret acting on it. He would make an excellent Head Master of a High School and I hope he will before long obtain that appointment.

DHUBRI, (Sd.) T. B. MICHELL, Lt-Colonel.
24th February 1886 *Deputy Commissioner of Goalpara.*

Babu Rameswar Sen has given satisfaction as Deputy Inspector of Schools in this District during the time that I held charge of the latter, as Officiating Deputy Commi-

ssioner, and I know of no reason why he should not be allowed to apply for the post he now seeks to obtain. He has asked me to forward his application to Deputy Commissioner.

23rd November 1887. (Sd.) M. A. GRAY, Major.

I have much pleasure in reporting favourably on Babu Rameswar Sen, Deputy Inspector of Schools, he is an active and industrious officer and works his department with credit. He speaks well of the Sub-Inspectors of the two Sub-Divisions of Dhubri and Goalpara.

DHUBRI, (Sd.) H. MAXWELL, Major.
12th May 1888. *Deputy Commissioner of Goalpara.*

Babu Rameswar Sen, Sub-Inspector of Schools was under me for 8 months about. I was exceedingly satisfied with this officer's work. He worked well and gave loyal assistance in the Census as Charge-Superintendent.

DHUBRI, (Sd.) P. E. HENDERSON, Major.
2nd June 1891. *Deputy Commissioner of Goalpara.*

I have known Babu Rameswar Sen, the Head Master of the Kohima High School, for about one year. He has always appeared to me to take great interest in his duties.

KOHIMA, (Sd.) A. W. DAVIS.
3rd October 1892. *Deputy Commissioner.*

A copy of the inspection remarks made by Sir Henry Cotton, the then Chief Commissioner of Assam.

I visited the school to-day and spent some time examining one or two classes. Only 2 boys out of 3 candidates passed the Entrance at the last examination and I hope that this result may be improved on next time. The school appears to be recovering from the depression, into which it was thrown by the natural calamities, which have affected the district and seems to be entering in more prosperous times. The Head Master Rameswar Sen seems efficient.

NOWGONG, (Sd.) H. COTTON.

18th November 1898.

I visited the school and find that the number of boys on the roll and for the past six years in November, are as noted in the margin. They show an increase but the figures for the past three years can hardly be considered satisfactory. The new Head Master Babu Rameswar Sen is a capable officer and I was much pleased with the condition of the first and second classes I examined. There were 5 candidates for the Entrance Examination last year, all of whom passed.

1895—182
1896—195
1897—226
1898—245
1899—236
1900—241

TEZPUR, (Sd.) H. COTTON.

19th November 1900. *Chief Commissioner of Assam.*

DATE OF INSPECTION 25TH AND 26TH FEBRUARY 1902.

It is always more pleasant to express satisfaction than the reverse and I am glad to express my opinion that the general condition of the school is very satisfactory.

TEZPUR, (Sd.) M. PROTHERO.
26th February 1902 *Offg. Director of Public Instruction.*

RAMESWAR BABU,

I wrote to Mr. Booth from the Brahmakunda and told him that I considered the complaints against you were frivolous. I enclose a certificate testifying my appreciations of the manner in which you performed your duties while I was in Tezpur and wish you every prosperity in the future.

(Sd.) H. W. COLE,
2nd November 1902 *Deputy Commissioner.*

Babu Rameswar Sen was Head Master of the Tezpur High School during the 2½ years I was in charge of Tezpur. He performed his duties to my satisfaction and he always struck me as being a capable and efficient officer.

DELHI, (Sd.) H. W. COLE.
2nd November 1902. *Deputy Commissioner.*

See page 458.

DEAR BOOTH,

I visited the School-boarding-house here yesterday morning in consequence of some complaints which were made to me regarding the management of it. I found as far as the condition of the boarding-house went, that the complaints were justified but I do not consider the Head Master against whom the complaints were made to be responsible for this condition.

I found the compound in a disgracefully dirty state and the latrine which is too close to the residential quarters and cooksheds had apparently not been cleaned for two days.

There is no effective Supervision of any kind over the boarders. The Second Pandit of the Vernacular School is allowed to live on the premises but he, from the fact that he is a master in an inferior school, has very little influence over the boys and besides this he goes home from Saturday to Monday leaving the boys to their own devices for two nights in the week.

The sweeper only gets Rs. 2-8 a month for his duties and out of this he has to pay As. 8 a month to the Municipality for the use of one of the night-soil carts. Good work cannot be expected for such a remuneration. The Chowkidar gets Rs. 10 a month but he has his work cut out for him to supply the boarders with 2 Kalsis of water per diem each.

At present there are only 13 boarders and one Pandit to be supplied but if the No. be increased there being room for 36 boys in the boarding-house, I do not think that one Chowkidar would be sufficient as he has other minor duties besides supplying water.

I think another Chowkidar on pay Rs. 7 a month is urgently required.

As to the sweeper's work I propose to have the work of the school and boarding-house done by the Municipality which will assure better work and more regularity.

I think in an institution like the one under consideration a resident master is urgently required and proper quarters should be provided for him, I think such a master certainly be an Assamese.

On finding the state the Establishment was in, I spoke rather sharply to the Head Master as I considered that he being Superintendent was responsible but I have since had occasion to change my mind on the Head Master's showing me a letter of Nov. 1900 to the D. P. I. reporting fully on the state of the boarding-house and recommending those changes which I have recommended.

To this letter he says no answer has up-to-date been received.

Also he showed me a letter to the Chairman of the Municipality asking him to take over the sweeper's work but this application was for some reason refused.

Under the circumstances, I am of opinion that the Head Master is not in any way to blame for the state of the boarding-house nor for the resulting discontent amongst the boys.

In this connection I might mention that no provision had been made in the Educational Budget for keeping the school-compound clean.

This work is at present performed by the Municipality who spend some Rs. 100 a year on it as the school being in a prominent position the site would otherwise be an eyesore.

I notice that the Head Master made some provision for this in his budget but it has been struck off.

As under the rules the Municipality are expected to perform any part of this work I think that some part of the cost at least should be provided from Educational funds.

Your's Sincerely,
(Sd.) F. W. STRONG.
18-11-02.

Extract from the Inspection Memo of the Dhubri Government High School.

I was pleased with the way the Head Master teaches his class.

19*th July* 1905. (Sd.) A. A. HOWELL, Major.
Deputy Commissioner of Goalpara.

Extract from the Inspection Memo of the Dhubri Government High School.

I have always had a high opinion of this school and my opinion was strengthened by this morning inspection.

I examined the 5th class in *Deshi Kassrut.* The performance was very satisfactory.

2*nd December* 1905. (Sd.) J. B. FULLER.
Lieutenant-Governor.

Extract from the Inspection Memo of the Dhubri Government High School.

The Entrance results have been very satisfactory of late years. 5 passes in each of the three years 1902, 1903, 1904 with a success of 100 per cent., and 7 passes out of 9 candidates in 1905.

This seems to show that the teaching capacity and energy of the masters responsible for the Entrance candidates are satisfactory.

10*th January* 1906. (Sd.) N. L. HALLWARD.
Director of Public Instruction.

Extract from the Inspection Memo. of the Dhubri Government High School.

This is certainly one of the best managed schools in the Valley.

(Sd.) J. R. BARROW.

8*th September* 1906. *Inspector of Schools, Assam-Valley and Hill Districts.*

This staff, numerically strong, is qualitatively weak. But it has managed to produce creditable examination-results, 5 of 7 candidates passing even in the last disastrous year.

15*th March* 1907. (Sd.) H. SHARP.
Director of Public Instruction.

Eastern Bengal & Assam
Educational Department

Office of the Director of Public Instruction,
Eastern Bengal & Assam
Dated Shillong the 20th May 1908.

MY DEAR SIR,

I received your representation asking for extension. It came rather late for acceptance; and, even had it come earlier, I fear I could not have recommended it. You have had considerable extensions already; and it is not possible to go on giving extensions indefinitely.

I am sorry your wishes cannot be met. But I trust you will long enjoy your well-earned rest and pension.

I shall be interested to hear where you will settle, and, if there is anything that I can do, by way of testimonials, etc., to assist you, I shall be happy to do it.

I am,
Yours truly
H. SHARP.

To
Babu Rameswar Sen.

(Sd.) UMES CHANDRA DE.
Criminal Serishtadar.
31-10-03

Authorised under Section 76 of 1872.

Proceedings of the Criminal Court, present P. E. Camniade, Esq., Deputy Commissioner, Darrang. Dated Tezpur the 28th October 1903 Case No. 867 of 1903.

Complainant—Rameswar Sen.

vs.

Accused—Radhakanto Hazarika.

Charge under Section 355 Indian Penal Code.

Judgment.

The case is that the complainant who is the Head Master of the local High English School was buying fish at the Tezpur bazar, and that he was assaulted by the accused, with a stick, and beaten on the back, face, and chest. The motive of the assault was enmity which is admitted to exist between complainant and accused, and which arose in consequence of the Head Master's having caused an order of rustication to be passed against the accused, who had formerly been one of his pupils at the High English School. For the defence it is alleged, that the accused, though in the bazar at the time of the occurence, was not near the complainant; and that the assault was committed by some person other than the accused whom in the uncertain light, the complainant mistook for the accused. The question is purely one of identification. The complainant has stated clearly in his deposition what he did after the occurrence; and there is no mistake about the time of the occurrence being 6 P.M. at which time towards the end of September there is still plenty of light to see by. There is no reason why the assailant should not have been recognised by the complainant as well as by all the bystanders. The complainant identified his assailant and named him at once. No one was in a better position than the complainant to see who his assailant was, considering that his assailant was facing him while he struck the blows on the complainant's face nad chest.

It is alleged that there are other boys who have been at the school who owe the complainant a grudge; and it is suggested that one of these might have struck the complainant, but if this was so, there was no particular reason for the complainant's naming the accused as his assailant.

The other witnesses for the prosecution who have supported the complainant's story are all Bengalis; while the one witness for the prosecution who has stated that he did not recognise the assailant and the witnesses for the defence are all Assamese. This case has therefore been made a race dispute; and impartial evidence cannot be obtained. There are two persons, however, whose evidence there can be no hesitation in believing; and these are the Head Master and Fifth Master who was with him. The witnesses for the defence have undoubtedly come forward to save an Assamese from punishment on the prosecution of a Bengali. I find the accused guilty of an offence under Section 355 Indian Penal Code, because undoubtedly that was the object of the assault as the hurt caused did not amount to very much, although one of the strokes fell on the face and drew blood; and I sentence the accused to one month's rigorous imprisonment and a fine of Rs. 100 or in default to another month's rigorous imprisonment. The fine if recovered, will be paid to the complainant as compensation under Section 545 Criminal Procedure Code.

28th October 1903. (Sd.) P. E. CAMMIADE.
Deputy Commissioner.

Copied by
(Sd.) P. W. SINGHA.

No. 435 Dated 30-11

In the Court of the Sessions Judge of the Assam Valley Districts dated the 17th November 1903. ***Present*** **J. E.** Phillimore, Esq., B.A., I.C.S., Sessions Judge, Assam Valley Districts.

Criminal Appeal No. 193 of 1903.

Appeal from the order of Mr. P. E. Cammiade, I.C.S., offg. Deputy Commissioner of Darrang, dated 28th October 1903.

Radhakanta Hazarika—*Appellant.*

vs.

Emperor—*Respondent.*

Srijut Kali Prosad Chaliha for Appellant. Babus Akhoy-kumar Ghose and Promodekishore Rai for Respondent.

Sentence—One month's rigorous imprisonment and fine of Rs. 100 in default another month's rigorous imprisonment Section 355 Indian Penal Code.

Judgment.

The only points for determination are whether the evidence of identification is sufficient, and whether the sentence is excessive. The complainant and Kali Prasanna Chatterjee both depose that the appellant was the person who struck the complainant, they knew the appellant before, and as the occurrence took place in the day light, I think, that they are not likely to have made any mistake as to the identity of the assailant. The defence witnesses say that it was some one else who struck the complainant, but it is a remarkable circumstance that none of these defence-witnesses can say who it was that struck the complainant, if the appellant was not the person who struck the complainant. I think that there is no reasonable doubt that the complainant was assaulted by the appellant. As regards sentence I consider that an assault in a public place upon a person occupying the position of Headmaster

should be severely dealt with, and that the sentence passed is not unduly severe.

The appeal is dismissed.

(Sd.) J. PHILLIMORE.

17th November 1903. *Sessions Judge, Assam Valley Districts.*

Certified to be a true copy.

(Sd.) HASHMATULLA,

Sheristadar, Assam Valley Districts.

Judge's Office,

Authorised under Section 76 Act I of 1872.

Copied by

JOYNARAN DAS.

8th December 1903.